Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২/২৩৬ 36

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

9/333

LIBRARY
No. 9/333
Shri ...
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

8/9/20

LIBRARY
No. 9/333
Shri Sh... ...ayan Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিত্রাতা বিজয়কৃষ্ণ

LIBRARY
No. ……………
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

মহেশ লাইব্রেরী।
পুস্তক-বিক্রেতা।
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
(কলেজ-স্কোয়ার) কলিকাতা-১২

দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ
৭৭ এ, তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক—
শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায়
দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ
৯৯-এ, তারক প্রামাণিক রোড
কলিকাতা—৬

প্রথম প্রকাশ
রাস পূর্ণিমা, ১৩৬১

দাম পাঁচ টাকা

প্রচ্ছদশিল্পী—
শ্রীপ্রভাত কর্ম্মকার
প্রচ্ছদ মুদ্রণ—
মোহন প্রেস
বাইণ্ডার—
ফ্রেণ্ডস বাইণ্ডিং কন্‌সার্ণ

মুদ্রাকর—
শ্রীগৌরচন্দ্র পাল
নিউ মহামায়া প্রেস
৬৫।৭, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

পরিব্রাজক,

তোমার বাক্যমনাতীত চিরন্তনে আঁকতে,
আমার অযোগ্য লেখনী চালনার অহংকার
মার্জনা করো – মার্জনা করো…

কাশ্যপী –

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বিজয়কৃষ্ণের সমস্ত তত্ত্ব সাধারণ্যে, এমন কি তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যেও প্রকাশিত হয় নাই।…"

শ্রীঅরবিন্দ—"বন্দেমাতরম" ১৯২০

"আমার সরল বিশ্বাস, তাঁহার (গোস্বামী প্রভুর) সম্পূর্ণ জীবনী হইতে পারে না।…"

ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ কুলদানন্দ—'সদগুরু সঙ্গ'

"শিষ্যদের কাহারও দ্বারা জগতের সামনে গোস্বামী প্রভুর কথা proper angle-এ put করা হইল না; উহা তোমাদের কাহারও দ্বারা হইবে।…"

শ্রীমৎ স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ—"পত্রাবলী—মন্দির"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ৭/৩৩৩
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

যে-জীবন গণ-মানবের অন্তর-তলে অনিবার্য্য শ্রদ্ধায় অধিষ্ঠিত, সে-জীবন কোনো সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়—তা' আমার, আপনার, সকলের; তা' দেশের, মহাদেশের, মহামানব-সমাজের; তা' কালের—কালাতীতের। সেই মহদ্ জীবনকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা এবং দেখানোর মধ্যে আছে এক অনাস্বাদিত প্রীতি এবং পরিতৃপ্তি।

অবতরণের অমৃতত্ব অনুভব করবার শক্তিও শ্রীভগবানের অনুগ্রহ-সাপেক্ষ। মানুষের অন্তরে অজানাকে জানবার যে-শাশ্বত পিপাসা, তাকেই নিজের জীবনের দীপ জেলে যিনি আমাদের জানান, তাঁকেই আমরা বলি দেব-জীবন, দিব্য-জীবন, অবতার-জীবন। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের জীবনের প্রতি পদক্ষেপে যে সেই দিব্য জ্যোতি চির জ্যোতির্ম্ময়, এ সত্য স্বতঃ স্বীকৃত,—সর্ব্বত্র স্বীকৃত।

এই সংঘাত-সঙ্কুল জীবন-বিগ্রহকে অতুলনীয় তুলিকায় রূপায়িত করেছেন কথাশিল্পী ফাল্গুনীবাবু। কিন্তু তাঁর অনবদ্য লেখনীর যাদুকরী শক্তিও এই 'পরম প্রকাশকে' অকস্মাৎ রূপ দিতে সাহস পায় নি। দীর্ঘ দিন ধরে তিনি এই দিব্য চরিত্রটি অনুধ্যান করেছেন। তথাপি সঙ্কোচ রয়েছে, হয়তো পরিত্রাতার শ্রীরূপ তিনি প্রকাশ করতে পারেন নি। বাক্য ছাড়া যাঁকে প্রকাশ করার পথ নেই, সেই বাক্যমনাতীত শ্রীশ্রীবিজয়-চরণেই এর জন্য তিনি ক্ষমা চাইছেন। এবং আমরা এই দিব্য-জীবনী প্রকাশ করতে পেয়ে নিজেদিকে শত ধন্য মনে করার সঙ্গে সঙ্গে পরিত্রাতার চরণে বারম্বার মার্জ্জনা ভিক্ষা করছি।

উপাদানের অভাব লেখকের অগ্রসর হবার পথে বিষম বিঘ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যতটুকু তিনি পেয়েছেন, এই গ্রন্থ লেখার পক্ষে তাকে অ-যথেষ্ট মনে করেন। ঘটনা-সংস্থানে ভুলভ্রান্তি ঘটে থাকলে মার্জ্জনা চাইছি। লেখকের জ্ঞাতি-ভ্রাতা গোস্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভুর ভক্ত শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় লেখককে সর্ব্বান্তঃকরণে সাহায্য করেছেন যথাসাধ্য। আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সে-ঋণ স্বীকার করছি।

যে-সব পত্র-পত্রিকা এবং মুদ্রিত পুস্তকাদি থেকে উপাদান গ্রহণ করা হয়েছে, তার তালিকা গ্রন্থের শেষে দেওয়া হোল পূর্ব্বাচার্য্যদের এই উপাদান না পেলে এ-গ্রন্থ লেখা সম্ভব হোত না। তাঁদের উদ্দেশেও আমাদের ধন্যবাদ নিবেদন করছি।

গ্রন্থের কোথাও কারো মনে তিলমাত্র আঘাত করবার চেষ্টা করা হয় নি; তথাপি যদি আমাদের অনবধানতা প্রযুক্ত কেউ সামান্যও ব্যথিত হয়ে থাকেন তো করযোড়ে মার্জ্জনা চাইছি। ব্যথার কারণ আমাদের জানালে পরবর্ত্তী সংস্করণে নিশ্চয়ই তার সংস্কার করতে যত্নবান হব।

পরিশেষে সর্ব্বসাধারণকে নিবেদন করি যে, লেখক অথবা প্রকাশকদের কেহই শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর শিষ্য অথবা প্রশিষ্য নহি। তাঁর অপরূপ জীবন-কথা লেখকের ভালো লেগেছে বলেই তিনি লিখেছেন, এবং আমাদের ভালো লেগেছে, তাই আমরা প্রকাশ করলাম—এ গ্রন্থ প্রকাশের এইমাত্র কৈফিয়ৎ।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি—এই পবিত্র জীবন-কাহিনী আপনাদের তৃষিত অন্তরকে প্রেম-ভক্তির অমৃতরসে আপ্লুত করুক।

বিনয়াবনত

দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ

সমালোচনা ব্যতীত অন্য কোনো কারণে
এই গ্রন্থের আংশিক বা সম্পূর্ণ
উদ্ধৃতি অথবা অনুবাদ নিষিদ্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Ashram

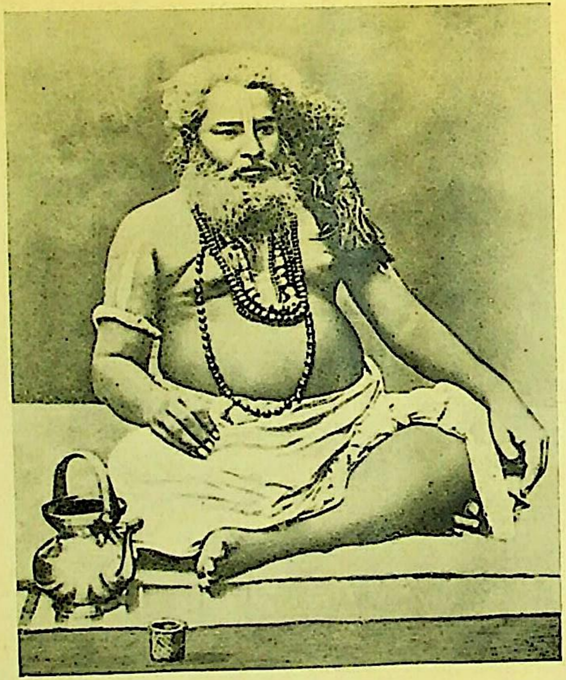

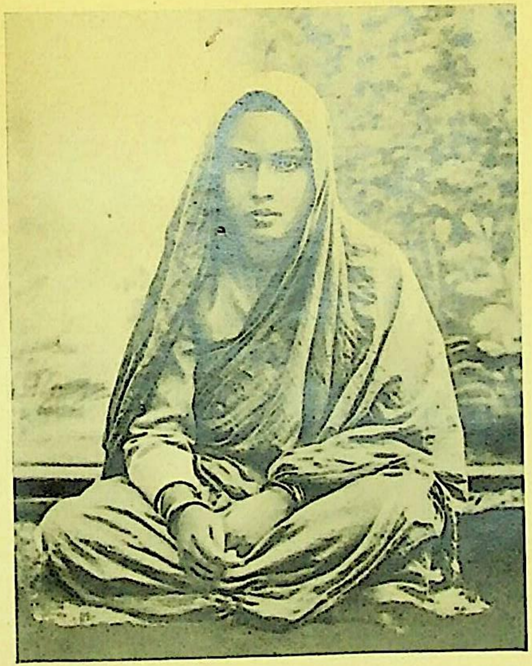

ব্যক্ত মাধুর্য্য

মায়া-বিজয়

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Shri

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

চিরযুগই এই লীলা চল্‌ছে…

'সম্ভবামি যুগে যুগে'—এই প্রতিশ্রুতি!

এর জন্যই যেতে হয় নরলীলায়! নইলে পাপের ক্লেদপঙ্কে পৃথিবী ডুবে যাবে। তাই আবার আসতে হোল—একা নয়—অনেকে মিলে। এক রূপে নয়, দুই রূপে! এবার নরলীলা খুব জমাট।

ত্রেতায় চার অংশে প্রকাশ--দ্বাপরে দুই অংশে, কৃষ্ণ-বলরাম—কলিতেও তাই! হরি-হর! নাম আর নামী! অবিশ্বাসী কলির জীবকে উদ্ধার করতে এবার বিচিত্র লীলা প্রকাশ করতে হবে। আগে অবতার হোয়ে আবির্ভাব—অন্ত্যজের স্পর্শ—জাতিকুলের মূলোচ্ছেদ—সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয়, তারপর সদ্‌গুরুরূপে দীক্ষার সমুদ্রে ওদের অবগাহন—অনেক কাজ, অনেক ব্যবহারিক বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা, অনুশীলন, অনুশাসন—লীলা তাই এবার এত জমাট।

পাপে পূর্ণ কলির জীবকে উদ্ধার করবার জন্যে যেতে হয়েছিল পূর্ণব্রহ্মরূপে। তন্ত্র-মন্ত্রে, অভিচার আর ব্যভিচারে ভ'রে গেল যখন দেশ, তখন সৎধর্ম্ম, সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা করবার জন্যে যেতে হোল নামযজ্ঞ ক'রে জীবকে উদ্ধার করতে; কিন্তু অধঃপতিত কলির জীবের অতি অল্পাংশই সে তত্ত্ব বুঝলো—সত্যি বুঝলো মাত্র সাড়ে তিন জন। তাতেই কাজ হোত; এই নামাগ্নি পাপরূপ তুলা রাশিকে অনায়াসে ভস্ম ক'রে পুণ্যের পূর্ণপ্রভা বিস্তার করতে পারতো; কিন্তু কোন্ ছিদ্রে কলি প্রবেশ ক'রে আবার ঐ বিশুদ্ধ নামাগ্নিকে ঠেলে সরিয়ে দিল। নামে রুচিহীন হোল মানুষ; তিলক-ফোঁটার মার্কা নিয়ে ভোগরাগের ব্যবস্থা পাকা করতে লাগলো—হোল যুগল-সাধন, জুটলো নেড়ানেড়ি, তার থেকে হোল রকমারি সম্প্রদায়। বিশুদ্ধ নাম-সোনার পাত মুড়ে বা'র করলো গিল্টির গহনা; তাতেও ভয় করবার কিছু ছিল না, ওই সোনার পাতটুকুতেই কাজ হোত কিন্তু প্রবল কলির প্রারম্ভেই এলো শ্বেতদ্বীপ থেকে সভ্যতা—ভোগমুখী—ভজন-বিমুখী। প্রচারে আর প্রলোভনে প্রভাবিত হয়ে পড়লো সারা দেশ। ভুলে গেল তার স্বধর্ম্ম, বিকৃত অর্থ করলো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার বেদ উপনিষদের। ব্যাখ্যা শুনতে গেল সে ঐ দেহ-সর্ব্বস্বদের দুয়ারে তার ঋষি প্রণীত শাস্ত্রের।

এ এক নতুন উৎপাত। দলে দলে মানুষ ধর্ম্মত্যাগ করতে আরম্ভ করেছে। স্বধর্ম্মে আর বিশ্বাস নাই। বৈদেশিকরা প্রচার করতে লাগলো, 'পুতুল-পূজা পাপ ; এতে ধর্ম্ম না হোয়ে অধর্ম্মই হয় ; ন্যাংটা কালীর পূজা অসভ্যের লক্ষণ ; মনসা-শীতলা-ষষ্ঠী অর্ব্বাচিনের পূজা,—অরণ্যচারীর সাপ-বাঘ পূজার সামিল।' প্রবল স্রোত বইতে লাগলো সনাতন ধর্ম্মের বিরুদ্ধে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম, তন্ত্রধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যের প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্ম থই পাচ্ছে না ; সব বুঝি ভেসে যায় !

আবার আবির্ভূত হোতে হবে। এলেন সুজলা সুফলা বাংলা দেশের এক রাজবংশে, রাধানগর গ্রামে—নাম নিলেন রামমোহন। বেদ উপনিষদ মন্থন ক'রে বের করে দিলেন ব্রহ্মবিদ্যা।

ভয় নাই, ওরে অমৃতের পুত্র ভারতবাসী, তোর ধর্ম্ম পৌত্তলিক নয়, তোদের ধর্ম্মই সৎধর্ম্ম, সত্যধর্ম্ম—সনাতন ধর্ম্ম।

স্রোত ফিরে গেল সারা দেশটার। দেবর্ষি-মহর্ষিরা আবার আস্‌ছেন। ব্রহ্মবিদ্যা অধিগত হোতে লাগলো। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হোলেন আচার্য্য—গুরু। দলে দলে এলো নর-নারী, ওই সত্যধর্ম্মে দীক্ষা নিয়ে কৃতার্থ হোয়ে গেল। কোথায় তলিয়ে গেল পাশ্চাত্যের প্রচারণা।

কিন্তু ছিদ্রান্বেষী কলি ঘুমিয়ে নেই—সজাগ, সক্রিয়। যেমন কোরে হোক ঢুকতে হবে এদেশে, এই সনাতন ধর্ম্ম-তরণীকে বান্‌চাল করতে হবে। কোথায় কোন্ ছিদ্র দিয়ে ঢুকিয়ে দিল অনুকরণ-প্রিয়তা, গজমতির বদলে সে এনে দিল ঝুটো মুক্তা—কাঞ্চনের বদলে কাচ। গরম দেশের ধুতি চাদর ছাড়িয়ে ধরালো কোট-প্যাণ্ট—কন্যাদানের সুপবিত্র অনুষ্ঠানে ঢুকিয়ে দিল কোর্টসিপ্—নিষ্কাম সাধনার স্রোতে নিয়ে এলো কামনার ঘুর্ণাবর্ত্ত। প্রতিষ্ঠার প্ররোচনায় জাগলো বিদ্বেষ-বহ্নি—ক্ষমার অনুশাসনে এলো অক্ষমের গলাবাজি ; —শুদ্ধ ব্রহ্ম বিদ্যায় এলো পরধর্ম্মে বিদ্বেষ আর পরানুকরণের অভীপ্সা।

তা'রা ভুলে গেল,—'যথার্থ সত্য লাভ করতে হোলে সকলপ্রকার সংস্কার-বর্জ্জিত হোতে হয় ; সংস্কারমুক্ত না হলে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না ; মত, আচরণ, ভাব এবং সংস্কার মন হোতে একেবারে চলে গেলে, যা লাভ হয়, তাই প্রকৃত সত্য।...গণ্ডীর ভিতর থাকলে জীবনে সত্য লাভ হয় না।'*

---

* সদ্‌গুরু সঙ্গ ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা ১৪৭—১৪৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথাশক্তি এই আবিলতা কাটাবার চেষ্টা চল্‌লো, কিন্তু অবতার-শক্তি তখন অন্তর্হিত হোয়েছে—ঋষিশক্তিও অস্তপ্রায়। কি হবে? সনাতনধর্ম্ম কি ভাবে রক্ষা পাবে?

পূর্ণরূপেই যেতে হবে ওই বাংলাদেশে; হরি এবং হররূপে—দুই অংশে; আরো বহু সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে। লীলা এবার জমাট হবে ঠিক দ্বাপরের মতই, যেতে হবে অবতার হ'য়ে—যেতে হবে সদ্‌গুরু হ'য়ে। মানুষকে দেখিয়ে দিতে হবে, ঈশ্বর আছেন—তাঁকে পাওয়া যায়; "যত মত তত পথ"—সব পথ দিয়েই যাওয়া যায় তাঁর কাছে। এই সত্য প্রচার কর্ত্তে হবে—শুধু ভারতে নয়, সারা পৃথিবীতে।

জাগলো বাসনা রাণী রাসমণির, মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন—মূর্ত্তিপূজা করবেন; কিন্তু কেউ পূজারী হ'তে চায় না। এই তো সুযোগ! সব ব্যবস্থাই আগে থেকে করা রয়েছে।

এলেন এক ব্রাহ্মণ বালক পূজা করবার জন্যে। তারপর চল্‌লো লীলা। সব ধর্ম্মমতে সাধনা ক'রে সর্ব্ব ধর্ম্মে সমন্বয় ঘটালেন—দেখিয়ে দিলেন মা-ই সব হোয়েছেন। তিনি নিরাকার আবার সাকার, তিনি ব্রহ্ম, আবার মা।

কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের আম্রকাননের এই লীলা বাহির বিশ্বে তখনো ব্যপ্ত হচ্ছে না। এর জন্যে আসবেন বিবেকানন্দ; বেদান্তের বিজয়-খড়্গ নিয়ে বেরিয়ে যাবেন দিগ্বিজয়ে। কিন্তু এই অভাগা দেশের স্বধর্ম্মকে রক্ষা করবে কে? সদ্‌গুরু রূপে অবতরণ হবে কোথায়? কোন্ সে আধার?

ওই যে—ওই আসছে ভক্তশিরোমণি আনন্দকিশোর, শ্রীচৈতন্য লীলার নিত্য সহচর শ্রীমদ্ অদ্বৈতের পবিত্র রক্তধারা—ওই যে দণ্ডী দিতে দিতে শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গনে এলো—আহা, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হোয়ে গেছে—বাহুতে ছালা বেঁধে, এই অবিশ্বাসের যুগে অতিক্রম ক'রে এলো দুর-দুর্গম পথ! এই তো ঠিক ঠাঁই।

—আয় রে অনন্যশরণ ভক্তরাজ, আয়, তোর মনস্কাম পূর্ণ ক'রে আমার ভক্তাধীন নাম সার্থক করি। তোর সন্তান হ'য়ে আমি সদ্‌গুরুরূপে লীলা ক'রব। 'খড়ি ধোয়া' গোঁসাই, তোর সর্ব্বপাপ-বিধৌত অন্তর-আসনে আমি অধিষ্ঠিত হ'লাম।...

কি এক শক্তি জাগ্‌লো 'খড়ি ধোয়া' গোঁসাইএর সর্ব্ব দেহ-মনে, অন্তরে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-হিল্লোল; কি এক মহাজ্যোতি যেন প্রবেশ ক'রল ওঁর হৃদ্-পদ্মে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একি স্বপ্ন, না কি সত্যই তুমি এসেছ? দীনের ঠাকুর—অশরণের শরণ, —ভক্তের ভগবান—তুমি কি সত্যি এসেছ? তুমিই কি আমাতে প্রবেশ করলে পুরুষোত্তম্?

গোঁসাই ফিরে এলেন শান্তিপুরে। পতিব্রতা পত্নী বিরহিনী; দুয়ের দৃষ্টি-মিলনে আবির্ভূত হ'লেন কে? কেউ জানেনা, কেউ জান্‌তে পারলো না।

নরলীলা ঠিক নরের মতই হতে হবে; সুখে দুঃখে, শোকে সান্ত্বনায়—ঠিক মানুষের মতই চল্‌তে হবে মানুষের মধ্যে। তথাপি বিচিত্র অনুভাব জাগে জননীর অন্তরে।

জগন্নাথের প্রকাশ অপ্রকাশ থাকবার কথা তো নয়! প্রতি সূর্য্য-রশ্মিতে ও কি দেখা যায়? ও কী নয়ন-জুড়ানো রূপ-সমুদ্র! অবাক হোয়ে যান—আত্ম-হারা হোয়ে যান জননী! উন্মাদ হোয়ে যান 'আপন গন্ধে কস্তুরী মৃগসম।' কিরূপে স্থির হবেন? নিরাকার ব্রহ্ম সাকার শিশুরূপে গর্ভশায়ী! মা দাঁড়াবেন কোন্ মাটিতে?

শান্তিপুরে শান্তি নাই—বংশ বিভক্ত, বাদানুবাদে বিধ্বস্ত। শুধু শ্যামসুন্দর জেগে আছেন শ্রীবিগ্রহ রূপ ধ'রে। আচার্য্য অদ্বৈত প্রভুর আশ্রম দূর হোয়ে গেছে—গঙ্গা সেখান হ'তে স'রে এসেছেন। বাব্‌লা বনে আকীর্ণ সেই স্থানের নাম এখন বাব্‌লা। বিজন বিবিক্ত সেই পুণ্যধাম।

কোথায় মৃত্তিকা স্পর্শ ক'রবে এই অমৃত-শিশু? জননী ধরিত্রী তাই চিন্তিতা হ'য়ে পড়েছেন। শান্ত শীতল কোনো স্থান নির্ব্বাচন করছেন তিনি।

নারীর পিতৃগৃহই এ সময় শান্তির আলয়। শীকারপুরে ফিরে এলেন স্বর্ণময়ী—পিতৃগৃহে। প্রতি সূর্য্যরশ্মিতে দর্শন হয় আলোকময়ের—আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেন পরমপুরুষের। পৃথিবীতে তিনি আস্‌ছেন ঐ রশ্মিপথে—ইঙ্গিত পান। আশা থেকে উৎকণ্ঠা বেশী—কে জানে, কেমন ক'রে কোন্ মুহূর্ত্তে ধরা স্পর্শ করবে এই গর্ভস্থ শিশু-সূর্য্য!

কলি নিশ্চিন্ত নাই। ধর্ম্ম-নিষ্ঠ মাতুল-গৃহে তার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র প্রয়োগ করলো—মাম্‌লা। একজনের অর্থের জামিন হোয়েছিলেন গৃহস্বামী, সে টাকা না দেওয়ায় নীলাম হোয়ে গেল বাস্তু-ভিটা; আদালতের পাইক্ এসে ঘর দখল করবে, কোথায় যাবেন স্বর্ণময়ী?

কংশের কারাগার হোয়ে গেল পিতৃগৃহ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No............ BANARAS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

নিঃশব্দে খিড়কী পথে বেরিয়ে পড়লেন। শ্যামলা ধরণীর শীতল ক্রোড়; কোমল কচুবন; এই তো ঠিক ঠাঁই! জন-পাবনকে কি রাজাসনে জন্মাতে হবে!

—না—আচণ্ডালকে, অশুচি-অস্পৃশ্যকেও উদ্ধার করবার জন্যে পরিত্রাতার আবির্ভাব হবে এই অনাদৃত কচুবনে। তাই ওই পূণ্য দিনে এই অঘটন ঘট্‌লো—বাড়ী নীলাম।

লীলা আর কাকে বলে?

শ্রাবণের ঝুলন-পূর্ণিমা। সংকীর্ত্তন-মুখর গ্রামখানি, পিঠুলিতলার পীঠস্থানে জননী এসে বসলেন। অচ্যুত আসবেন—অচ্যুত-কাননই তার যোগ্য স্থান। দর্ভাঙ্কুরে নয়, দূর্ব্বাঙ্কুরে নয়—অনাদৃত অবহেলিত কচুবনেই তাঁকে আবির্ভূত হোতে হবে। এই জন্মই প্রমাণ ক'রবে—আচণ্ডালের উদ্ধারকর্ত্তা সদ্‌গুরুরূপে সম্ভব হোলেন।

জননী জানতেই পারলেন না, কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে শিশু ধরণীতে গড়িয়ে পড়েছে। প্রসব বেদনা কি আর ওর গর্ভধারিণীকে কষ্ট দিতে পারে? নিঃশব্দে নেমে এলেন প্রেম-লাবণির ঘনমূর্ত্তি। ধরণী ধন্য হোল—কৃতার্থ হোল বাংলার শ্যামল ভূমি—আচার্য্য অদ্বৈতপ্রভু আনন্দে হুঙ্কার ছাড়লেন অন্তরীক্ষে। তাঁর অভিশাপ আশীর্ব্বাদরূপে ফলপ্রসূ হয়েছে!*

কচুবন আলো করে রয়েছে কমলাক্ষ অচ্যুত। একি রূপ! ঐ নবর-সুন্দর শ্যামরূপ দেখে মন যে তৃপ্তি মানে না! পুরুষোত্তমক্ষেত্র থেকে এসেছেন পুরুষোত্তম! জননী সস্নেহে দেখলেন—বুঝলেন, কে এই শিশু, কিন্তু নরলীলা; —মহামায়ার মায়ায় তক্ষুনি ভুলে গেলেন কে ও; জাগলো অনির্ব্বচনীয় অপত্য স্নেহ!

—আহা, দুলাল আমার মাটিতে গড়াচ্ছে!

ভুলে গেলেন, ঐ শিশু শিশু নয়, সশরীরে সদ্‌গুরুরূপী ব্রহ্মের আবির্ভাব। পিঠুলিতলায় পতিত-পাবনের এই ঘনীভূত করুণাকে ভাবলেন, মাটির উপর রয়েছে মানুষের বংশধর—তাড়াতাড়ি বুকে তুলে নিলেন—

মানুষের কাছে মানুষ হয়েই যে লীলা করতে হবে অমানব-পুরুষকে!

---

* কিংবদন্তী এবং 'অদ্বৈত অভিশাপ' নামক একখানি পুস্তক হইতে জানা যায় যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে অদ্বৈত গোস্বামী অভিশাপ দেন যে তাঁহার বংশে মহাপ্রভুকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, এবং স্বগ্রাম শান্তিপুরে প্রভুর কোনোরূপ প্রতিষ্ঠা থাকিবে না! শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তের এই অভিশাপ মানিয়া লন!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণলীলায় কংশ পাঠিয়েছে পুতনাকে ; স্তনে বিষ মাখিয়ে সর্ব্ব-বিষহারীকে বিনাশ করতে গিয়ে পুতনা পার পেয়ে গেল—পরমাত্মা তার প্রাণকে গ্রহণ করলেন ; কিন্তু কলির পাপহৃদয় কংশের থেকেও ভয়ানক ছলনা বিস্তার করতে চায়। প্রসবগৃহের সামান্য ছিদ্রপথে অসুখ হয়ে সে প্রবেশ করলো বালকের অঙ্গে। নরলীলা, তাই বরণ করে নিলেন তিনি অসুস্থতা! সুযোগ পেল কলি—ভ্রান্তি ঘটিয়ে দিল গর্ভধারিণীর। বাৎসল্যের পবিত্রতায় জাগলো বিভ্রান্তি—বিজয়ের মুখে তুলে দিলেন মুসব্বরের বদলে ওষুধ বলে আফিং। বিষে নীল হয়ে গেল শিশু—নীলকণ্ঠ হয়ে উঠলো। এবার পুতনা নয়, স্বয়ং পুত্র-প্রসবিণীকে দিয়েই কলি একাজ করালো—পতিত পাবনকে অন্যভাবে সরানো যাবে না। জননীকে তিলমাত্র পীড়া না দিয়ে তিনি হয়তো নিজেই সরে যাবেন। কিন্তু কলির নিদারুণ ভুল হোল—ঐ বিষ বিষহারী হয়ে উঠলো অঙ্গে ওঁর—অহিফেন অমৃত হয়ে গেল।

আশ্চর্য্য! এভাবে কেউ বাঁচে নাকি? কিন্তু এ-তো সামান্য! কলি কত ছলনা করবে ; কতভাবে ওঁকে সরাবার চেষ্টা চলবে তার ইয়ত্বা কি? এই তো আরম্ভ! কিন্তু দিনে দিনে শশিকলার মত বাড়তে লাগলো শিশু! কি করা যায়? এ বেঁচে থাকলে সদগুরু হয়ে সবাইকে যে উদ্ধার করে দেবে—কলি তখন দাঁড়াবে কোথায়? নামাগ্নির পুণ্য হোমানল জ্বললে কি আর রক্ষা আছে! কলি দারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে উঠেছে।

আছে—এখনো বহু উপায় আছে—কলিরাজ চেষ্টার ত্রুটি করবে না। তাই অসংখ্য অঘটন ঘটতে লাগলো ঐ শিশুর জীবনে—আশ্চর্য্য, অবাস্তব সব ঘটনা। অবিশ্বাসী মানুষ এ যুগের—জানতে চায় না, মানতে চায় না দেব-ব্রাহ্মণ-সাধক-জীবনের অলৌকিকত্ব! কিন্তু তাতে কি এসে যায়—লোকোত্তর জীবন-যমুনা কারো বিশ্বাসের কোদালীতে খাল কেটে পথ চলে না। সে স্রোত স্বতঃ উদ্ভূত যমুনোত্তরীর অগ্নিকুণ্ড থেকে আসে—সে স্বয়ং ব্রহ্ম, তার সঙ্গম পরম ব্রহ্ম-পারাবারে!

কিন্তু নরলীলায় ভগবানকে মানুষের মতই দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়, রোগে শোকে অভাবে অভিযোগে নিষ্পেষিত হতে হয়—অত্যাচারিত হতে হয় অধার্ম্মিকের হাতে, লাঞ্ছিত হতে হয় অবিশ্বাসীর নিকট, নইলে নরলীলার মর্য্যাদা থাকে না। মানুষের জগতে মানুষ হয়ে—আপনার সত্য স্বরূপকে আচ্ছন্ন করে—তপস্যা দ্বারা অর্জ্জন করে দেখিয়ে দিতে হবে, ধর্ম্ম কি, সত্য কোথায়। নরলীলার মূল মন্ত্র—"আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখায়—"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

গর্ভাবস্থায় বালগোপাল আঁচল ধরে টানাটানি করতো জননী স্বর্ণময়ীকে— সেই গোপাল আজ ক্রোড়ে ক্রোড়-দেবতা, স্নেহের শিশু, নয়নের মণি হয়ে এসেছে—তাকেই ওষুধ দিতে ভুল হোল—ব্যাপারটা কত বিচিত্র, ভেবে দেখবার মত। কিন্তু এহ বাহ্য; কুগ্রহ কুদৃষ্টি থেকে বাঁচাবার জন্যে ত্রিলোক-পালক বালকের মাথায় রক্ষামন্ত্র বাঁধতে আসে ওঝা,—তাবিজ-কবচ-মাতুলী আনে আত্মীয়রা; শিশুর অকল্যাণ না হয়। এ দৃষ্টি স্নেহের দৃষ্টি—মা-যশোদার ভুল হয় গোপালের মুখে ব্রহ্মাণ্ড দেখে; ভাবে, ছেলের অসুখ হয়েছে।

শ্যামলাঙ্গ শিশু কখনো গৌরাঙ্গ হয়, কখনো নীলাঙ্গ হয়ে যায়—কী এ? লীলা! সেকথা কিন্তু কেউ ভাবে না; ভাবে, অসুখ, পেঁচোয় পাওয়া, ডাইনীলাগা—চলে ঝাড়ফুঁ…

এমনি করে বাড়তে লাগল দুলাল—দামাল-দুরন্ত! সামলানো দায় তাকে! অসীম শক্তি বন্দী ঐ ছোট্ট দেহটুকুতে—দুর্ব্বার তার তেজ ঐ ভাবেই প্রকাশ পায়। দজ্জালীপনা তাই নরলীলায় স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু এতো মিষ্ট, যেন অমৃত; মানুষ দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়—সুধায় ডুবে যায়!

'কচুবুনো গোঁসাই' নাম হলো—মার স্নেহমাখা নাম—মায়াময় সংসারের মুক্তির ইঙ্গিত কিন্তু রইল ঐ নামেই।

মাটির কারা-বন্ধন থেকে আকাশের ঊর্দ্ধলোকে মুক্তি,—আলো-ঝলমল সূর্য্যালোকে মুক্তি,—মুক্তি ঐশ্বর্য্যহীন, আকাশ-আশ্রিত সাধন-জীবনের অপার্থিব ঈশ্বরত্বে—সর্ব্বপাবন সদ্‌গুরুত্বে!

কচি দাঁত উঠছে—কত যে সুন্দর হয়েছে সে মুখ, কল্পনা করা যায় না— ধ্যান করে ধরা যায় না। নবনীত কোমল তনুতে মা আবার নূপুর-কেয়ূর-কঙ্কন পরিয়ে দিল—বালগোপাল সাজালো। যশোদার নবতম অভিব্যক্তি!

দুর্জ্জন কিন্তু দেশে দেশে ফিরছে,—কলি সর্ব্বত্র জাল বিছিয়ে রেখেছে। চোর এসে একদিন দেখলো, জীবন্ত বালগোপালের গায়ে গহনা; শুধু গহনা চুরি করতে উৎসাহ হোল না তার—গোপালকেও চুরি করলো। বৃন্দাবনের ননীচোর বাংলায় এসে চুরি হয়ে গেল! কিন্তু চোরে কি ওকে চুরি করে হজম করতে পারে! কত ঋষিমুনি কত যুগব্যাপী তপস্যায় ওকে চুরি করতে পারলো না—সাধারণ গহনা-চোর ওকে চুরি করবে—এ যে অসম্ভব! পথ হারিয়ে ঘুরছে চোর অনন্তের-আলোক-দেখাবার-কর্ত্তাকে কাঁধে নিয়ে। আত্মীয়রা সন্ধান করছে; ধরা পড়বার ভয়ে বালককে ফেলে দিয়ে পালাল চোর।

অত আলো ওর চোখে সইবে কেন!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরোহিত পুরন্দর ব্রহ্মদৈত্যরূপী ; ঐ পরিত্রাতাকে স্পর্শ করবার জন্যই তিনি অপেক্ষা করে আছেন দীর্ঘ দিন,—অহল্যাপাষাণীর মত অবস্থা তাঁর। মানব-জীবনে ব্রাহ্মণকূলেই জন্মেছিলেন ; লোভের বশীভূত হয়ে তিনি দেবতার নৈবেদ্য নিবেদনের পূর্ব্বেই গ্রহণ করতেন—এই অপরাধে অভিশপ্ত হলেন ; মুক্তির উপায়, নারায়ণ সদ্‌গুরুরূপে শান্তিপুরে আবির্ভূত হলে তাঁর পবিত্র অঙ্গস্পর্শে মুক্তি হবে। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করছিলেন তিনি বৃক্ষকোটরে সজাগ হয়ে। সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শুভ সুযোগ এসেছে…বিজন পথে বিজয় একা, রাত্রিকাল। ··

নররূপী নারায়ণ অসহায় বালক বেশে—লীলার মহিমার জন্য আত্মরক্ষায় অসমর্থ তিনি। ব্রহ্মদৈত্য অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়ে বালককে কোলে নিলেন। ধন্য হয়ে গেলেন তিনি ; সার্থক হোল এত কালের প্রতীক্ষা।

এমনি কত লীলা—কত বিচিত্র লীলাবিলাস। কারো বিশ্বাস অবিশ্বাসে কিছু এসে-যায় না। ইংরাজ আমলের সভ্য রাজত্বের অসংখ্য জনারণ্যের মাঝে এই অপ্রাকৃত লীলা প্রকট হয়েছে—এখনো সওয়াশ' বছর অতীত হয় নি! মানুষের অবিশ্বাসী অন্তরকে কর্ষণ করবার জন্যই কৃষ্ণ দিগ্বিজয়ী বিজয়কৃষ্ণ হয়ে এলেন—তাই তাঁর অপর নাম দিগ্বিজয়। এই অলৌকিক বাল্যলীলাতেই অঙ্কুর রয়েছে সদ্‌গুরুরূপী মহাক্রমের—তাই মানুষকে এই লীলারস আস্বাদন করতে হবে, অনুধ্যান করতে হবে,—অবগাহন করতে হবে এতে।

আবির্ভাবের সঙ্গেই এই মধুর বাল্যলীলার আবর্ত্ত—অমৃত মন্থন! উঠলো ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা, মন্দার তরু—উঠে এলেন ঐশ্বর্য্যরূপিণী লক্ষ্মী, শেষে সদ্‌গুরুরূপী সুধাভাণ্ড উঠলো।

—কেমন করে, অনুসন্ধান করা যাক!

শৈশব—মনে পড়ে বৃন্দাবনের বাল্যলীলা, নদীয়ার নরলীলা—মনে পড়ে ননীচুরি, যমুনাপুলিনে গোচারণ ; মনে পড়ে গঙ্গায় স্নানার্থীদের জ্বালাতন করা ; নিমাইয়ের ভয়ে নদীয়াবাসীর আতঙ্ক…এখানেও কি তেমনি করবেন নাকি? হ্যাঁ—ওর স্বভাবই ঐ রকম—কিন্তু অনন্ত যাঁর ভাব, তাঁর আবার স্বভাব কি?—স্ব-ভাব—সর্ব্বজনের আনন্দময় হওয়াই যে তাঁর স্বভাব। তাই ছেলেবুড়ো, বালিকা-বৃদ্ধা কেউ বাদ যায় না ওর কাছে আনন্দ পেতে। খেলা চলে সঙ্গীদের সঙ্গে ; শ্যামসুন্দরের সাথে—সাধু-মোহান্তরও সাহচর্য্যে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

সাধু পেলে সেখানেই থেকে যায় ছেলে—মা খুঁজে হয়রান হয়—কোথায় দিগ্বিজয় ? বিজয় তখন সাধুদের অজিনাসনে বসে আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি আঁকছে। নরলীলা—তাই মা ব্যাপারটা বুঝতে পারলো না !

পুকুরের ঘাটে বসিয়ে রেখে মা নামলো নাইতে—উঠে দেখে বিজয় নাই। সর্ব্বনাশ—কোথায় গেল ? খোঁজাখুঁজি, কান্না, শেষে জেলে ডেকে পুকুরের জল তোলপাড়—অকস্মাৎ একজনার জালে উঠে এল বিজয়। পুরীধামের ঘটনার পুনরভিনয় ! কিন্তু এত বড় বিপদ থেকে উদ্ধার—পুরীধামের কথা কে আর চিন্তা করে ! আত্মবিস্মৃত মানুষ শুধু অবাক হোল কাণ্ড দেখে।

মা হাজার চুমা দিয়ে বিজয়কে বাড়ী নিয়ে এলো।

বাড়ছে বিজয়। দুই-তিন-চার পার হোল। কত লীলা চললো, কে তার খবর রাখে ! কে জানে, ঐ এক ফোঁটা শিশিরকণায় সহস্র সূর্য্যের জ্যোতি জ্বলছে ! কোটি ব্রহ্মাণ্ড ওর অভ্যন্তরে ! কৃষ্ণ—কৃষ্ণচৈতন্য, বিজয়কৃষ্ণ, এক কৃষ্ণই···যে আকর্ষণ করছে জীবকে—কর্ষণ করছে তার হৃদয়ভূমি—মানুষের দেহবীণায় অবিরাম বাজাচ্ছে অনাহত বাঁশরী—কে শোনে ? কে শুনতে চায় ?

নরবলী প্রথা তখনো গোপনে চলে—বনে জঙ্গলে তারা বাস করে; বাংলায় ওর বিক্রম সে সময় কিছু বেশী। অকস্মাৎ একদিন একজন অপহরণ করলো বিজয়কে বলি দেবার জন্য বিশ্ব জননীর কাছে; সদ্গুরুরূপী শ্রীকৃষ্ণের সরল শিশুমূর্ত্তি দেখে সাধারণ মানব-শিশু ভেবে নিয়ে গেল সে লোকালয়ের অন্তরালে ! নরাকার এই পাষণ্ড নরবলি দিয়ে নারায়ণীর পরিতুষ্টি বিধান করবে—বর লাভ করে বিশ্বজয়ী হবে ! আর দেরী নাই। বিজয়কে যুপকাষ্ঠের সম্মুখে আনা হোল—

অকস্মাৎ ও কে খল্‌খল্ করে হাসছে ! কি ভয়ানক ! কি অগ্নিস্রাবী নয়নযুগল—পিঙ্গল জটা অগ্নিশিখার মত জ্বলছে—কে ও !

ভাববার সময় নাই—ভীতত্রস্ত কাপালিক সভয়ে ছুটে পালাল।

যাত্রা শুনতে গেছে বিজয়—পথ ভুলে গেছে ; রাত্রিবেলা। কাঁদবার ছেলে নয় সে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। একা ; অকস্মাৎ খটাখট্ খড়মের আওয়াজ ! কে আসছেন ? এলেন এক বিরাট পুরুষ, কাঁধে তুলে নিলেন বিজয়কে—বাড়ী পৌঁছে দিয়েই ফিরে যাচ্ছেন ; দেখলো বিজয়—প্রকাণ্ড এক তালগাছে উঠে গেলেন সেই পুরুষবর ! কে উনি ? সেই ব্রহ্মদৈত্য। সুকোমল দেবদেহ স্পর্শের লোভে আবার এসেছিলেন ! তাঁর প্রেতযোনি পবিত্র হয়ে গেল। পরমলোকে প্রয়াণ করলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরো আছে—আরো কত আছে আশ্চর্য্য অঘটন। সাধারণ মানব-জীবনে এতো অসাধারণ ব্যাপার তো ঘটে না—কিন্তু অন্ধ মানুষ তবু বুঝলো না, কে ওই বিজয়। বুঝতে দিল না বিজয়ের নরলীলার মহিমা-শক্তি!

কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের মানুষকে বোঝাতে হবে—তাই প্রতি নরলীলায় এই সব ঘটে! এলো এক সন্ন্যাসী, শালগ্রাম ওর গলায়; অতিথি হোল আনন্দকিশোরের বাড়ীতে! শালগ্রামের পূজা করতে বসলো সে তুলসী চন্দন দিয়ে—দেখলো বিজয়! এর পর আর যায় কোথায়—ঐ শালগ্রাম বিজয়ের চাই-ই, বায়না নিল। ঘরের শ্যামসুন্দর তো আছেই—কিন্তু সে ভাগের ঠাকুর—তাছাড়া হাত-পা-ওয়ালা—ব্রহ্মের নিরাকার রূপের আভাস রয়েছে এই নুড়িতে—এই তো সত্যিকার ব্রহ্মোপাসনা। এ বস্তু বিজয় ছাড়তে পারে না—সাধুকে ধরে কান্না জুড়ে দিল! নিরুপায় সন্ন্যাসী ঐ শিশুরূপী নীলমাধবকে কাঁদাতে চায় না—শালগ্রাম শিলাটিও ছাড়তে পারে না। চেয়ে দেখলো বালকের পানে। ওর চাঁচর কেশে জটা—নয়নে নীরদাভা, তনিমায় তমালের বনবিভূতি! কে এই শিশু? কিছুই বুঝলো না সন্ন্যাসী—তবু মনে যেন কেমন শ্রদ্ধা-সঙ্কোচ-সবিনয়তা ওর। পাথরের একটি নুড়ি যোগাড় করে ভুলিয়ে দিল বিজয়কে!

'এইটি তুমি পূজা করবে—'

চলে গেল সে তার শালগ্রাম নিয়ে! শিশু হাসলো। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' যার সর্ব্বাঙ্গে সুপ্রকাশ, তাকে নুড়ি দিয়ে ভুলিয়ে গেল সন্ন্যাসী! ওকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে হবে। তই হাসলো আপন মনে।

শ্যামসুন্দরের সঙ্গে খেলা চলে—ঝিনুকে করে দুধ খাওয়ানো, বিছানা পেতে শোয়ানো, কাপড়-গহনা দিয়ে সাজানো—এ সব তো নিত্যই চলছে; গুণগুণ কথা শুনে মা ভাবে, ছেলেটার হোল কি! কার সঙ্গে কথা কইছে বিজয়! গিয়ে দেখে, বিজয়ের খেলার সঙ্গী শ্যামসুন্দর। ভাবনায় মা অস্থির হয়ে যায়—ছেলের রোগ হোল। ডাক্তার বদ্যি দেখাতে হবে নাকি ঐ ভবরোগের বৈদ্যকে!

শ্যামসুন্দর ভাগের ঠাকুর—তার সঙ্গে খেলা সব সময় চলে না। তার সিংহাসন আছে, পূজারী আর পূজা আছে—সময় সময় জাঁক-জমক করে তার উৎসব হয়। খেলার সাথীকে একলা না পেলে বড় অসুবিধা! এবার সেই সুবিধা হয়েছে; নুড়ি শালগ্রামের পূজা করবার জন্য সাজি হাতে বেরুলো 'কচুবুনো গোসাই'। আত্মারাম কিনা, তাই আপনার পূজা করেই এত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.......... ৭/৩৩৩
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

আনন্দ! সব জীবের মধ্যে নিজে অবস্থান করে নিজেকে পূজা করা ওর স্বভাব, তাই ওর নাম আত্মারাম! আত্মায় রমণ করে—অভিরমণ করে।

সেবা চললো পাথরের সেই নুড়ির সারা বছর ধরে। সাত বছরের শিশু; নুড়ি পাথরটার পূজা করে, প্রণাম করে। ভক্তিতে গদগদ হয়ে নাচে কাঁদে··· বিচিত্র লীলা চলে বিগ্রহে আর বালকে—নারায়ণে আর নরদুলালে। কেউ দেখে' হেসে চলে যায়, কেউ বিদ্রূপ করেও যায়—কেউ বলে, ছেলে খুব ভক্ত হবে।

ঐ নবাঙ্কুর দেখে গিয়েছিল যে সন্ন্যাসী—গলায় শালগ্রাম বেঁধে বহু দেশ ঘুরেছে কিন্তু মনটা যেন ঐ বালকের দিকেই টানে। একটা নুড়ি দিয়ে ভুলিয়ে এল অমন সুন্দর ছেলেটাকে! সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীরও টান পড়ে অন্তরে, গলার শালগ্রাম ভারী বোধ হয়। ফিরে এলো আবার শিশুকে দেখতে।

নৃত্যরত নীলমণি যেন নুড়িটার সামনে। গাইছে, বাজাচ্ছে, নাচছে আত্মহারা হয়ে! কে ঐ বালক? কে ও! সন্ন্যাসী যেন চিনিচিনি করছে; তার সারা জীবনের সাধনা দিয়ে ওকে কি চিনবে!

না, চিনতে পারলো না; গোঁসাইবাড়ীর ছেলে—তাই এরকম ভাব। ও কিছু নয়—শুধু খেলা! অখিল বিশ্বও তো তাঁর খেলা—সন্ন্যাসীর অন্তরে যেন কে বলে উঠলো। চেয়ে দেখলো সেই নুড়ীর পানে; একি! সরল শিশুর প্রাণের ডাকে স্বয়ং ভগবান আবির্ভূত যে! শঙ্খ-চক্র চিহ্ন জেগেছে ঐ নুড়িটায়—আশ্চর্য্য! স্তম্ভিত হয়ে গেল সাধু—শিশুতে আর শিলাতে আর শালগ্রামে এক হয়ে গেল যেন!

অকস্মাৎ জননীকে দেখতে পেল সাধু, ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ে পড়ে বললো, —প্রণাম করি মা যশোদা, ব্রজের রাখল যে তোমার ঘরে!

কান্নায় কণ্ঠরোধ হয়ে গেল সন্ন্যাসীর। ভাবাবেগ সম্বরণ করা যায় না, কোনো রকমে বলল,—এ ছেলে সোজা ছেলে নয় মা—সাবধানে রেখো!

—হ্যাঁ বাবা, ভূতেটুতে পায় নি তো ওকে? তাহলে একটা রক্ষা বেঁধে দাও।—ব্যাকুল জননীর ব্যস্ত কণ্ঠ!

—ভূতে? তোমার ছেলে যে জন্ম থেকেই অবধূত মা, পঞ্চভূত ওর পায়ে লুটায়।

নৃত্যরত বিজয়ের পানে নির্নিমেষ চেয়ে রইল সন্ন্যাসী। সার্থক তার সাধনা—এতো দিনে কামনার ধন লাভ হোল!

বিল্ববৃক্ষ-তলে বাহ্যজ্ঞানহীন বিজয়! হোল কি ছেলের? ব্যারাম! ভীরমী-লাগার অসুখ! সর্ব্বনাশ, কি হবে! আত্মীয়রা ভেবে সারা। কিন্তু কিছুই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে হোল না—বিজয় 'শিব শিব' বলে উঠে দাঁড়াল! তাহলে রোগ নয়, বিজয়ের উপর মহাদেবের আবেশ হয়েছিল! এ ছেলেকে নিয়ে কি করা যায়? কোথায় রাখা যায়?

মামার বাড়ী থেকে শান্তিপুরে আসছে বিজয়, মা সঙ্গে। নৌকা চলছে গঙ্গার উপর—অকস্মাৎ চড়ায় আট্‌কে গেল নৌকা! মানুষের আত্মাকে যে মুক্তি দিতে এসেছে, তাকেই বন্দী করে ফেললো সামান্য চড়া! নদীতে জল নাই—আরোহীরা উপায় খুঁজে পাচ্ছে না—অকস্মাৎ অপ্রাকৃত ব্যাপার। এক বিরাট পুরুষ আবির্ভূত হয়ে নৌকাটা ঠেলে ওপাশের স্রোতে নামিয়ে দিলেন! আশ্চর্য্য হচ্ছে সব—ওরা বুঝতেই পারছে না যে সঙ্গে রয়েছে সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন!

রঙ্গপুর জেলার আমলাগাছি গ্রামে মুকুন্দ চৌধুরীর বাস। ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যদিনে ভাগবৎ পাঠ করাচ্ছেন—বিজয়ের বাবা আনন্দ কিশোর উপস্থিত আছেন! বৈকুণ্ঠে যাবার বিচিত্র ব্যবস্থা করেছেন তাঁর জন্য বৈকুণ্ঠপতি। সমাধি হয়ে গেল আনন্দকিশোরের, সেই সমাধিই ওঁর মহাসমাধি!

শৈশবেই পিতৃহীন হতে হবে বিজয়কে—না হলে পরিত্রাতার জীবন-পদ্ম ফুটবে কি ভাবে? ওতে যে চাই বৈশাখের খর রৌদ্র…বর্ষার বারিধারা, দুঃখানুভূতির দাহন, দারিদ্রের অভিসম্পাৎ! পঙ্ক ভেদ করেও পঙ্কজের পূর্ণ প্রকাশ হয় না, শীতল কালো জল-তল থেকে তাকে উঠে আসতে হয় আলোকের রাজত্বে—তবে সে কমলার আসন হতে পারে।

কৃষ্ণমণি দত্তক নিলেন বিজয়কে…কথা ছিল পূর্ব্ব থেকেই। যজ্ঞ হোল, হোল ব্রাহ্মণ ভোজন…অতঃপর একবার শিষ্যবাড়ী যেতে হয়। গুরুতা ওদের বংশগত বৃত্তি! মা আর দাদার সঙ্গে বেরুলো বিজয়…অতটুকু ছেলে গুরু-গিরি কি করবে—একথা কেউ ভাবলো না। পথে রাত্রি হোল—নৌকা বাঁধা হোল কিনারার এক নির্জ্জন স্থানে! নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ করে একদল জলদস্যু এসে হানা দিল নৌকায়। সর্ব্বনাশ! লাঠি, সড়কী, তলোয়ার, বিজয়ের ঘাড়েই কোপ বসাবে। কিন্তু নির্ভয় শিশু হঠাৎ বলে উঠলো, —দুলাল দাদা নাকি!

উদ্যত অস্ত্র থেমে গেল অকস্মাৎ। দস্যু সর্দ্দার দেখলো জটাধারী জগন্নাথকে!

—কে? গোঁসাইদাদা! আর একটু হলেই সর্ব্বনাশ করে বসতাম যে দাদু!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুকে তুলে নিল গোঁসাইকে। পাষণ্ডদলন পর্ব্ব আরম্ভ হয়ে গেল। দুলাল ছাড়লো ডাকাতি, হোল সজ্জন—বরণ করে নিল বরণীয় মানবতাকে।

ভক্তের ভগবান এমনি করেই কৃপা করেন।

গ্রামে যাত্রা করবে ছেলের দল! জটাই বললো, কুচরিত্র সে অভিনয় করবে না। ঐটুকু ছেলের চরিত্র নিয়ে মাথা ঘামানো! কিন্তু সবাই জানে ওর জেদ! তাই ওদের দু'ভাইকে কৃষ্ণ-বলরাম সাজানো হোল। অভিনয় থেকে আরম্ভ হোল সত্যলীলা! নিত্যলীলা!

ভাবের অঙ্কুর উদ্গত হচ্ছে—নরদেহী নারায়ণ আরো কত দেখাবেন।

উড়িষ্যা থেকে এসেছে এক সাধু বৈষ্ণব! পুরীর পুরুষোত্তম শুনলো তার কীর্ত্তন, মহাভাবে অচৈতন্য হয়ে গেল স্বয়ং চৈতন্য! ওষুধ নামামৃত! হরিনামে আবার চৈতন্য হোল! এমনি কত কি! বাইরে দারুণ দুর্দ্দান্ত, অন্তরে গভীর প্রশান্ত বিজয়! কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে যায় বৃন্দাবনের দস্যিপনা, নবদ্বীপের নবরঙ্গ। চিরকালের চোর কি চুরি ভুলতে পারে? ছেলের দলের সর্দ্দার বিজয় কত ফন্দী বের করে! গোয়ালিনীরা যায় দুধ-দধি-ছানা নিয়ে; পথের মাঝে গর্ত্ত করে বাঁশের কঞ্চি পেতে তার উপর বালি চাপা দিয়ে রাখে ছেলের দল। বেচারা গোয়ালিনীগণ যেই পথ ভেবে পা দেয়—গর্ত্তে পড়ে—উল্টে পড়ে দধি-দুধ-ছানা—বিজয়ের দল মহানন্দে তুলে খায়! গালাগালি দেয় গোয়ালিনীরা। বুঝতে পারে না, বৃন্দাবনলীলার পুনরভিনয় হচ্ছে! অভাগা কলির জীব! শেষে কাঁদতে থাকে! সব ছেলে পালায়, থাকে বিজয়—সবাইকে ডেকে আনে মার কাছে। স্বর্ণময়ী সব মূল্য ধরে দেয়! কারো চোখের জল বিজয় দেখতে পারে না—তাই ওর নাম দয়াল গোঁসাই।

কতটুকুই বা বয়স কিন্তু কি অসাধারণ দুষ্টামী ওর! গঙ্গায় স্নান করতে আসে সব বুড়োবুড়ীরা। স্নান করে, মন্ত্রপাঠ করে সব আপন মনে! জলে ডুবে কুমীরের মতন বিজয় গিয়ে পা ধরে টেনে আছড়ে দেয় তাদের,—পতিতপাবনীর পবিত্র জলে ডুবিয়ে দেয়! পরমধামে যাবার পথ কিন্তু দেখতে পায় না তারা—গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে কদর্য্য কুৎসিৎ ভাষা প্রয়োগ করে। সুরধুনী হিল্লোল তুলে হাসতে থাকেন। উদ্ধারের এতো বড় সুযোগ ওরা গ্রহণ করলো না—আত্মাকে কলুষিত করছে অপবিত্র ভাষা উদ্গীরণে!

তবু ধন্য শান্তিপুরের এই স্নানার্থীরা—ওরা হিরণ্যকশিপু—ওরা রাবণ কুম্ভকর্ণ—ওরা বিদ্বেষী ভক্ত! তাই ঠাকুরের এতো কৃপা ওদের উপর। ওরা জগাই-মাধাইএর জাত—ওদের ত্রাণ করতে হবে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দলবল নিয়ে বেরুলো বিজয় গ্রামপ্রান্তের উদ্দেশে ! আমবাগান, জামবাগান লিচুবাগানে দৌরাত্ম করতে হবে। ওপাড়ার এক জমিদারবাড়ী থেকে করুণ কান্না ভেসে আসছে। ছুটলো বিজয়—ব্যথিতের অশ্রুহারী অচ্যুত এসে দাঁড়ালো জমিদারের সামনে। বাঁশডলা চলছে একটা প্রজার উপর—সেকালের সুকঠিন শাস্তি—অনার্য্যের অভ্যাস এই বাঁশডলা ! আর্ত্তনাদ করছে লোকটা ! সর্ব্বাঙ্গ তার ক্ষতবিক্ষত। উঃ ! অসহ্য যন্ত্রনায় অজ্ঞান হয়ে গেল ! দমনকারীর সম্মুখেই ঘটবে এই দুর্ঘটন !

না—উগ্রমূর্ত্তি বিজয় এসে দাঁড়ালো জমিদারের সামনে—রুদ্রের জটাজাল কাঁপছে রুদ্ধ রোষে—চোখে বিশ্বধ্বংসী বহ্নি ! জমিদার সভয়ে নিশ্চুপ !

—তুমি রাক্ষস ! তুমি ডাকাত—ডাকাত ! লোকটি যে মরে গেল ! তোমার লজ্জা করছে না ? ভাল চাও তো এখুনি একে ছেড়ে দাও...

বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে গেল বিজয়। জ্ঞানহীন নয়—ধরণীর দুঃখে ধরাশায়ী হলেন দুঃখহারী গোবিন্দ। জননী ধরিত্রীকে কোল দিলেন !

চোখ খুললো নাকি জমিদারের ? কুরুসভায় বিশ্বম্ভরের রূপ দেখছে দুর্য্যোধন ? নাকি, স্তম্ভে নরসিংহ দর্শন করছে হিরণ্যকশিপু ? আশ্চর্য্য ! কে এ ? দুরন্ত জমিদার চোখ কচ্‌লে ভাল করে দেখলো—একফোঁটা একটা ছেলে। কিন্তু কি সুন্দর ছেলে ! যেন ব্রজের দুলাল, যেন গোলকের আলোক।—ওরে থামা থামা—ছেড়ে দে বাঁশডলা ! দেখ তো, এ কে ?

—ও বিজয়।...বলল এক কর্ম্মচারী।

—বিজয় ? বিজয়ই তো ! সত্যিই তো বিজয়। ওর এত বড় সাহস যে আমাকেও ধমক দেয় ? ও সত্যি দিক্‌-বিজয়। এতকাল জমিদারী চালালাম, কত কি ঘটলো জীবনে, কিন্তু এমন অঘটন তো ঘটেনি কখনো !

অকস্মাৎ উঠে দাঁড়ালো বিজয়—যেন শিশুপালকে শততমবার ক্ষমা করে চক্রধারী চলে যাচ্ছেন...

—ওহে, শোনো শোনো—বললেন জমিদার,—তোমার তো দেখছি অদ্ভুত সাহস ! আমাকে তুমি গালাগাল দিলে ? ডাকাত বললে ! তোমার ভয় করলো না ?

—না—ভয় কিসের। ডাকাতকে ডাকাত বলতে ভয় করবো কেন ! তুমি তো ডাকাতই—তারও অধম। কিন্তু এবার থামো,—তোমার পাপের তরী ভরে উঠেছে, এবার ডুববে...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলে গেল চৈতন্যময়। চৈতন্য দিয়ে গেল নাকি জমিদারকে! বলে গেল—ওর জন্মজন্মান্তরের অর্জ্জিত পুণ্যটুকু শেষ হয়ে গেল—সবশেষে দর্শনও মিললো দেবতার। কিন্তু অন্ধ জমিদার দেখলো না। ও বলে গেল যেন, "আমি গোঁসাইবাড়ীর ছেলে—গোঁসাইদের শ্যামসুন্দর—তোমাকে শেষবারের মত ক্ষমা করে গেলাম।"

সামান্য কয়েকটা মাস—অত্যাচারী জমিদার ভুলে গেল জটাধারী ঐ দিব্য বালককে! আবার অত্যাচার আরম্ভ হোল শান্তিপুরে, যেখানে চিরশান্তিময়ের হয়েছে অবতরণ! এবার এক দরিদ্র বিধবার ওপর পড়লো জমিদারের রোষ! একাদশীর পরদিন, পারণের রান্না চড়িয়েছেন উপবাসিনী নারী—খাজনার তাগাদা নিয়ে এলো জমিদারের লোক—টাকা না পেয়ে ভাতের হাঁড়ীতে মারলো লাথি, উল্টে গেল বক্‌নোটা! আহাহা! ক্ষুধার্ত্তের অন্ন!

কিন্তু কে শোনে কার কথা!

—তুমিই এর বিচার করো ঠাকুর—বলে অনাথা বিধবা উপবাসেই কাটালেন দ্বাদশীর দিনও! স্বকর্ণে শুনলেন ঠাকুর—তারপর মাত্র ক'টা দিন, জমিদারের বিরুদ্ধে এল এক ফৌজদারী মামলার পরোয়ানা! গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেল জমিদার—আতঙ্কে আর আত্মগ্লানিতে অন্ধকার কারাকক্ষ কলঙ্কিত হচ্ছে—অনুতাপের আগুন জ্বলছে অন্তরে! দুর্বৃত্তের দুঃসহ শাস্তি হবে—গলায় হয়তো ফাঁসীর দড়ি লাগবে। কিন্তু না—ও যে দর্শন পেয়েছে সর্ব্বপাপহারীর—মানুষের সাধ্য কি ওকে শাস্তি দেয়?—ঐ কারাকক্ষেই মুক্তির শান্তি নামলো জমিদারের অন্তিম আত্মায়।

সঙ্গীরা সব পালিয়ে গিয়েছিল সেদিন সেই জমিদারের ভয়ে। সবার চেয়ে বয়সে ছোট বিজয়ই ওদের দলপতি। বিজয়গর্ব্বে বিজয় ফিরে এল, সঙ্গীগণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে তাকাল তার পানে; একজন বলল,—

—ভয় করে নি রে বিজয়? ও যে ভয়ঙ্কর লোক!

—ভয়কে জয় করতেই জন্মেছি আমি—ভয়ঙ্করকেই আমি বেশী ভালোবাসি!

লাফ্ দিয়ে পড়লো বিজয় দুকূলভরা গঙ্গার কোলে! সুরধুনী সস্নেহে প্রক্ষালন করছেন নবনীত কোমল তনুখানি—সঙ্গের ছেলেরাও জলে নামলো! ছিট্‌কে উঠছে জল। ছিটকে উঠছে অসংখ্য স্নানার্থীর অভিশাপও!

"আঃ মলো! আচ্ছা দজ্জাল ছেলেরে বাবা—মর আঁটকুড়ির বেটারা"—কত-কি গালাগালি! বাংলাভাষার মর্ম্মান্তিক কথা সব! হাসছে বিজয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাসছে সঙ্গীরাও! এই তো লীলা, এই তো আনন্দ! সেদিন হয়েছিল যমুনায়, তারপর নদীয়ার কূলে, আজ আবার শান্তিপুরে! এই দুরন্তপনাই যে ওর স্ব-ভাব! দুরন্ত না হলে যে অনায়াসে ওর অন্ত পেয়ে যাবে সবাই! তাই ও দুরন্ত, ও দুস্তর—ও অনন্ত! ওকে গাল দিয়েও ভালোবাসতে হয়—ওর কাছে কষ্ট পেতেও আনন্দ-বোধ জাগে!

ও কি? কে জানে কি! কেউ কি জানবে কোনো দিন?

না—জানবে না! ও নিজেই নিজেকে জানবে না—ও আত্ম-বিস্মৃত! নরলীলায় নরের আদর্শই প্রতিষ্ঠা করতে ও এসেছে; বৈকুণ্ঠের ব্যাপার এখন নয়—এখানে নয়। এখানে মানুষের স্নেহ-ভালবাসা—আদর-অভিশাপ জড়িয়ে কুড়িয়ে মানুষরূপই মূর্ত্ত করতে হবে! দেখাতে হবে, মরণশীল মানব-চেতনা কেমন করে ভাগবতী চেতনায় উন্নীত হয়—কেমন করে ভগবান হয়ে যায়। এই লীলা দেখিয়েছেন গৌরাঙ্গসুন্দররূপে—এবার বিজয়সুন্দররূপে তার ব্যাখ্যা করবেন নিজের জীবনে।

আচণ্ডালে নাম বিলাতে এলেন মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সাড়ে তিনজন মাত্র বুবলো সে ধর্ম্ম—এবার লক্ষ লক্ষ জনকে বুঝাতে হবে—পরিত্রাণ করতে হবে কলির কলুষ-পারাবার থেকে—তাই পতিতপাবনের নানা ছল, নানান কৌশল!

শান্তিপুরের পুরমহিলারা আসে—দেখে ঐ অতুলনীয় রূপরাশি, বলে, —একবার তেঁতু'ল ঝোলাও তো বাবা বিজয়!

জটাজুট আলোড়িত করে দেখায় বিজয়—ঝট্‌পট্ শব্দ—সুরধুনী চঞ্চল হয়ে ওঠেন—হাসির তরঙ্গ বয়ে যায় নারীদের স্নেহ-নির্ঝরিণীতে! আদরে আর আব্‌দারে অপরূপ দেখায় বিজয়কে!

আব্দার! ওরে বাপ্! সে যে কত কি, শুনলে অবাক হতে হবে। ছেলে তো বিস্তর আছে, এমন আব্দেরে ছেলে আর আছে কোথায়? বিজয় বায়না নিল, কালনার বিড়াল নেবে! এবং এখুনি চাই!

—কোথায় পাব বাবা কালনার বিড়াল—জননী উত্তর দিলো।

—তা জানি না—আমার চাই—বিজয় কান্না আরম্ভ করলো। কান্না তো শুধু নয়, তার সঙ্গে তর্জ্জন গর্জ্জনও। চোখ দুটি লাল হয়ে উঠলো, যেন ভাংখোর শিব। অবশেষে একটা বিড়াল বাচ্চা এনে দেওয়া হোল, কিন্তু বিজয়কে ঠকাবে কে! দেখেই বলল—এ তো শান্তিপুরের বিড়াল। আমি চাই কালনার বিড়াল—এনে দাও বলছি! নইলে…

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে উঠলো বিজয়—ভাবটা যেন—শান্তিপুরে তো শান্তিস্বরূপ আমিই রয়েছি—কাল যেখানে নাই, কাল যেথায় অখণ্ড, সেই জায়গার বিড়াল দাও—অনন্তকালের মার্জ্জার, মা-ষষ্টির বাহন যে—যে মাতা সন্তানের ধারণ-পোষণ-পালনকারিণী—আমি চাই সেই অনাদ্যন্তকালের বিড়াল, অন্তহীন মানব-সন্তানের স্রোত-বাহিনীর বাহনকে!

কোথায় পাবে? কথাটা বুঝলোই না কেউ। এমন সহজ কথা বোঝে না! রাগ না হ'য়ে উপায় কি? কোত্থেকে একটা মরা গোরুর মাথা তুলে আনলো বিজয়—মার রান্নাশালায় ঢুকবে, ফেলে দেবে ঐ মাথা ভাতের হাঁড়িতে! কি সর্ব্বনাশ! স্বর্ণময়ী প্রমাদ গণলো—ঠেলে ওকে সরিয়ে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করলো ভেতর থেকে! ক্রুদ্ধ দিগ্‌বিজয় দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান হারাল—না-না—ঐ চিরচৈতন্য কি জ্ঞান হারায়? ওর বাহ্যিক অজ্ঞানতার আড়ালে রয়েছে দিব্য জ্ঞান, শুচিতা-অশুচিতার অভেদত্ব—সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনের সত্য নয়ন!—তাই ফেলে দিল গোরুর মাথাটা কূয়োর ভিতর।

—অপবিত্র পবিত্রোহবা···পুণ্ডরিকাক্ষের হাতে সবই পবিত্র হয়ে গেল—শুচি হয়ে গেল সব অশুচি!

কিন্তু একি সর্ব্বনাশ কাণ্ড! হিন্দু বাড়ীতে, অদ্বৈতবংশের গোঁসাই বাড়ীতে কূয়োর জলে গোমুণ্ড! মহা হৈ-চৈ পড়ে গেল পাড়াতে! অবশেষে কুয়োর জল তুলে ফেলে পঞ্চগব্য করিয়ে তবে শুদ্ধ হলেন সব গোঁসাইবাড়ীর অধিবাসীবর্গ!

পরিত্রাতাকে চিনলেন না, পবিত্রতা বজায় রাখতেই গলদঘর্ম্ম!

এই রকম কত ঘটনা—কত শত সহস্র লীলা—প্রত্যেকটির পিছনে রয়েছে ওর লোকোত্তর অলৌকিকত্ব, ওর অন্তর্য্যামীত্ব, ওর ঈশ্বরত্ব। কোনো বুদ্ধিমান যদি বুঝে ফেলে, ও কে? কেন এসেছে! তাহলে নরলীলায় নরের প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হবে—মানবাত্মায় অতিমানবের আবির্ভাব হবে অস্বীকৃত; মৃন্ময় মানবদেহই যে চিন্ময়ের লীলা-নিকেতন, এ সত্য অননুভূত থেকে যাবে।

তাই ভাবিয়ে তুলেছে শ্যামসুন্দরকে!

বুদ্ধিমান মানুষ কিন্তু প্রায়ই নির্ব্বোধ ব'নে যায়; নইলে অন্নপ্রাশনের সময় যখন ভাতের থালার সঙ্গে লালটুকটুকে কত খেলনা, কত ঝকমকে সোনারূপোর জিনিষ, কত বসন-ভূষণ আর তার সঙ্গে একরাশ পুঁথী দেওয়া হয়েছিল, তখন এতটুকু ছয় মাসের ছেলে বিজয় অন্য কিছুর পানে তাকালোও না—সটান ধরলো হাত বাড়িয়ে ভাগবত্ খানাকে। তক্ষুনি তো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওরা বুঝতে পারতো ঐ ভাগবতের ঠাকুর এসেছে ধরণীর ধূলোয়! ভাগবতী উজাড় করে ভক্তি ঢেলে দিতে এসেছে ভগবান স্বয়ং—কিন্তু ওরা ভাবলো, ওটা ছেলেমানুষের খেয়াল—ওরা ভাবলো, ওটা গোঁসাইবংশের ধারা, ভাবলো—খড়িধোয়া গোঁসাইয়ের রক্ত।

কেউ ভাবলো না—ভাগবত ওর জীবনবেদ—ওরই জীবনেতিহাস!

এমনি আরো কতবার কতরূপে খেলা করা গেল; কৈ, কেউ তো টের পায় না। সবাই ভাবে, অদ্বৈতবংশের ছেলে, এমনিই তো হওয়া উচিৎ। ভেবে দেখে না, ঐ বংশের দশমপুরুষে ওর আবার আসবার কথা ঘোষণা করেছেন স্বয়ং অদ্বৈতই। মানুষ আশ্চর্য্য বুদ্ধিমান, আবার আশ্চর্য্য নির্ব্বোধ। এই তো সেদিন শ্যামসুন্দরকে ঝিনুকে করে দুধ খাওয়াবার বায়না নিল বিজয়। মা বলল,

—জন্মাষ্টমীর দিন ও জন্মাবে, তারপর দুধ খাওয়াবি!

বেশ কথা। বিজয় জন্মাষ্টমীর দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে বসে আছে। এলো জন্মাষ্টমী, জন্মাল শ্রীকৃষ্ণ কংসের কারাগারে। তারপর এল নন্দালয়ে। উৎসবদীপ্ত মন্দিরে পূজারিণীদের ব্রতকথায় শুনলো বিজয় সে কাহিনী। আর কি! পর দিনই একবাটি গরম দুধ আর একটা ঝিনুক নিয়ে ঢুকলো ঠাকুরঘরে। দরজা বন্ধ করে সিংহাসন থেকে তুলে আনলো পাথরের শ্যামসুন্দরকে!

—খাও দেখি চাঁদ—দুধ খাও—দিল গরম দুধ ঢেলে তার মুখে—খাচ্ছেনা নাকি? খাবে না, চালাকি! দিল একচড় কষে শ্যামসুন্দরের গালে! কাঁদছে শ্যামসুন্—টুঁয়া টুঁয়া!

—কে রে? ভেতরে কে? দরজা ঠেলে ঢুকলেন মা-জননী! সর্ব্বনাশ ব্যাপার—ছেলেটা ঠাকুরকে নিয়ে কি করতে আরম্ভ করেছে! আনন্দে হাসলেন মাতা কিন্তু সন্তানের কোনো অমঙ্গল যেন না হয়! গোঁসাই-বাড়ীর আরো সব এলেন। কী অদ্ভুত ছেলে এই বিজয়! হাসির ধুম পড়ে গেল, তারপর ঠাকুরকে নিয়ে ধোয়া-মোছা-পঞ্চগব্য-অভিষেক—কত কি কাণ্ড!

অপমানে ফুলছে বিজয়। 'আচ্ছা, দেখা যাবে! আচ্ছা, দেখে নেবো কে তোরা আমায় আটকাতে পারিস!' পরদিনই খেলা জুড়ে দিল শ্যামসুন্দরের সঙ্গে—একটা ভাটা নিয়ে খেলা!

কেউ কোথাও নেই—কার সঙ্গে খেলছে বিজয়? মা এল—এলো আরো সব!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭/৩৩২ শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

ঠাকুরঘরের ভেতর ঢুকে গেছে শ্যামসুন্দর; ভাটাটাও ভেতরে! বিজয় বাইরে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে কঠোর কণ্ঠে,

—ভাটা ফিরে দাও! চালাকী চলবে না—আমার ভাটা নিয়ে তুমি লুকোবে কেন? ভালো চাও তো……

—কে রে? কি হয়েছে? প্রশ্ন হোল গুরুজন কণ্ঠে।

—আমার ভাটা ফিরে দিচ্ছেনা! বলল বিজয়।

—কে ফিরে দিচ্ছে না?

—ঐ শ্যামসুন্দর……ও লুকিয়ে গেল তোমাদের আসতে দেখে—আমার সঙ্গে খেলতে পারে না, হেরে যায়—তাই লুকুচ্ছে! এসো, বেরিয়ে এসো বলছি!

—যাঃ, তোর ভাটা চুরি করেছে শ্যামসুন্দর! যত সব অনাসৃষ্টি কথা!—যা বাইরে যা! ঠাকুর ঘরে গোলমাল করতে নেই—ধমক দিয়ে বের করে দিল বিজয়কে ওরা!

দরজা বন্ধই রইল! বিজয় বাইরে এসে আবার শাসালো শ্যামসুন্দরকে। বিদ্রোহীর শাসন—বিপ্লবীর শাসন! এইখান থেকেই সুরু হোল বিদ্রোহ! —সব ভাঙবো! তুমি কেমন, তা দেখে নিচ্ছি! তোমাকে শাস্তি না দিয়ে জল খাব না।

আশ্চর্য্য ছেলে! সারাদিন উপবাসী রইল বিজয়। দিন গেল, রাত; নিরুপায় মাতা খাবার ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়লো। গভীর রাত্রে শুনতে পেলো, বিজয় বলছে—ঘাট মানলে তো? দেখ। আমি খাইনি, বলে, তুমিও তো খেতে পারলে না। এস এবার—এই খাবার দুজনে খাই……মা শুনতে শুনতে ভাবলো—স্বপ্ন দেখছে ছেলেটা।

ঠাকুরঘরের তালা দেওয়া দরজা খুলে দেখা গেল, বিজয়ের খেলার ভাটাটি ভেতরেই রয়েছে। তবু মানুষ বুঝলো না, কে এই বিজয়, কি এই বিজয়!

কে এই বিজয়—কারো মনে প্রশ্নই জাগলো না—জাগতে দিলেন না স্বয়ং শ্যামসুন্দর। মানুষ কত শাস্ত্র পড়েছে—কত শাস্ত্র গড়েছে—তবু বোঝে না। ভাগবতে কত না অবতারের কথা—পূর্ণাবতার, অংশাবতার, কলাবতার, লীলাবতার—তারপর প্রেমাবতার, পাবনাবতার—সব লক্ষণ সমেত লেখা! কিন্তু থাকলে কি হয়—কে পড়ে, কেইবা মিলিয়ে দেখে!

কিন্তু যে অবতরণ করে, সে যদি প্রতিক্ষণ নিজকে অবতার বলে চিনতে থাকে, তাহলে লীলায় রস জমে না। মূর্খ মানুষ তার সান্নিধ্য লাভ করতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভয় পায়—তাকে সমীহ করে, তাকে স্বতন্ত্র করে রাখে! অদ্বৈতের বংশে জন্মানোর জন্য এমনই তো বিজয় স্বতন্ত্র হয়ে আছে, আবার অবতারত্ব প্রকাশ পেলে কেউ হয়তো ওর পাশ ঘেঁষবে না! অথচ দরকার—যুগের প্রয়োজনে এই যুগাবতারকে আসতে হয়েছে। স্বয়ংই এসেছেন শ্যামসুন্দর—কিন্তু তা জানানো চলে না কাউকে। তাই ঠিক করলেন—

—'আত্মবিস্মৃত' হয়ে যাবেন—

'আপন সাধনবলে নিজেকে আবিষ্কার করা—আত্মাকে জানা আর জানানোর সহজ পন্থা ওদের জানিয়ে দেওয়া দরকার।' সদ্‌গুরুর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হবে পৃথিবীতে; শিষ্য হয়ে শিষ্যত্বের শিক্ষা দান—গুরু হয়ে শিক্ষা দান গুরুত্বের......'

বিজয়ের ধাঁধা লেগে গেল! কে বিজয়, কেইবা শ্যামসুন্দর! শ্যামসুন্দর কি সাধারণ মানব-পুত্রের খেলার সঙ্গী হতে পারে! না না—বিজয় ভুল দেখেছে; স্বপ্ন দেখেছে। শ্যামসুন্দর ওর সঙ্গে খেলতে আসেনি। এলে ওকে দেখতে পেত পুরোহিত। বিজয়কে মিথ্যাবাদী হতে হোত না। আজন্ম সত্যবাদী বিজয় মিথ্যাবাদী হোল পুরোহিতটার কাছে। ছিঃ!

রাতে বিছানায় শুয়ে ভাবছিল বিজয়—মার কোলে শুয়ে শুয়ে। সকালে পুরুতটার সঙ্গে আর যেন দেখা না হয়। সে বিজয়কে মিথ্যাবাদী ভেবেছে! মিথ্যা কিন্তু কখনো বলে না বিজয়। সত্যের সাধনাতেই সিদ্ধ সে জন্ম থেকে। বেশ—পুরোহিত যা ভাবে ভাবুক! সারা জীবনটা পড়ে আছে বিজয়ের—সে প্রমাণ করে দেবে, সত্যই তপস্যা—সত্যই ঈশ্বর, সত্যই সর্ব্বসার, পরমাত্মা, পুরুষোত্তম!

ঘুম ভাঙলো বিজয়ের। আত্মবিস্মৃত অবতার বিজয়কৃষ্ণ সাধারণ মানবশিশুর মত পড়তে বসল—অ-আ...ক খ...

পুরোহিত যে ভাটাটা ঠাকুরঘরের ভেতর পেলেন—সে কথা নিয়ে আর কেউ কথা বলল না। বিজয়ও না। কিন্তু এখনি তো খেলার শেষ হয় নি—আরো আছে, অনেক আছে। ঐ পাথরের শ্যামসুন্দরই চিন্ময় চিরদেবতা,—এই সত্য শোনাতে হবে বিশ্ববাসীকে। তাই শ্যামসুন্দর ওকে ভেঙে গড়ছেন! ভেঙে গড়লে কত সুন্দর হয়, প্রমাণ করবেন। এই খেলায় কত মজা। নিকটতম হয়েও দূরতম হয়ে থাকা—আবার দূরে থেকেও অন্তরের অন্তঃপুরে বাঁশী বাজানো। এমন না হলে খেলা জমে, না, রসপুষ্টি হয়!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

অনেকবারই এ খেলা হয়েছে, এবার একটু নতুন ধরণে হবে। এ হবে বিদ্রোহের খেলা—ধর্ম্মরাজ্যে বিপ্লবীর বিজয়যাত্রা! দুর্যোগময়ী রজনী অন্তে সত্য-সূর্য্যের পুনরভ্যুদয়।

শান্তিপুরে শ্যামাক্ষেপা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি—গৃহী না সন্ন্যাসী বোঝা দুষ্কর। বেশভূষা, আচার-ব্যবহার সবই সাধারণের বাইরে। ছেঁড়া কাপড়, রুক্ষ চুল—লাল চোখ—লোকটা সহরের এপাড়ায় ওপাড়ায় ঘুরে বেড়ায়, এগলি ওগলিতে চলে ফেরে; কোনো ঠাকুর বাড়ী দেখলেই ঢুকে পড়ে—বলে, 'প্রসাদ দে!' প্রসাদ ওকে দেওয়া বিপদের কথা—কিন্তু দিতেই হয়, কারণ প্রসাদ ছাড়া আর কিছু খায় না শ্যামা। শ্যামা তো নয়, শ্যামই পুরুষ বেশে, পাগল বেশে—কেউ বোঝে না তাই পাগল বলে। বলুক! কিন্তু প্রসাদে যদি কোনো অনাচার ঘটে থাকে, নৈবেদ্যে যদি তিল পরিমাণ নিষ্ঠার অভাব হয়, তাহলে শ্যামার কাছে আর রক্ষা নাই, গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগাবে—বলবে,

—হোল! দেখেছ, দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে! আঁটকুড়ির বেটা-বেটিরা অশুচি করে দিয়েছে ভোগটাকে। ঠাকুর আজ আর খান নি, উপোস আছেন। যা যা—হতভাগারা, শিগগির গঙ্গাস্নান করে শুদ্ধ করে রান্না কর—আবার ভোগ দে।

এই শ্যামাকে আবার একই সময় শান্তিপুরে আর পুরীতে দেখেছে কেউ কেউ—শোনা যায়! দেখবে না কেন! ওতো পুরীরই পুরুষ, এখানে দেখতে এসেছে পুরুষোত্তমকে—সাকার সজীব বিগ্রহকে!

দেখতে পেলেই ছুটে আসবে বিজয়ের কাছে, বলবে—বাঃ বাঃ—কী সুন্দর! কালো কুচ্‌কুচে, লাল টুকটুকে, সাদা ধপ্‌ধপে—আবার, এই হল্‌দে—একি রে ভাই গোঁসাই!! বলেই ছুটে পালায় শ্যামা—পাছে ধরা পড়ে।

মহামুনি গর্গ বলতেন এই রকম বালগোপাল শ্রীকৃষ্ণকে দেখে—বলতেন, "শুক্লোরক্তস্তথা পীতঃ ইদানীং কৃষ্ণতাং গত"—শ্যামাও বলে!

ওইটুকু ছেলের কতখানি বিভূতি দেখনা—রং এমন আর দেখেছো কোথাও? কালোতে আলোতে মিলে ওর গায়ের বর্ণ—কেউ বলে শ্যামল, কেউ বলে তামাটে, কেউ বলে উজ্জ্বল নীল, কেউবা বলে তপ্তকাঞ্চণ, গিনিসোনার মত। এ সব কি! একটা ছেলের রং কেউ ঠিক করে বলতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারলো না এ পর্য্যন্ত! এতোগুলো জীবনী বেরিয়েছে বিজয়ের—কেউ ঠিক করে বলেন নি, কেমন তার বর্ণ; তাই গান বেঁধেছেন সাধক,

—'বর্ণচোরা ঠাকুর এল...'

যাকে যা বলবে, ঠিকঠাক ফলে যাবে! কোনোটা একটুও মিথ্যে হয় না।

—আমার হারগাছটা হারিয়ে গেল—পাব কি না, বলতো বাবা বিজয়? শুধুল কেউ।

—পাবে, ঘরেই আছে—বলল বিজয়।—সত্যি, ঘরেই পাওয়া গেল হার।

—আমার সোনার মাদুলীটা কোথায় হারালো—পাব না বিজয়? বলতো সোনার চাঁদ!

—না—ওটা গঙ্গায় পড়েছে, পাবে না।

মাদুলীটা সত্যি পাওয়া গেল না।

—আমার বৌমার কি ছেলে হবে রে বিজয়? বলতে পারিস? এসে বললেন প্রৌঢ়া একজন।

—মেয়ে। বিজয় জবাব দিল।

মেয়েই হোল। এমনি কত কি!

বিভূতি নয়—অনন্তের অন্তহীন ঐশ্বর্য্য! আসলে আজন্ম সত্যবাদী ও, ও সত্যচারী, ও নিজেই সত্য! ওর কথা মিথ্যে কেমন করে হবে?

কিন্তু ওরা বলল—বিজয় আমাদের বাক্‌সিদ্ধ! ওরা নিমন্ত্রন করে খাওয়ায় বিজয়কে। অন্নবস্ত্র দান করে পুণ্য সঞ্চয় করতে চায়!

দু'দলে ঝগড়া বেধেছে, তুমুল কলহ, মারামারি হবার যোগাড়। বিজয় গিয়ে উপস্থিত যে বেশী রুখেছে তারই কাছে! হাতের লাঠি ফেলে সে বিজয়কে কোলে করে—বলে,—থাক্‌, যেতে দাও বিবাদ, শান্তিময় কোলে এসেছে। আর ঝগড়া করতে নেই!

ওই কোমল কচিমুখে কী যে আছে, কেউ জানে না; শুধু জানে, ওকে দেখলেই শান্তি হয়। ও যেন স্বয়ং শান্তি! তবু কিন্তু শান্তিপুরে ওর প্রতিষ্ঠা হবে না—অদ্বৈত গোঁসাইএর অভিশাপ। ভক্তের অভিশাপ ভগবানকে মানতেই হবে! শান্তিপুর থেকে ওকে নির্ব্বাসিত হতে হবে—যারা এতো ভালোবাসেন তাদের বংশধরগণ ওর খবরই করতে চাইবেন না; তাই বাল্য লীলাটা এখানে জমাট করে রাখতে চায় বিজয়—অমলিন করে—অক্ষয় করে রাখতে চায়!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

শ্যামসুন্দরের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা চলে!

—শ্যামসুন্...টু...টু...উ...বলে লুকোয় বিজয়! খানিক পরে ফিরে এসে বলে—দেখতে তো পেলে না—হেরে গেলে! ছিঃ! আবার বলে—আচ্ছা শ্যাম, দুঃখু করো না! আজ তোমাকে ভালো করে ধড়া-চূড়া পরিয়ে দেব, মালা গেঁথে সাজিয়ে দেব! কিন্তু ছিঃ! তুমি এত বড় হলে—এখনো নিজের হাতে কিছু করতে পার না? অন্য লোক তোমাকে চান করায়, কাপড় পরায়, খাওয়ায়—লজ্জা করে না তোমার?

দোলের দিন! শ্যামসুন্দরকে সোনার বালা পরাচ্ছে বিজয়! মূর্ত্তির হাতে আঁচড় লেগে গেল! উঃ! বিজয় কেঁদে ফেলল—অমন নরম গায়ে আঁচড়! দরকার কি সোনার বালার! ফেলে দিল বিজয় সোনার বালাজোড়া।

—আমি ফুলের বালা পরিয়ে দিচ্ছি—বলেই ছুটলো; ফুল এনে বালা তৈরী করবে! পাথরের মূর্ত্তির হাতে আঁচড়টা যেন বিজয়ের হাতেই লেগেছে, এমনি করুণ ভাব!

কিন্তু একটা যায়গায় মহামুস্কিল। ওরা বিজয়কে শ্যামসুন্দরের পূজা করতে দেয় না। বলে, পৈতে হয় নি! ছুঁতে পাবে না ঠাকুরকে! পৈতে হয় নি, দিলেই তো হয়! কিন্তু কে দেবে পৈতে! বাবা আনন্দকিশোর কোন্ কালে বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করেছেন; মা স্বর্ণময়ী সংসার নিয়ে বিব্রত! কিন্তু পৈতেটা এবার হওয়া দরকার। লীলানাথ ব্যবস্থা করলেন তখুনি।

ভাসুর গোপীমাধব অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ কালে বলে গেলেন, আনন্দের দ্বিতীয় পুত্রকে যেন দত্তক দেওয়া হয় তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণমণিকে। স্বামী আনন্দকিশোর এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবার সুযোগ পান নি, তাই স্বর্ণময়ী বিজয়ের পাঁচ বছর বয়সেই তাকে দত্তক পুত্ররূপে সমর্পন করেছেন কৃষ্ণমণির হাতে! কৃষ্ণের দুই মা, দেবকী আর যশোদা—বিজয়কৃষ্ণের না হবে কেন! ওরও দুই মা হলেন, কৃষ্ণমণি হলেন মা-জননী আর স্বর্ণময়ী শুধু মা। উপনয়ন দেওয়ার দায়ীত্ব এখন কৃষ্ণমণির। তিনি আয়োজনও করছেন ভালভাবেই। কিন্তু তাঁকে আর ওটা দিতে হোল না; অকস্মাৎ তিনি মহাপ্রয়াণ করলেন।

তাঁরই সংগ্রহ করা জিনিষপত্র দিয়ে বিজয়ের উপনয়ন হয়ে গেল ন'বছর বয়সে। বালক ব্রহ্মচারী বিজয়ের সাবিত্রীগুরু হলেন তর্করত্ন কৃষ্ণগোপাল। কুলের প্রথামত দীক্ষাও নিতে হোল মার কাছ থেকে—ব্যস্! বদলে গেল বিজয় একেবারে। একদম ব্রহ্মচারী, নিয়মনিষ্ঠ শান্ত-শিষ্ট মুনিবালক!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বদলে গেল বিজয়। লোকে বলে, "বিজয় এখন 'হরিবোলা' হয়েছে!" ভোরে উঠে গঙ্গাস্নান, ফুল তোলা, সন্ধ্যা গায়ত্রী রীতিমত করা, তার সঙ্গে শ্যামসুন্দরের পূজাও। আশ্চর্য্য ব্যাপার! এমন দুরন্ত ছেলে এতখানা ভাল হয়ে উঠলো কি করে অকস্মাৎ! ওর দুষ্টামীর কথা গোটা শান্তিপুরে, এমনকি গঙ্গার ওপারে কালনায় পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে! কে না জানে গোঁসাইদের ঐ অতি সুন্দর, অতিদুষ্ট আর অতি নির্ভিক ছেলেটিকে! এই তো সেদিন একটা কাণ্ড বাধিয়ে এল বিজয়ের দল। গঙ্গার ওপারে কালনায় ঝুলন চলছে, মস্ত মেলা, খুব জাঁকজমক; বিজয় দলপতি হয়ে গঙ্গার ঘাটে বাঁধা জেলেদের নৌকা নিয়ে চলে যেতো কালনা। মাঝরাত্রে ফিরে আবার যেখানকার নৌকা সেখানেই বেঁধে রাখতো। কিন্তু সেদিন বান বেশী—নিজেরা আর নৌকা চালিয়ে ফিরে আসতে পারলো না, তাই সাধারণ খেয়ায় পার হয়ে ফিরলো সব। জেলেডিঙি পড়ে রইল ওপারে। পরদিন ঘাটে নৌকা না দেখে জেলেরা তুললো ভীষণ হুলস্থুল; বুক চাপড়ে তারা কান্নাকাটি করছে—ছেলের দল তাই-না দেখে যে যেখানে পারলো লুকোলো গিয়ে—কিন্তু বিজয়ের লুকোনো চলে না...শঙ্কটহারীকে সব সময় সজাগ থাকতে হয় আর্ত্তের উদ্ধারের জন্য। কে কোথায় কাঁদে—বিজয়ের বুকে তার বেদনা এসে বজ্রব্যথা জাগায় তৎক্ষণাৎ। বেরুলো বিজয় জেলেদের খবর দিতে। মা বলল—ওরে যাসনে। ওরা এখন রেগে আছে, তোকে পেলে ছিঁড়ে ফেলবে!

—তা ফেলুক! ওদের খবর না দিয়ে আমি জলও খাব না।

চলে গেল বিজয় জেলেদের কাছে! সৌম্য শান্ত সুন্দর শিশু—কে বলবে যে নৌকাচুরির দলপতি ঐ শিষ্ট ছেলেটি! বিজয় সটান গিয়ে বলল—জেলেভাই সব—গোড়াতেই আমি মাপ্ মাগছি। নৌকাটা আমরাই ওপারে নিয়ে গেছিলাম মেলা দেখতে! বান বেশী হওয়ায় ফিরিয়ে আনতে পারি নি—তোমরা গিয়ে নিয়ে এস, আর আমাকে এজন্যে শাস্তি যা দেবার, দাও...

শাস্তি! এমন সত্যের আলোজ্বলা শিশুকে শাস্তি কে দেবে! ছেলেকে কোলে তুলে নাচতে লাগলো ওরা। নৌকার খবর পেয়েছে—আনন্দে বিজয়কে পিঠে চড়িয়ে পাক কয়েক ঘুরে ওরা নৌকা আনতে গেল।

মহিমাই যার স্বভাব—আপনাকে সে লুকোবে কেমন করে! হোকনা বিজয় আত্মবিস্মৃত অবতার—আগুনে ছাই চাপা থাকলেও তার তাপ বেশ টের পাওয়া যায়। মানুষ এইটা বোঝে না যে মহৎ জীবন মহৎই হবে; তার দুষ্টামিতে থাকবে মিষ্টতা, তার জ্বালাতন করার মধ্যে থাকবে জলন্ত আনন্দের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমেজ! তার বাহ্যিক প্রত্যেকটি ব্যবহারে থাকবে সুদূর-প্রসারিত সম্ভাবনা,—কর্ম্মের এবং কল্যাণের।

আত্মবিস্মৃত ভগবান রামচন্দ্র শৈশবে চাঁদের জন্য কেঁদেছিলেন—যৌবনে সীতার জন্য হাহাকার করেছেন আর প্রৌঢ় অবস্থায় লক্ষণকে বিসর্জ্জন দিয়ে আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না—সরযূর জলে আত্ম-নিমজ্জন করে জুড়োলেন। নরলীলায় এই রকম হয়, যুগে যুগে হয়েছে! বিজয়েরই-বা না হবে কেন!

এইতো সেদিন বেল তলায় সমাধিমগ্ন হয়ে গেল বিজয়; সাত ডাকে সাড়া নেই। কোথায় কোন্ উর্দ্ধলোকে বিচরণ করছিল কে জানে! অকস্মাৎ চোখ মেলে চাইল, যেন কিছুই হয় নি।

কি আর হবে! সমাধিতে থাকাই তো স্বভাব ওর—ক্ষীরোদার্ণবে ও বটপত্রশায়ী। না-হয় শ্মশানে শবরূপী!

তারও আগের কথা—বাবা দেহ রাখলেন, এতোটুকু তখন বিজয়। স্বপ্নে একদিন চন্দ্রলোক ঘুরে এল বাবার আত্মার সঙ্গে।

—আমার বংশে একজন খুব বড় সাধু হবে বিজয়। তুই কি সেই সাধু হতে পারবি?—বাবা বলেছিলেন।

—খুব-খুব!—বিজয় স্বপ্নেই বলেছিল—তুমি আশীর্ব্বাদ করলেই সাধু হয়ে যাব।

ঐ বয়স থেকেই সাধু হবার ঝোঁক। বোধিসত্ত্ব সন্ন্যাসী দেখে গৃহ ত্যাগ করেছিলেন—বিজয় গৃহে থেকেই সন্ন্যাসী হতে চায়···হতে হবে! অমন সুন্দর জীবন আর কিছু নাই পৃথিবীতে। শৈশব-কল্পনাকে রঙিন করে তোলে বিজয় গেরুয়া রংএ। ছাই মেখে কৌপিন পরে ঘরে ফেরে শ্যামচাঁদিয়া থেকে! ওখানে বিস্তর সাধু জমা হয়—বিজয় যায় তাদের দেখতে। ওর বয়েসী আর কেউ যায় না; একা যায় বিজয়। একাই ওকে যেতে হবে কিনা সন্ন্যাসের পথে! তারই সাধনা চলে ঐ বয়সে!

—দেখ মা, আমায় কেমন মানিয়েছে?—

সর্ব্বনাশ; পরনের কাপড়খানা ছিঁড়ে বিজয় কৌপিন পরেছে; গায়ে ভস্ম! শঙ্কিতা স্বর্ণময়ী বিপদ গণলো! কি করা যায়!

ছেলে কিন্তু সটান চলে গেল শ্যামচাঁদিয়াতে! বসে বসে সাধুদের দেখছে; আলাপ শুনছে; শেষে ঘুমিয়ে গেল! কোলে তুলে আনতে হোল বাড়ীর লোকদের।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমনি প্রায় দিন !

—দুত্তোর ! দেখি তোকে—আয় !—রেগে মা ওকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলো।

মা-যশোদা বাঁধতেন কৃষ্ণলীলায় ! সেই কথা মনে পড়ে গেল নাকি ? মা'র হাতের বাঁধন বড় মিষ্টি লাগে ! বাঁধা পড়লো কালো-গোঁসাই ! মা নিশ্চিন্দি—বেঁধেছে গোপালকে…ও হরি ! কে জানে কখন, কেমন করে বাঁধন খুলে পালিয়েছে ! ভববন্ধন কাটবার মালিককে দড়ির বাঁধনে কতক্ষণ রাখা যায় !

বিজয় অদৃশ্য হয়েছে !

কোথায় গেল ! কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ! সারাদিন কাটলো ! এবার আর সহ্য হচ্ছে না স্বর্ণময়ীর—চোখের জলে গণ্ড ধুয়ে যাচ্ছে ! মা'র চোখে জল দেখবে বিজয় ? সে যে হবে অ-বিজয়ের মত ব্যাপার ! পিছনে এসে দাঁড়ালো,—মা—মা…একেবারে কোলে পড়লো ঝাঁপ দিয়ে।

দক্ষিণ দিকে লছমন বাবাজীর আখড়া ! কী সুন্দর ভজন যে গায় বাবাজী ! আর দোঁহাও ! বিজয় বার্ত্তা জানলো—তখুনি গিয়ে পৌঁছালো সেখানে ! শুনছে আর আবেশে ঝিমুচ্ছে। দুচোখে জলধারা। গায়ের লোমগুলো পর্য্যন্ত খাড়া হয়ে উঠেছে বিজয়ের।

—মহাপুরুষ !—বলে উঠলো বাবাজী ভক্তি গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে !

বিজয় চোখ মেলেই বাবাজীর করঙ্গটী নিয়ে দে দৌড় !

—আরে—ফিরে এসো, ও খোকা, ও বিজয়…আরেকটা গান শোনাব।

—কেন "মহাপুরুষ" বললে !—বিজয় হাসছে মৃদু-মধুর।

—আর বলবো না—

—বেশ—ফিরে এল বিজয়—বলল—গাও আর একটা !

গান শুনতে শুনতে গাইতে লাগলো বিজয় কিন্নরকণ্ঠে—

"আজু হোলি খেলবো শ্যাম তোমারই সনে
একলা পেয়েছি তোমায় নিধুবনে"…

অজ্ঞান হয়ে গেল বিজয় ওখানেই ! বাবাজী কানে নাম বলতে লাগলো ; বলল—এরই নাম মহাভাব।

হবে ! যারা শুনলো—কি বুঝলো, কে জানে ! ওরা ভাবে—ব্যারাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৈতে হবার আগের কথাগুলো ভাবে বিজয়—খেলার কথা, দুষ্টামীর কথা, দয়ার কথাও। কিন্তু দুষ্টামীটাই বেশী প্রকট। কত দৌরাত্ম্য যে করেছে ও শান্তিপুরে। পুরী জ্বালিয়ে ছেড়েছে। এখনো কি নিস্তার দেয়? না—তবে এবার শান্ত হতে হবে। গঙ্গার কিনারে বেড়াচ্ছিল বিজয়; মনে পড়লো, শেষ রাত্রিতে দুহাতে দুটো বড় বড় সন্দেশ না দিলে মা'র রক্ষে ছিল না। শোবার আগে মাকে সন্দেশ যোগাড় করে তুলে রাখতে হোত। দাদার সঙ্গে খাবার নিয়ে কত না কাড়াকাড়ি মারামারি করেছে বিজয়—হাসলো বিজয় আপন মনে। দাদা কিন্তু অসাধারণ—কখনো ছোট ভাইকে কিছু বলেন নি—বলতো বিজয়ই!

শ্যামসুন্দরের ভোগের বস্তুও বিজয়ের হাত থেকে রক্ষে পেত নাকি! না—যেখানেই লুকিয়ে রাখ—ও বার করে খাবে—খাবেই। একদিন ভোগের খাবার সিকে থেকে পাড়তে গিয়ে পড়ে গেল বিজয়। বক্‌নোতে লেগে চিবুকের খানিকটা কেটে গেল—আর ওধারে কে যেন খিলখিল করে হাসছে। কে হাসে! আচ্ছা বেয়াড়া লোক তো! কিন্তু হাসিটা অদ্ভুত মিষ্টি—তাহলে আর কে হাসবে, স্বয়ং শ্যামসুন্দরই ঠাট্টা করছে বিজয়কে! বলছে,

—আমার খাবার চুরি করে খাবে আর!

—হ্যাঁ—খাব—খাবই তো—তোমাকে শুদ্ধ না খেলে তোমার বাপের নাম! বলল বিজয়! রক্তে রাঙা হয়ে গেল বুকের উপরটা—ভেতরটা রাগে! দেখে নেবে শ্যামসুন্দরকে! ওই তো ঠেলে দিল খাবার চুরি করবার সময়!

বিজয় ব্যথাটা সামলে বাইরে চলে গেল! অভিমানে অধর স্ফুরিত হচ্ছে! শ্যামসুন্দরের দু'একটা খাবার খেলই বা বিজয়, তাতে ওর এত রাগ কেন! ওকে তো বিস্তর খাবার দেওয়া হয়। ও আর কতটুকু খেতে পারে? সবই তো প্রসাদ হয়ে যায়—পুরুতে নিয়ে যায়! খেলই বা বিজয় দু'একটা সন্দেশ…

চোয়ালের কাটা যায়গাটা ধুয়ে ফেললো বিজয়—বেশ দগদগে ঘা—শুকোলো দিনকয়েক পর, কিন্তু দাগটা রয়ে গেল—সারাজীবন রইল সেই দাগ—দাগ নয়, দলীল—শ্যামসুন্দরের খাবার চুরি করে খাওয়ার সাক্ষী!

সন্ধ্যাটা সেরে নিচ্ছে বিজয় গঙ্গার কূলে! সাদা পৈতেগোছাটা একবার ঘুরিয়ে নিল পিঠের ওপর দিয়ে—এবার আচমন করবে।

—ওঁ বিষ্ণু! অপবিত্র পবিত্রোবা…

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঃ! কি কাণ্ড করতো বিজয় এই গঙ্গার ঘাটে! মেয়েরা যখন পূজার নৈবেদ্য নিয়ে আসতো এখানে—সব কেড়ে কুড়ে নিয়ে দৌড় দিত, তারপর ঐ দূরের ঝোপের আড়ালে বসে সঙ্গীদের সঙ্গে ভোজন। গাল দিতো মেয়েগুলো—দিত তো দিত—কে ওর তোয়াক্কা করে! নৈবেদ্য খেয়েই সবাই মিলে ছুটে এসে দে ঝাঁপ গঙ্গার জলে।

জল ছিটকে সবাইকে ভিজিয়ে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছাড়তো।··· কিন্তু আর না; মন নিবিষ্ট হচ্ছে না কেন সান্ধ্য-বন্দনায়? এ তো বিজয়ের প্রকৃতি নয়! নিজকে তিরস্কার করলো বিজয়।

ওঁ—শন্ন আপো ধন্বন্যা···

সন্ধ্যা শেষ করলো, গায়ত্রী জপ করলো—প্রণাম করলো বেদমাতাকে··· ন'বছরের ছেলের নিষ্ঠার প্রতি প্রণতি জানাচ্ছে স্থাবর-জঙ্গম। সন্ধ্যার পাখী গাইছে বন্দনা—আকাশের অসীমতা থেকে আসছে আশীর্ব্বাদ।

বিজয় বাড়ী ফিরছে—পথে দেখা বুড়ো এক তাঁতীর সঙ্গে—অমনি মনে পড়ে গেল, বলতো,—'তাঁতি, তাঁত বুনতে মন, ছুটো কৃষ্ণকথা শোন—'

ঐ কৃষ্ণ-কথাই শোনাতে হবে কলির জীবকে। এই জন্যই আসা—শুধু তাঁতীকে নয়, তামাম দুনিয়াকে! তার জন্য তৈরী হতে হবে। দুষ্টামী করে বেড়ালে চলবে কেমন করে? বৃন্দাবন লীলা হয়েছে—নদীয়া লীলাও হোল—এবার নরলীলার নতুন রূপ।

কিন্তু বিজয় আত্ম-সচেতন হয়ে উঠছে নাকি? না না—হলে চলবে না—ওকে ভেঙ্গে গড়তে হবে—শ্যামসুন্দর তখুনি উঁকি দিয়ে দেখে ভুলিয়ে দিলেন বিজয়কে—'কে সে, কেন সে এখানে।'

সঙ্গীরা বিজয়কে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিজয় না হলে ওদের খেলা চলে না—বিজয় ওদের সবার ছোট, তবু বিজয়ই ওদের দলপতি। বলল একজন, —আজ অনেক গোয়ালিনী আসছে ছানা বেচতে। চল বিজয়—তোকে আমরা খুঁজেই পাচ্ছিলাম না।

গোয়ালিনীদের দধিছানা লুণ্ঠনের কাণ্ডটা মনে পড়ল কিন্তু বলল বিজয়,

—আর না ভাই, দস্যিপনা অনেক হোল, আর কারো ক্ষতি করা হবে না!

—কেন রে? হঠাৎ ভদ্দর হয়ে গেলি যে?

—হঠাৎ কেন! ভদ্রই ছিলাম—আছিও! পৈতের সময় প্রতিশ্রুতি দিলাম, মিছে কথা বলবো না, অকারণে গাছে চড়বো না, সাঁতার কাটবো না, আরো কত কি বললাম সব সংস্কৃততে! ওসব আর করা হবে না!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—তোর মা তো গোয়ালিনীদের পয়সা দিয়ে দেয়।

—তা হোক—ওরা বড্ড কাঁদে—খুব দুঃখ পায়। কাউকে দুঃখ আর দিতে চাই না—এখন থেকে অন্য খেলা, যাতে কারো ক্ষতি না হয়।

—বেশ—দলপতির কথাই মেনে নিল ওরা। তাহলে কি করা যায়? করবার কাজ বিস্তর আছে—বলল বিজয়—চল, যাত্রার পালাটা আজ আর একবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক।

—আজ কোথায় যাত্রা করা হবে?

—রায় বাবুদের অন্দরে! ওরা কিছুতেই যাত্রা শুনতে চায় না; ওদেরই আজ গান শোনাতে হবে। বৃন্দাবনে গোচারণের পালা হবে—

ছুটলো সব।

উপদ্রবের ভয়ে কেউ ওদের ঢুকতে দেয় না—কিন্তু ওরা যাত্রা শোনাবেই। পাঁচিল টপকে একজন ঢুকলো ঘরের আঙিনায়, ভিতর থেকে দরজা খুলে দিল—অমনি হুড়মুড় করে সবাই ঢুকে পড়লো ভেতরে। আলো জ্বালালো, চাদর পাতলো, বসে গেল সব। শোনো আর না শোনো, যাত্রা ওরা করবেই। বিজয় একাই অনেক রকম। সে কৃষ্ণ সাজে, আবার রাখাল বালক হয়ে গানও করে—মাঝে মাঝে ব্রজগোপী হয়। মেয়ের সাজে ওকে চেনাই দায়—ও একাই শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধিকা, গোপাল, গোপী—সব।

একারই তো লীলা, 'একোহম্ বহুস্যাম্'—ও নিজেই নিজেকে রকমারী রূপে রূপায়িত করে রস-সম্ভোগ করে। এখানেও তাই করছে—সেই অনাদ্যন্ত লীলা।

জুড়োবার কি যো আছে বাড়ীওয়ালাদের! শুনতেই হবে ওদের গান—নইলে ঢোল পিটে কাণ ফুটো করে দেবে—ঘুমাও তো দেখি! কৃষ্ণ কথা ওদের শোনাতেই হবে—ছলে বলে কৌশলে, যেমন করে হোক। চীৎকার করে বলতে হবে—'হরি বল—হরি হরি বল...'

চৈতন্যলীলায় বলা হোত কত রকম প্রলোভনের কথা—'মাগুর মাছের ঝোল,...বল হরি বোল!' তবে কিছু কিছু লোক শুনেছে হরি নাম—শুনেছে কোথায়, এ-কাণ দিয়ে শুনে ও-কাণ দিয়ে বের করে দিয়েছে!

না—ও নাম তো বের করে দেওয়া যায় না—কাণে ঢুকলেই মরমে পশে যে! ও নামের মহিমা বেরিয়ে যাবে না—সেই তারাই সব আবার এসেছে, যারা শুনেছিল সেই নাম।

নাম তো নয়—নামব্রহ্ম—শুনলেই লাভ হয়ে যায় অলভ্যকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু বিজয় আবার আত্ম-সম্বিত ফিরে পাচ্ছে—ও কে, ওকে কিছুতেই জানতে দেওয়া হবে না এখন! ওর বিস্তর কাজ এখানে—বিরাট ওর কার্য্য-তালিকা—বিস্তৃত ওর জীবন-বেদ, ঋক্-সাম-যজু!

ওকে ভুলে থাকতে হবে, ও কে! ও আত্ম বিস্মৃত অবতার—ও এসেছে পরিত্রাতারূপে, জনপাবনরূপে, সদ্‌গুরুরূপে! আদেশে আর উপদেশে ও রচনা করবে তপোবনের তাপস-বালক,—বেদ-উপনিষদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যাকে ও বিস্তৃত করবে বৃহত্তম জনারণ্যে। বিজয় শঙ্খের উদ্‌ঘোষণ করবে ও গীতা উপনিষদের হিমগিরিকন্দরে—ও হবে যতি, ব্রতি, ব্রহ্মচারী, ও হবে শিষ্য, সাধক, সন্ন্যাসী, সদ্‌গুরু; ওকে হতে হবে সত্য-সুন্দর-সচ্চিদানন্দ।

বিজয়ের এই দজ্জালীপনা বড়ই ভাল লাগে শ্যামসুন্দরের, বড় মিষ্টি লাগে এই দধি-দুগ্ধ-নবনী চুরি, এই নারী-মণ্ডলীতে চাঞ্চল্যের হিল্লোল, এই জনজীবনে বিক্ষোভের তরঙ্গাভিঘাত! বৃন্দাবনের বালকিশোরের মন চঞ্চল হয়—কিন্তু কি করা যায়! বিজয়কে তো এভাবে রাখা চলে না!

অবতরণ করার পর থেকেই ওর আগের লীলাগুলো ও নতুনভাবে করে চলেছে; ভালোই লাগে—কিন্তু তাতে লাভ কি? বিজয়কে ভেঙে গড়তে হবে! জননী-জঠরে জাত নরশিশুর মতই ওকে নরলীলায় প্রবর্ত্তিত করতে হবে। ওকে স্বয়ং শিষ্যত্বের সাধনা করে দেখাতে হবে, শিষ্য কাকে বলে—শিষ্য কেমন করে হোতে হয়—ওকে গুরুত্বের সাধনা করে দেখাতে হবে, 'সদ্‌গুরু শিষ্য করেন না, তিনি গুরু করেন।'

আচ্ছা, চলুক বিজয় আপন পথে আরো কিছুদিন।—যাকে ওরা উচ্চ শিক্ষা বলে, বিজয়কে সে-পথ মাড়াতে দেওয়া হবে না—ওকে দিতে হবে উচ্চতম শিক্ষা, যে শিক্ষা শাশ্বত, সনাতন, সত্যের কষ্টিপাথরে যে শিক্ষা যুগযুগ ধরে পরীক্ষিত হয়েছে!

ওর দেব-দেহকে মানবদেহ করতে হবে;—দয়া-মায়া-স্নেহ-সরলতায় শুধু নয়, ত্যাগ-তিতীক্ষা-সত্যনিষ্ঠা-সদাচারে শুধু নয়—বিপ্লবের অগ্নিপথে বিজয়ী বীরের মত হবে ওর যাত্রা—রোগে-শোকে, দুঃখে-দারিদ্রে হবে ওর দিনপাত; আকাশ-বৃত্তির আশ্রয়ে ও করবে অনন্তে আরাধনা।

শ্যামসুন্দরের চোখে জল এল হয়তো! এতো খানা দুঃখ দিতে হবে প্রাণের বিজয়সুন্দরকে! দিতে হবে—আরো দু'চার দিন খেলা করে নিক—তারপর আগুন জলে যাবে ঘরে ওর। সংসার হবে বন্ধনরজ্জু—জীবন হয়ে যাবে জালাময়।

এই তো চাই—এই তো মহাজীবনের লক্ষণ!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাত্রাগান শেষ করে আসরের এক কোণায় ঘুমিয়ে ছিল বিজয়—ধড়মড় করে উঠে বসল—কে কথা কইছিল তার সঙ্গে? কে জানে কে! কী সব যেন বলছিল বিজয়কে!

যাক্ গে—আজ দেবী রায়ের আমবাগানে বনভোজন করা যাক্। যেমন ভাবা অমনি কাজ! ভোরের আলোতেই ছুটলো দলবল নিয়ে! বিজয় পাকা রাঁধুনী—আর সব যোগাড়ে হয়ে কাজ করছে; কিন্তু শুধু ভোজনানন্দ হলে তো সুখ হয় না বিজয়ের—কিছু ভজনানন্দও দরকার। এখানে কোনো জাতিভেদ নাই—সব সমান। অতএব বিজয় কানাই হোল আর দাদা ব্রজগোপাল হোল বলাই—অন্য সব শ্রীদাম, সুদাম, সুবল; চললো গোষ্ঠলীলা—হাতে পাঁচনী নিয়ে বিজয় শ্যামলী-ধবলীর পিছনে ছুটলো গরু চরাতে। অতঃপর বেলা শেষে ভোজন শেষ করে রাখাল বালকগণ ফিরলো ঘরে। শ্যামসুন্দর উঁকি দিয়ে দেখলেন একবার। দ্বাপরের দ্বিতীয়াভিনয়!

পরদিনই কীর্ত্তন, তারপর ধূলোট—উঃ! এতো ধূলো উড়োলো ওরা যে লোকে রাস্তা দেখতে পায় না। শেষে ডেপুটির কাছ থেকে হুকুম নিয়ে এল ধূলোট বন্ধ করার!

চৈত্রের গাজন চলছে—বিজয়ের দল সন্ন্যাসী সেজে বসলো গিয়ে একটা চত্বরে। সারাদিন উপোসী বিজয়, মাটির শিব গড়ে পূজো করলো! পাড়ার লোকের কূয়োর দড়ি এনে চড়কের ঘুরপাক খেল সব। এই সব খেলা চলছিল বেশ—কিন্তু পড়াশুনোতে এবার মন দিতে হবে।

এর মধ্যে আরো কয়েকটা নতুন খেলা হয়ে গেছে; মালিপোতার জমিদার অম্বিকাবাবুর তেজী ঘোড়াটার উপর চড়লো ওরা। জমিদার ধরতে এলেন—সব ছেলে পালিয়ে গেল ছুটে—জমিদারের ভয়ে সবাই লুকোলো। বিজয় কিন্তু সত্যের বিজয়-নিশান তুলে দাঁড়িয়ে। জমিদার বললেন,

—কেন আমার ঘোড়ায় চড়লে তোমরা?

—শখ হয়েছিল, চড়লাম,—বিজয় নির্ভয়ে বলল!

এই সরল সত্যকে শাস্তি দেওয়া চলে না, অম্বিকাবাবু খুসী হয়ে বললেন,

—ঘোড়াটা তোমার সত্যবাদিতার পুরস্কার—নাও।

—না—আপনার আশীর্ব্বাদই নিলাম!—চলে এল বিজয় বিজয়গর্ব্বে!

অমনি আরেক দিন—হাকিম, বড়কর্ত্তা, ঈশ্বর ঘোষাল, তাঁরই ঘোড়ায় চড়েছে ছেলেরা—দিনের বেলা আস্তাবল থেকে এনেছে ঘোড়াটা—জিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগাম কিছু নাই। বিজয় চড়ে বসলো! ধরতে এল হাকিমের লোক—সবাই পালাল, বিজয় পড়লো ধরা। মানে, ধরা দিল! হাকিম ঈশ্বর ঘোষাল বললেন,

—আমার ঘোড়া কেন নিলে? জান, আমি কে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, জানবো না কেন—আপনি ডেপুটি।

—আমার কাছে ঘোড়া চাইলে না কেন? চুরি করলে কেন?

—চাইলে আপনি দিতেন না—আর চুরি আমরা করি নি—খানিকক্ষণ চড়ে ছেড়ে দিতাম। আমরা গোঁসাইবংশ, চুরি করবো কেন?

কী সাহস ছেলেটার? ঈশ্বর ঘোষাল অবাক হয়ে তাকালেন ওর মুখ পানে, সরল সত্যের প্রদীপ যেন! বললেন—তোমার কথায় খুশী হলাম। ঘোড়ায় চড়বার শখ হলে আমার সহিসকে বলো; সে ঘোড়া সাজিয়ে দেবে। খালি পিঠে চড়লে পড়ে যেতে পার।

বিজয় নমস্কার জানিয়ে চলে এল।

অনেক আগেই 'হাতেখড়ি' হয়েছে বিজয়ের মামার বাড়ীতে। কিন্তু ছোট থেকে নানা ঝঞ্ঝাটে ঠিকমত পড়াশুনা চলছিল না। কাজেই চিন্তার কথা। শান্তিপুরে ভগবান সরকারের পাঠশালায় এখন পড়ে বিজয়। ঐ একটিই পাঠশালা। পাততাড়ি বগলে জটা দুলিয়ে জটে' গোঁসাই পাঠশালায় যায়, পথের দুপাশের লোক দেখে, অন্দরের মেয়েরাও দেখে জানালা খুলে। ওর নধর দেহখানি লতামণ্ডপের আড়ালে লুকিয়ে যায়।

ভগবান পণ্ডিত সাংঘাতিক গুরুমশায়! তাঁর হাতের বেতের ঘায়ে ছেলেদের পিঠের চামড়া রোজ দাগী হতে থাকে! যেন যমের বাড়ীর শাস্তি! কিন্তু হলে কি হবে, বিজয়কে বেত মারবার অবসর পান না পণ্ডিত! বিজয় পড়ায় সকলের সেরা—তা ছাড়া প্রায়ই পণ্ডিতকে শ্যামসুন্দরের প্রসাদ খাওয়ায়। বাড়ীতে ডেকে আনে। এমন মারমুখো গুরুকেও বশ করে ফেলেছে বিজয়!

ছাত্র ঠেঙাতে ওঁর জুড়ি নেই; আর তখনকার দিনের শাস্তিগুলোও বেশ অদ্ভুত—রোদে দাঁড় করিয়ে রাখা—দু'পা ফাঁক করে দাঁড় করানো—হাঁটু গেড়ে বসিয়ে রাখা—হাঁটুর নীচে আবার কাঁকর বিছিয়ে দেওয়া—দু-আঙ্গুলের মাঝে কলম ভরে চাপ দেওয়া—কাণের নরম যায়গায় চিমটি কাটা—এসব তো হামেসাই চলতো; বেত খাওয়া আটপৌরে হয়ে গেছে ওদের। মাঝে মাঝে ঘরের দরজা বন্ধ করে রেখে দিতেন বেশী দুষ্টু ছেলেকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

মারের ভয়ে অনেকে হেগে-মুতে ফেলতো—এমন ছিলেন ভগবান পণ্ডিত!

কিন্তু আশ্চর্য্য—এই ভগবান একজন গুপ্ত সাধক। তিনি যেন বিজয়ের শিক্ষাগুরু হবার সাধনাই করছিলেন ওখানে! ওই পরিব্রাতাকে পাঠ শেখাবেন—এতবড় গৌরব অর্জ্জন করা তো সহজ নয়। এই জন্যই ভগবান পণ্ডিত অমর হয়ে রইলেন মানব-সমাজে।

কিশোর বিজয়ের কোমলতা, সত্যবাদিতা, নির্ভিকতা দেখে ভগবান পণ্ডিত মুগ্ধ হন—ভাবেন, একে কোন সৌভাগ্যবলে পড়াবার অধিকার পেয়েছি!

স্মৃতিশক্তি অসাধারণ বিজয়ের, তার সঙ্গে বিচার-শক্তিও। নির্ব্বিচারে কিছু মুখস্থ করবার লোক নয় সে। মনে ওর অনন্ত জিজ্ঞাসা—কি? এবং কেন? শান্তিপুরের শ্যামল বনভূমি ওর চারণভূমি, গঙ্গার জলতরঙ্গ ওর চিন্তালহরী, বনের পশুপাখী ওর আনন্দ-বেদনার অংশীদার। কৈশোরের স্বপ্নরঙিণ চোখে অনন্তের পিপাসা; অশান্ত মনে উদয় হয় অন্তহীন প্রশ্ন।

সঙ্গীদের সঙ্গ ছেড়ে বিজয় এখন একাই বেড়াতে চলে যায় দূর দূর কোনো পথে, প্রান্তরে—কখনো একাই বসে থাকে গঙ্গার কোনো জনবিরল ঘাটে। কি চিন্তা করে বিজয়, কেউ জানে না—কেউ জানতে চায় না।

কে যেন কথা বলে ওর কাণে কাণে। কত কি বলে—বলে কোমল মিষ্টি স্বরে—"বিজয়, তুই আমি এক, কিন্তু তোকে আমি ভুলিয়ে দেব; 'কে তুই' ভুলতেই হবে তোকে—তোকে একান্ত ভাবে মানুষ হ'তে হবে। তোর জাতিস্মরত্ব ঘুচে যাক—জেগে উঠুক অনুসন্ধানের আবেগ—সব ছেড়ে, সব ভুলে তুই চলে আয় সত্যানুসন্ধানের পরিব্রাজকতায়—পরিক্রম কর্ পরম লোক, জ্ঞাত হ' পরমব্রহ্মকে—তুই নিজেই নিজেকে আবিষ্কার কর..."

কে বলে—কি বলে? বিজয়ের কিশোর মন ভাবে, শ্যামসুন্দরই বলে; কিন্তু তখনি মনে হয়, দূর ছাই—শ্যামসুন্দর তো পাথরের—ও আবার কথা বলবে কি করে! ওটা বিজয়ের ভুল, মনের ভুল। সে নিজেই নিজের সাথে কথা বলছিল—নিজেই শ্যামসুন্দর হয়ে নিজের মনে কথা বলা অভ্যাস ওর। ঠিক যেন নিজের সঙ্গে নিজে অভিনয় করে।

ওর কিশোর-স্বপ্নে কত ভাব জাগে, কে জানে!

ভাবে-ভক্তিতে ভরা অদ্বৈত বংশের ছেলে ও। ওর চিন্তাধারা তো কুৎসিত পথ মাড়াতে পারে না—ওর ভাবনার মধ্যে ভগবান থাকবেনই! অতএব

৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও ভগবানের কথাই ভাবে! ভাবে—ভগবান সত্যি আছেন—আছেনই! রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণগুলো ওর প্রায় জানা—ঈশ্বরের কত লীলার কথা ও শুনে আসছে শৈশব থেকে—এগুলো কি সত্যি? কে জানে! বিজয় অনুসন্ধান করবে।

ভুলতে আরম্ভ করলো নিজেকে—নির্ব্বিকার বালক-ব্রহ্মে বিকার জাগলো মানবতার, বিবর্ত্তিত হোল মানব-চিন্তা

পাততাড়ি বগলে দড়ি বাঁধা কালির দোয়াতটা হাতে ঝুলিয়ে বিজয় চলেছে পাঠশালায়।

সত্য কি? সত্য কোথায়! সবই কি মিথ্যা পৃথিবীতে?

ঐটুকু ছেলের মাথায় এ প্রশ্ন জাগা অস্বাভাবিক, কিন্তু জাগলো জগতের নশ্বরতা দেখে! ওর একটি সহপাঠি ক'দিন হোল মারা গেছে! বিশেষ বন্ধু ছিল বিজয়ের—দুজনে কতদিন একসঙ্গে পাঠশালায় এসেছে। আজ সে নাই। নাই তো গেল কোথায়? তার সবই রয়েছে, ঘর-বাড়ী, পুঁথিপত্তর, জামাকাপড়,—শুধু সে নাই। তাহলে বিজয়ও একদিন থাকবে না—কেউ থাকবে না—কিছুই থাকবে না।

থাকবে না তো যাবে কোথায়? মরে' মানুষ কোথায় যায়—কি করে? আপন মনে ভাবতে ভাবতে চলেছে বিজয় একা—সঙ্গীরা সব আগেই চলে গেছে। বিজয়ের মনে সেই মৃত বন্ধুটির চিন্তা। অকস্মাৎ একটা নির্জন বাগানের এক ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে কে দাঁড়ালো বিজয়ের সামনে।

—বিজয়!

—কে?—বিজয় ঘুরে তাকিয়েই দেখলো তার মৃত বন্ধুকে। ভয় পাবার ছেলে তো বিজয় নয়, কিন্তু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো,

—তুই আছিস? কোথায় আছিস ভাই?

—এ এক নতুন দেশ—ভালই আছি ভাই বিজয়। তুই বড় ভাবছিলি, তাই এলাম দেখা করতে। যা, পাঠশালায় যা—দেরী হয়ে গেছে!

চলে গেল বন্ধুটি—ঝোপের আড়ালে গিয়েই অদৃশ্য! আশ্চর্য্য তো! তাহলে মরার পরেও মানুষ থাকে! মানুষ হয়ে না থাক, ভূত হয়ে থাকে। ভাবছে আর চলছে বিজয়। পাঠশালায় এসে পৌছাল।

—তোর তো কোনোদিন দেরী হয় না রে বিজয়—আজ করছিলি কি? নিশ্চয় আম চুরি?

—না পণ্ডিত মশাই—আমার সঙ্গে বন্ধুর দেখা হোল বাগানে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

No.........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

—তুই বলিস কি রে ছোঁড়া! সে যে ক'দিন হলো মারা গেছে। মিথ্যে বলছিস্ ?

—আজ্ঞে না—মিথ্যে আমি বলি না।

—এতো বড় মিথ্যে কথা আর হয় নাকি? তোর সঙ্গে ভূতে দেখা করলো, আমি এই কথা বিশ্বাস করবো ?

—আপনি চলুন, আমার সঙ্গে, আমি তাকে ডেকে দেখিয়ে দেব···

—অ্যাঁ—পণ্ডিত ভগবানের চোখ কপালে উঠলো।—চল—চলতো দেখি, তোর কথা কেমন সত্যি হয়!

উঠলেন ভগবান পণ্ডিত বাঁশের কঞ্চিটা হাতে নিয়ে; রাগে চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে; বললেন—যদি দেখাতে না পারিস তো এই কঞ্চি তোর পিঠে ভাঙবো, বুঝলি ?

বিজয় উত্তর দিল না—কঞ্চি তার পিঠে ভাঙে ভাঙুক, দুঃখ নাই, কিন্তু তাকে মিথ্যাবাদী হতে হবে—এ অসহ্য! তার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল! চললো বিজয় পণ্ডিতের পিছনে, চললো ছেলের দলও। এত বড় মজা কি আর ওরা না দেখে ছাড়বে? ভূত আসে তো ভালই; যদি না দেখাতে পারে বিজয় তাহলে বেত যা খাবে—দেখবার মতো!

—কৈ রে, কোথায় তোর ভূত ?—ভগবান পণ্ডিত ছড়ি উঁচিয়ে বললেন, —ডাক! ডাক তোর ভূতকে!

—বন্ধু—বন্ধু—ও বন্ধু—আমাদের আরেকবার দেখা দাও তো।

কোথায় কে? প্রতিধ্বনি বিদ্রূপ করছে বিজয়কে। পণ্ডিত বললেন,

—মিথ্যেবাদী কোথাকার···

—আজ্ঞে না—আমি স্বচক্ষে দেখেছি···

—তোর মুণ্ডু দেখেছিস্—

বিজয় মিথ্যাবাদী হয়ে গেল—মিথ্যাবাদী হয়ে গেল সত্যসন্ধ বিজয়কৃষ্ণ— সত্যসুন্দর বিজয়কৃষ্ণ। উঃ! এ লজ্জা বিজয় লুকোবে কোথায়!

—বন্ধু!—আবার ডাক দিল বিজয় উচ্চকণ্ঠে। গভীর-গম্ভীর কণ্ঠকম্বু ওর অনন্ত আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে বন-প্রান্তর ব্যথিত করে!

—তোর জন্যে আমায় মিথ্যাবাদী হোতে হোল বন্ধু!

বিষাদে বিদীর্ণ হয়ে গেল বিজনতা! আনন্দ-কিশোরের আনন্দ-দুলালের অশ্রু গড়াচ্ছে গণ্ড বেয়ে—অদ্বৈতবংশের অযোগ্য সন্তান হোল বিজয়—ধিক্! হেসে উঠলো ছেলের দল—হেসে উঠলেন ভগবান পণ্ডিত। ওদের হাসি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্রূপের বিষজ্বালা ছড়িয়ে দিচ্ছে বিজয়ের অন্তরে—আরেকবার ডাক দেবে বিজয়—

—তুই যদি না আসিস তো বুঝবো, ভূত মিথ্যে—ভগবান মিথ্যে ··আমার কথাও মিথ্যে···চোখের জলটা আর সামলাতে পারলো না বিজয়।

অকস্মাৎ কে ঐ দাঁড়িয়ে ঐ ঝোপটার কাছে! সত্যি 'সেই' নাকি? হ্যাঁ, বন্ধুই তো! এতোগুলো ছেলের চোখ তো ভুল দেখবে না। তাছাড়া স্বয়ং ভগবান পণ্ডিতও যে দেখতে পাচ্ছেন! বিজয় হুঙ্কার দিয়ে উঠল,

—ঐ দেখুন—ঐ···

আবেগে-উদ্বেগে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে গেল বিজয়ের চোখ দিয়ে। শ্রীমন্ত সওদাগর কমলে কামিনী দেখাতে পারে নি সিংহলে—বিজয় ভূত দেখিয়ে দিল পণ্ডিতকে। 'কমলে কামিনী' থেকে বিস্ময়টা কম কিসে? পণ্ডিত ওর চিবুক ধরে আদর করে বললেন—সত্যই সার—তুই সত্যস্বরূপ হয়ে যা—

আশ্চর্য্য এই পণ্ডিত ভগবান সরকার। এমন ঠেঙাড়ে পণ্ডিত—যার জন্য নতুন নরক তৈরী হবে—মনে করে ওর ছাত্ররা—তিনিই একদিন বললেন, —ওরে ছোঁড়ারা, কাল সকালে আসিস্; একসঙ্গে গঙ্গা নাইতে যাব সবাই; কাল আমি গঙ্গায় দেহ রাখবো!

ছেলেগুলো এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলো। দেহ রাখবেন পণ্ডিত, কী ব্যাপার! মরবেন নাকি ভগবান পণ্ডিত? মরুন—ওঁর জন্য কারো দুঃখ নেই। অমন যমস্বরূপ গুরুমশায় যমের বাড়ী যাওয়াই ভাল!

কিন্তু যমের বাড়ী গেল না ভগবান পরদিন—গেল বৈকুণ্ঠে। শুধু কি ছেলেরা দেখলো? দেখলো সারা শান্তিপুরের লোক; দেখলো আরো কত অনাহুত-রবাহুত! দেখলো পশুপাখী কীট-পতঙ্গ, দেখলেন জগৎ-পাবনী সুরধুনী।

গঙ্গায় নেমে স্নানপূজো শেষ করে ভগবান বললেন,

—"বাপসকল, আমি কায়স্থ—তোমরা অনেকেই বামুনের ছেলে—তোমাদের কতনা তাড়না করেছি, কর্ত্তব্যবোধে কত যন্ত্রণা দিয়েছি—এখন তোমরা আমার মাথায় পা দাও—আর সময় নাই, ঐ রথ এল—আমাকে যেতে হবে।"

সবল সুস্থ ভগবান পণ্ডিত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেহত্যাগ করলেন। কায়স্থ হলে কি হবে—সাধন-বলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ না করলে কি বিজয়কৃষ্ণের গুরু হতে পারেন! উনি কায়স্থ হয়েও কৃষ্ণস্থ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এরপর এলেন বদন পণ্ডিত—রোগা টিলটিলে মানুষটি, কিন্তু ছাত্র পিটুতে ওস্তাদ! বাঁশের কঞ্চি ফেটে যায় মারের চোটে; গুণে গুণে চালান বেত,

—রাম—দুই—তিন—

বিজয় বলে ফেললো,

—'রাম' বলে দুই তিন বলেন কেন পণ্ডিত মশাই—কৃষ্ণ—হরি, গৌর, নিতাই বললেই তো হয়···বেত খেতে খেতে ভগবানের নাম শোনা হয়! বিজয়ই বদন পণ্ডিতের গুরু হয়ে গেল—'নাম' দিল ওর কানে! ভাগ্যবান বদনের বদন থেকে সে নাম আর ছাড়ানো যায় না। ছাড়ানো যাবে কি—জাত সাপে ধরেছে—ওতো ঢোড়া নয়···নামের মহিমা তখন থেকেই বুঝেছে বিজয়···ও নিজেই তো নাম—নাম আর নামদাতা!

এরপর যেতে হোল হেজেল সাহেবের স্কুলে! যাওয়ার দরকার ছিল অঘোরনাথের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ার জন্য! ভগবান পণ্ডিত চলে যাওয়ার পর ঠিকমত সৎসঙ্গ পাচ্ছিল না বিজয়। প্রাণের মানুষ না হলে বিজয়ের প্রাণ তৃপ্ত হয় না। এখানে পেল অঘোরকে! যেন কত জন্ম জন্মান্তরের বান্ধব। যেন এক লোকের অধিবাসী—!

অঘোর ঘোরতর সাধননিষ্ঠ—সন্ন্যাসী হয়ে গেল শেষটায়—ওর পরের নাম, সাধু অঘোর নাথ। বিজয়ের নরলীলায় ওর ঠাঁই খুব বেশী নয়—কিন্তু তবু অঘোর যেন ওর বাল্য-জীবনের কণ্ঠহারের রত্নমণি!

বিজয়গোবিন্দের টোলে এল বিজয় মুগ্ধবোধ পড়তে; পৃথিবী মুগ্ধ হবে ওর কাণ্ডকারখানায়—একবছরে ও দুর্ব্বোধ্য ঐ শাস্ত্রটা পড়ে শেষ করে ফেলল! সবাই অবাক—বলল "মানবে এহেন জ্ঞান কভু না সম্ভবে—"

এর পর কি করা যায়, ভাবছিল বিজয়। কাব্যরস আস্বাদন না করলে পৃথিবীর সেরা বস্তুই অনাস্বাদিত থেকে যায়—এলো বিজয় বনমালী ভট্টাচার্য্যের টোলে কাব্য পড়তে। পড়ছে; দর্শনও কিছু কিছু পড়ে, ষড়দর্শনই পড়ে ফেললো শেষটায়—কিন্তু তৃপ্তি পাচ্ছে না বিজয় এতো পড়েও। কী যেন পড়া হোল না, কী যেন জানা গেল না; কি যেন অজ্ঞাত আকর্ষণ ওকে টানতে থাকে দুর্ব্বার বেগে! ওর চোখে অনন্ত আশা, বুকে অনন্ত পিপাসা। সত্যলাভের বাকুলতায় ও সিদ্ধার্থের মতই উচাটন হয়ে উঠলো।

এর মধ্যে কত কাজ করলো বিজয় পড়াশুনার আড়ালে, তার ইয়ত্বা নেই! নৈতিক এবং সামাজিক সংস্কারকের কত ভূমিকায় যে ওকে নামতে হয়েছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওর লীলারঙ্গের অঙ্গনে, তার হিসাব করে লাভ নেই। ওর দিব্য জীবন এখন মানবতার গণ্ডীতে এসে মন্থন করে ফিরছে সত্যামৃত, যা সে বিশ্ববাসীকে দান করবে।

কাব্য পড়বার সময় কাব্যিক হয়ে গিয়েছিল বিজয়—কোমল হয়ে গেল ওর মনোবৃত্তি। মাটির ধূলো থেকে মানুষের অন্তর পর্য্যন্ত ও তখন কাব্যময় দেখছে। দোঁহাবলী পড়লো কতগুলো—চণ্ডীদাস—বিদ্যাপতি—পালাগান, লীলা কীর্ত্তন—আহা, কি সুন্দর! কাব্যরসাস্বাদন ব্রহ্মরসাস্বাদনের থেকে কম নয়—লিখেছেন প্রাচীন সমালোচক অভিনব গুপ্ত! খাঁটি কথা। কিন্তু 'কি যেন পাই নি, কি যেন হোল না'—এই ভাব যায় না বিজয়ের। দর্শন পড়ে কিন্তু নিষ্ঠুর হয়ে উঠলো বিজয় নিজের উপর—আর তেমনই নিয়মনিষ্ঠ! অদ্বৈতবংশের যা হওয়া উচিৎ—তাই। তিলক ফোঁটা সন্ধ্যা আহ্নিক—পূজা-জপ, আচার-উপবাস, কঠোর নিয়মে পালন করে। কোথাও এক চুল ফাঁক নেই!

নীতি ওর নিত্যধন—নিয়ম ওর নিশ্বাস।

ব্যাভিচারে ভরে গেছে বঙ্গদেশ; মদ না খেলে সভ্য হওয়া যায় না, বেশ্যা না রাখলে বড় লোক মানায় না—বাড়ীর বৌ-ঝিরা পর্য্যন্ত ঝিকে দিয়ে মদ আনিয়ে খায়। প্রকাশ্যে চলে এ সব। আবর্ত্ত-আবিল সমাজস্রোত…বাসনার ব্যাকুল অভিব্যক্তি—সর্ব্বত্র কামনার কলুষতা! সনাতন ভারতের সত্য আদর্শকে পদদলিত করে ওরা আরণ্যক হয়ে যাচ্ছে। পারত্রিকের পবিত্রতাকে ওরা ঐহিক সুখের ক্লেদপঙ্কে সমাধি দিল। অন্তরের শান্ত সলিলে কেউ অবগাহন করে না। বাইরের বিষদুষ্ট নর্দ্দমায় নিমজ্জিত হয়। প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে চলে বাগানবাড়ী এবং বারনারী-সম্ভোগ।

চিন্তিত বিজয় চলেছে গঙ্গার কিনারা ধরে। অদ্বৈত প্রভুর আশ্রমের পানে দৃষ্টি ওর—যার সাধনবলে সম্ভব হয়েছিল গোলকপতির আবির্ভাব। কিন্তু কি হোল! নাম মাহাত্ম্য—প্রেমধর্ম্ম কোথায় আজ? ভক্তিলতা-মণ্ডপের একচ্ছত্র অধিকারীরাও আজ ভক্তিহারা; ভক্তির মালিক বিজয় দর্শনচর্চ্চা করে শুকনো কাঠ হতে চলেছে।

পথের পঙ্কিল জলে নিজের প্রতিবিম্বটা একবার দেখে নিল বিজয়—মাথায় শিখা, কপালে তিলক, গলায় মালা—ঠিক আছে; বৈষ্ণব বংশের বাহ্যিক সব ব্যবস্থা ঠিকই আছে—কিন্তু…আজন্ম সত্যের উপাসক বিজয় ভাবলো—সত্যি কি ঠিক আছে সব? বাহ্য এবং অভ্যন্তরও? চিন্তার পরিধি বিস্তৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

হচ্ছে ওর—দর্শন অধ্যয়নের দূরদৃষ্টি, সূক্ষ্মদৃষ্টি, শুভদৃষ্টি! যে দৃষ্টি পরিপ্লাবিত করে দেবে বাংলার অঙ্গ—ভারতের ভূমি—ভূমার ক্ষেত্র!

দেখতে পেল বিজয় অকস্মাৎ, শান্তিপুরের মিহি-শাড়ী-পরা পুরমহিলারা গঙ্গাস্নান করে ফিরছেন—দুপাশের পথচারীরা দেখছে তাদের জলসিক্ত অঙ্গ-সুষমা—ক্ষুধিত সে দৃষ্টি, কামনা-মদির সে চিত্ত, কলুষিত সে ভাষা। অশ্লীল, ইতর উচ্চারণে ভাষাজননীকে লাঞ্ছিত করছে ওরা—উঃ! অসহ! বিজয় এর ব্যবস্থা না করেই পারে না।

দরজায় দরজায় ঘুরলো বিজয় দল নিয়ে। বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণকারী দলন করবে এই পাষণ্ডদের। প্রবৃত্তির এই পাপ পথ রোধ করতেই হবে। বিজয় পুরুষদের স্নানঘাট পৃথক করে দিল—প্রহরী বসাল পালা করে—যাতে নিয়ম ভঙ্গ না হয়। কিন্তু অসতেরা অন্য উপায় বের করে, স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করে নিয়ম—কেউ বা দূরে ঝোপঝাড়ের আড়ালে বসে উপভোগ করে কদর্য্য বাসনার মদিরা। বিজয় পুলিশের সাহায্য নিল ঘাটের নিয়ম রক্ষার জন্য—মোটা সুতার কাপড় আমদানি করল পাবনা থেকে। বৃদ্ধরা সকলেই বললেন—হ্যাঁ, বিজয় একটা কাজের মত কাজ করেছে!

"কিছুই করে নি, এগুলো ওর কাজই নয়—"

বিদ্রূপ করলেন শ্যামসুন্দর আড়ালে বসে!

গোকুলের গোপবালকরা শান্তিপুরের শান্তি রক্ষা করছে। ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে বিজয় "দুর্নীতি নিবারণী সভা" করলো—শোভাযাত্রা করে ওরা পরিক্রম করলো শান্তিপুর—কোথাও কোনো নীতি বিরোধী কাজ হতে দেবে না।

সবাই বলে—"মাতাল দলন দল—"

বৃন্দাবনের দুকূলহারী, নদীয়ার বিনোদিয়া, শান্তিপুরে শাসনকর্ত্তা হয়ে এসেছে! প্রতাপে কাঁপে দুর্জ্জন—দূরে পালিয়ে বাঁচে দুষ্কৃতকারী। এমনি কত কি কাণ্ড করছে বিজয় শান্তিপুরে। যুগের যোগ্য লীলা—লীলার মধ্যে পরিত্রাণের ইঙ্গিত কিন্তু সর্ব্বত্র!

এক আত্মীয় মদ খায়, শুনতে পেল বিজয়—এমন কঠোর ভর্ৎসনা করলো তাকে যে মনের দুঃখে সে দেশ ছেড়ে চলে গেল। দীর্ঘ বিশ বছর পরে ফিরে এল বিজয়ের কাছে—সাধু হয়ে। বলল,

—হ্যাঁ, তুমিই তো ত্রাণকর্ত্তা—অমনি করে তাড়িয়ে না দিলে কি ভূমার সন্ধানে যাওয়া যায়—নাকি অনন্তের আশ্রয় মেলে! মদ ছাড়ার সঙ্গে ঘরছাড়া করেছ বিজয়, চরণছাড়া করো না!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক সহপাঠি মদ ধরেছে; বাইচ খেলার ছলে তাকে নিয়ে গেল বিজয় মাঝগঙ্গায়; তরণীতে ত্রাণকর্ত্তা বলল,

—আজ থেকে ঐ সব বদ অভ্যাস ছাড়বো বলে দিব্যি কর, নইলে এই মাঝগঙ্গায় তোকে ফেলে দেব—ধরলো বিজয় তাকে জাপ্টে।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—ছাড়লাম—দিব্যি করছি। মা গঙ্গার দিব্যি···প্রাণের ভয়ে ব্যাকুল বালক বলল বিজয়কে—ছেড়েদে বিজয়—আর কখনো মদ খাব না—অসৎকাজ করবো না···

—আচ্ছা—ছেড়ে দিলাম—কিন্তু সাবধান···আর যদি কখনো শুনি···

—না—না—কখখনো শুনবি না—

বন্ধুকে নিয়ে আনন্দে ফিরে এল বিজয় ঘাটে—বলল,

—আমার বন্ধু মদ খাবে—এ আমি সইব না···

—তুই যে বিশ্ব-বান্ধব বিজয়···বন্ধুটি বলে বসল অকস্মাৎ।

—চুপ—বলে চলে গেল বিজয়। আত্মপ্রশংসা শোনা ওর অভ্যাস নেই।

খবর এলো, বাড়ীতে বেশ্যা এনেছে এক আত্মীয়। বিজয় সদলবলে হানা দিল তখুনি সেখানে। কিন্তু লজ্জার মুখোসটা সেদিন উড়ে গেছে দেশ থেকে। আত্মীয়টি কুতর্ক আরম্ভ করলেন বিজয়ের সঙ্গে। শেষে ভয় দেখাতে এলেন সর্ব্বভয়হারীকে। বিজয় ওকে আর কিছু না বলে সেই কুলটাকে বাড়ী থেকে বের করে দিল। বলল আত্মীকেও,

—ফের যদি এমন কিছু কর তো তোমাকেও দেশ থেকে তাড়াবো।

পাষণ্ড দলনের বিজয়াভিযান চলছে—চলেছে শিষ্টের পালনও ঐ সঙ্গেই। কোন্ পাড়ার কোন্ বুড়ি বেশ্যার রোজগার হয় না—বিজয় খাবার নিয়ে গিয়ে বলে,

—ওরে ও—তোর জন্যে ভাত এনেছি! খা···

—এসো দাদা গোঁসাই—এসো বাবা গোঁসাই—যার যেমন কথা, বলে, কিন্তু শোনবার কি সময় আছে? কেবল, কাজ কাজ আর কাজ। কর্ম্মযোগ আরম্ভ হোল নাকি ওর? কাজের পাহাড়ের আড়ালে মা স্বর্ণময়ী পর্য্যন্ত ঢাকা পড়েছে।

—কোথায় ঘুরছিস বিজয়—দিন নাই, রাত নাই—থাকিস কোথায়? মার কণ্ঠে বঞ্চিতের বেদনা যেন! মুখের পানে চাইল বিজয়—মৃণ্ময়ী মা নয়, চিন্ময়ী গর্ভধারিণী—মা তো নয়—মহাজননী! মাথা নুয়ে বলল,

—তোমার কিছু ভয় নেই মা—তোমার বিজয় কিছু অকাজ করছে না—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

—যে কাজই কর বাছা, ঘর-সংসার দেখতে হবে। অভাবের সংসার—

—হ্যাঁ মা—হ্যাঁ—আচ্ছা…

বিজয় চিন্তিত হয়ে চলে গেল তখনকার মতন। সত্যিই অভাবের সংসার; আয় সামান্যই কিন্তু ব্যায় কিছু কম নয়! মা মাঝে মাঝে শিষ্যবাড়ী যান—যা পান, এনে চালান সংসার। বিজয়ও বহুবার গেছে সঙ্গে—কিন্তু এখন তো পৃথিবীর বয়স ওর ষোল হোল—এবার মার কর্ম্ম কমিয়ে দিতে হবে। বুঝলো বিজয়—ভাবছে পথে। কাদায় ভর্ত্তি পথ; বর্ষাকাল—স্নানার্থীরা পথ চলতে পারে না—কাদা-পিছল পথে পড়ে যায় অনেকে। মেয়েদের কষ্টের অবধি নাই—দুঃখহারী কি আর স্থির থাকতে পারে! ছুটলো সে দলবল ডাকতে। কোদালী দিয়ে কাদা তুলে পথ পরিষ্কার করছে বিজয়—গঙ্গায় যাবার পথ, মুক্তির পথ—মোক্ষদায়িনীতে অবগাহন করবার পথ। কোথায় গেল বিজয়ের সংসার চিন্তা—অর্থ অর্জ্জনের প্রচেষ্টা!

বৈরাগী বিজয় ব্যাকুল হয়ে উঠলো মানুষের ব্যথা-বেদনা ঘুচাতে।

কলেরা-বসন্ত মহামারী আকারে আবির্ভূত—আক্রমণ করলো শান্তিপুর—ক্রন্দনরোল উঠলো পাড়ায় পাড়ায়। বিজয়-বাহিনী ঘুমিয়ে নেই; সেনাপতি বিজয় প্রতিরোধ করলো সেবা-শুশ্রূষা, ঔষধ পথ্যের অস্ত্রে শুধু নয়—দরদী অন্তরের মমতা দিয়ে—মহত্ব দিয়ে—মনুষ্যত্ব দিয়ে। বিপন্না নারীর একমাত্র পুত্রকে বাঁচালো বিজয় বিসূচিকা থেকে! চোখের জলের অঞ্জলি দিয়ে বন্দনা করে গেল সে বিজয়ের!

এমনি কত কি কাণ্ড—লিখলে প্রকাণ্ড হয়ে যাবে ইতিহাস!

কিন্তু শ্যামসুন্দর পাথরের মূর্ত্তির আড়াল থেকে দেখছেন, আর হাসছেন—বিজয়ের জীবন শুধু ইতিহাস নয়—আলেখ্যও নয়—বিজয়ের জীবন জাগ্রত, জ্বলন্ত, জীবন্ত আদর্শের বিজয়কেতন—ভূমি থেকে ভূমা পর্য্যন্ত যার বিস্তার—অন্তর থেকে অনন্ত পর্য্যন্ত যার অভিসার—জ্ঞান থেকে প্রজ্ঞা পর্য্যন্ত যার বাণী!

বাঃ! এইতো চাই। চমৎকার হয়েছে! অবতার বিজয় আত্মবিস্মৃত হচ্ছে! অধ্যাত্মরাজ্যের অধিদেবতা সাধারণ পার্থিব কল্যাণের পথেই পরিভ্রমণ করছে! ভূমার ক্ষেত্র যে দেখাতে এসেছে, ভূমির ক্ষেত্রই কর্ষন করছে সেই কৃষ্ণ! চমৎকার হোল—গোলকের আলোক পৃথিবীর প্রদীপ হয়ে জলছে! পাঞ্চভৌতিক দেহের উৎকর্ষ বিধান করছে আজ পরমগতির গুরুব্রহ্ম! ঐ খাঁটি সোনাকে গলিয়ে গিনি করা হচ্ছে, জনসেবা, সমাজসেবা আর সংসার সেবার তামার খাদ মিশিয়ে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিলক-ফোটায় আর তর্পণ-সন্ধ্যায় নিষ্ঠা ওর দিন দিন বেড়ে চলেছে। শাস্ত্র আর সদাচার ওর মজ্জাগত—ভক্তি-গঙ্গা ওর স্বভাবের ধমনীতে—প্রেম-যমুনা ওর চিত্তবৃন্দাবনে চির-বিরাজমানা!

মানুষের ঘরে এসে অ-মানব পুরুষোত্তম মানুষই হয়ে উঠলো—দুঃখের কথা নাকি! না—যুগের প্রয়োজন। যুগের প্রয়োজনেই দক্ষিণেশ্বরে আবির্ভূত হয়েছেন আনন্দময় সচ্চিদানন্দ—যুগের প্রয়োজনেই শীকারপুরে হোল সত্যময়ের অবতরণ। কৃষ্ণের সঙ্গে বলরাম—গৌরাঙ্গের সঙ্গে নিত্যানন্দ—রামকৃষ্ণের সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণ। ওরা পরস্পর প্রতিপূরক আর অনুপূরক—আবার এক, অদ্বিতীয়। ওদের কে বড়, কে ছোট, কে শিষ্য, কে গুরু,—এই নিয়ে কত শত তর্ক-বিতর্ক চলবে মানবলোকে—কত মসী যুদ্ধ আর কত বাক্ যুদ্ধ হবে—ভেবে হাসলেন শ্যামসুন্দর। বিদ্রূপ করলেন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে!—এক, অদ্বিতীয়কে ওরা ভাগ না করে ভালবাসতে পারে না। অখণ্ড ব্রহ্মকে অনন্ত লীলা-সাগর-লহরীতে বিম্বিত দেখে ওরা এক-একটা তরঙ্গ বেছে নিয়ে 'আমার আমার' করে। সাত সমুদ্রের অখণ্ডতা দেখবার মত চোখ কোথায় ওদের! এক এবং অদ্বিতীয় ঐশী শক্তি যুগের প্রয়োজন মত কোথাও হন অবতার, কোথাও গুরু, কোথাও বা প্রচারক—এই মহৎ সত্য জানতে চায় না ওরা। ওরা বুঝতে চায় না, যে, খণ্ড সত্য আর মিথ্যায় কোন ভেদ নেই!

কিন্তু শ্যামসুন্দর ভাবছেন—বিজয়-মূর্ত্তিতে তিনি মানুষের মধ্যে মানবলীলাই করবেন—পূর্ণাঙ্গ মানবলীলা—যে মানুষ আপন অন্তরের সত্যালোকে আবিষ্কার করবে অনন্তের পথ—নির্দ্দেশ দেবে অনন্ত পথযাত্রীকে—পৌঁছে দেবে অংসখ্য আত্মাকে পঞ্চম পুরুষত্বের পরমলোকে! এর জন্য বিজয়কে নিষ্ঠুরভাবে ভাঙতে হবে—ভেঙে গড়তে হবে আগুনে গলিয়ে, ছাঁচে ঢেলে, হাতুড়িতে পিটিয়ে! তারই আয়োজন আরম্ভ হোল!···

'ছন্নছাড়া, দেশছাড়া, গৃহহারা হতে হবে তোকে বিজয়। অভাবের জালাময় পথে হবে যাত্রা তোর—অনশনে আর অ-বসনে চলবে তোর জীবন-তরণী—অশান্ত ঘূর্ণিতে ঘুরে চলবি তুই সত্যের সন্ধানে—ব্রহ্মবিদ্যার চোখ-ধাঁধনো আলোকে, অঘোরী-আউল-বাউল-কর্ত্তাভজার প্রায়ান্ধকার জটিলতায়,—হঠযোগ-রাজযোগের কৃচ্ছ কুণ্ডের আহুতিতে! ভেঙে গড়া শেষ হলে সত্যের আলোকবর্ত্তিকা হাতে বেরিয়ে আসতে হবে নৈমিষারণ্যের ঋষির মত—সঙ্গে থাকবে শিষ্যদল; আকাশবৃত্তির আশ্রয়ে হবে তোর অবস্থান···'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭/৬৬৭ শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

কে কি বলছিল! স্বপ্ন! আবার স্বপ্ন! কেন এই সব আজগুবি স্বপ্ন দেখে বিজয়! আত্মাই কি আত্মাকে দেখায় এ সব, নাকি আর কেউ এসে দিয়ে যায় বিজয়কে তার ভাবী জীবনের ইঙ্গিত! বিজয় বুঝতে পারে না!

উঠে বসল ঘুমচোখ কচলে। মা জানিয়ে দিয়েছে, শিষ্যবাড়ী না গেলে আর সংসার চলবে না; সামনে শ্যামসুন্দরের ঝুলনযাত্রা—খরচ আছে।

আত্মবিস্মৃত অবতার বিজয়সুন্দরের কৈশোর-লীলায় ভিত্তিতে রচিত হচ্ছে মানবদুলাল বিজয়কৃষ্ণের মৃত্যুঞ্জয়ী শ্রীমন্দির, প্রতিটি মর্ম্মরফলক যার সত্যসন্ধানীর সাধনা আর সিদ্ধি দিয়ে গ্রথিত—প্রতিটি অলঙ্করণে যার অভয় বাণীর ইঙ্গিত!

কিন্তু কে অধিষ্ঠিত হবে সেই মন্দিরে? স্বয়ং শিবরূপী—সদ্‌গুরুরূপী পরিত্রাতা বিজয়সুন্দর।

ঘটনার পারম্পর্য্য আর সন-তারিখের জাব্দা খাতায় এই মহাজীবনকে বন্দী করা যাবে না। একে শ্যামল-কোমল দুর্ব্বাদলে বিছিয়ে দিতে হবে—যার অন্তহীন বিস্তৃতি আকাশের নীলে গিয়ে মিলেছে! যেখানে সীমা আর অসীমতায় বন্ধন আর মুক্তি—বিরহ আর মিলন! আত্মা আর পরমাত্মার পরম যোগ যেখানে প্রতিক্ষণে স্পন্দিত, এ জীবন সেই পুরুষোত্তমের প্রকাশ-কিরণ! একে দেখবার দৃষ্টি অর্জ্জন করতে হয়—অনুশীলন করতে হয়—উপলব্ধি করতে হয়!

কে করবে অর্জ্জন, অনুশীলন, উপলব্ধি? কোথায় সে মানুষ? যাঁকে ওরা 'দ্বন্দাতীতং ত্রিগুণরহিতং' বলে বন্দনা করবে, তাকে ঘিরেই দ্বন্দ্বে অন্ধ হয়ে ছুটবে ওরা আক্রোশের অন্ধকারে—আবিল করে তুলবে অমলিনকে, পঙ্কিল করে দেবে ঈর্ষা-বিদ্বেষের আলোড়নে ধর্ম্মকে, সঙ্ঘকে, সঙ্ঘস্থাপককে!

এই হবে! এই হয়েছে যুগ যুগ ধরে। ধর্ম্মস্থাপয়িতার পার্থিব দেহকে ওরা স্থাপত্যের সংগ্রহ-শালায় রক্ষা করে—প্রতিষ্ঠা করে প্রতিমূর্ত্তির, পূজাও করে—কিন্তু সেই বাহ্যিক আচরণের অন্তরালে ঢাকা পড়ে যায় সেই দৈবশক্তির পরম আদর্শটি! এখানেও তাই হবে···মৃদু মৃদু হাসছিলেন শ্যামসুন্দর—বিজয় যেমনই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করুক, যতখানি সার কথা সে বলুক—যে ভাবেই-হোক, তার সত্যসন্ধানের আদর্শকে সে রূপায়িত করুক তার নিজ জীবনে—মানুষ তাকে কলঙ্কিত করবেই দ্বন্দ্ব, দ্বেষ, আর স্বার্থপরতার সমাবেশে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন না হলে সব মানুষই তো উদ্ধার হয়ে যেত! সবাই মুক্তি পেত। তাহলে সৃষ্টিলীলা চলতো কি ভাবে? তাই ওগুলো মহামায়ার মায়া—ওর থেকে কারো ত্রাণ নাই! বিজয়ের বেলা তা হবে না কেন!

হেসে হেসে শ্যামসুন্দর বললেন বিজয়কে,—'আপাততঃ এই ভাঙনটা রোধ কর বিজয়! বড় দুর্দ্দিন বাংলার—ভারতের। শাস্ত্র-মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হচ্ছে, সনাতন ধর্ম্ম অবহেলিত হচ্ছে—আচারে আর অনুষ্ঠানেই ওরা ধর্ম্ম দেখছে—এ ধর্ম্ম নয়। বিজয়, বল ওদের—বিদ্রোহীর অগ্নিময় কণ্ঠে ঘোষণা কর—ধর্ম্মরাজ্যে বিপ্লব জাগিয়ে তোল! তারপর আসবে শান্তির স্নিগ্ধ বারিধারা…'

বিজয় কতবার শুনেছে এই রকম কথা—কে জানে, কে কি বলে। বলুক, বিজয়ের অত সব শোনবার সময় নাই! গুরুগিরির ঝোলা-মালা নিয়ে বেরুলো বিজয় শিষ্যবাড়ীর উদ্দেশে। সংসার চালাতে হলে অর্থার্জ্জন দরকার! কিন্তু সংসারী কি হবে বিজয় কোনো দিন? নাকি সত্যি ও অর্থ অর্জ্জন করতে বেরুলো? অর্থ কিন্তু ওর কোনো দিন কাম্য নয়; ও পরমার্থই চিন্তা করে। তবু বেরুলো বিজয়। বার করলেন ওকে শ্যামসুন্দর; প্রয়োজন আছে।

চলেছে বিজয় ভাবতে ভাবতে; শিষ্যবাড়ী যাওয়ার কথাই ভাবছে। কিছুদিন আগে ও গিয়েছিল রংপুরে এক গোয়ালা শিষ্যের বাড়ী—বসে আছে; কোনো পুরুষই ওর সঙ্গে দেখা করতে আসে না—ব্যাপার কি? গুরুদেব এসেছেন শিষ্যবাড়ী, তা শিষ্যেরা কেউ আসে না কেন!

উঠলো বিজয় অনুসন্ধান করতে। গ্রামের লোক জানালো—একটি গুরুতর অপরাধের দণ্ডস্বরূপ ওদের অর্থদণ্ড করেছিলেন গোস্বামী প্রভুগণ। অর্থ দিতে না পারায় শিষ্যকে সমাজচ্যুত করে তার ধোপা-নাপিত পর্য্যন্ত বন্ধ করে আসেন। শিষ্যদের চুলদাড়ী গজিয়ে কিম্ভুত-কিমাকার হয়েছে—ময়লা কাপড়ের গন্ধে কাছে বসা যায় না—তাই লজ্জায় ওরা আসছে না।

এই লঘু পাপে এতখানা গুরুদণ্ড! বিজয়ের শিরীষকোমল অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠলো! তখুনি সভা করে ওদের জাতে তুলে দিল বিজয়—ধোপা-নাপিতের ব্যবস্থা করলো।

কৃতজ্ঞতায় গলে পড়লো শিষ্যের অশ্রু—পাঁচশোটি টাকা প্রণামী দিয়েছিল সে বিজয়ের পদপ্রান্তে। বাড়ী ফিরে বিজয় সেই পাঁচশো টাকা সব অংশীদারদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কে জানে, আবার কি অঘটন ঘটবে কোথায়? গুরুগিরি করবার তৃষ্ণা মোটে নেই বিজয়ের—ওর বৈরাগী মন গৈরিকের দিকেই ঝোঁকে! কিন্তু করা যায় কি—পৈতৃক বৃত্তি, সাতশো ঘর শিষ্য ওদের; এই আয়েই সংসার চলে। বিজয় আমলাগাছি গ্রামে জমিদার বাড়ীতে পৌঁছাল এসে!

ঐ বাড়ীর শিষ্যা জয়তারা চৌধুরানীর বয়স হয়েছে। দীর্ঘকাল পরে গুরুদেবকে পেয়ে আনন্দে অশ্রুপূর্ণ চোখে পাদপ্রক্ষালন করে বললেন,

—সংসার সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি প্রভু—উদ্ধার করুন···

কে উদ্ধার করবে? কোথায় উদ্ধারকারী? বিজয়ের কি আছে সেই ক্ষমতা? না—নাই তো! আত্মবিস্মৃত বিজয়ের মানব-চেতনায় আত্মগ্লানি জাগলো—এ ভণ্ডামী, এ রকম গুরুগিরি করা অন্যায়। আমাকে কে উদ্ধার করবে জানি না—এরা বলে, এদের উদ্ধার করতে হবে! এ রকম কপট আচরণ বিজয়ের স্বভাবে নেই,···উঠে পড়লো বিজয়—গুরুতা ব্যবসায় ত্যাগ করলো সে ঐ মুহূর্ত্ত থেকে। উদ্ধারের জন্য শিষ্যার ব্যাকুলতা দেখে নিজের উদ্ধারের চেষ্টায় চঞ্চল হয়ে উঠলো বিজয়কৃষ্ণ।

শ্যামসুন্দর আবার হাসলেন ওর পিছনে!

বেদান্ত তখন পড়া হয়েছে কিছু-কিছু; অন্তরে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মচিন্তার উন্মেষ জেগেছে; "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—'সোহং' 'অহং ব্রহ্ম' ইত্যাদি কথা ভাবে বিজয়। রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি; ঘটাকাশের মহাকাশে লয়, জানা হয়ে গেছে ওর—মায়ার বিভ্রান্তি সম্বন্ধে সচেতনতা এসে গেছে—কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই! তখনো মালা-তিলক-নামাবলীতে শোভিত ওর অঙ্গ, বংশের সনাতন সংস্কারে মন ওর পরিপূর্ণ—তবু বেদান্ত-জ্ঞান ওকে বিভ্রান্ত করতে চায়। ভাবলো, আরো ভালো করে বেদান্ত পড়তে হবে।

ঐ বেদান্ত পড়াকে উপলক্ষ্য করে একটা ঘটনার কথা মনে পড়লো বিজয়ের—এক বিভীষিকাময় ঘটনা—জীবন-মৃত্যুর এক নাটকীয় ব্যাপার! নিজের মনেই হাসলো বিজয় ঘটনাটা মনে পড়ায়।

আচার্য্য কৃষ্ণগোপালের চতুষ্পাঠিতে যেটুকু বেদান্ত পড়েছিল বিজয়, তাতেই ব্রহ্মরসে মন মজে গিয়েছিল ওর—আরো পড়বার আকাঙ্খা জেগেছিল। কিন্তু বাংলায় তখন বেদান্ত পড়াবার মত ভাল টোল ছিল না—বিজয় কাশী যাবে, ঠিক করলো। মাকে বোঝালো, তারপর একশ'টা টাকা মাত্র সম্বল করে রওনা হয়ে গেল—প্রায় চারশ' মাইল পথ পদব্রজে। তখন ট্রেণ ছিল না। দুঃসাহস নয় তো কি! বনজঙ্গল পাহাড়-পর্ব্বত ডিঙিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষোল বছরের ছেলে কাশী যাচ্ছে বেদান্ত পড়তে। এ নিষ্ঠা মানুষে সম্ভব বলে কি এখনকার লোক বিশ্বাস করবে?

বিজয় পথ চলে, সন্ধ্যার দিকে কোথাও আশ্রয় নেয়, আবার ভোর রাত্রে চলতে আরম্ভ করে।

মানুষরূপী বিজয়ের কথাই না-হয় ধরা যাক এখন—

পাটনা পার হয়ে গেল বিজয় এভাবেই। বুকে হেঁটে যিনি পুরী গিয়েছিলেন, বিজয় সেই খড়িধোয়া গোঁসাইয়ের ছেলে—ওর পক্ষে পায়ে হেঁটে কাশী যাওয়া কি এমন বেশী!

সন্ধ্যা হয়ে আসছে; দিনদেব অস্তাচলগামী। চিন্তিত বিজয় এক দেব-মন্দিরে গিয়ে দেখলো—পুরোহিত বাঙালী। আনন্দে আশ্রয় নিল সে ওখানে। পুরোহিতটি অতি ভদ্র, বিনয়ী এবং অতিথি পরায়ণ!

রাত্রের খাওয়া চুকিয়ে বিজয় এবার একটু শোবে—আবার ভোরে উঠে যাত্রা করবে। পুরোহিত মশাই এসে প্রশ্ন করতে লাগলেন—বাড়ী কোথায়, বাবা-মার নাম কি—কোন্ বংশের ছেলে বিজয়! বিজয় বলল তার পরিচয়!

—প্রভু! আপনি! বলেই পুরুতঠাকুর লম্বা হয়ে পড়লো পদপ্রান্তে; চোখে জলধারা—সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে আবেগের আত্মগ্লানিতে। বিজয় ধরে তাকে তুলে বসালো—কি হোল? হোল কি?

দরদী বিজয়ের দয়ার সাগর উথলে উঠছে

—কি হোল পুরুত মশাই? ব্যগ্র ব্যাকুল প্রশ্ন বিজয়ের।

—প্রভু! আমি আপনার পিতাঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য···হায় হায়, আমি কি করতে যাচ্ছিলাম···ও ··

—কি করতে যাচ্ছিলেন আপনি!—বিস্মিত বিজয় প্রদীপের ক্ষীণালোকে দেখতে চাইল ওকে।

—আমি ভেবেছিলাম—পুরোহিত সজল কণ্ঠ সামলে বলল—ভেবেছিলাম আপনি বাঙালী, নিশ্চয় বহু অর্থ সঙ্গে নিয়ে বিদেশে যাচ্ছেন—চেহারায় মনে হয়েছিল ধনীর ছেলে—

—বেশ তো; কি হোল তাতে? বিজয় আবার শুধালো।

—কৃপাময় গুরো—এই নরাধম এক জঘন্য ব্যবসা করে—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই প্রভু—সর্ব্বপাপহারী গুরুরূপী গোবিন্দের চরণে আমার পাপের কথা নিবেদন করি। আমি চণ্ডালাধম—আমি অতিথিকে এখানে আশ্রয় দিয়ে মিষ্টি কথা আর সুমিষ্ট খাদ্য দিয়ে সৎকার করি, সুকোমল শয্যায় শয়নের ব্যবস্থা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার
৭/৩৩৩

করি—তারপর গভীর রাত্রে সেই নিদ্রিত অতিথিকে হত্যা করে তার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করি—এই আমার ব্যবসা ; আমি দীর্ঘকাল একাজ করছি এখানে—আজ গুরুরূপী এই গুরুপুত্রকে হত্যা করতে প্রস্তুত হয়েছিলাম—এই দেখুন···

কম্পিত হস্তে একখানা ভোজালী এনে দেখালো পুরোহিত।

—এই ভোজালীর দ্বারা কত লোককে যে আমি হত্যা করেছি...আমার কি হবে প্রভু ?

—কিছু ভয় নাই—দয়াল গোঁসাই জবাব দিল—অভয় দিল ভয়ত্রাতা ; বলল,—পাপের পরিণাম যখন জেনেছ, আত্মগ্লানি যখন জেগেছে, তখন আর ভয় কি ? সব পাপতাপ চোখের জলে ধুয়ে ফেল...অন্তরে জাগিয়ে তোল অনন্তের সুরভি।

—ওঃ ! কি করতে যাচ্ছিলাম—গুরুরূপী নারায়ণ আমায় রক্ষা করলেন। আপনাকে আর কাশী যেতে দেব না প্রভু—আমার মত পাষণ্ড পথে আর পান্থশালায় অসংখ্য রয়েছে এদেশে। আপনি বাড়ী ফিরে যান···

কাশী আর যাওয়া হোল না বিজয়ের। কাশী তো সত্যি যাচ্ছিল না, ওটা একটা ছলমাত্র—পিতৃশিষ্য ঐ পাষণ্ডকে উদ্ধার করবার জন্যই অতখানি কষ্ট ওই পরিত্রাতাকে বরণ করতে হোল—এ সত্য ভাবে কে ? বোঝে ক’জন ?

আমলাগাছি থেকে গুরুতা ব্যবসা ছাড়লো বিজয়—সাতশ’ ঘর শিষ্য, কে জানে কত জনের কর্ম্ম ঐ পুরোহিতের মত ? কে জানে, কতজন ঐ জয়তারা দেবীর মত উদ্ধারের আশায় উন্মুখ—কিন্তু উদ্ধার করবার যার শক্তি নাই, নিজেই যে উদ্ধারের উপায় জানে না, তার পক্ষে গুরুগিরি করা শুধু অন্যায় বা অকপটতা নয়—গুরুগিরি তার পক্ষে অভিশাপ—অনন্ত যাতনাময় নরকাগ্নি !

সত্য-পূজারী বিজয় সত্যের ধ্বজাই ধরে থাকবে।

ভাতের হাঁড়িতে দেবার মত বাড়ীতে যার চাউল নেই—সাতশো ঘর শিষ্যের মহাসম্মানিত গুরুত্বকে সে অনায়াসে ত্যাগ করে এল ! মানুষ ? নাকি অতিমানব ? নাকি মানবদেহে সর্ব্বত্যাগী মহেশ্বর ! ওর পরবর্ত্তি জীবনে রয়েছে এর জবাব—এই জটাধারীর জটিল-কুটিল পথ-পরিব্রজ্যায় রয়েছে এর উত্তর !

বেদান্ত কিন্তু পড়তেই হবে বিজয়কে, ঐ ব্রহ্মরস পূর্ণভাবে আস্বাদন করবে সে ! বাড়ী এসেও ভাবে বিজয় ; ওর পিতৃপুরুষের ত্যাগ-তপস্যা—ওর নিজের নীতি-নিষ্ঠা আর ওর বালকসঙ্গীদের প্রেমভালোবাসা ওকে এতকাল ধরে রেখেছে শান্তিপুরে—নইলে কবে যে চলে যেত বিজয়—কে জানে !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অঘোরনাথের সঙ্গে দেখা ; সেই সহপাঠি অঘোর—বলল,

—চল বিজয়, কলকাতায় একসঙ্গে সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত পড়া যাবে !

—চল—বিজয় তৎক্ষণাৎ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল ! অঘোরের সঙ্গে সত্যি মিলেছে বিজয়কে ! কৃচ্ছ সাধনার সঙ্গে একনিষ্ঠা আর সত্যানুসন্ধানে বিজয় ওকেই নিজের যোড়া মনে করে। সত্যি এমন সঙ্গী আর নাই বিজয়ের। চলে এল দুজনে কলকাতা, ভর্ত্তি হোল সংস্কৃত কলেজে, বেদান্ত পড়বে। থাকবে বিজয় সাঁতরাগাছিতে এক আত্মিয়ের বাড়ী ; চার মাইল রাস্তা, মাঝে গঙ্গা পার হয়ে কলেজে যাবে-আসবে প্রতিদিন—এই দুঃসহ পরিশ্রম সে করবে। করছে,—হঠাৎ একদিন রক্তবমি হয়ে গেল বিজয়ের। নিরুপায় অসুস্থ বিজয় আশ্রয় নিল কলকাতাতেই। বড় সহরের বিচিত্র সভ্যতার সঙ্গে ওর মেলা দরকার, তাই এই ব্যবস্থা করলেন হয়তো শ্যামসুন্দর !

নাস্তিকতার যুগ চলেছে ! মদ না খেলে মান থাকে না শিক্ষিতের। 'হুজুগে বাবুরা হাটের নেড়া' হয়ে বসেছে ! সাকার ঈশ্বর মানার অর্থ অনর্থে দাঁড়ালো ! ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের তো কথাই নাই—পাল-পার্ব্বন, পূজা-আচ্চাও বন্ধ হবার যোগাড়। দক্ষিণেশ্বরের উদয়সূর্য্যের জ্যোতিলেখা তখনো ভালো করে ধরণীকে স্পর্শ করেনি—বিবেকবাণীর বিজয়শঙ্খ বাজতে অনেক বিলম্ব।

বিজয় টিকি-তিলক-মালা ভূষিত হয়ে কলেজে যায়—তিন সন্ধ্যা সন্ধ্যাগায়ত্রী চালায় যথারীতি···বিদ্রূপ করবে না তো করবে কি সহপাঠিরা ! ওরা তো দিগ্‌বিজয়ী নয়—ওরা বিজিত জাতির বিষব্রণ ! পাশ্চাত্যের প্রচারণায় ওরা পথভ্রান্ত—আচারহীন ধর্ম্মহীন ওরা পরগাছা হয়ে যাচ্ছে ভারতবর্ষের বৃদ্ধ বটবৃক্ষে ! ওদের দেখলে করুণা জাগে—কৃপা করতে ইচ্ছে হয় ! কুলগত প্রথাকে অগ্রাহ্য করে ওরা স্বেচ্ছাচারে অভ্যস্থ হয়ে উঠছে ! অভাগার দল !

ও-পথ মাড়ালো না বিজয়—মালা-তিলকে বন্দী করে রাখলো নিজেকে ; ওর নিষ্ঠার পরিখার অভ্যন্তরে ও রইল অপরাজেয়—ওর সাধনায় অবিচল। চলে সাধনা পাঠের—অধ্যয়ন-তপে অভ্যস্ত বিজয় চিরদিন। বেদান্ত আর শঙ্করভাষ্য ওর মাথায় জট পাকিয়ে দিল যেন ! শ্যামসুন্দর হাসছেন বিদ্রূপের হাসি—চমৎকার ! বিজয়সুন্দরকে ভেঙে গিনির গহনা গড়ার কাজ চলছে ! মায়াবাদের মুচিতে ওকে গলানো হচ্ছে এবার—সব মায়া, সব মিথ্যা—ঘট ভাঙলেই মহাকাশের রূপ পায় ঘটের অবকাশ—কে তবে উপাস্য, কেই বা উপাসক ! রজ্জুতে সর্প ভ্রম—মায়া ! মায়া ! মায়া !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

চীৎকার করে উঠলো বিজয় অকস্মাৎ! ভক্তি-নমনীয় খাঁটি সোনা শক্ত হয়ে গেল বেদান্তের তামার খাদে…আচার্য্য অদ্বৈত প্রভু দেখছেন, বিজয় পুরোপুরি অদ্বৈতবাদী হয়ে গেল—দেবতাবহুল হিন্দুধর্ম্ম আর তার নিয়ম-নিষ্ঠাসঙ্কুল আচার অনুশীলনে আস্থাহীন হোল বিজয়।

আশ্চর্য্য নয় কি? শৈশবের ক্রীড়াসঙ্গী যার শ্যামসুন্দর, পুরন্দর পুরোহিতের প্রেতাত্মাকে যে চর্ম্মচক্ষে দেখেছে ব্রহ্মদৈত্যরূপে,—দৈত্যকে দেখেছে নৌকা ঠেলে দিতে, সহপাঠিকে দেখেছে মৃত্যুর পর—ভগবান পণ্ডিতকে দেখেছে সজ্ঞানে ব্রহ্মলাভ করতে—এমনি আরো কত কি দেখেছে বিজয় কতবার, সেই বিজয়ই ভাবতে লাগলো,

'এই পরিদৃশ্যমান জগৎ মায়া—এক ব্রহ্মই সত্য—এবং আমিই সেই ব্রহ্ম! কেউ উপাস্য নাই--কেউ নাই উপাসক।'

কিন্তু বিস্ময়ের কিছু নাই; ওর দিব্য জীবনে এসব ঘটবে, ঘটা দরকার। এমনি আবর্ত্ত-সঙ্কুল বৈচিত্রময় জীবন না হলে আর আদর্শ কিসের! মানুষ জন্মাচ্ছে কোটি—আহার-নিদ্রা-মৈথুনে আসক্ত রয়েছে নিত্যদিন, মরছেও ঠিক জন্মানোর মতই—কে এদের খবর রাখে? তাই এই অখণ্ড মানব-স্রোতে মাঝে মাঝে জাগে প্লাবন—আবর্জ্জনা পরিষ্কার করে উর্ব্বর করে যায় তটভূমি—তখন মানুষ ভাবে, 'অমুক সালে বন্যা এসেছিল।'

বিজয় প্লাবন—সেই ধর্ম্মবন্যা—সেই ভক্তি-তরঙ্গ—ও কি তোমার-আমার মতন শীতল শান্ত জল হয়ে আসবে? ও আসবে দুর্ব্বার গৈরিক স্রোতে বনভূমি ভাসিয়ে, পর্ব্বত-উপত্যকা প্লাবিত করে, পরিপূর্ণ করে খাল-বিল-নদী-নালা; জনজীবনে জাগিয়ে তুলবে এক ভীষণ-মনোভিরাম পরিবর্ত্তনের পরিচয়—এ না হলে আর ও এল কেন?

যুগে যুগে সম্ভব হন যিনি, তিনি স্থাপনের পূর্ব্বে ভাঙন সুরু করেন!

অনেক পরে বিজয় নিজেই তার এ সময়কার চিন্তায় একটা স্বীকৃতির স্বাক্ষর দিয়েছে—'পূর্ব্বে বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মে আমার বিশেষ নিষ্ঠা ছিল—সে ভক্তির কথা স্মরণ করিতেও হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। হিন্দুধর্ম্মে পূর্ণ বিশ্বাসী ব্যক্তির যে যে লক্ষণ থাকা উচিত তাহা সমস্তই আমাতে বর্ত্তমান ছিল। দেশের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই আমাকে অন্তরের সহিত প্রীতি করিতেন। কিন্তু 'অসত্য কুসংস্কার' চিরদিন মনুষ্য-হৃদয়কে অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না। যে হিন্দুশাস্ত্র হিন্দুধর্ম্মের সংরক্ষক ছিল, সেই হিন্দু শাস্ত্রই আমার আন্তরিক কুসংস্কারের উন্মূলক হইল। হিন্দু-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘোর বৈদান্তিক হইয়া পড়িলাম। তখন সমস্ত পদার্থ ব্রহ্ম, 'অহং ব্রহ্ম' এই সত্য বিশ্বাস করিতাম—উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করিতাম না—'

এ স্বীকৃতি অবশ্য অনেক পরে, তখন বিজয় ভাগবৎ, ভক্ত আর ভগবানের মিলনতীর্থ—কিন্তু ঐ সরল স্বীকৃতির অর্থ বুঝতে হলে—'অসত্য-কুসংস্কার' কথাটি লক্ষ্য করতে হবে। ঐ কথাটাতেই রয়েছে এই স্বীকৃতির সরলার্থ—চাবি—সত্যচারী বিজয়ের অন্তরের সত্যানুসন্ধান-প্রবৃত্তি। সত্যকে সে জানবেই, তা সে বেদান্ত থেকেই হোক, আর ব্রাহ্ম হয়েই হোক—অথবা অঘোরী-কাপালিকদের কাছ থেকেই হোক। তার সংস্কার কু হতে পারে না, অসত্য হতে পারে না—হলে তাকে নির্মম হাতে উপড়ে ফেলবে বিজয়—হোক সে সংস্কার পৈত্রিক, হোক তা দেশ-প্রচলিত সর্ব্বজনমান্য প্রথা—তাকে ছাড়বার জন্য বিজয় জীবন দিতে পারে!

বেদান্তের বার্ত্তা বিজয়ের অন্তরে পৌঁছাল—অসত্য বলে যা কিছু বোধ হয়, তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করে বিজয়! ওর মধ্যে কে যে আছে ওকে চালাবার জন্য, ও জানে না। ওর ইচ্ছাকে কে যেন চালায়—নিয়ন্ত্রিত করে—কে সে? ওর সত্যানুসন্ধান—ওর অনাদ্যন্তকাল-প্রজ্জ্বলিত প্রজ্ঞার অরুণালোক!

বৈদান্তিক বিজয়কে বিড়ম্বিত করছে তার মালা-তিলক, তার পূজা-আরাধনার জপ-যজ্ঞ; সমাজ-সংস্কার, লোক-হিতৈষণা, মায়াবাদের মায়াজালে অস্বচ্ছ বোধ হচ্ছে। ওর বিপ্লবী মন বিদ্রোহ করতে চায় প্রচলিত সব কিছুর বিরুদ্ধে। কিন্তু এখনো সময় হয় নি—তাই অন্তরে শুধু আস্থাহীন হচ্ছে সে হিন্দু-ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক আড়ম্বরে—বাইরে এখনো বিদ্রোহ প্রকাশ পায় নি। এ যেন ধরিত্রীর গর্ব্ভের উৎস, এখনো মাটি ফুঁড়ে বেরুবার পথ পাচ্ছে না! তাই উপরের মাটিটা কাঁপছে।

অকস্মাৎ একদিন কে যেন কোত্থেকে বলে উঠলো,

—'পরলোক চিন্তা কর'—

কে বললো, বুঝতে পারলো না বিজয়। এ রকম অনেক কথাই অনেকবার শুনেছে সে—কিন্তু আজকার কথাটার কিছু বিশেষত্ব রয়েছে! পরলোক চিন্তা করলেই ঈশ্বরের পৃথক অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে হবে নাকি! কথাটা ভাবিয়ে তুললো বিজয়কে। এ ঘটনা ঘটে সেই আমলাগাছির জমিদারবাড়ী থেকে ফেরার পথে—তার পূর্ব্বেও যে পরলোক চিন্তা না করেছে বিজয়, তা তো নয়! আজ আবার নতুন করে ও-চিন্তা করবার আদেশ করলো কে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

কিন্তু বিজয় ও নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামালো না। বেদান্তের রস ওকে সঞ্জীবিত রেখেছে, এই হোল ওর ধারণা। ভক্তির শ্যামল-সুন্দর লতাকে কি ভাবে বেদান্তের পাহাড়-পর্ব্বত রস যোগাবে, ও ভাবলো না; পাহাড়-পর্ব্বত আরো ভালো করে ঘুরে দেখবার ইচ্ছা জাগলো ওর!

* * *

কিন্তু মা একটা কাণ্ড করে বসেছে ইতিমধ্যে। পিত্রালয়ে গিয়েছিলো মা—শীকারপুরে। ওখানেই শুনলো—দহকূলের রামচন্দ্র ভাদুড়ী মশায় দেহ রেখেছেন· দুটি শিশু-সন্তান আর পত্নী মুক্তকেশীকে অনাথা করে! জমিজমা নেই—দেখবার লোক নেই—বেচারা মুক্তকেশীর চোখে অমাবস্যার অন্ধকার! কোনো দিকে আলো যখন দেখা যাচ্ছে না, ঠিক সেই সময় সর্ব্বদুঃখহারীর গর্ভধারিণীর উপস্থিতি ওখানে! স্বর্ণময়ী দেখলো মুক্তকেশীকে আর তাঁর কন্যা দুটিকে। বড়টির বয়স মাত্র ছয়—বাংলা দেশের শ্যামলা বালিকা—কিন্তু কি মুখখানি! যেন বিশ্বের স্নেহ-দয়া-মায়া-মমতার সঙ্গে প্রেম-প্রীতির স্নিগ্ধ সুষমা জমাট বেঁধে রয়েছে। দুখানি চোখ যেন তুলসীতলার মৃৎপ্রদীপ··· স্বর্ণময়ীর স্নেহ-দেউল-দ্বার মুক্ত হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ! শুধোলো—

—তোমার নামটি কি মা?

—যোগমায়া—বলল যোগমায়া।

ও যোগমায়া! ও মহামায়া—মায়াবাদী বিজয়কে ঘিরেই ওর লীলা! যোগমায়ার বন্ধন স্বর্ণময়ীকে স্বীকার করতেই হোল—বললো,—তোকেই আমি বৌ করবো ছেলের; চল আমার বাড়ীতে!

এক কথা—দেনাপাওনার ঝামেলা নেই—গয়না-গাঁঠির ফর্দ্দ নেই—বরযাত্রীর হিসেব নেই—কথা পাকা হয়ে গেল বিজয়ের বিয়ের।

বিয়ে হচ্ছে বিজয়ের! আঠারো বছরের বর আর ছয় বছরের কনে—এখনকার লোক হাসবে! কিন্তু হাসির কথা তো নয়,—পৃথিবীতে চলছে পরম রাজ্যের লীলা—মানুষ ওগুলো বুঝবে কেমন করে? তাই হাসে! কালিদাস লিখেছেন কাব্যে—গৌরীর সঙ্গে শিবের বিয়ের সম্বন্ধ করতে গেলেন নারদ হিমগিরির কাছে—গৌরী তখন সেখানে বসে। নারদ বিয়ের কথা বললেন গিরিরাজকে; নিজের বিয়ের কথা শুনে আনন্দ-লজ্জা-অধোমুখ ইত্যাদির ভাব কেমন বিকশিত হয়েছিল গৌরীর, মহাকবি বর্ণনা করছেন,

এবং বাদিনী দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী!
লীলা-কমলপত্রানি গণয়ামাস পার্ব্বতী ॥···

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে ওরকম আর হোল না কিছু! যোগমায়া বরের গলায় মালা দিয়ে দিব্যি হাসতে লাগলো। ভাবটা যেন,—সেই পুরানো খেলাটা তো! কতবার আর লজ্জা করা যাবে!

ওর বালিকা সখীরা এখনো বাসর ঘরের রসিকতা শেখে নি—কিন্তু বয়স্থারা বাদ দিল না; শাঁখ আর উলু কিন্তু বেশ লাগছে যোগমায়ার। শুনতে শুনতে ও কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

দয়াময়ী স্বর্ণময়ী বেয়ানের দারিদ্র-দুঃখটা অনুভব করছিল। বধূর সঙ্গে তার মা আর বোনকেও এনে ফেল্লো মা শান্তিপুরে! সবাই যেন এক পরিবার—যা আছে ক্ষুদ্-কুঁড়ো সবাই ভাগ করে খাবে।

অর্থের যখন অত্যন্ত প্রয়োজন তখনই বিজয় গুরুগিরি ছাড়লো। একি খেয়াল, না খেলা—না কি খেলার ছলে ক্ষুধা জয়ের সাধনা?

কিন্তু ক্ষুধা কি, ক্ষুধার শক্তি কতখানি, তা তখনো জানে না বিজয়। আদরে মানুষ আনন্দ-দুলাল আকস্মিকভাবে গুরুতা ব্যাবসা ত্যাগ করে এল আমলাগাছিতে; মা শুনে মৃদু হাসলো।

উচ্চহাস্য করলেন শ্যামসুন্দর,—আনন্দের হাসি!

স্বামী কি বস্তু, বুঝবার মত বয়স নয় যোগমায়ার,—পৃথিবীর চোখে সে শিশু,—তার ভাগবতী স্বত্বা বীজাকারে রয়েছে। তাই পার্থিবতার তুচ্ছতম খেলাঘরে কাদার পিণ্ড আর মাটীর পুতুল নিয়ে খেলতে বসলো বিশ্বের অধিষ্ঠাত্রী। অম্ভৃণ-ঋষিকন্যা বাক্ দেবীর মতই ও উলঙ্গ থাকে—অকস্মাৎ কে জানে কোন্ দিন বলে বসবে—

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্—।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্ ॥

খেলাঘরে যোগমায়া সঙ্গীদের সঙ্গে হাসে-খেলে—ওর ধারণাই নাই যে এটা শ্বশুরবাড়ী। ও দহকুল থেকে শান্তিপুরে এসেছে, তাতে কি? ওর মা বোনও তো সঙ্গেই এসেছে। তাছাড়া, শাশুড়ী তো মেয়ের মতই দেখে যোগমায়াকে; ওর আদর আর আব্দার এখানে কন্যার মতই।

কাপড় পরতে শেখেনি যোগমায়া—শেখেনি, নাকি ইচ্ছে করে পরে না, কে জানে! ওকে কাপড় পরাবে কে? ওকে বেষ্টন করবার মত বসন কৈ! তাই উলঙ্গ থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—ভাসুর আসছে লো—মাথায় কাপড় দে—বললো শাশুড়ী স্বর্ণময়ী! কোমরের কাপড়খানা মাথায় তুলে দিল যোগমায়া। কটি থেকে চরণ পর্য্যন্ত অনাবৃত হয়ে গেল—দেখলো সবাই, হাসছে সবাই, যোগমায়াও হাসছে! হয়তো ওদের নির্বুদ্ধিতা দেখেই—ওরা কেন বোঝে না, কুমারীরূপা কাত্যায়নীকে ঢাকবার মত বস্ত্র নাই; তাই ও দিগম্বরী!

ভাসুর বসে আছেন—যোগমায়া তাঁর পিঠের উপর গিয়ে পড়ল।

—ওলো, ছুঁতে নাই, ছুঁসনে—ও তোর ভাসুর—

বোকার মত চেয়ে আছে যোগমায়া! ওর আবার ভাসুর কে? ওকে না ছুঁয়ে জীব জন্মাবে কি করে?—এরা বলে কি সব! সবাই যে ওরই সন্তান···

সাথীরা খেলা করে শ্যামসুন্দরের মন্দির-অঙ্গনে। যোগমায়া চেয়ে থাকে মূর্ত্তির পানে। সবাই ডাকে—আয় লো—খেলবি নে?

—চ-যাই···বলে মায়া, কিন্তু যায় না—ওর খেলার সাথী শ্যামসুন্দর; একমাত্র সাথী; এক এবং অদ্বিতীয় সাথী। কিন্তু মূর্ত্তি অনড় হয়ে রয়েছে; আসে না কেন যোগমায়ার সঙ্গে খেলা করতে! ডাকে যোগমায়া—এসো না, এসো, খেলবে!

জবাব না পেয়ে চটে যায় যোগমায়া। আয়ত চোখে অভিমান জাগে, ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হয়ে ওঠে; বলে—তুমি তো ঘুমুচ্ছ—থাক তাহলে! ও ঘরে আমার জাগন্ত শ্যামসুন্দর রয়েছে—যাই, ডাকি···

ছুটে চলে আসে যোগমায়া বিজয়ের পাঠকক্ষে। পাঠরত বিজয়। মায়া সটান এসে দাঁড়ালো, হাঁপাচ্ছে। বিজয় চাইল মুখ তুলে। মায়া বলল,

—এত পড় কেন? আমার সঙ্গে খেলা করবে কখন!

—ওদের সঙ্গে খেলা করগে, যাও—বিজয় জবাব দিল।

—না—তোমার সঙ্গেই খেলবো—মায়া জেদ নিল!

—যাও-না ঠাকুরঘরে—

—ঠাকুরটা ঘুমুচ্ছে—তুমি তো জেগেই রয়েছ! চল, খেলবে একটু!

—যাও এখন যাও, বড় ব্যস্ত আছি—বেদান্ত দর্শনে চোখ ডুবুলো বিজয়!

—যাবে না? আচ্ছা, দেখাচ্ছি—মায়া শুয়ে পড়লো পুঁথীটার ওপর উপুড় হয়ে।

মূল্যবান বই, অতি কষ্টে যোগাড় করা! বিজয় ব্যস্ত হয়ে ডাকে—মা, এই পুচকে শত্রুর জ্বালায় পড়াশুনো ছাড়তে হোল দেখছি! একটু নিয়ে যাও মা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বর্ণময়ী দেখে আর হাসে; ভারী ভালো লাগে তার এই লীলারস আস্বাদন করতে। মায়াবাদী পুত্রের জন্য ভালই ওষুধ আবিষ্কার করেছে জননী। বেদান্তের ব্রহ্ম মাথায় উঠলো বিজয়ের।

মায়া বলে—কী হবে অত পড়ে'—ও খেলা করুক মা!

—খেলাই তো তোরা করতে এসেছিস—স্বর্ণময়ী বলে' বসে।

মা'র অন্তর-চেতনায় যেন জেগে আছে একটা অনুভাব, পুরীর পুরুষোত্তম ঐ পাঠরত ছেলেটি আর সাতবছরের এই বালিকা স্বয়ং নারায়ণী। নরলোকে ওর অবতরণ লীলাবশে মাত্র।

কিন্তু স্নেহশীলা মা-যশোদার অন্তর আবার ভুল করে—মুখে ব্রহ্মাণ্ড দেখেও ভাবে—ছেলের অসুখ। স্বর্ণময়ীও ভুল করে—বলে মায়াকে,

—আয়, ওকে পড়তে দে—পণ্ডিত না হলে ওর চলবে কেন!

—খুব চলবে—পণ্ডিতদের আমি দেখতে পারি না···মায়া বলল!

—তবে কাকে দেখতে পারিস?—মা প্রশ্ন করলো।

—ওকেই···

—ও তো পণ্ডিতই হচ্ছে?

—হতে হবে না—আমার সঙ্গে খেলা করতে বল!

—তুই আর একটু বড় হলে তোর সঙ্গে খেলা করবে—আয় এখন!

মা ধরে নিয়ে যায় ওকে। কোলে তুলে নিয়ে যায় তাকেই বিশ্ব যাঁর কোলে বিধৃত! যোগমায়া গলাটা জড়িয়ে ধরে স্বর্ণময়ীর। বলে,

—কখন তাহলে বড় হব!—আমি তো চিরকাল এমনি রয়েছি···

এমনিই রয়েছে ও অনাদিকাল। ছোট কবে ছিল? বড়ই বা হবে কখন! ও আবার বড়-ছোট কি হবে! ও চিরপুরাতনী, চিরনবীনা—কিন্তু স্বর্ণময়ী ওকে ভেতরে এনে দুধ-সর দিয়ে বলে,—খা—খুব করে খেলে তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠবি···তখন খেলা হবে ওর সঙ্গে!

আঠারো বছরের ছেলের সঙ্গে ছয় বছরের মেয়ের বিয়ে দিয়ে মা বেশ কুণ্ঠিতা হয়ে আছে। ভাগ্যিস বিজয় বেদান্তে ডুবে আছে, তাই। নইলে···

ভাবে স্বর্ণময়ী, কিন্তু বিজয়ের বৈরাগী মনকে বাঁধবার জন্য অবিলম্বে মায়ার বেড়ে ওঠা দরকার। কি করে সেটা হয়? দুধ, সর, ক্ষীর খাইয়েই বাড়িয়ে নেবে ওকে। এক থাবড়া তেল মাথায় দিয়ে টানকরে চুল বেঁধে দেয় চুলগুলো বাড়াবার জন্য—সিঁথিতে সিন্দুর, কপালে টীপ্ মায়া ছুটে আসে বাইরে—মা তাকে ভালো করে কাপড় পরিয়ে দিয়েছে! কিন্তু এসেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধূলোয় খেলা; কোথায় গেল কাপড় আর কোথায়ই বা সাজসজ্জা! যোগমায়া যোগিনী হয়ে গেছে ধূলোমেখে! বিজয় বাইরে-যাবার-পথে দেখে হেসে গেল আপন মনে!

চলেছে বিজয় পথে—বালিকা বধূর কথা ভাবছে না—ভাবছে ওর জীবনের ঘটনাগুলো; অসংখ্য ঘটনা, অন্তহীন; কোনটার পর কোনটা ঘটলো—ঠিকমত মনে করা মুস্কিল। কিন্তু কয়েকটা বিশেষ ঘটনা ঘটেছে ওর জীবনে, সেগুলো চলার-পথে নিশানা স্বরূপ ধরা যেতে পারে। এক এক করে মনে করছে বিজয়, পাঠশালার পথে মৃতবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ একটা আশ্চর্য্য ঘটনা; তাহলে পরলোক নিশ্চয় আছে, নইলে, প্রেতাত্মারা আসে কোথা থেকে! শৈশবে মার সঙ্গে নৌকায় যাবার সময় দৈত্য দেখা আর পুরন্দর পূজারীর ব্রহ্মদৈত্য হয়ে ওকে রক্ষা করা, দৃশ্যমান জগত ছাড়াও অপর কোনো অদৃশ্য জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করে! এসব অস্বীকার করবে কি করে বিজয়! রংপুরের পথে কে যেন বলল—'পরলোক চিন্তা কর'। কে বললে একথা! বেদান্তের ব্রহ্মবাদ মায়াবাদ যেন দুলছে সন্দেহে। শাঙ্কর-ভাষ্য যেন সর্ব্বসত্য-প্রকাশক বলে মনে হচ্ছে না; যেন সত্যসূর্য্যকে আচ্ছন্ন করেছে খণ্ডজ্ঞান-কুয়াশা। বিজয় ভাবতে লাগলো—আরো পড়তে হবে। নিম্বার্ক, রামানুজ, বোধায়ণ কিছু বাদ রাখবে না বিজয়; ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ ভেদ এবং অভেদ—অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। কিন্তু আরো কিছু কেউ বলেছেন কিনা জানতে হবে। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলেন 'জীবের স্বরূপ হয় নিত্যকৃষ্ণ দাস'—'অচিন্ত্য ভেদাভেদ' নাম দিলেন সেই 'বাদ'টার; বিজয়েরও যেন মনে হচ্ছে—"ঠিক ঠিক জ্ঞান হলে 'অহং' তখন পাকা হয়ে যায়—এই পাকা আমি 'দাস আমি' হয়ে থাকে।" মুক্তজীব যতই শক্তিশালী হোক সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করতে পারে না—কেবল ভোগের ব্যাপারে জীব ব্রহ্মের সঙ্গে সমান হলেও হতে পারে, শক্তির ব্যাপারে সমান হওয়া অসম্ভব।

মাধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী, বলদেব এঁরা কি বলেন, দেখছে বিজয়! জীব ব্রহ্মের শক্তি; ব্রহ্ম যেন বিরাট দাবানল, জীব তাঁর স্ফুলিঙ্গ মাত্র—মুক্তির পরেও ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের দ্বৈতভাব থাকবে। বিজয়ের মনে হোল—অদ্বৈতবাদ মত নয়—আত্মার একপ্রকার অবস্থা। পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন হলে তখন আর আত্মার অস্তিত্ব অনুভূত হয় না—পরমাত্মাকেই দেখে অর্থাৎ ব্রহ্মই সর্ব্বত্র উপলব্ধি হয়, যেমন মহাসাগরে একবিন্দু জল পড়লে সে তার চারদিকে সাগরের তরঙ্গহিল্লোলই দেখে, ঠিক সেই রকম। আত্মার অস্তিত্ব নষ্ট হয় না;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তা যদি হবে তাহলে এত কষ্ট করে মুনিঋষিরা সাধন-ভজন জপ-যজ্ঞ করেন কেন!—বিজয়ের মতটা যেন পাল্টাচ্ছে!

বেদান্ত পড়ে জ্ঞান ওর যতই হোক, মনের শান্তিটা নষ্ট হয়ে গেছে; ভক্তি-যমুনা-বিহারী ভগবানের নৌকা বেদান্তের শুক্‌নো চড়ায় আটকে গেছে! একটা দৈত্য দরকার—যে ওর নৌকা 'চড়ার' এপারে এনে আবার ভক্তি-সিন্ধুতে ভাসিয়ে দেবে।

দৈত্য এলো ঠিকই, তবে অনেক নাকাল করলো বিজয়কে—ঘুরোলো অনেক, ভাবালো বিস্তর, কষ্টও দিল ভীষণ। ও দিক্‌বিজয়, তাই টিকে গেছে; অন্য কেউ হলে শুধু দারিদ্রের আঘাতেই ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতো। কিন্তু এসব কথা পরে।

চিন্তা করতে করতে বিজয় ঘরে ফিরলো।

বৈকালিক প্রসাধন করে দিয়েছেন স্বর্ণময়ী—মায়া কপালে মস্ত বড় সিন্দুরের ফোঁটা নিয়ে ভাবছে, সে যেন একদিন স্বপ্ন দেখেছিল 'গাঁটছড়া বাঁধা' অবস্থায় বিজয়ের সঙ্গে কি হচ্ছিল তার। অনেক লোক, মেয়েই বেশী—বিস্তর ধুমধাম, শাঁখ উলু—ফুলমালা, মন্তর—ওরে বাবা—ওরকম আবার স্বপ্ন হয় নাকি! ওটা তাহলে সত্যিই! হ্যাঁ, সত্যিই তো হবে—নাহলে দহকুল ছেড়ে এখানে আসা কেন? মা-মুক্তকেশী, বোন নবকুমারীও তো এসেছে! কিন্তু ওদের সঙ্গে কারো কিছু হয় নি; হয়েছে যা-কিছু কাণ্ড মায়ার সঙ্গেই। ঐ দিন থেকে আরেকটা মা হয়েছে মায়ার—কিন্তু যার সঙ্গে এতো সব কাণ্ড হোল—সে কে মায়ার? কি বলে ডাকবে তাকে ও? শুধুবে!

ছোট্ট শাড়ীর আঁচলটা বাগিয়ে নিয়ে ও ঢুকলো বিজয়ের পড়ার ঘরে। সটান এসে শুধোলো,

—কাউকে মা বলি, কাউকে দিদি বলি, কাউকে বলি দাদা; তোমায় কি বলবো, শিখিয়ে দাও ..

—আর্য্যপুত্র—বলেই বিজয় রামায়ণের পাতা উল্টে যাচ্ছে। মায়া যেন ঠিকমত বুঝতে পারলো না, দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিজয় আবার বলল,

—আমাকে 'আর্য্যপুত্র' বলে ডাকবে!

—ও, বেশ—তাহলে আর্য্যপুত্র, এখন আমি কি করবো?

—খেলা করগে, যাও—বিজয় অন্যমনস্ক ভাবেই জবাব দিল!

—না—তোমার কোনো কাজ নেই?

—না—

—তামাক সাজবো?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—সাজো, হাত পুড়িওনা যেন, তাহলে আবার আমায় মার কাছে বকুনি খেতে হবে!

মায়া কিছু বললো না আর; তামাক সাজতে চলে গেল। 'আর্য্যপুত্র' নামটা বড়ই ভাল লেগে গেল ওর। কে জানে, ওর চিরপুরাতন মনশ্চেতনায় নামটা কতখানি ঝঙ্কার তুলেছে! আনন্দে হাসছিল মায়া! কল্কেতে কয়লা দিয়ে ফুঁ-দেবার সময় ওর গালদুটি ফুলে ফুলে উঠছিল—লাল হয়ে উঠছিল আগুনের আভায়। ঐ দেখেই ওর হোমকুণ্ডের কথা মনে পড়ে গেল নাকি! নিজের মনেই বারবার আবৃত্তি করল নামটি, 'আর্য্যপুত্র'!

কিন্তু আর্য্যপুত্র ওর সঙ্গে খেলা করবার সময়ই পায় না; খালি পড়ে আর ভাবে! কি যে ভাবে ও দিনরাত!

কল্কেটা এনে দিল বিজয়ের কাছে নামিয়ে; শিবকে সিদ্ধি এনে দিল নাকি পার্ব্বতী? মায়া বলল,

—ঘরটা অন্ধকার যে আর্য্যপুত্র! পিদীম্ জেলে দেব?

—দাও—কিন্তু তুমি আমাকে নিদারুণ মায়ার বাঁধনে বাঁধছো, দেখছি!

—অ্যাঁ—কি বললে আর্য্যপুত্র? মায়া তো আমার নাম, তোমার নাম হোল আর্য্যপুত্র—কেমন!

—হ্যাঁ—কিন্তু শুধু 'মায়া' নও, যোগমায়া, বিদ্যা-মায়া হতে হবে তোমায়।

—হবো—নিঃসঙ্কোচে বলে দিল মায়া!

বলে দিল, সুখে-দুঃখে, শোকে সান্ত্বনায় শুধু নয়—ত্যাগ-বৈরাগ্যের গৈরিক-রুক্ষ বন্ধুরতায়, দারিদ্রের দণ্ডকারণ্যের শ্বাপদ-সঙ্কুল ভয়াবহতায়, নিয়তির নির্ম্মম পাষাণ-পথে মায়া হবে ওর সহযাত্রিণী; সীতাসতী হয়ে ও বনে বনে ফিরবে সত্যচারী স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে—প্রয়োজন হলে আত্মাহুতি দিয়ে যাবে ওর সত্য-সন্ধানের পাদমূলে! পাতাল-প্রবেশ করবে দ্বিধাহীন সঙ্কোচহীন পদে! সে যেমন এল আজ এখানে—এমনি স্বামীসর্ব্বস্ব হয়েই সে অনন্তকাল চলে এসেছে, সাম্রাজ্যের সিংহাসনে, আবার শ্মশানের শব-সাধনায়!

এখানে তার ব্যতিক্রম হবে কেন?

বিজয় দেখলো ওর দুচোখের আরতি—শুনলো ঐ স্ফুরিত ওষ্ঠাধরের উচ্চারণ—বুঝলো ঐ নবনীত কোমলা বালিকারূপিণী দিব্য-মায়াকে! আশ্বস্ত হোল বিজয় তার সাধন-পথের যোগ্যা সহযাত্রিণী পেয়ে!

আলো জ্বালার জন্য তেল সলতে যোগাড় করতে ছুটলো মায়া—আজ সে কিঞ্চিৎ খেলা করবার সুযোগ পেয়েছে আর্য্যপুত্রের সঙ্গে। এমনি করে আস্তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আস্তে ওর সঙ্গে খেলাটা জমিয়ে নিতে হবে! আগে ঘরে আলো তো জ্বালা হোক—গৃহলক্ষ্মীর প্রথম এবং প্রধান কাজ হোল ঘরে দীপ জ্বালা; মায়া সেটা আরম্ভ করে দিল—এর পর শাঁখ এনে বাজিয়ে দিল—নব জীবনের মঙ্গল শঙ্খ!

—আচ্ছা, যাও, এবার পড়তে হবে!—বিজয় বলল।

—পড়ো না—পড়ো। আমি ঐ ওখানে রইলাম! খানিক পরে 'কু' দেব—সাড়া দিও···

চলে গেল মায়া তখনকার মতন। কিন্তু বিজয় জানে, ও কাছেই আছে; সর্ব্বত্র সকল সময় ও বিজয়কে ঘিরেই আছে! অতটুকু মেয়ে এতোটা বুঝলো কি করে, কে জানে! কে জানে, ও কেমন করে জেনেছে, বিজয়ের থেকে বড় তার আর কেউ নাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে! বিস্মিত বিজয় বই খুললো।

উনিশ বছরের যুবক বিজয়ের অন্তর-আকাশে কতনা স্বপ্ন—কত-না কল্পনা! গুরুগিরি ত্যাগ করায় সংসারের অবস্থা অস্বচ্ছল হয়ে উঠছে দিনে দিনে—এদিকে পোষ্য বেড়েছে তিন জন। কবি বিজয়ের কাব্য-চর্চ্চা চলে কি ভাবে? দার্শনিক বিজয়ের দৃষ্টি নেমে এল পার্থিবতায়। বেদান্ত কিন্তু আরো জোরে চেপে ধরছে বিজয়কে!

সৃষ্টির অনিত্যতা ওকে আকুল করে—নিত্য বস্তু পাবার প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে মনে,—সত্যকে জানবার দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা ওর অন্তরে। উন্মনা হয়ে পড়ে বিজয়; ওর আশা-লতা যেন ঠিকমত রস পাচ্ছে না। ওর ভক্তিরস যেমন বেদান্তের বন্ধুরতায় প্রতিহত হতে হতে স্রোত হারিয়ে ফেলেছে, ওর মনের অশান্তি-অনলও তেমনি গতিতেই ওকে জ্বালিয়ে তুলছে! ও টিকবে কেমন করে? কি অবলম্বন করে? উপাস্যহারা, উপাসনা হীন ওর জীবন-বেলাভূমে মরুভূর মরীচিকা···তাতল সৈকতে বারি বিন্দুও নাই।

বগুড়া যেতে হচ্ছে,—কাজ অবশ্য একটু আছে বৈষয়িক। শ্যামসুন্দর ওকে যেন পাঠাচ্ছেন—কিন্তু বিজয় এখন আর পাথরের মুর্ত্তিতে দেবত্বের বিশ্বাস করে না। দেবত্বেই ওর বিশ্বাস নাই আর—সব মায়া, সবই ভেল্কি-ভোজবাজী ওর চোখে এখন। শঙ্করভাষ্য ঐ রসের কাণ্ডারীকে শুকনো কাঠ করে ছেড়েছে!

ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে কি একটা ধর্ম্ম নাকি নতুন প্রচলিত হয়েছে কলকাতায়—শুনেছে বিজয়। উড়ো উড়ো খবর শুনেছে। সবাই এক সঙ্গে মিলে খাওয়া দাওয়া করে ওরা; যথেচ্ছাচার, মদ আর নিষিদ্ধ মাংসভোজন ইত্যাদির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভদ্রতাসঙ্গত আধুনিক একটা পন্থা ওই ব্রাহ্মধর্ম্ম—এই রকম শোনা আছে বিজয়ের। বিজয় বগুড়ায় এসে পৌঁছালো!

অদ্বৈত বংশের আদিত্যের আবির্ভাব ঘটলো বগুড়ায়—দেখা করতে এলেন কিশোরী রায়, হারাধন বর্দ্ধন আর গোবিন্দ পাঁড়ে! ওঁরা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী—শুনেই বিজয় নাক সিঁট্‌কালো! আত্মবিস্মৃত অবতার বিজয় ভূলে গেল মনের রুচির বিভিন্নতা, চিত্তের অনন্ত ভেদ-বিভেদ—জাগতিক পারিপার্শ্বিকের অনিবার্য্য পরিণতি!

কিন্তু ওঁরা তিন জন এলেন—অনেক কথা হোল তাঁদের সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে! বিজয়ের বেদান্ত-শুষ্ক অন্তরে একটা আর্ত্তনাদ জাগছে কিঞ্চিত সরসতা লাভ করবার জন্য। বগুড়ার ভদ্র তিনজন বিজয়কে বোঝালেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মই ভারতকে বৈদেশিক ধর্ম্মাক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারবে। এই ধর্ম্ম উপনিষদের ধর্ম্ম—অশুচি বা অন্যায় এতে কিছুই নাই—ভারতের সনাতন সত্য এই ব্রাহ্মধর্ম্ম।

বিজয় লক্ষ্য করতে লাগলো ওঁদের জীবন-যাপন পদ্ধতি; ওঁদের চরিত্রের শুদ্ধতা আর ঈশ্বরে অনুরাগ দেখে অবাক হয়ে গেল অদ্বৈতের কূলতিলক—ভক্তি বিশ্বাসের অবরুদ্ধ গঙ্গোত্রী যেন কাঁপিয়ে দিচ্ছে বেদান্তের পাষাণখণ্ডকে! বিজয় বুঝলো, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সম্বন্ধে তার ধারণা একান্তই ভুল। ঐ তিন ব্রাহ্ম পরিষ্কার কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, ভগবানের আরাধনা ছাড়া শান্তি হয় না, ভক্তির সলিল-ধারাই ত্রিতাপ জ্বালা জুড়াবার ঠাঁই।

সত্যের পূজারী বিজয় নিজের ভুল সংশোধন করতে মুহূর্ত্ত দেরী করে না। সব ঈর্ষা-বিদ্বেষ চলে গেল—ঠিক করে নিল—ব্রহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে ভাল করে জানতে হবে। বগুড়া ফেরৎ কলকাতা এল বিজয় সামান্য অর্থ সঙ্গে নিয়ে! বগুড়াতেই বৈদান্তিক বিজয়ের অদ্বৈত মতবাদ আহত হোল শুধু নয়—অর্দ্ধ মূর্চ্ছিত হয়ে গেল! নাস্তিকতার পাহাড়ে ফাটল ধরিয়ে আবির্ভূত হোল প্রেম-ভক্তির সঞ্জীবনী বাল-বল্লরী!

সংস্কৃত কলেজে পড়ে বিজয়—সামান্য অর্থ হাতে, সঙ্গে এক সহপাঠি, বন্ধু! বন্ধুটি অকস্মাৎ একদিন বিজয়ের সব সম্বলটুকু সরিয়ে নিজেও সরে পড়লেন! অন্ধকার দেখলো বিজয় চক্ষে। না—ও স্বয়ং আলো—ওর কাছে আবার অন্ধকার কিসের? এতোটুকু দমলো না বিজয়—শুধু উপায় একটু চিন্তা করলো মাত্র; মনে পড়ল দয়ার্ণব বিদ্যাসাগরের কথা। তখুনি রওনা হয়ে গেল তাঁর বাড়ী! কিন্তু শ্যামসুন্দর যাকে মরুভূমিতে ফেলে তাতিয়ে পুড়িয়ে তৈরী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করবেন নতুন ধরণে—তার কাছে মহার্ণবও বারিহীন হয় ; বিদ্যাসাগর পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন—কয়েক জন ছাত্রকে বাড়ী রেখে তিনি ঠকেছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, আর কোনো ছাত্রকে এভাবে সাহায্য করবেন না···বিজয় ফিরে এল। ক্ষুণ্ন হোল না বিজয় তিলমাত্র। ভাবছে, কি এখন করা যায় ?

বগুড়ায় শুনেছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কথা। বিজয় বেশ পরিপাটি করে দরখাস্ত লিখলো একটি। দিনভোর উপোস চলেছে, রাত্রেও তাই ; কলেজের বারান্দায় শুয়ে-বসে কাটিয়ে দিল—সকালেই সাহায্য চাইতে গেল দরখাস্তখানি নিয়ে। জোড়াসাঁকোর বিশাল প্রাসাদ—বিজয় কোনো রকমে দেউড়ী পার হয়ে ভিতরে এসে মহর্ষির হাতে দিল দরখাস্তটি ! হায় ভগবান ! মহর্ষি না পড়েই কাগজখানা ছিঁড়ে ফেলে দিলেন ! এই রুক্ষতা যেন প্রাপ্য বিজয়ের ! —এমনি মনে হোল ! মনে হোল—ইনি নিশ্চয় বিজয়ের মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখেছেন, যার জন্য সাহায্য করলেন না ! বিজয় হয়তো এঁর কৃপা লাভের যোগ্য হতে পারে নি।

বিশাল সমুদ্রবৎ সহর কলকাতা ! কোথায় যাবে বিজয় ? কলেজের বারান্দাতেই রাত্রি কাটায় অনশনে আর আত্মচিন্তায় ! তিন দিন তিন রাত ক্ষুধার অগ্নিকুণ্ডে আহুতি নাই—ক্ষুধারূপিণী বিশ্বজননী আছেন, বেশ টের পাচ্ছে বিজয় চতুর্থ দিনে গোলদীঘির বেঞ্চে বসে বসে—শুকিয়ে গেছে মুখ, রং হয়ে গেছে তামাটে, চুল হয়ে গেছে পাখীর বাসার মত।

ভাবছে, কোথায় ভগবান ! কৈ ?

—অত শুকনো দেখাচ্ছে তোমায় ? কিছু কি খাওনি বাবা··· ?

অপরিচিত কণ্ঠের প্রশ্ন—বিজয় চেয়ে দেখলো, দরদী দুটি চোখ ওর পানে চেয়ে রয়েছে। দয়া যেন মূর্ত্ত সে চোখে—কে উনি ?

—আজ্ঞে না—খাইনি কিছু।

—কেন বাবা ?

—পয়সা নাই...বিজয় জবাব দিল।

—আচ্ছা, এই সিকিটি নিয়ে কিছু জল খাও গে—সিকি দিয়ে চলে গেলেন ভদ্রলোক।

অপ্রত্যাশিত—অপার্থিব করুণা ! অবাক হয়ে গেল বিজয়। কে উনি ? কোথায় গেলেন উনি ? বিস্মিত বিজয় যখন খোঁজ করলো তাঁর, তখন তিনি বহুদূরে চলে গেছেন ! কেউ জানলো না তাঁর নাম—কেউ চিনলো না তাঁকে !—এই তো ভগবান—এই তো তিনি !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশ্রু উথলে উঠলো চোখে ওর !

ঐ আশ্চর্য্য দাতার অসম্মান করবে না বিজয়—উঠে কিছু খাবে ! দোকানে যাচ্ছে বিজয়—কে যেন গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করছে বিজয়কে দেখে—কে ? বিজয় গিয়ে ধরলো ; সেই চোর বন্ধু !

—কি ব্যাপার ? পালাচ্ছ ?—

—লজ্জা করছে বিজয়—তোমায় মুখ দেখাই কি করে !

—আচ্ছা, থাক্—লজ্জা করতে হবে না। কিন্তু তোমাকে শুকনো আর দুর্ব্বল দেখাচ্ছে কেন ?

—শোন তাহলে আমার দুর্ভাগ্যের কথা—ভগবান আছেন, পাপীর শাস্তিও আছে বিজয়…

—শাস্ত্র আওড়াতে লাগলে যে হে ?—বিজয় হেসে ফেলল !

—না—তোমার কাছে শাস্ত্র আওড়াবার মতন বিদ্যে এ জন্মে হবে না। শোন, তোমার টাকা চুরি করে জুয়ো খেলতে গিয়েছিলাম। তোমার টাকা তো গেলই—আমার নিজের যা ছিল, তাও গেল। সর্ব্বস্ব খুইয়ে পরশু থেকে উপোস চলছে—পেটে তিলজলও পড়ে নি…

—আহা ! —এসো—বিজয় হাত ধরলো বন্ধুর। পরমহংসের কাছে সবই পরমব্রহ্ম—চোরে সাধুতে তফাৎ কোথায় ? চোররূপী ভগবানকে হাতধরে টেনে আনলো বিজয় খাবারের দোকানে। সিকিটি মাত্র সম্বল। বলল,

—এই সিকিটি আছে ভাই, যা হোক কিনে দুজনেই খাই, এসো…

বন্ধুর চোখ দিয়ে তখন জলধারা গড়াচ্ছে ! করেছে কি সে ! কার টাকা চুরি করতে গিয়েছিল ! এ যে সর্ব্বক্ষেমঙ্কর শিব !

বিজয় ক্ষমা করেছে, কিন্তু ভগবান কি ক্ষমা করবেন !

ক্ষুধানলে আহুতি দিল দুই বন্ধু, তারপর বেরুলো—কিছু একটা উপায় করতে হবে। এ ভাবে তো দিন চলে না !

"সুরা-পান সভা"—সভাপতি চাটুজ্জ্যে মশাই স্বয়ং, এই বাড়ীর কর্ত্তা ! অবাক হবার কথা, কিন্তু ঐ সবই চলছিল যেমন গৌর নিতাইএর কালে জগাই-মাধাই। ঐ একই লীলা ঘুরে ফিরে আসে কি না—'হিষ্ট্রি রিপিট্‌স্ ইট্‌সেল্‌ফ্'—ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ! সভ্যেরা বিশ্বাস করে, মর্ত্ত্যের মানব-কল্যাণের জন্যই স্বর্গ থেকে সুরা মন্দাকিণীর আবির্ভাব—সুরা পান না করলে মনুষ্য-জন্মই বৃথা। ওরা বলে 'জয় ব্রাণ্ডি শ্যাম-পিন—তুমি হুস্কি তুমি জিন।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ চাটুজ্যে-বাড়ীতে এসে উঠলো বিজয়—ছোট একখানি ঘর—তাতেই ও থাকবে! সঙ্গে সেই চোর বন্ধুটি!

পাবন এসে আশ্রয় নিল পতিতের ঘরে। এমন না হলে কৃপা!

কিন্তু চাটুজ্যের ভারি ইচ্ছে, বিজয়কে দলে টানেন। মদ্যপানে সিদ্ধ তিনি—খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। গোঁসাই আত্মীয়, ওকে একটু অংশ দেওয়া দরকার এই খ্যাতির! সন্ধ্যায় বহু বিখ্যাত ব্যক্তি আসেন ওখানে মদ খেতে—কর্তা বাবু একদিন বিজয়কে ডাকলেন,

—এসো হে গোঁসাই—এখানে যখন থাকলে তখন এটা আর বাদ যায় কেন? এসো…

—আজ্ঞে না, আমি ওসব খাইনে—মৃদু কণ্ঠেই বলল বিজয়।

—এসো এসো, লজ্জার কি আছে? আজকাল বাপ-বেটায় মদ খায়। আর মদ না খেলে তো মানব জন্মই মিথ্যে!

—মদ খাবার জন্যই কি মানব জন্ম? গোঁসাই বিদ্রূপ করলো।

—তাছাড়া কি আর? চলে এসো—পাত্রটা এগিয়ে দিচ্ছেন চাটুজ্যে।

—না—আমি অদ্বৈতবংশের ছেলে, আমাকে আপনি মদ খেতে বলেন! গোঁসাইয়ের আয়ত লোচন আরুণবর্ণ ধারণ করলো। মদ না খেয়েই মাতাল হয়ে উঠলো বিজয়—বংশের গৌরব-রসের মাতাল—বলল, এ প্রস্তাব আর কখনো করবেন না—আপনারা জাহান্নমে যাচ্ছেন, যান—অপরকে ডাকেন কেন?

চলে এল বিজয় ওঘর থেকে! চমকে দিয়ে এল লোকগুলোকে! ওরা বিজয়ের সামনে আর কখনো মদ খাবে না। বাপ্! কি আগুনের মত তেজী ছেলে! ওকে আর ঘাঁটিও না কেউ—বললেন চাটুজ্যে!

চলেছে বিজয় অন্ধকারে একা। অকস্মাৎ বৃষ্টি এল; দাঁড়ায় কোথায়! কাছেই একটা গাড়ীবারান্দাওয়ালা বাড়ী, কিন্তু বিজয় ভাল করে না দেখে ওখানে দাঁড়াবে না। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। এমনি এক সন্ধ্যা—ঝড়-বৃষ্টিতে বিজয় আশ্রয় নিয়েছিল একটা বাড়ীতে.—হঠাৎ জানতে পারলো—সেটা বেশ্যালয়—অমনি মনে হয়েছিল বিজয়ের, অদ্বৈত বংশের ছেলে আমি বেশ্যাবাড়ীতে আশ্রয় নেব বিপন্ন হয়ে? না—তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি-ঝড়ের মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছিল। আজও এই বাড়ীটায় দেখতে পেল—হ্যাঁ—ঐ রকমই সব রয়েছেন অবিদ্যাগণ দাঁড়িয়ে! বৃষ্টির মধ্যেই হন্হন্ করে হাঁটতে লাগল বিজয়। কে যেন বলল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—ভিজে গেলেন যে মশাই! একটু দাঁড়িয়ে যান না—

—না—কথাটা বলতে বলতেই বিজয় পথের বাঁকে অদৃশ্য হোল! সব সময় ওর বংশ-গৌরব ওর রক্তে জেগে আছে। অহমিকা নয়—ওর আত্মরক্ষার সহজাত কবচ-কুণ্ডল। নইলে ঐ কাঁচা বয়সের ছেলে কলকাতার বিলাস-স্রোতে কোথায় ভেসে যেতো, কে জানে!

ও এসেছে যোদ্ধা হয়ে—ধর্ম্মযোদ্ধা! অসত্য, অধর্ম্ম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ওর অভিযান—সত্য-রাজ্য স্থাপনের জন্যই ওর আবির্ভাব,—শ্রেয়কে, সুন্দরকে ও সাধারণের মধ্যে এনে দেবে—চিরসুন্দরের চরণাশ্রয়ে নিয়ে যাবে শরণাগতকে!

কিন্তু কোথায় সত্যম্-একম্-অদ্বিতীয়ম্! কোথায় সুন্দরম্? ব্যাকুল হয়ে বিজয় ঘুরছে ক'দিন। ঠিক করতে পারে না—কে বলে দেবে, কোথায় সত্যের সন্ধান!

হ্যাঁ—পূর্ব্বেই বলে দিয়েছেন ওকে ব্রাহ্ম বন্ধুত্রয়, মনে পড়ে গেল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে এখন আর যাওয়া চলে না; তিনি ভাববেন, আবার ভিক্ষে করতে এলো বিজয়…কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের দরজা তো খোলা আছে!

পরদিনই বুধবার—ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনার দিন। সকাল থেকে বিজয়ের অন্তর ব্যাকুল হয়ে আছে কতক্ষণে সময় হবে, সে গিয়ে শুনবে ব্রহ্মের উপাসনা!

কিন্তু ভয় তখনো আছে বিজয়ের অন্তরে; হয়তো গিয়ে দেখবে, ওরা হারমোনিয়ম-তবলা বাজিয়ে গান করছে—তার পর মদ-মাংস খাবে। দুশ্চিন্তায় কাটালো বিজয় সমস্ত দিনটা—সন্ধ্যার দিকে—'যা-হয় হবে' ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে পড়ল।

সমাজ-মন্দিরে ঢুকবার আগেই দেখতে পেল, সুন্দর সুসজ্জিত আলোক-বর্ত্তিকা, শুনতে পেল তানলয় সংযুক্ত সুমধুর স্তোত্র পাঠ, প্রার্থনা সঙ্গীত। একি স্বর্গ নাকি!

ঢুকে পড়লো বিজয়; বসলো একধারে।

সুশ্রাব্য সঙ্গীতের পর শ্রবণ-মন-বিমোহন প্রার্থনা—অসংখ্য নরনারীর গভীর গম্ভীর মুখশ্রী—কারো বা দরবিগলিত ধারায় নয়নাশ্রু—অবাক হয়ে দেখছে বিজয়; এ কোথায় এসেছে সে! একি গোলোক, নাকি ব্রহ্মলোক!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দাঁড়ালেন উপাসনা করতে; সত্যই মহর্ষি,—সৌম্য শান্ত বদনমণ্ডলে কি অপরূপ শান্তির অমৃতাভা! এই অসাধারণ পুরুষ যেন একাই একটা বিস্ময়ের সমুদ্র!—বিজয় ভাবছিল—মানবদেহেই ইনি ঈশ্বরত্ব লাভ করেছেন—নইলে অমন আশ্চর্য্য শক্তির বিকাশ হয় কেমন করে? বিজয় শুনেছে—কোনো আত্মীয়ের বিয়োগে মহর্ষির বৈরাগ্য-প্রবণ হৃদয় বিগলিত হয়। ভাবতে থাকেন, মানুষ কোথায় ছিল, কেনই বা আসে আর কোথায় যায়! ঐশ্বর্য্যের ইন্দ্রালয়ে পালিত দেবেন্দ্রনাথ সত্যানুসন্ধানে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন—ব্যাকুল হয়ে চিন্তা করতে থাকেন সর্ব্বজ্ঞানদাতাকে—প্রজ্ঞার আবির্ভাব ঘটে এক দূরস্থিত মহাত্মার দৃষ্টিপাতে। শাম্ভবী দীক্ষার এই সঞ্চারিত শক্তি নিয়ে তিনি যখন ফিরলেন তখন তিনি আর মানুষ নাই—মহর্ষি। শাস্ত্রী শিবনাথ লিখেছেন—'মহর্ষির একদিনের উপাসনা শুনে আমরা সাত দিন মন স্থির করতে পারতাম না—হৃদয়ে কি যে একটা ভাব জাগিয়ে দিতেন—চোখের সামনে কি যে একটা নূতন জগৎ উদ্ভাসিত করে দিতেন—ভাষায় তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়।'

—"পাপীর দুর্দ্দশা, ঈশ্বরের করুণা"—বলছেন মহর্ষি। সে উদাত্ত বাণী শ্রোতাদের কানের ভেতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করছে। কী আকুল আবেগময় উপাসনা—কী আশ্চর্য্য ভক্তিপ্লুত ভজনবাণী! কী অপরূপ উপলব্ধির অমৃতবর্ষণ! মুগ্ধ, মুগ্ধ হয়ে গেল বিজয়; মনে মনে আত্ম সমর্পণ করে বসলো মহর্ষির চরণে। বেদান্তে বিশুষ্ক শাঙ্করভাষ্যে সর্ব্বস্বহারা অদ্বৈতদুলাল আবার ভক্তির রসসমুদ্রে স্নান করে ধন্য হচ্ছে। অবগাহন করবে—নিমজ্জিত হবে ও এতে।

শ্যামসুন্দর হাসছেন—বিজয়-সোনার তামার খাদটা এক্ষুনি বের করে খাঁটি করে দেবেন নাকি?

বিজয়ের মনে ব্যাকুল প্রার্থনা ধ্বনিত হয়ে উঠল—'দয়াময় ঈশ্বর—প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মে আমার বিশ্বাস নাই। এমন কি, কোনো ধর্ম্মেই আমি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছি না। আমার মত হতভাগা পৃথিবীতে হয়তো আর দ্বিতীয় নাই!—ভক্তির ভাণ্ডারে থেকেও আমি অভক্ত—বিশ্বাসের বীর্য্যজাত হয়েও আমি অবিশ্বাসী। এইমাত্র শুনলাম—তুমি অনাথের নাথ—শরণাগত-গতি! আমি তোমার শরণ নিলাম—আমায় কৃপা কর দয়াল!'

প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই শান্তির শীতল প্রবাহ যেন বয়ে গেল বিজয়ের মরুতৃষিত অন্তর-লোকে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্চর্য্য! শান্তির এমন সহজ উপায় থাকতে বিজয় অনর্থক এতকাল ঘুরে বেড়িয়েছে তৃষ্ণার্ত্ত মৃগশাবকের মত! কাছেই সুপেয় পানীয়, আর বিজয় হা-জল হা-জল করে কেঁদে মরছে! নাস্তিক বিজয়ের আস্তিক্যবুদ্ধি আকস্মিক নয়—ওর নাস্তিক হওয়াটাই একটা অঘটন—কিন্তু হতে হয়েছিল। কেন! কে জানে? কার ইচ্ছেতে কি হয়, আজ যেন আবার বুঝতে পারছে বিজয়; তিনিই আবার ওকে এই ব্রাহ্মসমাজে এনেছেন—গুরুরূপে ঐ হৃদয়ভেদী বক্তৃতা করে বুঝিয়ে দিলেন—'ওরে অমৃতের সন্তান, তোরা মৃত নোস—তোরা মহিমময়, তোরা আকাশের জ্যোতিরালোক—অনন্তের ঐশ্বর্য্য!—'

বিজয়ের চোখে জলধারা বহুদিন পরে—ভক্তির উৎসবেগে বক্ষপঞ্জর কাঁপছে ওর! মনে মনে প্রণাম জানাল দেবেন্দ্রনাথকে—ওর ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম গুরু!

ফিরে এল বিজয় সেদিনকার মত—অন্তরে অপার আনন্দ আর দুনয়নে প্রেমাশ্রু নিয়ে! প্রতি আরাধনায় অপূর্ব্ব আস্বাদ অনুভূত হয়; সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর আসে অন্তর থেকেই—লিখে রাখে বিজয় খাতায়; তার এই খাতাটাই ছাপা হয়ে নাম হয়েছে "ধর্ম্মশিক্ষা"—ঈশ্বরই গুরুরূপে এসে জ্ঞান দান করেন—এই শিক্ষা, এই অনুভূতি!

শাঙ্করভাষ্য আর মায়াবাদ আলোচনায় প্রায় নিরীশ্বরবাদে এসে পৌঁছেছিল বিজয়; ওর শৈশবের সমস্ত ভক্তি-বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল—কী ভুল যে করেছিল বিজয়! মনে পড়লো—শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন:

গৌণবৃত্তে যে বা ভাষ্য করিলা আচার্য্য। (শঙ্করাচার্য্য)
তাহার শ্রবণে নাশ পায় সর্ব্বকার্য্য॥

"বেদান্ত বিচারের পথ বড় কঠিন। বেদান্তবাদীর মত জগৎকে স্বপ্নবৎ বোলো না। দেহ-বুদ্ধি না গেলে 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' বোধ হয় না—; কলিতে এরকম বোধ হওয়া বড় কঠিন—তাই ভক্তিযোগই কলির পক্ষে ভাল—সহজও! আমার কখনো এমন মনে হয় না যে বলি "আমি ব্রহ্ম"। আমি বলি—"তুমি ভগবান, আমি তোমার দাস—"

কথাগুলো অনেক পরে শুনেছিল বিজয় দক্ষিণেশ্বরের দয়াল ঠাকুরের মুখে; কিন্তু তার পূর্ব্বে আরো কত যে অভিজ্ঞতার জন্য কত বিশাল কর্ম্ম-গিরি ওকে উল্লঙ্ঘন করতে হয়েছে—লেখা-জোখা নেই। কী অসাধারণ ওর জীবন আর কী আশ্চর্য্য ওর সত্যনিষ্ঠা! পাতাল থেকে ও যেন উঠে আসছে পঙ্ক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভেদ করে—পার হয়ে মরণ-কালো জলকল্লোল; প্রভাত সূর্য্যের কিরণলেখায় পরিস্নাত হবে।

ও জীবন নয়, জীবনায়ন, মানব জীবনের সাধন-মূর্ত্তি—স্বপ্রকাশ—স্বয়ম্ভূ!

আকাঙ্ক্ষা বেড়ে চলেছে দিনে দিনে—ঈশ্বরকে লাভ করতে হবে। ব্রাহ্ম বন্ধুদের সঙ্গে অবিরাম চলে এই আলাপ—এই অনুশীলন। ঠিক করে ফেললো, দীক্ষা নিতে হবে—দীক্ষা না নিলে কিছুই কার্য্যকরী হচ্ছে না। মা'র কাছে কূলমন্ত্র লাভ করে বিজয় বুঝেছে দীক্ষা লাভের ফল! কিন্তু এখানে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা নিতে হবে, আর নেবে ঐ অসামান্য পুরুষের কাছ থেকেই; যিনি সেদিন ওর প্রাণে ধর্ম্মবীজ বপন করলেন, সেই মুর্ত্ত মহর্ষিই ওর গুরু।

কিন্তু আশ্চর্য্য! অদ্বৈতবংশের ছেলে বিজয় ব্রাহ্ম হয়ে যাবে? প্রশ্নটা মুহূর্ত্তের জন্য উদয় হলো মনে—মনেই মিলিয়ে গেল তৎক্ষণাৎ! সত্যের জন্য সব করতে পারে বিজয়। অত্যাচার, অবজ্ঞা, আত্মীয়-বিরোধ—এ সব তো তুচ্ছ কথা, জাতিকূল বা জন্মভূমির আকর্ষণও ওর সত্য লাভের পথের অন্তরায় হতে পারে না। আর সত্য কোথায়, তা জেনেছে বিজয়। সত্য ঐ ব্রাহ্মমন্দিরে—ঐ উদাত্ত উপাসনায়, ঐ গুরুরূপী মহর্ষির মুখনিসৃত বাণীতে!

বিলম্ব সইছে না বিজয়ের—এখুনি, এই মুহূর্ত্তে ও দীক্ষা নিতে চায়—আশঙ্কা, যদি মা বিরুদ্ধে যান, আত্মীয়গণ অসন্তুষ্ট হন, বন্ধুগণ বিদ্রূপ করে' সঙ্কল্পভ্রষ্ট করেন বিজয়কে—না, বিজয় বিলম্ব করবে না—অবিলম্বে আশ্রয় নেবে সত্য ধর্ম্মের!

অদ্বৈত প্রভুর আজন্ম বিপ্লবী বংশধর উনিশ বছর মাত্র বয়সে ১২৬৭ সালে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা নিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে!—শৈশব-বান্ধব অঘোরনাথও দীক্ষা নিলেন ঐ একই দিনে। ঈশ্বরকে লাভ করাই একমাত্র লক্ষ্য—মানব জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নাই। সমাজের শাসন, জ্ঞাতিবন্ধুর বিরোধ, এমন কি মাতার ক্ষুণ্ণতা পর্য্যন্ত তুচ্ছ বোধ হোল বিজয়ের কাছে—নিয়তি!

না—নিয়তির বশ নয় অদ্বৈত বংশের কূলতিলক! অঙ্গার সহযোগে আগুন হয়ে উঠছে ও, আগুন জ্বালাবে ধর্ম্মরাজ্যে! বিপ্লবের বহ্নিশিখায় ধ্বংস করে দেবে সব গ্লানি—স্থাপন করবে সত্যকে—সত্যময়কে, সত্যাশ্রয়ীকে!

তাই এই ভাঙা-গড়ার বিপুল সমারোহ!

'পঞ্চ-ভাগবত' বলে সহপাঠিরা ঠাট্টা করে। ওরা পাঁচজন—বিজয়, অঘোর, শিবনাথ, উমেশ আর যোগেন। সর্ব্বত্র নিরন্তর নির্য্যাতন চলছে ওদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপর! প্রেমময়কে পেতে হলে তো নির্য্যাতন বরণ করতেই হবে। গোপীদের নির্য্যাতনের কথা ভাবে বিজয়—রস হয়ে উঠে ঘনীভূত—প্রেম হয় পরিপূর্ণ।

পঞ্চ-ভাগবতের দলপতি বিজয় নির্জ্জনে উপাসনা করে আর চারজনকে নিয়ে; অশ্রুজলে আবিল হয়ে ওঠে বক্ষস্থল—পতঞ্জলীর 'ঈশ্বর-প্রণিধান' উপলব্ধি হয় পরমাশ্রয়ের আশ্রয়ে এসে! প্রাণভরে ডাকে,

—এসো দয়াল—এসো! আশ্রয় দাও!

সবই তো হচ্ছে, কিন্তু 'অন্নচিন্তা চমৎকারা, কালিদাসের দিশেহারা।' গুরুগিরি ছেড়ে আয়ের পথ বন্ধ করে ফেলেছে বিজয়, এখন করা যায় কি! একা হলে উপোস দিয়ে না-হয় চলে যেত; পরিবারে অতগুলি লোক—একটা ব্যবস্থা না করলেই নয়। কিন্তু সদুপায়ে অর্থ অর্জ্জনের পন্থা কি? ভাবছে বিজয়—হাসছেন শ্যামসুন্দর। সাত পুরুষের সুনির্দ্দিষ্ট আয়ের পথ অবরুদ্ধ করেছে ও নিজেই—এখন আবার দুঃশ্চিন্তা দেখ না!

—টাকা না দিলে রুগী দেখা হয় না—ওষুধ দেওয়ার তো কথাই নাই···

—বাবু, আপনার পায়ে পড়ছি—চলুন একবার। ছেলেটাকে বাঁচিয়ে দিন···

—না—যাওয়া হবে না—যাও—সরে যাও—

দরজা বন্ধ হয়ে গেল মোড়ের মাথার ঐ ডাক্তারী দোকানটার—ডাক্তারটিও ভিতরে ঢুকে গেলেন। করুণ-কাকুতিমাখা চোখে অভাগা লোকটি ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল বন্ধ দরজাটার দিকে, তারপর ধীরে ধীরে চলে গেল হয়তো তার অর্দ্ধমৃত পুত্রকে মৃত দেখতে।

সমস্ত ঘটনাটা দেখলো বিজয় দাঁড়িয়ে! ওর দাক্ষিণ্য বিগলিত হয়ে উঠছে, কিন্তু কিছুই ও করতে পারে না। ডাক্তারী বিদ্যা ওর জানা নেই!—জানলেই তো হয়; একসঙ্গে অর্থার্জ্জন এবং পরোপকার করা হবে—ব্যস, পন্থা ঠিক হয়ে গেল বিজয়ের।

কিন্তু বাড়ীর মত নিতে হবে—অন্ততঃ মার মত। ডাক্তারী পড়তে যাওয়া অত সোজা নয়। অতি জঘন্য কাজ বলে গণ্য হয় এই ডাক্তারী শেখা তখনকার সমাজে—মড়া কাটা—মলমূত্র ঘাঁটা—ছিঃ ছিঃ! এসব কাজ কি ভদ্রলোকে করে? বিশেষ বিজয়ের মত ভদ্র বংশের ছেলে!

কিন্তু আজন্ম বিপ্লবী বিজয়কে বাধা দেওয়া অত সহজ নয়। ও ঠিক গিরি-নদীর মতন, বাধা পেলে আরও উপচে উঠে, উত্তাল হয়ে উঠে। ডাক্তারী ও পড়বেই, কার সাধ্য ওকে থামায়! চিরকালের একগুঁয়ে!—

সবাই বলল—ভদ্রঘরের ছেলে কেউ যায় না মড়া কাটতে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—আমি যাব—আমিই পথ দেখাব—বিজয় বললো।

দেখাবেই তো! ঐ তো পথ-প্রদর্শক—পরিত্রাতা! কিন্তু মা বললো, —এমন পরম ভাগবতের বংশে জন্মে তুই মড়া কাটবি, মলমূত্র ঘাঁটবি?—

—সেই জন্যই তো ডাক্তারী পড়তে চাই মা—পরম ভাগবতের বংশধরদের উচিত পরের মঙ্গল করা—না হলে কিসের পরম ভাগবত্?

মা জানে—বিজয়কে থামানো যাবে না—তবু শেষ চেষ্টা—বললো,

—তোর সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা?

—উপাধি দরকার নাই মা—নিরুপাধিই থাকবো আমি!

ও নিরুপাধিই তো—ওর আবার উপাধি কি? মা বাইরে সেটা না বুঝলেও অন্তরে বোঝে। ও পুরী থেকে এসেছে—আকারহীন অদ্ভুত এক দারুব্রহ্ম থেকে ওর আবির্ভাব। মা তো জানে—ও নিরাকার—ও নিরুপাধি, ও নিরুপম!

—আচ্ছা, পড় গে যা ডাক্তারী!

বিজয়কে আর পায় কে। মার জন্যই ভয় ছিল। মা মত না দিলে পড়া হোত না ডাক্তারী; কারণ মা—তার ইচ্ছাই 'তাঁর' ইচ্ছা!

মেড়িকেল কলেজে ভর্ত্তি হোল বিজয়। ভদ্রলোকের ছেলেকে ছাত্ররূপে পাওয়া তখন মেডিকেল কলেজের সৌভাগ্য। ফোর্ট থেকে কামান দেগে আনন্দ-বার্ত্তা ঘোষণা করা হোত এ রকম ব্যাপারে। বিজয় সাদরে গৃহীত হোল বাংলা বিভাগে। বাংলায় ডাক্তারী বই নাই; ইংরাজী বই থেকে অনুবাদ করে পড়তে হয়—বিজয়ের আটকায় না। শারীর-বিদ্যা শিখছে; অস্থি, মজ্জা, শিরার সংস্থান—হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া, গর্ভাশয়ে ভ্রূণের অবস্থান—আঃ! কি আশ্চর্য্য কৌশল স্রষ্টার? অবাক হয়ে যায় বিজয়—ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে যায় অন্তর ওর—ভাবে, নশ্বর জড় পদার্থ দিয়ে অবিনশ্বর আত্মার আশ্রম তৈরী করেছেন ধাতা; এই আশ্রমে মনরূপী ব্যক্তিটি বিচিত্র কার্য্য করে' চলে প্রতিনিয়ত। কত কি কলকব্জা রয়েছে! এসব ভাবলে ঘোরতর নাস্তিকও ঈশ্বর বিশ্বাসী হতে বাধ্য হবে—

আকাশ আচ্ছন্ন করে বৃষ্টি নেমেছে—পরিপ্লাবিত হয়ে যাচ্ছে ধরণী—প্রক্ষালিত হচ্ছে ক্লেদপঙ্ক—বিজয় ভাবছে বসে বসে, এমনি করে প্লাবন আনতে হবে ধর্ম্মরাজ্যে—সব পাপক্লেদ ভাসিয়ে দিতে হবে—পরিস্কার করে দিতে হবে মানুষের অন্তর সত্যের সুনির্ম্মল বারিধারায়…কি ভাবে হবে?—ভাবছে বিজয়।…

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
LIBRARY No.......... Shri Shri Anandamayee Ashram BANARAS.

বাড়ীতে বসেই ভাবছিল বিজয় এই সব কথা—আরো কয়েকজন রয়েছেন। নানা রকম ধর্ম্মনীত আর সমাজনীতির কথাই হচ্ছে—বৃষ্টির জন্য কারো কোথাও যাবার যো নাই। সামাজিক ছুঁৎমার্গ আর জাতিভেদের কথা উঠতেই বিজয় বলল,—ঈশ্বরই সব সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সকলের পিতা-মাতা—কাজেই পৃথিবীর সকল পুরুষ-নারীর মধ্যে ভাই-বোন সম্বন্ধই হওয়া উচিত। আমরা নিজেরাই জাতিভেদ তৈরী করে কাউকে পূজ্য-পবিত্র আবার কাউকে অশুচি-অস্পৃশ্য করে রেখেছি—কাউকে পূজা করি, কাউকে বা করি ঘৃণা—ছুঁলে গঙ্গাস্নান করতে যাই। এতবড় অন্যায় আর হয় না। মানবতার বিরোধী এই জাতিভেদ প্রথা। এতে ঈশ্বরকে পিতা বলে বোধ হতে বাধা হয়। সবাই তাঁর সন্তান—সবাই সমান—জাতিভেদ কেন থাকবে!

কথাগুলো সবাই শুনছিল—বাইরে বৃষ্টি, ঘরের মধ্যে বিজয়ের মধুর কণ্ঠের বাণী—বেশ লাগছে সকলেরই; কিন্তু ঐ ঘরের একধারে বসে আছে একটা ছেলে,—বছর এগারো-বারো বয়েস—বলল,

—জাতিভেদ যদি মানো না তাহলে তোমার গলায় পৈতে কেন গোঁসাই? মুখে বলছো, জাতিভেদ মানি না—আর পৈতে গলায় বামনাই দেখাচ্ছো!—ফেলে দাও তো পৈতেটা—দেখি, কেমন জাতিভেদ না মান···

শান্তিপুরের তোখড় ছেলে! ঐ বয়সেই বুদ্ধি দেখনা—বিজয়ের মতন পণ্ডিতকে ঘাবড়ে দিল—যাকে বলে 'চ্যালেঞ্জ' করলো। কিন্তু কথাটা কি ঐ ছেলেটাই বলল, নাকি ওপাশের মন্দিরের ঐ কালো ঠাকুরটি বললেন ওর মুখ দিয়ে? তা নাহলে এত সাহস ঐ পুচ্‌কে ছেলের হয় কি করে? শ্যামসুন্দরই বললেন ঐ ছেলেটার মুখ দিয়ে। বিজয়কে ব্রাহ্ম করে আশ মেটেনি ওঁর—ব্রাহ্মণত্ব থেকেও বিচ্যুত করতে চান—

'বেশ, তাই হোক—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক'—মনে মনে চিন্তা করে বিজয়,—'কোথায় তুমি নিয়ে যাও আমায়, দেখবো'···বিজয় উঠে দাঁড়িয়ে ছেলেটাকে বলল—তুমি ঠিক কথাই বলেছ। পৈতে রাখলেই জাতিভেদ মানা হয়, আর গলায় পৈতে থাকলেই বামনাই ফলাতে ইচ্ছে করে···বলতে বলতে ওর নশ্বর সুন্দর অঙ্গ থেকে উপবীতটা খুলে ফেলে দিল বিজয়।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল উপস্থিত লোকগুলো! আর্য্যরক্ত, আচার্য্যবংশ অবমানিত হল কি না, বিজয় ভেবে দেখলো না; ভেবে দেখলো না, বৈদিক সংস্কৃতির সার রত্ন ঐ উপবীত, ঐ গায়ত্রী মন্ত্র, ঐ সাবিত্রী উপাসনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু এই এগারো বছরের ছেলেটা হয়তো ভয় পেয়ে গেছে বিজয়ের পৈতে ফেলা দেখে। বৃষ্টির মধ্যেই ছুটে অন্তঃপুরে গিয়ে মা স্বর্ণময়ীকে বলল,

—তোমার ছেলে পৈতেটা ফেলে দিল—বলে, জাত মানবো না, পৈতে কেন রাখবো!

—কে? বিজয়?

—হ্যাঁ—বলেই ছেলেটা পালালো—লুকিয়ে দেখতে লাগলো মজা।

স্বর্ণময়ী বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে এলো—কঠোর কঠিন কণ্ঠে বললো,

—বিজয়!—ক্রুদ্ধা জননীর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখে প্রমাদ গণলো বিজয়।

—মা—ভয়ে-ভয়ে সাড়া দিল!

—পৈতে পর—কুলের কলঙ্ক—গোঁসাই বংশের কুষ্মাণ্ড—পৈতে গলায় দে বলছি!

—ওটা গলায় রাখলেই জাতিভেদ মানা হয় মা—জাতিভেদ আমি মানি না।

—তোর বাপ-ঠাকুরদা মেনেছে—তোর সাত পুরুষ মেনে আসছে। তুই কি এমন মহাপুরুষ হলি যে পৈতে ফেলে বেহ্ম হবি—পর বলছি পৈতে!

—ওটা পরা অন্যায় হবে মা···বিজয় সসঙ্কোচে বলে—ভণ্ডামী হবে!

—ভণ্ডামী! তুই একটা ষণ্ড হয়েছিস—এত বড় তোর বাড় যে বামুনের ছেলে—গোঁসাইবংশে জন্মে তুই গলায় পৈতে রাখবিনে!

—মা—শোন—গলায় ঐ দড়িটা না থাকলে কি এমন ক্ষতি হবে?

—তোর গলায় ঐ দড়ি না থাকলে আমিই গলায় দড়ি দিচ্ছি—বলতে বলতে ক্রুদ্ধা স্বর্ণময়ী কূয়োর দড়িগাছটা টেনে নিজের গলায় দিতে যাচ্ছে—বিজয় ছুটে এসে মাকে ধরে বলল,

—থামো মা—থামো—পৈতে পরছি আমি—তোমার চোখে জল দেখতে পারবো না···

ধূলোয় পড়ে-থাকা-পৈতেটা কুড়িয়ে গলায় দিচ্ছে বিজয়; মা হেসে চলে যাচ্ছে; বিজয় বলল,

—দাঁড়াও মা—প্রণাম করি—

ধূলি লুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলো বিজয় মার চরণকমলে—বিপ্লবী পুত্রের লুণ্ঠিত অঙ্গের পানে জননী চাইলো; আশীর্ব্বাদের ধারা মা'র দুই চোখে।

এমন না হলে বিজয়—না, এমন না হলে বিজয়ের মা!

পৈতে ফেলার পর্ব্বটা চুকিয়ে বিজয় কিন্তু ভাবতে লাগলো; ভাবছেই—সত্যই ভণ্ডামী হচ্ছে পৈতে রাখা—সত্যি অন্যায় হয়ে যাচ্ছে। অসত্যের এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রক্ষণশীলতা অতিষ্ঠ করে তুলছে বিজয়কে—বিবেকের বিরুদ্ধে এ যেন বিদ্রোহ। পূজায় মন বসেনা—মনে হয়, বিজয় অসত্যকে গলায় গেঁথেছে—সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মকে কি ভাবে লাভ করবে সে! হৃদ্‌কম্প হয় বিজয়ের—হায় হায় করে ওঠে ওর অন্তর! বন্ধুরা বলে,

—পৈতেটা রইল তো কি হোল—গায়ে তো আর কামড়াচ্ছে না…

—কে বলে কামড়ায় না? কাল সাপের মতন দংশন করে—তোমরা বুঝবে কি! পৈতে রাখলেই জাতিভেদ মানা হয়—উপবীত জাতিভেদেরই চিহ্ন! আমি জাতিভেদ মানি না—

সর্ব্বজাতির সমন্বয় ঘটিয়ে ও ধর্ম্মশ্রী-মন্দিরে ডেকে আনবে মানুষকে; "সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে" প্রতিষ্ঠা করবে সেখানে মঙ্গলঘট—প্রাণ দেবে প্রাণহীন ধর্ম্মমানসে। কিন্তু কোনো উপায় নাই—কিছুই করতে পারছে না বিজয় এখানে! কলকাতায় যাবার অপেক্ষায় দিন গুণছে।

ওর ভালই জানা আছে, শান্তিপুরের মত গোঁড়া হিন্দু—শুচিবায়ুগ্রস্ত ব্রাহ্মণদের মধ্যে থেকে পৈতে ত্যাগ করা সম্ভব নয়; কিন্তু তাতেও দমবার ছেলে নয় বিজয়—ভয় শুধু মা'কে। মা'র চোখে জল ও দেখতে পারে না। নইলে, সত্যরক্ষার জন্য রাম বনে গেলেন—ভীষ্ম রাজ্য ত্যাগ করলেন, চির কুমার থাকলেন—বিজয়ও তার উপলব্ধ সত্যকে পালন করবার জন্য জীবন পর্য্যন্ত দিতে পারে—দেবেও…

কলকাতায় এসেছে—সেই বৃশ্চিক দংশন চলছে উপবীতের—অভিশাপ যেন!—অদ্বৈতবংশে না জন্মালেই কি চলতো না ওর? কেন ও কোনো অব্রাহ্মণের ঘরে জন্মায় নি? ব্রাহ্ম হবার পথে তো তাতে কোনো বাধা হোত না!—কেন ও ব্রাহ্মণ কূলে জন্মালো!

ওর চিন্তাশীল মন ভেবেই চলেছে—হয়তো উচ্চকূলে জন্মগ্রহণ করে ও উচ্চ-নীচের সমন্বয় ঘটাবে—সর্ব্ববর্ণকে সমভূমিতে আনবে, তারই জন্য ওর ব্রাহ্মণকূলে জন্ম!

মহর্ষিকেই একদিন প্রশ্ন করে বসল—দুটি প্রশ্ন,—বলল,

—উপবীত রাখা উচিত কি না?—মাছ মাংস খাওয়া উচিত কি না?

—উপবীত রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য—এই দেখ, আমি উপবীত রেখেছি,—তুলে দেখালেন মহর্ষি গলার পৈতেটা। বিজয় জানে, ব্রাহ্মণ থেকে যাঁরা ব্রাহ্ম হয়েছেন, তাঁরা কেউই পৈতে ফেলেন নি। মহর্ষি বললেন,—মাছ মাংস না খেলে শরীর রক্ষা হয় না! অতএব খেতে হবে, কারণ 'শরীরমাদ্যং খলু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মসাধনম্'—আর মাছি, মশা, ছারপোকা যখন আমাদের মারতেই হয়—তখন খাওয়ার জন্য জীবহত্যায় দোষ কি? ওতো হত্যা নয়—ওতে হিংসাও থাকে না—ওগুলো আহার্য্য।

বিজয়ের মত মিললো না—প্রতিবাদ করতো সে, কিন্তু ঐ দেবেন্দ্রনাথই বিজয়কে পাপপঙ্ক থেকে উদ্ধার করেছেন—সত্য ধর্ম্মের আলোকে এনেছেন। তিনি গুরু—তাই বিজয় চুপ করে রইল! অশ্রদ্ধা তার এলো না মহর্ষির উপর, কিন্তু আপন স্বাধীন মতকেও সে ছাড়তে পারছে না। গুরুর বংশজাত গুরু সে, শিষ্যত্বের সাধনায় এখনো হয়তো সিদ্ধ হয় নি—গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি আসেনি ওর এখনো; মানুষ হিসেবেই দেখে।

গুরুর কথা নির্ব্বিকার চিত্তে মেনে নেওয়াই তো শাস্ত্র-নির্দ্দেশ—কিন্তু ও পারে না। কুণ্ঠা জাগে—উৎকণ্ঠিত হয় ওর মন, কিন্তু বিজয় নিরুপায়। সাধনা না করলে তো শিষ্য হওয়া যায় না—করবে বিজয় সে সাধনা, শিষ্যত্বের সাধনা! একলব্যের মত ওকে শিষ্যত্বের সাধনায় সিদ্ধ হতে হবে। আগে শিষ্য হলে তবে তো আচার্য্য, তবে তো গুরু হওয়া যায়। ওর জন্মগত অধিকার গুরু হওয়া; সেই গুরুতা ব্যবসা ও ত্যাগ করে এল স্বেচ্ছায়। এখন শিষ্য হয়েছে—শিষ্যত্বেরই সাধনা করবে।

আরো কত কি করবে!

শ্যামসুন্দর মুচকী হাসেন আর বলেন,—ছাত্রত্ব আর শিষ্যত্বের সাধনার আগে কালাপাহাড়ী সাধনায় সিদ্ধ তো হয়েছো—বিদ্রোহের আগুন বেশ জ্বালিয়েছ বুকে—এখন কত কি করবে, তার কি লেখাজোখা আছে…

মেডিকেল কলেজের ছাত্রগণ একটা সভা করেছে; নাম 'হিত-সঞ্চারিণী'—বিজয় একজন সভ্য—নিয়মিত যোগ দিতে যায়।

—যা সত্য বলে বুঝবে তা প্রতিপালন করতে হবে—না করলে সেটা পাপ। পাপ—কপটতা—মুখে মনে আলাদা হওয়া ভণ্ডামী—

ভণ্ডামী! হ্যাঁ তাইতো!—বিজয় চমকে উঠলো এই কথাগুলো একজন সভ্যের মুখে শুনে। উঠে দাঁড়িয়ে বলল,

—আমি আপনাদের সামনে আমার উপবীত ত্যাগ করলাম।

—সে কি! কেন!—বিস্মিত বন্ধুগণ প্রশ্ন করলেন চারদিক থেকে!

—পৈতা জাতিভেদের চিহ্ন—আমি যখন জাতিভেদ মানিনা, তখন পৈতা কেন রাখবো? এ ভণ্ডামী আমার সহ্য হয় না!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথাটা গোপন করে রাখলেই চলতো কিছুদিন, কিন্তু গোঁসাই সে ছেলেই নয়—লুকিয়ে ও কিছু করে না। লিখে দিল বাড়ীতে ঃ

"আমি আবার উপবীত ত্যাগ করিয়াছি।"

'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের কী আনন্দ! বিজয় পৈতা ত্যাগ করেছে। বাঃ! এতদিনে একটা কাজের মত কাজ হোল।—হোল তো একটা কাজ, কিন্তু ঐ বিদ্যাভূষণই যখন শুনলেন যে তাঁর ভাগ্‌নে শিবনাথও পৈতে ফেলে দিয়েছে, তখন আর দুঃখ রাখবার ঠাঁই থাকলো না তাঁর—মস্ত এক প্রবন্ধ লিখে ফেললেন 'সোমপ্রকাশে'। কিন্তু বিজয়ের জীবনে ওসব অবান্তর, ঐ প্রবন্ধ আর প্রচারণা। ওর কি যায় আসে, কে কোথায় দরজা বন্ধ করে রইল, প্রভাতকে দেখবে না! সত্য সূর্য্য প্রকাশ পাবেই—কেউ দেখুক আর না দেখুক।

ওর বন্ধু যোগেন বলেছেন—"ও সময় শান্তিপুরের গোঁসাই-বংশের ছেলের পক্ষে উপবীত ত্যাগ যে কি ভয়ানক কাজ, এখনকার লোকে তা ধারণাও করতে পারবে না। কিন্তু ধর্মের জন্য, সত্যপথে চলবার জন্য কোন কাজই বিজয়ের পক্ষে অসাধ্য নয়। ইংরাজি ভাষা বা চাল চলনে বিজয় প্রভাবিত না হয়েও নবযুগের নূতন বাণী শুনেছে। ধর্ম্মের আলোকে, ন্যায়ানুগত সত্যযুক্তির পথে সে চলবেই!"

ঋষি বলেছেন—"পাশ বদ্ধ জীব—পাশমুক্ত শিব"—অষ্টপাশ থেকে মুক্ত হচ্ছে বিজয়—ওর জীবত্ব শিবত্বের পানে এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু জীব ও নয়—ও স্বয়ং শিব। আত্মভোলা—আপনহারা, তাই নিজের শিবত্ব বিস্মৃত হয়ে ও জীবত্বের মহাশ্মশানে সাধনা করতে এসেছে; মৃত সদ্ধর্মের দেহ-শ্মশানে ঐ শব-সাধক সঞ্চার করবে জীবন—তারই এ আয়োজন।

* * *

পৈতে ফেলে পবিত্র বোধ হচ্ছে নিজকে—সত্য জ্যোতি যেন ধুয়ে দিল ওর সর্ব্বাঙ্গ! আঃ, কি আনন্দ! বিজয় বেড়াতে বেরুলো গঙ্গার কিনার দিয়ে। সন্ধ্যার শোণিমা জেগেছে আকাশে। 'সায়াহ্নে শিবরূপা' …মনে পড়ে গেল গায়ত্রী মন্ত্রটা! আজ কি সন্ধ্যায় গায়ত্রী জপ করবে না বিজয়? কেন? গায়ত্রী তো উপাসনা—বেদ মন্থন করে ঋষি বিশ্বামিত্র এই উপাসনা-অমৃত উত্তোলন করেছেন। গায়ত্রী উপাসনা ছাড়বার তো কোনো কারণ নেই! বিজয় ধীরে ধীরে গঙ্গার জলধারায় নামলো। অলকানন্দা আনন্দে করতালি দিচ্ছেন ফেনায়িত তরঙ্গের কলধ্বনিতে;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

……শ্যামসুন্দরের সুমধুর বিদ্রূপ-হাসিটা বিকশিত হয়ে উঠলো সন্ধ্যার সূর্য্যমণ্ডলে !

—ওঁ ভূর্ভুবস্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যাং…ওঁ ওঁ ওঁ…ব্রহ্মমন্ত্রই উচ্চারণ করছে বিজয়। গায়ত্রী তো ব্রহ্ম মন্ত্রই—বিজয় নিত্যদিনের মতই গায়ত্রী জপ করলো। পৈতে ত্যাগ করেছে, কারণ জাতিভেদের চিহ্ন ওটা—কিন্তু গায়ত্রী উপাসনায় তো জাতিভেদ নেই…পরিতৃপ্ত বিজয় প্রণাম জানালো সবিতৃদেবতাকে—বললো, —অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়…হে রুদ্র, তোমার দক্ষিণ-প্রসন্ন মুখে আমাদের পরিত্রাণ করো, পাহি নিত্যং—পাহি ! পাহি ! পাহি !

আনন্দে অশ্রু নেমে আসছে চোখ থেকে। তার সত্য সাধনা সার্থক হোল।—এবার বিজয় নিশ্চিন্তে ব্রহ্ম-উপাসনা করতে পারবে।

"সঙ্গত সভা'—পাঞ্জাবের শিখদের অনুকরণে প্রতিষ্ঠা করেছে কেশব সেন তার কলুটোলার বাড়ীতে ; বন্ধুদের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করে ওখানে। যুবক ব্রাহ্মগণ নিত্য যোগ দেন, অসঙ্কোচে আলোচনা করেন ধর্ম্মের। তারই বাৎসরিক উৎসব হবে—একটা পুস্তিকা এসে পড়লো বিজয়ের হাতে। পড়ছে রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে, "উপনয়নের সময় উপবীত গ্রহণ করিবেন না" লেখা ঐ পুস্তিকায় ; চমৎকার কথা তো !—বিজয় চললো কলুটোলায় ঐ সঙ্গতসভায় যোগ দিতে ! ঐ পুস্তিকায় লেখা রয়েছে—'প্রচলিত রীতিনীতির দিকে দৃকপাত না করিয়া আপন বিবেকের অনুবর্ত্তি হইয়া প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়াই এই সভার সভ্যদের কাম্য'…সুন্দর লিখেছে !

বিজয় অপরিচিত, স্বল্প-পরিচিত—তাই কখনো ব্রাহ্মানুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ পায় না—তা বলে অভিমান করে বসে থাকাও তো চলে না ! ব্রহ্ম নাম শোনা, ব্রাহ্ম-ভ্রাতাদের সঙ্গে মেলামেশা, এসব তো করতে হবে। বিজয় অনাহুত হয়েই চলে গেল কেশবের বাড়ী ! জহুরীর কাছে জহরৎ কি লুকিয়ে থাকতে পারে—নাকি অয়স্কান্ত আপন আকর্ষণ-শক্তি গোপন করতে পারে ? কেশব বিজয়কে দেখেই বুঝলো,—অয়স্কান্ত।

পরিচয় হতে হতেই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব……প্রাণের টান যেন দুজনকে বেঁধে রেখেছে কত কাল থেকে ! অগ্নিহোত্রী অগ্নিকে পেয়েছে যেন !

আলাপে আলোচনায় অমৃত উৎসারিত হয় ; ওজস্বিনী বাণীতে চমকিত হন—চমৎকৃত হয়ে যান সঙ্গত-সভার সভ্যবৃন্দ। বিজয়ের করুণা-ঝরা মুখ থেকে উচ্চারিত হয়,—তুমি এতো বিরাট, এতো বিশাল, এতো বিচিত্র ! কেশব, তুমি যেন এক মহাবিস্ময় !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—সমুদ্র হয়ে হিমালয়কে দেখছো নাকি হে বিজয়? কেশব হেসে বলে—পৃথিবীর তিনভাগ অধিকার করে আছে যে, তার থেকে বিস্ময়ের কিছু আছে নাকি?

—তোমায় মতন আশ্চর্য্য ঈশ্বর-প্রেম দেখিনি কখনো……

—বিলক্ষণ! তোমার মত সত্যজ্যোতি কোনো দিন চোখে পড়ে নি আমার।

ওরা হরি-হর। ওরা কে কাকে বড় করবে? নিজেরাই হাসে নিজেদের রসিকতায়! কিন্তু এই দুইয়ের মিলনতীর্থে স্নান করবে যারা, তারা তখনো কাদা মাখছে; পরস্পরের গায়ে ছিটুচ্ছে কাদা-জল। কলঙ্কিত করে তুলছে ধর্ম্মের পবিত্র পূজামণ্ডপ!

কে আসে ধর্ম্মকথা শুনতে! কয় জন? প্রায় সকলেই তো বহির্মুখ-বৃত্তিতে ব্যস্ত! বিষয় আর বিলাসেই মগ্ন!

করুণাময়ের ধারা বয় নয়নে। কেঁদে ফেললো গোঁসাই—এর কি প্রতিকার নেই? মানুষকে ধর্ম্মকথা শোনাবার কি প্রশস্ত পথ নেই কোনো? ধর্ম্ম বৃহত্তম ব্যাপার। তাকে ব্রাহ্ম-মন্দিরের এই ছোট গণ্ডীতেই আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে নাকি?—

—না—বিজয় উত্তেজিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলো—না—কখনো না!

প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো বিজয়—বিখ্যাত রাজপথ, কলেজ ষ্ট্রীট…হাজার লোক মিনিটে হাঁটে সে পথে। বিজয় উদাত্ত কণ্ঠে আরম্ভ করলো বক্তৃতা। ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার সত্য আর উপাসনার আবেগময় প্রকাশ ওর কণ্ঠে। দাঁড়িয়ে গেল রাস্তায় মানুষ—শুনছে! কেউ কোনো দিন এভাবে তো ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করে নি—কে এ, কে এই যুবকটি! কি সৌম্য, কি শান্ত, কি সুন্দর ওর মূর্ত্তি—কি সহজ সরল সত্যের বাণী ওর কণ্ঠে! অন্তর-দ্বার খুলবার সোনার কাঠির সন্ধান যেন ও জানে,—জানে।

মুগ্ধ হয়ে শুনলো নব্যগণ, সভ্য জনসাধারণ—ব্রত পূজা উপবাসের আনুষ্ঠানিকতায় যে আন্তরিকতা ওরা খুঁজে পায় নি—পথে দাঁড়িয়ে তাই আজ পেল ওরা—পেল শান্তি—পেল আনন্দ! পেল ভগবানের দরজায় যাবার একটা প্রশস্ত পথ, ভক্তির শ্যাম শষ্পে যে-পথ ছেয়ে আছে—মুক্তির তরু-মহিমায় যে-পথ ছায়া-শীতল! অনুষ্ঠান নাই, আড়ম্বর নাই—অন্তরের আবেগ দিয়ে শুধু উপাসনা, শুধু ডাকা। চোখের জলের অর্ঘ্য দিয়ে শুধু বলা,—'হে দয়াল, দয়া কর!'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গতানুগতিক আচার-সর্ব্বস্ব সংস্কার-জড় একটা বদ্ধ জলাশয়ের বাঁধ যেন কে ভেঙে দিল ওদের! চিন্তার স্বাধীনতার সঙ্গে ধর্ম্মানুশীলনের স্বাধীনতা পেয়ে ওরা ঈশ্বর লাভের পথে আত্ম-নির্ভর হয়ে উঠছে।

দলে দলে লোক শুনতে আসে বিজয়ের বক্তৃতা।

প্রেসিডেন্সি কলেজের দরজায় অনন্ত মানব-স্রোতের কতখানিই বা ধরবে! বিজয় বাড়িয়ে দিল কাজের ধারা-গঙ্গা। কলকাতার আশে-পাশে চললো বক্তৃতার বিজয়াভিযান। বিস্মিত হয়ে শোনে সব—এগিয়ে আসে ওর পানে—অন্তরের প্রণতি নিবেদন করে যায় সেই চিত্তচোর বাণী-বাঁশরীকে।

কিন্তু একবার বাড়ী যেতে হবে। মার জন্য যেন বড়ই উদ্বেগ বোধ করছে বিজয়—আর, কে জানে, ঐ জন্মযোগী সর্ব্বত্যাগীর অন্তরে একটি দশ বৎসরের বালিকার ছলছল দুটি নয়ন-প্রদীপের কথাও জেগেছিল কি না!

বিজয় বাড়ী রওনা হোল।

স্বর্ণময়ীর বিলাপ শুনে ছুটে এল পাড়া প্রতিবেশী—ব্যাপার কি?

—পত্র এসেছে নাকি বিজয়ের? কি খবর? শরীর ভাল আছে তো তার? নাকি আর কিছু?

—আবার বিয়ে-টিয়ে করেছে নাকি?

—খিরীষ্টান হয়ে গেল নাকি গো?

—পুলিসে ধরলো? জাল জোচ্চুরি কিছু করেছে নাকি?

প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছেন আত্মিয়গণ। মা স্বর্ণময়ী ধুলোয় লুটিয়ে কাঁদছে—আর্ত্ত আকুল কণ্ঠস্বর। হোল কি ওর? বিজয়ের মারাত্মক কোনো অসুখ নয় তো? চিঠিখানা ঐখানেই পড়ে আছে। একজন কুড়িয়ে নিয়ে দেখলো—উস! সর্ব্বনাশ!

—কী ব্যাপার?—প্রশ্ন হোল চতুর্দ্দিক থেকে।

—বিজয় আবার পৈতে ফেলে দিয়েছে—গোল্লায় গেল ছেলেটা। ছিঃ!

—অ্যাঁ—গোঁসাই বংশের ছেলে, পৈতে ফেলে দিল!

—অমন ছেলেকে বাড়ী ঢুকতে দিও না—

—ওর কুশপুত্তূল করে দাহ করা উচিৎ……

—ওকে ত্যজ্য পুত্র কর তুমি—ওর বাড়ী ঢোকা বন্ধ কর—ওর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নাই আর আমাদের—গোঁসাইকূলের কুলাঙ্গার……

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বর্ণময়ীর সোনার দেহ ধূলোয় ধূসর হয়ে উঠলো! কি যে বলছে, ঠিক নেই; মাথাটা নষ্ট হয়ে গেল নাকি ওর? একবার এর কাছে গিয়ে বলে—কি হবে? কি করবো? আবার ওর কাছে গিয়ে বলে—তোমরা বিজয়কে বোঝোও—একি সর্ব্বনাশ করলো গো! তখুনি শ্যামসুন্দরের অঙ্গনে এসে লুটিয়ে পড়ে—ঠাকুর—ঠাকুর—এ কি করলে!

মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ!—আকাশ আকুল হয়ে উঠছে অশ্রুবাষ্পে; পাড়া-পড়শীরা মজা দেখছে—আত্মীয়রা সুযোগ সন্ধান করছে, কি-ভাবে বিজয়ের ধনসম্পত্তিটুকু অধিকার করা যায়! মহা হুলস্থূল ব্যাপার।

শ্যামসুন্দর মিটিমিটি হাসছেন। সাংঘাতিক লোক এই শ্যামসুন্দর! মানুষ যখন সর্ব্বহারা হয় তখন তিনি বেশী করে হাসেন! স্বর্ণময়ীর হাহাকার ওঁর কাণে হরিধ্বনির মত মিষ্টি লাগছে! চমৎকার এই শ্যামসুন্দর!

কান্নায় কিন্তু কৈলাসধাম কেঁপে উঠলো—জগৎপাবনের জন্মদাত্রীর বেদনার অশ্রু ব্যাকুল করে তুললো মহেশ্বরকে—কাছের শ্যামসুন্দর হাসছেন, কিন্তু দূরের শিব সামনে এসে দাঁড়ালেন জটাজুটমণ্ডিত গৈরিকধারী সন্ন্যাসীর মূর্ত্তিতে; স্বর্ণময়ী অবাক চোখে চেয়ে দেখলো। সন্ন্যাসী বললেন,

—তুই কাঁদছিস্ কেন মা? তোর ছেলে তো সামান্য নয়? সে কে, তা তো তুই জানিস! সে সর্ব্ব সংস্কারমুক্ত শিব; সে পাপপুণ্যের অতীত দেশের পুরুষোত্তম! আনন্দবাজারের প্রসাদ নিয়ে সে পুরীধাম থেকে এসেছে আচণ্ডালে বিতরণ করতে—তার জন্য তোর ভাবনা কি! ঐ পৈতাত্যাগী পাবকের আবির্ভাবে গোঁসাইবংশ ধন্য হয়ে গেছে—ঐ পাবনের আগমনে পরিত্রাণ পাবে নরলোক। নারায়ণকে নররূপে দেখে ভুল করিস নে মা—কুয়াশার আড়ালে রয়েছে আলোকময়ের দিব্য জ্যোতি!

স্বর্ণময়ী স্বপ্ন দেখছে না তো! সত্য সত্যই শিবস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় এক সন্ন্যাসী! কিন্তু তিনি চলে গেলেন যে! স্বর্ণময়ী ত্বরিতে উঠেই বাইরে গিয়ে আর তাঁকে দেখতে পেলো না—কে জানে, সত্যি সন্ন্যাসী এসেছিলেন, নাকি আবেগে উদ্বেগে ভুল দেখলো স্বর্ণময়ী!

আশ্চর্য্য! বিজয়ের আবির্ভাবের কথা মা ভুলে গেলো। ভুলে গেলো 'খড়িধোয়া' গোঁসাইয়ের বুকে হেঁটে পুরী গমন—ভুলে গেলো ওর নিজের উদরে জ্যোতির্ম্ময়ের প্রবেশ—সূর্য্যের প্রতি কিরণলেখায় নারায়ণের দুর্ল্লভ দর্শন—অঞ্চল ধরে বালগোপালের টানাটানি! সব ভুলে গেলো মা স্বর্ণময়ী! শ্যামসুন্দর ভুলিয়ে দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কত কি আলোচনা চলছে শান্তিপুরের সর্ব্বত্র—ঐ একটামাত্র বিষয়—বিজয় পৈতে ছেড়েছে! এরকম আদর্শকে কিছুতেই শান্তিপুরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। ওকে 'একঘরে' করে লাভ নেই; তাড়িয়ে দিতে হবে এখান থেকে…

মা শোনে—কাণে আসে তার এসব আলোচনা; খবর পায় সব ষড়যন্ত্রের—নিরুপায় জননীর নিশ্বাসটা উষ্ণ হতে উষ্ণতর হয়—উষর হয়ে ওঠে অন্তর-ভূমি!

—আসুক বিজয় বাড়ী—তাকে যেমন করে হোক পৈতে পরাতে হবে—ভাবে আর কাঁদে—কিন্তু আশঙ্কা হয়, একবার পরিয়েছিলো, আবার যখন ছেড়েছে তখন কি আর পরবে বিজয় পৈতে? হায় হায়, বামুনের ছেলে—গলার পৈতে ফেলে দিল—কে জানে, আরো কি করছে!

শান্তিপুর সরগরম! বিজয় বাড়ী আসছে, শুনেছে ওরা—তাকে কি ভাবে তাড়ানো হবে দেশ থেকে, তারই আলোচনা চলছে—জুতোপেটা করে, নাকি জুতোর মালা পরিয়ে!

—দুই রকমই হোক না—একদল মত প্রকাশ করলেন

—হ্যাঁ—ও দুটোই হওয়া উচিৎ…

—ওর সঙ্গে মাথাটা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দিতে হবে…বললেন জনৈক।

—অত-শতর দরকার কি—একেবারে সাব্‌ড়ে দিলেই হয়—কে যেন আস্তে বলল। তৎক্ষণাৎ আওয়াজ উঠলো—এই চুপ চুপ—বিজয় আসছে।

এসে অবাক হয়ে গেল বিজয়—তার অভ্যর্থনার আয়োজন নাকি? হ্যাঁ—তাই তো। গালাগালির স্তোত্র-মন্ত্র, ধূলো-বালির ফুল বেলপাতা, মলমূত্র ছুঁড়ে দেওয়ার নৈবেদ্য! এই তো প্রাপ্য ওর—শিবকে তো গরলই খেতে হবে! নইলে ও শিব কেন? ওর মহিমা কোথায়?

একি সঙ্ঘাত-সঙ্কুল জীবন-যমুনা! একি উপল-প্রতিহত আবর্ত্ত! একি তরঙ্গোচ্ছল ফেনপুঞ্জ!

কিন্তু এ তো জীবন নয়, জীবের সর্ব্বশেষ আশ্রয়-সিন্ধু! পরা-পারাবার!

স্বর্ণময়ী আবির্ভূত হলো—হাতে গ্রন্থি দেওয়া উপবীত; বললো,

—আগে পৈতে পর—তারপর বাড়ী ঢুকবি—

—মা—পৈতে আমি অনেক ভেবে-চিন্তে ত্যাগ করেছি—আর পরতে পারবো না।

—বিজয়!—মা কাঁপছে ক্রোধে-কারুণ্যে-ক্রন্দনে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—তোর পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবো আমি বিজয়—দেখি তুই কেমন ছেলে··· স্বর্ণময়ী সত্যিই লুটিয়ে পড়লো বিজয়ের পায়ে।

পরম-জননী পদপ্রান্তে! হাহাকার করে উঠলো বিজয়ের অন্তর-চৈতন্য! অজ্ঞান হয়ে গেল বিজয়—আত্মসম্বিৎ অবলুপ্ত করে দিল।

পাথর হয়ে গেল নাকি পুরীর দারুব্রহ্ম

স্বর্ণময়ী বিবর্ণ হয়ে গেছে—ভয়ে-ভাবনায় বুকের রক্ত হিম হয়ে আসছে ওর—হু হু করে চোখের জল নামছে গণ্ড বেয়ে—কি করবে! কি করে বাঁচবে বিজয়!

বাঁচবে, যদিও না-বাঁচাই ওর উচিত ছিল এই নরলোকের নরককুণ্ডে! কিন্তু ও পরিত্রাতা—এ সব পাঁক দেখে চলে গেলে ওর চলবে কেন? পঙ্ক থেকে পঙ্কজের জন্ম দিয়ে তবে ও যাবে—যে পঙ্কজ সূর্য্যের পানে চেয়ে থাকে—সত্যের পানে চেয়ে থাকে—চেয়ে থাকে সৌরভের অর্ঘ্য নিয়ে সুন্দরের চরণ বন্দনা করতে!

বিজয় চোখ মেলে উঠে বসল! ধীরে ধীরে বলল মাকে,

—অসত্যকে আমি গলায় গাঁথবো না মা—আমাকে যদি আবার পৈতে পরতে হয়, তাহলে এ জীবন রাখবো না আমি। কোন্‌টা চাও বল, আমার জীবন—না তোমার এই দেশাচার?

—না বাপ আমার—না, আর তোকে আমি পৈতে পরতে বলবো না। তুই বেঁচে থাক—আমি মনে করবো, তোর পৈতে হয়নি! পৈতে না নিয়ে তুই বেঁচে থাক—

নিশ্চিন্ত হয়ে গেল বিজয়। আর কাউকে সে ডরায় না—আর কেউ ওকে সত্যাচার থেকে সরাতে পারে না। শুধু এই মার কাছেই যা ভয় বিজয়ের। বিজয় উঠে মার পা দুটি মাথায় নিয়ে চোখের জল দিয়ে ধুয়ে দিল—বলল—তুমি কিছু বলো না মা; আর কেউ আমাকে সত্যের পথ থেকে ভ্রষ্ট করতে পারবে না!

—না—বাবা—আমি আর কিছু বলবো না—তুমি সত্যাশ্রয়ী হও—সত্যময় হয়ে থাকো!

আনন্দের হাসি হাসলো বিজয়—মার আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হবে না কখনো।

শান্তিপুর কিন্তু অত সহজে ওকে রেহাই দেবে না—চললো চক্রান্ত গোঁসাইয়ের বিরুদ্ধে। চক্রান্তকারীদের নেতা স্বয়ং ব্রজগোপাল—অগ্রজ বিজয়ের!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ত্ত্যের মানুষের স্বভাব আর কি! চক্রধারীর বিরুদ্ধেই চক্রান্ত করে ওরা!

"শান্তিপুরে তোমার প্রতিষ্ঠা হবে না, আমার বংশে জন্ম নিয়ে তোমাকে বিতাড়িত হতে হবে"……অভিশাপ দিয়েছিলেন অদ্বৈত ঠাকুর—ফলছে নাকি এত দিনে!

পথে বেরুবার উপায় নাই……কেউ গাল দেয়, কেউ ধুলো-বালি ছুঁড়ে দেয়—কেউ বা মারতে আসে; আরো কত কি—গায়ে গুড় ঢেলে বোলতা লাগিয়ে দেয়—গোবরগোলা জল ঢেলে দেয়—শেষে ছেঁড়া জুতোর মালা গেঁথে পরিয়ে দিল ওর গলায়! এসব দেখে মা কাঁদবেন, ভেবে, বিজয় গঙ্গাস্নান করে কাপড় কেচে বাড়ী ফেরে। শান্তিপুরের সর্ব্বজনপ্রিয় বিজয়ের দুর্দ্দশাটা দেখবার মত! কিন্তু আশ্চর্য্য হবার কি আছে? অবতারের অদৃষ্টে অপমান-লাঞ্ছনা ঘটবেই। যদিও অদৃষ্ট ওর কিছু নাই, ও স্বয়ং দৃষ্টাদৃষ্টের স্রষ্টা—তবু এসব ঘটবে ওর নরলীলায়! এগুলো তো ঘটনা নয়, অঘটনও নয়—এগুলো মানবদেহরূপ ঘটাকাশের মহাকাশে মিলিয়ে যাবার ইঙ্গিত। ইঙ্গিত, তাই অস্পষ্ট—অনেক দিন পরে এর অর্থবোধ হয়। অবতারদের অত সহজে বোঝা যায় না—বিজয় আবার তাতে আত্মবিস্মৃত।

এই বিদ্বেষীদের বিষ হরণ করতে হবে ওকে, তাই নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে অপমানের অগ্নিকুণ্ডে! চক্রান্ত চরমে উঠলো—প্রকাশ্য সভা ডাকলেন শান্তিপুরের সনাতনীরা—ঐ সভায় বিজয়কে জাতিচ্যুত, সমাজচ্যুত সাব্যস্ত করে বিধর্ম্মী এবং বিষপুত্র আখ্যায় অভিহিত করলেন ওঁরা।

অমৃতময়কে 'বিষপুত্র' নাম দিলেন—কিন্তু এতেও শান্তিপুর শান্ত হয় না। কয়েকজন মাতব্বর ওকে ডেকে বলে দিলেন,

—তুমি শান্তিপুর ছেড়ে চলে যাও—নইলে তোমার আদর্শে অনেকেই প্রভাবিত হতে পারে। এখানে তোমায় আমরা থাকতে দেব না।

আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে যিনি ধরায় আবির্ভূত, তাঁরই স্পর্শে ওঁদের ভয় জাগলো। হরিনাম শুনে কংসের অবস্থা আর কি!

শান্তিপুরে একটি ব্রাহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা বিজয়ের—অসংখ্য হিন্দু, গোঁড়া ভক্ত—দেবদেউল আর দেবমূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ এই শান্তিপুরে নিরাকার ব্রহ্মের ভজনালয় স্থাপন অত সোজা নয়—কিন্তু অঘটন ঘটলো, অত গোলমালের মধ্যেও সে কাজটা হয়ে গিয়েছিল সেই বছরই—বিজয়ের আয়োজন-উপাদানের ভিত্তিতেই!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 4/333
Shri Shri Anandamayee Ashram
BANARAS.

অব্যক্ত মাধুর্য্য

শ্রীরাধা-শ্যামসুন্দর

শান্তিপুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.........
BANARAS

মাতব্বরদের কথা মানতেই হবে! তখনকার সমাজপতিরা কি চিজ, তা সমাজেতিহাসের পাতায় রক্তাক্ষরে লেখা আছে। মানতেই হোল বিজয়কে এই শাসন, অর্থাৎ, সে মেনে নিল এই নির্ব্বাসন।

চললো বিজয় জন্মভূমি ছেড়ে; সঙ্গে ছায়ানুগামিনী সীতা যেন শ্রীরামের সঙ্গে! দশ বছর মাত্র বয়স মায়ার—পরিষ্কার কণ্ঠে বলল,

—আমার স্বামীর যা গতি আমারও তাই গতি—বনে হোক, বিজনে হোক, আমি সঙ্গেই যাব—

ওর মাকেও সঙ্গে নিতে হোল—নইলে ঐ দশ বছরের মেয়েকে দেখবে কে? মুক্তকেশীও চললেন সঙ্গে। অনেকটা দূরে এসে বিজয় একবার পিছনে তাকিয়ে দেখ্‌লো—তার সাধের শান্তিপুর নয়নের আড়ালে নির্ব্বাণ লাভ করছে—শ্যামসুন্দরের মন্দিরের চিহ্নও আর দেখা যায় না—যাক্, নিশ্চিন্ত! বিজয় মুখ ঘোরালো সামনের দিকে; অতঃপর সম্মুখেই ওর হবে গতি—নদীর মত, নির্ঝরের মত।··

না! না! না! ওর গতি নিম্নাভিমুখী কেন হবে! ও তো সলিল-ধর্ম্মী নয়—ও যে অগ্নিধর্ম্মী! ওর গতি উৰ্দ্ধপানে, আকাশ পানে—অনন্তের পানে! চোখের জলটা গড়াবার আগেই আটকে গেল চোখের কোণায়,—শুকিয়ে গেল অন্তরের উত্তাপে—অন্তর্মুখীন হয়ে গেল অচ্যুতানন্দের অশ্রু-অগ্নি!

আবার কলকাতায়—ভগবান মাত্র ভরসা; বালিকা বধূ মায়া আর শাশুড়ী মুক্তকেশীকে নিয়ে বাসা করলো বিজয়—যা হবার হবে! সত্যের জন্য সব লাঞ্ছনাই সহ্য করতে প্রস্তুত সে; প্রহ্লাদের মতই সে সাধনা করবে সত্যের! ধ্রুবের মতই ধ্যান করবে সত্যের—সুন্দরের!

বন্ধুদের সঙ্গে দেখা—বাল্যবিবাহ-বিরোধী ব্রাহ্মগণ অবাক হয়ে গেলেন দশ বছরের বধূ মায়াকে দেখে। শিবনাথ প্রশ্ন করলেন,

—ইনি তোমার কে হন?—বিজয়ের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখালেন।

—উনি আমার 'আর্য্যপুত্র' হন—জবাব দিল মায়া তৎক্ষণাৎ।

হাসির হিল্লোল বয়ে গেল বন্ধুদের মধ্যে—কিন্তু কেউ ভাবলো না ঐ 'আর্য্যপুত্র' কথাটার মধ্যে আর্য্যনারীর পতিপরায়ণতার ইতিহাস—পতির জন্য আত্মবিলোপের কাহিনী। না ভাবুক, যোগমায়া জীবন দিয়ে সেই সত্য প্রমাণ করে যাবে—তাই ও এসেছে।

৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামীর সর্ব্বাঙ্গীন সম্পূর্ণতা ঘটিয়ে ও চলে যাবে পৃথিবী থেকে, ছায়া হয়েও ওর স্বামী-সূর্য্যকে আড়াল করবে না!···

কিন্তু অসামান্য প্রগতিবাদী ব্রাহ্ম-সমাজে এসেও মায়া পাড়াগাঁয়ের জঙ্গুলে ভূত হয়ে থাকবে—একি হতে পারে? কয়েক দিনের মধ্যে ওকে 'মডার্ণ' করবার চেষ্টায় লাগলেন সব বন্ধুগণ! রঙিন শাড়ী আর হাইহিল জুতোর জৌলুষে মায়া যতক্ষণ ব্রাহ্মমন্দিরের বারান্দা আলো না করছে, ততক্ষণ ওঁদের আশ মিটবে না। পুঁথি-পত্তর কিনে ওকে পড়াবার চেষ্টাও চলছে!

বিজয় দেখে আর হাসে! ও যেন জানে, মায়াকে মডার্ণ করা যাবে না—ও সেই আদিকালের সনাতনী সতী, স্বামীনিন্দা শুনেই যে দেহপাত ঘটিয়ে দিল! জেনেও বিজয় বলে না কিছু বন্ধুদের।

অত্যন্ত লাজুক মেয়ে মায়া—কারো সঙ্গে কথাই বলতে চায় না। বসন-ভূষণ থেকে লজ্জাকেই ও দামী ভূষণ মনে করে—মডার্ণ হওয়া থেকে স্নেহ-দয়া-মায়া-মণ্ডিত মেয়ে হওয়াই ওর ইচ্ছে—মহিলা না হয়ে মা হতে চায়!

—হিংসা কাকে বলে?—প্রশ্ন করলো কেশব। মায়ার পরীক্ষা হচ্ছে।

—হিংসা কে? বাড়ী কোথায়? আমি তো জানি না!—মায়া জবাব দিল।

হাসবে, না কাঁদবে বিজয়ের ব্রাহ্ম-বন্ধুগণ! হিংসার নামই শোনে নি মায়া! কেশব ওকে ভালভাবে হিংসার অর্থ বোঝাবে—বাধা দিল অঘোর, বললো,

—হিংসার সংস্কার যার নাই তাকে ওর অর্থ বোঝালে অনিষ্ট করা হবে কেশব—ঐ সারল্যের মূর্ত্তিমতী দেবীকে ওসব দিব্যজ্ঞান দিও না তুমি।

থেমে গেল কেশব, কিন্তু ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান তো ওকে দিতেই হবে! চললো উপদেশ বর্ষণ—নিরাকার ঈশ্বর সম্বন্ধে কত রকম কথা সব বলে ওরা মায়াকে। মায়া কিছুই বুঝতে পারে না। চুপচাপ শুনে যায়। ঈশ্বর সাকার না নিরাকার, এ নিয়ে ওর মাথাব্যথা নেই! কিন্তু বিজয় ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা নিয়েছে, তার যথেষ্ট মাথাব্যথা রয়েছে পত্নীকে ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান দেবার জন্য! শীতের রাত্রে বিজয় প্রশ্ন করলো,

—ঈশ্বর কেমন?—বলতো—প্রশ্নটা করেই বিজয় তাকালো ওর পানে।

—ঈশ্বর গোলাকার পাথরের মতন···বলে মায়া মুখ নামালো।

—অ্যাঁ···আঁৎকে উঠলো বিজয় ওর অজ্ঞতা দেখে। নিরাকার শালগ্রামের নিত্য সত্য বাণী-বর্ণনার ব্যঞ্জনা বুঝতে চাইল না বিজয়। এতো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে বোঝানোর পরেও মায়ার এই কথা? এত অজ্ঞতা! রাগ হবে না তো কি হবে! বিজয় ঘটির জলটা ঢেলে দিল মায়ার গায়ে!

কাঁপছে মায়া!—ভয়ে? নাকি শীতে? নাকি ভয়হারিণী দশ-মহাবিদ্যার একাদশ রূপ ওটা—কমলার পরে 'কম্পিতা!' এতোটুকু উঃ করলো না মায়া—নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভিজে কাপড়ে। বিজয় আবার বোঝাচ্ছে,

—ঈশ্বর নিরাকার! তাঁর কোনো আকার নেই…

—ওরও তো আকার নেই—শালগ্রাম তো গোল…ওর শোয়া-বসা-দাঁড়ানো সব সমান…

—হলেও ওর আকার আছে, ওজন আছে; ওকে ছোঁয়া যায়, স্নান করানো যায়, পূজো করা যায়—নিরাকার ব্রহ্ম সত্য স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ!

—হোক-গে! আমার ব্রহ্ম সাকার—

—কে তোমার ব্রহ্ম?

—তুমি…

নির্ব্বাক হয়ে গেল বিজয়—নিশ্চুপ হয়ে গেল!—রাগবে? নাকি হাসবে? নাকি ঐ মায়ারূপিণী মহামায়ার চরণতলে পড়ে গড়াগড়ি যাবে ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণ? নিরাকারের আকার কল্পনাই শুধু ওর অপরাধ নয়—একেবারে হাত-পা ওয়ালা মানুষকে ব্রহ্ম ভাবা ··ওঃ! কিন্তু রাগ করতে গিয়ে হেসেই ফেললো বিজয়—বলল,

—যাও—কাপড় ছেড়ে শোওগে যাও ওঘরে—

মায়া নিঃসাড়ে চলে গেল। ওর নৈকট্যের উষ্ণতাকে উপেক্ষা করলো বিজয়। শূন্য ঘরে একা শুয়ে মায়া নিরাকার ব্রহ্মকে উপলব্ধি করুক—এই হয়তো বিজয়ের উদ্দেশ্য। মায়ার বুক জুড়ে যে বিজয়রূপী ব্রহ্ম রয়েছে, মায়া-বিযুক্ত বিজয় সে কথা বুঝবে কেমন করে?

শক্তিহীন শিব তো শব!—

বুঝতেই হোল শেষ তক্—সে অবশ্য অনেক পরে—অনেক বেনো জলে ডুবে—অনেক ঘোলা জল গিলে। মায়ার সমাধি-মন্দিরে নতজানু হয়ে ওকে স্বীকার করতে হোল—'মর্ত্ত্যের মহাসতী, এতো ঘুরে, এতো সাধনা করেও যে-ব্রহ্মকে আমি আজও জানতে পারলাম না—নারায়ণজ্ঞানে শুধু স্বামী সেবা করেই তুমি সেই পরম পদ লাভ করলে, পরম ব্রহ্মাণী হলে—আমার অযুত প্রণতি গ্রহণ কর।…'

কিন্তু সে আর এক কাহিনী!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলকাতায় এসে এবার বিজয় আরো ভাল করে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করলো; তার সঙ্গে মেডিকেল কলেজে পড়াও চলছে! কলকাতার আশে পাশেও বক্তৃতা করে বিজয়; ওর ওজস্বিনী ভাষার আবেগে শ্রোতার অন্তর ব্যাকুল হয়ে ওঠে অজানাকে জানবার জন্য—; ওর বাণীযজ্ঞের হোমকুণ্ডে অনেকেই এসে আহুতি দিলেন—ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করলেন।

চিবার্স সাহেব মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ। এক ছাত্রকে ওষুধ চুরির অপবাদে পুলিশে দিলেন আর সমস্ত বাঙালী জাত্‌কে বললেন—অসভ্য! ছোটলোক!

বিজয়ের শেষ পরীক্ষা আসন্ন; কিন্তু বাঙালী জাতি সম্বন্ধে সাহেবের এই অপমানকর উক্তি নিঃশব্দে সয়ে যাবে, বিজয় সে পাত্রই নয়! নেতা সে ছাত্রদের। সবাইকে ডেকে কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এল—তারপর গোলদীঘিতে সভা করে প্রতিবাদ জানালো; দাবী করলো, সাহেবকে ঘাট্ স্বীকার করতে হবে।

সভা করে প্রতিবাদ জানানো বা ঘাট্ মাঙবার দাবী জানানো ব্যাপার তখনো দেশে চালু হয় নি—বিজয়ই প্রথম আরম্ভ করে দিল অসহযোগ! এই অসাধারণ দুঃসাহস কেউ ভাল চোখে দেখে না—'সাহেব জাত—রাজার জাত; যা বলেছে, বলুকগে'—এই রকমই ভাব অনেকের। বিজয়ের দল বিদ্যাসাগরের কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করলো। বিদ্যাসাগর অতশত না ভেবেই বললেন, —ছেলেমানুষী কাণ্ড! যাও, সব পড়াশুনো করগে।

—আমাদের কি কোনো রকম জাতীয় মর্য্যাদা নেই?—বিজয়ের বুকটা রোষে ক্ষোভে ফুলছে—সারা বাঙালী জাতকে সাহেব অসভ্য, ছোটলোক বলবেন—একি সহ্য করা উচিত? আমরা ব্যক্তিগত অপমানের প্রতিকার করতে আসিনি আপনার কাছে—এ জাতির অসম্মান—জন্মভূমির অসম্মান!

—তাই নাকি?…বলতো সব ব্যাপার!

ঘটনাটা আদ্যোপান্ত বললো বিজয়—বুঝিয়ে দিল, সাহেব বাঙালীর জাতীয় মর্য্যাদায় আঘাত করেছেন। বিদ্যাসাগর সব শুনে বললেন,

—আচ্ছা—তোমরা যাও এখন—আমি খবর নিচ্ছি—বলে বিদ্যাসাগর ওদের বিদায় করলেন কিন্তু ঐ আশ্চর্য্য ছেলেটির তেজস্বিতা, নির্ভীকতা আর জাতির প্রতি দরদ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি! কেমন একটা আশ্চর্য্য স্নেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জেগে উঠলো ওর প্রতি। কোথায় যেন দেখেছেন ছেলেটিকে—ভাবছেন, হ্যাঁ—ও সাহায্য চাইতে গিয়েছিল—বিদ্যাসাগর ফিরিয়ে দিয়েছেন! ভুল তিনি করেন নি, নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা: করেছেন; কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা রক্ষাটা খুব বড় কথা ছিল না!

বিডন সাহেব তখন ছোটলাট বাংলার—বিদ্যাসাগর তাঁকে মেডিকেল কলেজ সম্বন্ধে তদন্ত করতে অনুরোধ জানালেন। তদন্তে চিবার্স সাহেব দোষী সাব্যস্ত হয়ে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হোলেন!

সংঘাত বিজয়-জীবনের সর্ব্বত্র—নইলে পড়তে এসে কে আর ঐ সব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে? সত্য, ন্যায় আর জাতীয় মর্য্যাদার অসম্মান ও সইতে পারে না; সেই জন্যই বিদ্রোহ—বিদ্বেষের বশে কিছুই করে না বিজয়। জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই ওর ঝগড়া হোল সাহেবের সঙ্গে, কিন্তু বহু সাহেব-পদলেহী ওর উপর চটে গেল—অপদস্থ করবার চেষ্টা করতে লাগলো ওকে। করতোও কিছু একটা ভয়ানক রকম—কিন্তু সুযোগ হোল না। বিজয় ছেড়ে দিল মেডিকেলে পড়া।

ওদের ভয়ে নয়—অন্য কারণে। যে কাজের জন্য ও এসেছে, সেই কাজটাই বড় ওর কাছে—মেডিকেলে পড়া অবান্তর!

ক'দিন পরেই পরীক্ষা—বন্ধুরা বললেন,

—পড়া ছাড়লে খাবে কি হে? বিয়ে করেছ। রোজগার করবে কি করে?

—যিনি সমুদ্রের গভীর জলেও জীবকে পালন করেন, মরুভূমিতেও তদুপযোগী তৃণগুল্মের জন্ম দিয়ে রক্ষা করেন—সেই পরম কারুণিক কোনো দুঃখী পরিবারকে অনাহারে মারবেন—এ আমি বিশ্বাস করি না…

ঈশ্বর-নির্ভরতার নির্ভয় প্রকাশ!

কলেজ ছেড়ে বিজয় বেরিয়ে এল পথে। কেশবকে বলল, প্রচারক হবে সে।

—প্রচারক হতে হলে পরীক্ষা দিতে হয়—কেশব বলল।

—বেশ, পরীক্ষা দেব…

প্রচারক ওকে হতে হবে। এবার ওর প্রচারকেরই লীলা। বাক্যে, কাজে, আচারে ও আদর্শ প্রচারকরূপেই প্রকাশ পেয়েছে; সেই আলোক এতো দীপ্ত, এতো প্রখর যে ওর প্রচারকত্বের পিছনে পরিত্রাণত্ব দেখতে পায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না কেউ। চোখ ধাঁধিয়ে যায় ওদের! রবির পানে তাকানো যায় না, রশ্মির পানে সবাই চায়। কিন্তু রবিকেও দেখবে মানুষ,—যুগ আসছে!

পরীক্ষা হয়ে গেল বিজয়ের। পরীক্ষায় কখনো ফেল হয় না বিজয়। ওর স্বভাবই নয় সেটা। মহর্ষি খুসী হয়ে বললেন,

—আমি তোমাকে যেখানে যেতে বলবো, সেখানেই যেতে হবে—নিয়োগপত্র হাতে দিচ্ছেন ওর।

বিজয় একটু পিছিয়ে দাঁড়ালো। যে-জীবন ঈশ্বরকে সমর্পন করেছে সেই জীবনে মানুষের দাসত্ব করা সম্ভব নয় বিজয়ের পক্ষে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথকে গুরুরূপে বরণ করেছে বিজয়, তাই কথাটা বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল নাকি! না—ভদ্র উত্তর এবং নম্রভাষা খুঁজছিল বিজয় জবাব দেবার জন্য—বলল,

—আমি ভগবানের আদেশ আর ধর্ম্মবুদ্ধি অনুসারে কাজ করবো; মানুষের আদেশ তো প্রতিপালন করতে পারবো না।

মহর্ষি নিঃশব্দে তাকালেন বিজয়ের পানে—বিজয় আবার বলল,

—প্রচারের মধ্যে কারো প্রভূত্ব প্রকাশ পেলে তো ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হবে না!

দুর্বিনীত নয় বিজয়, তেজস্বী—সত্যপরায়ণ, সৎধর্ম্মী। জানেন মহর্ষি; বললেন,

—আচ্ছা, তুমি স্বাধীনভাবেই প্রচার কর; তবে কি জান—লজ্জিত মহর্ষি বললেন আবার—আমি বুড়ো হয়েছি, সব জায়গায় তো যেতে পারি না—আমি যেখানে যেতে পারি না, সেখানে যদি তুমি যাও তো আনন্দ হয়···

বিজয় নমস্কার করে বেরিয়ে এল। সজ্ঘাত এড়ানো যেন সম্ভবই নয় ওর পক্ষে! অবিরাম সংঘর্ষ ওর জীবনে, অবিশ্রাম যুদ্ধ—অভিমন্যুকে যেন সপ্তরথী নয়, সহস্র রথীতে ঘিরে বাণ বর্ষণ করছে! কিন্তু ও তবু চলেছে—অক্লান্ত যোদ্ধার মত—অপরাজেয় রথীর মত!

মহর্ষিকে শক্ত কথা শুনিয়ে দুঃখই পেল বিজয়; যদিও গুণগ্রাহী মহর্ষি ওর স্পষ্টবাদিতা আর ঈশ্বর-পরায়ণতা দেখে খুবই খুসী হলেন, তবু বিজয়ের মনে একটা গ্লানি—গুরুকে এভাবে বলা কি ঠিক হোল বিজয়ের? এই সংঘাত-ব্যথা ওকে মলিন করে মাঝে মাঝে—ওর মানবীয় কার্য্যকে ওর দৈবী অন্তর যেন কঠোরভাবে সমালোচনা করে। সে সমালোচনায় নাই স্নেহ—নাই সহানুভূতি! সে যেন এক নির্ম্মম বিচারকের বিচার।

ওর মধ্যে কি যেন আছে, কে যেন আছে, যার অমোঘ আদেশ কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পারে না বিজয়। কী এক মহাশক্তি যেন ওকে নিয়ন্ত্রিত করে;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

এক অমানুষী—এক অতিমানবীয় শক্তি—অনুভব করে বিজয়—সেই শক্তির নির্দেশ অমান্য করবার কোনো ক্ষমতা বিজয়ের নাই! আশ্চর্য্য এই অদৃশ্য দেবতা! কে তিনি? বিজয় কিছুতেই বুঝতে পারে না। তার নির্দ্দেশমত কাজ করে' কখনো কিন্তু বিফল হয় নি বিজয়। বিজয় ভালই জানে—সে শক্তি ওর নিজের নয়। একটা পত্রিকায় এই অনুভূতিগুলো লিখে দিল বিজয়; পত্রিকার নাম "ধর্ম্মতত্ত্ব"—আরও অনেক কথাই লিখলো। কিন্তু লেখা পড়ে ওকে চিনতে যাওয়া বিড়ম্বনা। ওর 'আশাবতীর উপাখ্যান' পড়লেই বোঝা যাবে—ওকে চেনা যতখানি সহজ, ততখানি কঠিন! ধ্যান করে ওকে ধরতে হবে—রাখতে হবে ধারণায়; তবে যদি সামান্য কিছু জ্ঞান হয় ঐ জটিন্, দণ্ডিন্, লম্বোদর সম্বন্ধে।

ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যেতা হয়ে নানা যায়গায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য বক্তৃতা করে গোঁসাই। নেবুতলায়, পটলডাঙ্গায়, কোন্নগরে উপাসনা করে—আবেগে আর আনন্দে ভাসিয়ে দেয় ভক্ত ব্রাহ্মদের।

অতঃপর ধর্ম্ম প্রচারেই জীবন উৎসর্গ করবে, ঠিক করে পড়াশুনায় ইস্তফা দিল! কি-ভাবে সংসার চালাবে মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবলো না। কারণ, ও তো সংসারের ভাবনা ভাবতে আসেনি সংসারে—সংসার চালাবার জন্যে চাল, ডাল, তরকারী আর গুরুদক্ষিণা গামছায় বেঁধে বাড়ী ফেরা ওর কাজ নয়। কিন্তু তখন ঐ রকম গুরুগিরিই চলছে।

সেদিন সন্ধ্যায় কেশবের বাড়ীতে গিয়ে শুনলো বিজয়—বাগআঁচড়া গ্রামের কয়েকজন ভদ্রলোক পত্র লিখে জানিয়েছেন—তাঁরা জ্যাতিচ্যুত হয়ে খুব কষ্টে আছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের কোনো প্রচারক যদি ওখানে যান তো তাঁরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করবেন।

ওখানে যাবার যোগ্য লোক পাওয়া যাচ্ছে না, শুনেই বিজয় বললো, —আমি যেতে রাজি আছি

—বেশ—তুমিই যাও—সবাই আনন্দে সমর্থন করলেন ওকে।

বিজয় কিন্তু বাইরে এসেই ভাবতে আরম্ভ করলো—এতো বড় গুরু দায়িত্ব সে পালন করতে পারবে কিনা! বয়সে নিতান্ত ছেলেমানুষ, বিদ্যা বুদ্ধিতেও খুব বড় হতে পারে নি—বিজয় হতাশ হয়ে পড়ছে। কিন্তু তখুনি ওর অন্তরের সেই অদৃশ্য শক্তি জাগ্রত হয়ে যেন বলল, "ঈশ্বরে নির্ভর করে কার্য্য করে যাও, সফলতা-বিফলতার পানে চেও না।" অতুল সাহসে ভরে উঠলো বিজয়ের অন্তর। আর তাকে রোখে কে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বালিকা বধূ মায়াকে নিয়ে গোঁসাই বাগআঁচড়ায় এসে পৌঁছাল—সঙ্গে শাশুড়ীও আছেন। আস্তানা করলো রূপচাঁদ হালদারের বাগান বাড়ীর আটচালায়। উড়িয়ে দিল ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নিশান।

বিজয় এসেই বুঝলো, এখানকার মানুষগুলো অসত্য আর অসংযমের চরম গহ্বরে ডুবে গেছে। জ্ঞানালোক না পেলে ধর্ম্মতরু এদের অন্তরে ঠিকমত বাড়বে না; তারই ব্যবস্থা করলো ও সর্ব্বাগ্রে।

সত্য, প্রেম, পবিত্রতা আর চরিত্র ওর এমন নিষ্কলুষ যে দলে দলে মানুষ আসে ওর কথা শুনতে। একটা ইস্কুলও গড়ে তুলল বিজয় ওখানে; মাত্র নয় দিনে তেইশটি পরিবারকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষা দিল বিজয়। ও বলে,—

'গাঢ় অনুরাগ থাকলেই হোল—অনুরাগই আপনাকে ঈশ্বরে অনুরক্ত করে রাখবে—পণ্ডিত হন, মূর্খ হন, ক্ষতি নাই। কিন্তু অনুরাগ না থাকলে মূর্খতায় ধর্ম্মের ক্ষতি করে—গোঁড়ামী এনে দেয়—আচার-সর্ব্বস্ব করে তোলে। শ্রীচৈতন্যের পরম পবিত্র ভক্তিধর্ম্ম, প্রেমধর্ম্ম কতকগুলি মূর্খের পাল্লায় পড়ে কি অবস্থায় এসেছে, দেখুন!'

আবার বলে—'দুর্ভিক্ষ হলে লোকে অন্নদান করে, মহামারী হলে ওষুধ-পথ্য দেয় বড়লোকরা—না দিলে মানুষ তাদের অমানুষ বলে; কিন্তু জ্ঞানহীন মানুষের অন্তরের দুর্দ্দশা কে দেখে? কে শোনে ধর্ম্মহারা মানুষের পাপদগ্ধ জীবনের অনুতাপ-যন্ত্রণা! এই মহা দুঃখ দূর করতে কৈ কেউ তো এগিয়ে আসে না! ক্ষুধার জ্বালা বা রোগের যন্ত্রণা থেকে কি কম দুঃখদায়ক এই অন্তরের দৈন্য, এই অধর্ম্মের গ্লানি? দুঃখ দূর করাই যদি মনুষ্যত্ব হয়, তাহলে পাপীর দুঃখ দূর করাই তো সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্ব!'

বাগআঁচড়ায় ডেঙ্গুজ্বর লাগলো। বিজয় নিজেই একটা ছোট ডাক্তারখানা খুলে ওষুধ দিতে আরম্ভ করলো—আর সবাইকে উপদেশ দিতে লাগলো, —সত্য বল—বাক্যে, কাজে, চিন্তায় সত্যানুসরণ কর।

অসাধারণ অবস্থা হয়ে গেল গ্রামটার—যেন তপোবন, যেন দেবভূমি! কেউ ওরা মিছে কথা বলে না; বাজারে দর দস্তর করে' জিনিষ পর্য্যন্ত কিনতে হয় না। এক দর, এক কথা! হিংসা, দ্বেষ, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা উঠে গেল ওখান থেকে। ঐ স্পর্শমণির স্পর্শে সোণা হয়ে যাচ্ছে সব মরচেধরা লোহার বাটগুলো! 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা লিখলো—'এই পল্লীবাসী জনমণ্ডলীকে জ্ঞানে, ধর্ম্মে, শিক্ষায় ও সামাজিকতায় সমুন্নত করিতে তিনি (গোঁসাই) পিতৃসম ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন—'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু এসব অবান্তর কথা ওর পক্ষে! কে শোনে কার প্রশংসা! ঐ নিত্য নির্ব্বিকার নিরঞ্জনের ওতে কিছুই এসে যায় না। আপনার-মধ্যে-আপনি সম্পূর্ণ বিজয়ের নরলীলার ঘটনামাত্র ওগুলো। এই সব ঘটনা আর দুর্ঘটনার সঙ্গে অঘটনও কিছু কম নেই—সেগুলো বিশ্বাস করা কঠিন এই কঠোর বাস্তব বৈজ্ঞানিক যুগে! যাঁরা এই পরিদৃশ্যমান জগতের আড়ালে অন্য অদৃশ্য জগতের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, বিজয়ের জীবন-যোগবিভূতি তাঁদের পক্ষে অনুধ্যান করা দুষ্কর! যাঁরা চিন্তাশীল—যাঁরা জীবনের পর মৃত্যু আর মৃতের পরিণাম নিয়ে চিন্তা করেন—অধ্যাত্মরাজ্যের সন্ধানে যাঁরা উৎসুক—বিজয়ের জীবন তাঁদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান; কারণ এই মহদ্‌জীবন শুধু ঘটনা-অঘটনের পাহাড় নয়; একে উদ্‌ঘাটন করতে পারলে খনির সন্ধান পাওয়া যাবে,—সত্য সূর্য্যের আলো পড়লে দেখা যাবে সেখানে হিরণ্যকে—হিরণ্যগর্ভ পুরুষকেও!

সিলাইদহ—পাবনা—কুমারখালি ইত্যাদি যায়গায় যায় বিজয় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করতে। উচ্চৈঃস্বরে ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করে; মানুষ তো দূরের কথা, পশুপাখীও শুনে পার পেয়ে যাবে। প্রেতলোকও উৎকর্ণ হয়ে ওঠে ওর কণ্ঠস্বরে।

কালীনাথ মল্লিক উইল করেছেন, তাঁর সম্পত্তি তাঁর বিধবা স্ত্রী বা তাঁর ভাগ্নে পাবেন। তিনি মারা গেলে জ্ঞাতিরা স্ত্রী এবং ভাগ্নেকে বঞ্চিত করে সম্পত্তি ভোগ করছেন। কালীনাথের শ্রাদ্ধ-পিণ্ডও বন্ধ হয়ে গেছে। কালীনাথ স্বপ্নে বিজয়কে বললেন ঘটনাটি। মৃত্যুর পর মানুষ আসে প্রেতলোক থেকে,—ভগবানের পাঠশালায় পড়বার কাল থেকে জানে বিজয়। কালীনাথের জ্ঞাতিদের ডেকে উইল দেখে সম্পত্তির দখল দিল কালীনাথের স্ত্রীকে!

আর একজন প্রেতাত্মা তাকে বলল—তার ঘরের অমুক যায়গায় এতো টাকা পোতা আছে, বের করে দরিদ্রদের দান করলে মৃতের আত্মার শান্তি হবে। বিজয় যায়গাটা খুঁড়ে দেখলো—টাকা ঠিক আছে। দীন দুঃখীদের ডেকে সে-টাকা দান করালো বিজয় ওখানকার লোক দিয়েই!

এগুলো ঘটনা নয়—অঘটন—কিন্তু ঘটে! অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা যাঁরা করেন—বিজয়কে তাঁরা চিনবেন না! বিজয় শুধু মানবলোকের ত্রাণ করতেই আসেনি—প্রেতলোকও পরিত্রাণ পেয়েছে তার পদাশ্রয়ে। কিন্তু এগুলো সূক্ষ্ম রাজ্যের ব্যাপার। স্থূল দৃশ্যমান জগতে বিজয় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করছে তখন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেশ চলছিল এই তের চোদ্দ মাস। নিস্তরঙ্গ পুষ্করিণী—পদ্ম-বিকশিত, কুমুদ-কহ্লার শোভিত! ওর কালো জলতলে জলকন্যার মতই মৎস্যগণ ক্রীড়া করে—ওর বাঁধানো ঘাটে অলক্তক-রঞ্জিত চরণের আবির্ভাব হয় সকাল সন্ধ্যায়! বেশ চলছে—বাঃ!

শ্যামসুন্দর বিদ্রূপের ভ্রূকুটি করলেন।

এই কি জীবন? এই কি বিজয়ের জীবন? দিগ্‌বিজয়ীর জীবন এই! নাই সংঘাত, নাই সংগ্রাম! কোথাকার কোন্ এক নগণ্য পল্লীতে পড়ে আছে বিশ্ববিজয়ী অর্জ্জুন! ঐ নির্ব্বাসন আর কিছুদিন চললে অর্জ্জুন তো অনর্জ্জুন হয়ে যাবে! ওকে কি এমনি শান্তশীতল পুকুরের জল হবার জন্য এত দুঃখ দিয়ে ভেঙে গড়া হচ্ছে?—না—সংঘাতের কুরুক্ষেত্রই ওর কর্ম্মভূমি—সংগ্রামের মধ্যেই ওর গীতা ধ্যান। ওর অন্তরের চৈতন্য-চক্রধারী ওর জীবনরথের সারথী; ও তাকে ডাক দিয়ে বলবে—"সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ..."

শ্যামসুন্দরের বঁশীটা বিষাণ হয়ে ওঠে!

—পৈতে রাখা যদি পাপ হয়, কপটতা হয়, তাহলে কলকাতার ব্রাহ্মসমাজে পৈতেধারী উপাচার্য্যরা উপাসনা করেন কেন!—প্রশ্ন করলেন প্রাণনাথ মল্লিক।

—তাই নাকি? আপনি ঠিক জানেন?—বিজয় প্রতিপ্রশ্ন করলো।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কলকাতার সমাজই সকলের আদর্শ; সেখানে যদি এরকম চলে, তাহলে আর সৎদৃষ্টান্ত কোথায় মিলবে?

প্রশ্নটা নিদারুণ ভাবিয়ে তুলল বিজয়কে। ব্রাহ্মসমাজে নিশ্চয়ই এসব অনাচার। এ রকম যদি চলে তো বিজয় ওর সংশ্রব ত্যাগ করবে। অসত্যকে কিছুতেই আশ্রয় করবে না বিজয়। বাড়ী এল চিন্তিত মুখে।

—কি হোল?—শান্ত স্রোতোস্বিনী মায়া শুধোলো মৃদুকণ্ঠে!—অমন শুকনো দেখাচ্ছে!

—হ্যাঁ—দোয়াত কলম দাও তো—চিঠি লিখতে হবে!

—কিসের চিঠি? কাকে চিঠি?

—তুমি ও-সব বুঝবে না—কালি-কলম আন্‌!

বিজয়ের সবুর সইছে না। সেই অশ্রান্ত ঘূর্ণি, সেই অক্লান্ত যোদ্ধা, সেই অনমনীয়, অপরাজেয় বিজয়! পত্র লিখলো বিজয় বন্ধু কেশবকে। লিখলো,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'যদি উপবীতধারীগণই আচার্য্য-উপাচার্য্য হন তবে ব্রাহ্ম হবার কি দরকার? ব্রাহ্মণ হয়ে থাকলেই তো চলতো। এ ত্রুটি সংশোধন না হলে আমি সমাজ ছাড়বো।'

পরিষ্কার ভাষা—কোথাও এতটুকু ধোঁয়া নেই—কুয়াশা নেই। কেশব পত্রখানা নিয়ে গেল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে। মহর্ষি বিজয়ের চিঠিখানা পড়ে বললেন,—তাই তো, ঠিকই তো কথা—কিন্তু……মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো মহর্ষির। কিন্তু আচার্য্য হবার লোক কৈ! আনন্দ বেদান্তবাগীশ আর বেচারাম চাটুজ্যে দুজনেই পৈতে ফেলতে চান না। এখন করা যায় কি! কাকে আচার্য্য করা যায়? অবশেষে মহর্ষি বিজয়কেই আচার্য্য হবার অনুরোধ করে কলকাতায় আসতে লিখলেন।

এলো বিজয় কলকাতায়—নিযুক্ত হোল আচার্য্যের পদে। কিন্তু মানুষকে অনসূয় করবার মত বড় সাধনা আর নাই। অসূয়াহীন মানুষ বিরল পৃথিবীতে; প্রবীণ আচার্য্য উপাচার্য্যকে বরখাস্ত করে বিজয়ের মত একটা চ্যাংড়াকে আচার্য্য করা হোল—একি সহ্য করবার মত ব্যাপার? 'প্রাক্তন এবং প্রবীণ আচার্য্যদের ছাড়িয়ে দেওয়া অত্যন্ত অবিচারের কাজ হয়েছে; তাছাড়া কেশব যে-রকম ভাবের আধুনিকতা চালাতে আরম্ভ করেছে, তাতে ব্রাহ্ম সমাজ আর টিকবে ক'দিন? হিন্দুয়ানীর বিরুদ্ধে অত খড়্গহস্ত হবার কি দরকার? হিন্দুসমাজ বৃহত্তর সমাজ। শিশু ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষে তার সঙ্গে বিরোধ এড়িয়ে চলাই সঙ্গত এবং শোভন'…ইত্যাদি কথা বললেন তাঁরা মহর্ষিকে!

মহর্ষি রক্ষণশীল ব্যক্তি—বিপ্লবজনক সমাজ-সংস্কারে হাত দিতে তিনি নারাজ। প্রাচীন ব্রাহ্মদের কথায় বিশ্বাস করে তিনি কেশবের সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। প্রাচীন ব্রাহ্মরা যে কেশবের প্রভুত্ব স্বীকার করতে চান না—এটা ঠিকমত বুঝলেন না মহর্ষি। বুঝলেন না যে ওঁদের প্রভুত্ব-প্রিয়তাকে আবরিত করে ওঁরা কেশবকে জব্দ করতে চাইছেন।

ঠিক ঐ সময় কেশব আর তার দল মিলে দুটি সঙ্কর বিবাহ দিয়ে ফেললো। নব্য ব্রাহ্মদের এই সাংঘাতিক কাজটায় প্রাচীনগণ বেশ ভয় পেয়ে গেলেন।

তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা তখন যুবক ব্রাহ্মদের হাতে; তারা ঐ সকল কথা সাড়ম্বরে প্রকাশ করে দিল তত্ত্ববোধিনীতে। প্রাচীন ব্রাহ্মগণ এবং তাঁদের নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বিস্ময়াহত হয়ে ভাবতে লাগলেন—যুবক ব্রাহ্মদের কিছুতেই আর সমাজ-সংস্কারমূলক কাজে তিনি হাত দিতে দেবেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংঘাতের এই সূচনার বন্যা কিন্তু গড়িয়ে গেল বহুদূর। নইলে বিজয়ের জীবন গঠিত হয় না! নইলে বিজয়কে বীর-ভক্তরূপে, পরিত্রাতারূপে দেখা যায় না। বিজয়-মর্ম্মরকে কেটে কুঁদে তৈরী করতে হবে সত্যসুন্দর শিবমূর্ত্তি, সদ্‌গুরু মূর্ত্তি! ছেনীর ঘাত্ আর উকোর ঘর্ষণ ওকে সইতেই হবে—উপায় কি!

দেবেন্দ্রনাথের এক পত্রসহ গরদের কাপড় আর সোনার আংটি এল বিজয়ের কাছে। পত্রখানা পড়লো বিজয়—

"—অদ্য সায়ংকালে আমার পৌত্রের নামকরণ হইবে; আপনি উপাচার্য্যের কার্য্য করিবেন এবং প্রেরিত বস্তুসকল গ্রহণ করিবেন—"

বিজয়ের ললাট কুঞ্চিত হয়ে উঠলো চিন্তায়। আশঙ্কা হচ্ছে, এইভাবে যদি দান-গ্রহণ চলতে থাকে তাহলে সত্যধর্ম্মের আশ্রয় ব্রাহ্ম-সমাজে পৌরহিত্য-প্রথা চালু হয়ে যাবে—চালকলা বাঁধা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মতই হয়ে উঠবে ব্রাহ্ম উপাচার্য্যগণ। না, বিজয় এ বরণ গ্রহণ করতে পারবে না। বিনীত পত্র লিখে বিজয় ফেরত পাঠাল সব।

কিন্তু এটা অপমান। প্রাচীন ব্রাহ্মগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন—বিরক্ত হলেন বিজয়ের উপর। কিন্তু বিজয় অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে না, অসত্যকে অবলম্বন করবে না—তাতে যা হবার হোক।

গুরু দেবেন্দ্রনাথকে দুঃখ দিতে হোল। বিজয় তাঁর কাছে গিয়ে কেঁদে ফেলল—কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে জানাল—দান গ্রহণ করে সাধারণ পুরোহিত হয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না···

ছোটখাট এই সংঘাতগুলো যেন উপনদীর মত এসে বিদ্বেষের বিশাল বারিধারায় মিশছে! কেশবের প্রগতিমূলক কাজগুলো প্রাচীন ব্রাহ্মদের মনে জ্বালা ধরিয়ে দেয়! বিদ্বেষের আগুন জ্বলে ধিকি ধিকি!

ধর্ম্মসভায় যোগ দিলেই যে সবাই ধার্ম্মিক হয়ে যাবে, এমন আশা করা মূঢ়তা! নাম-খাতিরের জন্যও অনেকে যোগ দেয়—প্রভুত্ব করবার লোভও আছে। যাঁরা সত্যি ধর্ম্মলাভ করতে চান—সত্যই চান ব্রহ্মলাভ করতে—তাঁরা এই সংঘাত থেকে সরে দাঁড়ালেন। মহর্ষি সব বোঝা সত্ত্বেও সরে দাঁড়াতে পারছেন না—কারণ তিনি নেতা! তাঁকে ঘিরেই চলছে সব জল্পনা! ব্রাহ্মধর্ম্মের মতো সত্য উদার সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের আশ্রয়ে এসেও কয়েকজন কূট চক্রান্ত করছে বিজয়-কেশবের বিরুদ্ধে! কিন্তু এসব ঘটবে—সব ধর্ম্মেই এ রকম ঘটে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে তার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাকাল ভ্রূকুটি করলেন—আশ্বিন মাসের কুড়ি তারিখে তাঁর প্রকাশ জাগলো পৃথিবীতে। প্রলয়-বিষাণ বেজে উঠলো বাতাসের শিঙ্গায়—আকাশ আকুল করে নামলো সর্ব্বনাশা বর্ষণ—সব কিছু উড়িয়ে ছড়িয়ে, ডুবিয়ে ভাসিয়ে প্রলয় ঘটিয়ে দেবে যেন!

কোঠাবাড়ী খুব কম তখন কলকাতায়; খোলা-খাপরার ঘর—মাটির দেওয়ালই বেশী। ঘর পড়তে লাগলো চারদিকে—মানুষের আর্ত্তনাদ গিয়ে মিশছে মহাকালের ভেরীর সঙ্গে। রাস্তার হাঁটুজল ক্রমে ডুব জলে উঠে এল—নদী হয়ে গেল পথ-ঘাট! ঝড়ের ঝাপটা আর বৃষ্টির ভয়াল-নর্ত্তনে মানুষ স্তম্ভিত হয়ে গেছে!

বুধবার—মন্দিরে উপাসনার দিন—বিজয় আচার্য্য! কিন্তু কি করে যাবে সে মন্দিরে! ব্যাকুল হয়ে উঠলো বিজয়—নির্দ্দিষ্ট দিনে দয়াময়কে ডাকবে না বিজয় নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে? না, যাবে—মৃত্যু হয় তাও ভালো—বিজয় কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হবে না। বেরিয়ে পড়ল বিজয়।

সৎসাহস! নাকি দুঃসাহস! নাকি সর্ব্বসহায়ককে অবলম্বনের আর্ত্তি! আনন্দাশ্রু বিগলিত চক্ষে বিজয় এগিয়ে চললো জলপ্লাবিত রাজপথে। গলাজল—ডুবজল। চিৎপুরে চিৎ-সাঁতার কাটছে বিজয়! কে কোথা থেকে দেখছে—দেখবার ওর দরকার নেই। ওর দেহভেলা ভেসে চলেছে সেই পরমাশ্রয়ের পদ পানে—সেই চিরশরণের চরণতলে—জীবন যেখানে পৌছলে জগন্ময় হয়—আত্মা হয় অমৃতস্বরূপ!

বিজয় এসে পৌছাল সমাজ-মন্দিরে; দারয়ান পাঠিয়ে সংবাদ দিল দেবেনবাবুকে! তিনি লিখে পাঠালেন,—

—'আজ প্রকৃতি দেবীর যে ভীষণ খেলা চলিয়াছে, তাহার মধ্যে তুমি ঈশ্বরের লীলা দর্শন কর—'

লীলা দর্শন করছে বিজয়—দর্শন করতে করতেই এল! এই তো ঠিক দিনটি তাঁকে ডাকবার! প্রলয়ের মহামুহূর্ত্তকে বিজয় ব্যর্থ করবে না! এই বিচিত্র-ভীষণ প্রকাশকে অভিনন্দন জানাবে—বলবে আনন্দময় কণ্ঠে,

—হে ভীষণ, এসো এসো তুমি...

একাই উপাসনা করলো বিজয়। শুনলো শূন্য ভগ্নপ্রায় গৃহের ইট-কাঠ-পাথর। না না—সে উপাসনা শুনেছে মৃত্যু-শঙ্কাতুর নর-নারী, মরণার্ত্ত পশু-পক্ষী; সে উপাসনার উদাত্ত ধ্বনি পৌছেছে ভগ্ন গৃহস্তূপে সমাধিস্থ মৃত আত্মাদের কাণে কাণে—সে উপাসনা আজো জেগে আছে আকাশের অনন্ত বিস্তারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফিরতি পথে দেখা কেশবের সঙ্গে। কেশব পাল্কীতে আসছে উপাসনালয়ে। তাহলে এই প্রলয়ঙ্কর দিনে তাঁকে ডাকবার মত আর এক জন সঙ্গী আছে বিজয়ের! আনন্দের সজলাশ্রুকণ্ঠে বলল বিজয়,

—চল বন্ধু! এই ভয়ঙ্কর দিনে সেই সর্ব্বভয়ভঞ্জনকে ডাকি দুজনে।

বিজয় আবার এসে উপাসনা করলো কেশবের সঙ্গে!

ভেঙে পড়েছে সমাজগৃহটি—মেরামত না হওয়া পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রবাবুর বাড়ীর হলঘরে উপাসনা হবে—ঠিক হোল! পরের বুধবার। বিজয় যথাকালে দেবেনবাবুর বাড়ীতে গিয়ে দেখলো—উপবীতধারী সেই প্রাক্তন আচার্য্য দুজন উপাসনা আরম্ভ করেছেন বেদীতে বসে! অবাক-বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে গেল বিজয় দরজায়! সে কি সত্যি দেখছে, নাকি স্বপ্ন! না, ঠিকই দেখছে সে! ন্যায় আর সত্যের বেদস্বরূপ বিজয় বিমূঢ় হয়ে গেল! বিজয়ের কাণে কাণে কে যেন বলছে—'মানুষকে দুঃখ দেবার ইচ্ছে ঈশ্বরের কিছুমাত্র নেই; মানুষ নিজেই নিজের দুঃখ সৃষ্টি করে, ভোগ করে কর্ম্মের ফল—'

না—এই অসত্যকে আশ্রয় করতে দেবে না বিজয়—বাধা দেবে মানুষকে! বলবে—ওখানে যাবেন না—ওখানে সত্য, ন্যায়, সদাচারের মর্য্যাদা নেই···

দরজায় দুহাত বাড়িয়ে দাঁড়ালো বিজয়—যেতে দিচ্ছে না আগন্তুকদের। যোড় হাত করে বলছে—ওখানে কি ঘটেছে আজ, দেখুন।

অনেকেই তবু চলে গেলেন ভিতরে; কেশবও ভিতরে ঢুকলো; কিন্তু অনেকেই গেলেন না! তাঁদের নিয়ে বিজয় অন্যত্র গিয়ে উপাসনা করলো সেদিন। শেষাশেষি কেশবও যোগ দিল এসে ওদের সঙ্গে।

ব্যাপারটা কিন্তু অত সহজে থামলো না; গিরিনদীর মত জলপ্রপাত সৃষ্টি করে চলেছে। বিজয়-কেশবের দল মহর্ষিকে প্রশ্ন করলো, কেন এমন হোল সেদিন? মহর্ষি উত্তরটা এড়িয়ে গেলেন যেন। বিজয় বলল—বেশ, যা হবার হয়েছে—আমরা এখানে বুধবার ছাড়া অন্য একদিন উপাসনা করবো, আমরা অর্থাৎ উপবীতত্যাগী ব্রাহ্মরা সব মিলে।

মহর্ষি তাতেও মত দিলেন না—তখন আর উপায় কি! কেশব, বিজয় আর তাদের বন্ধুরা মিলে অন্যত্র উপাসনার ব্যবস্থা করলো—নাম দিল "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ"। ব্রাহ্ম সমাজ ভাগ হয়ে গেল। কিন্তু শুধু ভাগ হয়েই ক্ষান্ত হোল না—জ্বালিয়ে দিল বিদ্বেষবহ্নি!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজয় বলে—"বিদ্বেষের কি আশ্চর্য্য শক্তি! উঃ! দু'দিন আগে যাকে প্রাণের বন্ধু বলে আলিঙ্গন করতাম—তিনিই এখন প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন।—সংসারে অর্থ, সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ হয়—এখানে শুধু মত নিয়েই বিবাদ। শুধু মতভেদেই এতদূর হতে পারে, স্বপ্নেও ভাবি নি!"

কিন্তু এসব অঘটনগুলো বরাবরই ঘটে বিজয়ের জীবনে! ওগুলো বিশেষ কিছু নয়! এ নিয়ে ওর মাথা ঘামানো চলে না। যা ঘটলো, যুগের ইতিহাসে তা' লেখা থাকবে—

ওর সঙ্গে আরো যেটা ঘটলো, যা লেখা থাকবার নয়, সেটা হচ্ছে বিজয়ের অন্তর-দেউল থেকে শান্তিময়ের অন্তর্দ্ধান! কিন্তু বিজয় সেটা বুঝলো আরো পরে।

প্রাচীন ব্রাহ্মদল তাঁদের সমাজের নামকরণ করলেন 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ' আর এঁরা নব্য দল হলেন 'ভারতবর্ষীয়'—এই বিরোধের সময় নবীনরা দেবেন্দ্রনাথকে এক অভিনন্দন পত্রে 'মহর্ষি' উপাধি দিল। মহর্ষিও যথোপযুক্ত ভাবে কেশবচন্দ্রকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করলেন। আপাততঃ মিটমাট হয়ে গেল ব্যাপারটার। ওর অভ্যন্তরে কোথায় ফাটল থাকলো, কেউ দেখলো না!

নব্যদল লাগলেন সমাজ সংস্কারে; বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, ব্রাহ্ম মতে শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সমস্ত করছেন তাঁরা। হিন্দু সমাজে তীব্র বিক্ষোভ জাগলো—জাগলো বিদ্বেষের নরকাগ্নি! কত অপবাদ যে অনায়াসে প্রচারিত হতে লাগলো ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে, তার হিসাব নাই। বিজয় এই সময়কার অবস্থা লিখছে,—"কুজ্ঝটিকা যেমন সূর্য্যের অলোক আবরণ করিতে পারে না, তদ্রূপ অসত্য সত্যকে আবরণ করিতে কখনই সমর্থ হয় না! তাঁহারা যতই মিথ্যা বলিতে লাগিলেন, লোকে ততই তাঁহাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম লইয়া পরস্পর যেমন অকৃত্রিম প্রণয় হইয়া থাকে, ধর্ম্মের নামে তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক বিদ্বেষের উৎপত্তি হয়! মনুষ্য বিদ্বেষ-পরবশ হইলে কোনো দুষ্কর্ম্মই তাহার অকৃত থাকে না—"

বিজয়ের এই কথার প্রমাণ ভূরিভূরি আছে ইতিহাসে!

এই সংঘাত-সঙ্কুল জীবনাবর্ত্তে বিজয় রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠছে! শুকিয়ে যাচ্ছে ওর কোমল মনের বৃত্তি—কর্কশ হয়ে উঠছে মানবত্ব! বিজয় বেশ বুঝতে পারলো—অন্তর থেকে শান্তি-দেবতা অদৃশ্য হয়েছেন! সহিষ্ণুতা নাই, সদ্ভাব নাই মানুষের সঙ্গে, হৃদয় জিঘীষা-পরবশ হয়ে সর্ব্বদাই ত্যক্ত-বিরক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ে থাকে—উপাসনাও করতে পারে না বিজয়। নিজেই ও নিজের মনের এই অবস্থার কথা লিখলো—মানুষের সঙ্গে মানুষের আধ্যাত্মিক অসি-চালনায় ওর ক্লান্তি বোধ হচ্ছে ; এগুলো তো আধ্যাত্মিকতা নয়—আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবার উগ্র বাসনা !

না—বিজয় এ সইতে পারবে না—যে-সত্য লাভ করবার জন্য সে সব ছেড়ে কলকাতায় এল—কোথায় সে সত্য ? কৈ সে সত্যময় ? এই কদর্য্যতায় দধি-কর্দ্দম কি সে মাখতে এসেছে সারা দেহ-মনে ?

বিজয় বিতাড়িত হয়েছে শান্তিপুর থেকে—আবার সেই শান্তিপুরেই ফিরে এল—মায়াও এল ওর সঙ্গে !

শ্যামসুন্দর হাসতে হাসতে ফেটেই যান আর কি !

উদার আকাশের তলায় এসে দাঁড়ালো বিজয়—গঙ্গার চড়া। সন্ধ্যার স্নিগ্ধ সমীরণ বয়ে চলেছে—সময় বাসন্তী শুক্লপক্ষ ! অনন্ত বিস্তৃত প্রান্তর যেন দিগন্তে গিয়ে মিলেছে। বিজয়ের কবি-হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হয়ে উঠলো ! ভাবতে লাগলো—কী অপরূপ শোভা ! কী আশ্চর্য্য হৃদয়গ্রাহী রূপ এই বাসন্তী প্রকৃতির ! রজতশুভ্র বালুবেলায় চাঁদের কিরণ যে কী অপরূপ, ভাষায় কি তার বর্ণনা হয় ? না-দেখলে সে সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায় না। উপরে আকাশের ঐশ্বর্য্য, নীচে ধীরবাহিনী গঙ্গার কলকল্লোল—প্রতি তরঙ্গে প্রতিফলিত চন্দ্রমার অপরূপ রূপসাগর আর তার সঙ্গে মিলেছে এসে কত জলচর পাখীর মধুর কণ্ঠ !

বিজয় প্রতি সন্ধ্যায় একা গিয়ে বসে আর ভাবে—'দয়াময় ঈশ্বর যে হাত দিয়ে এই পরমশোভাময় প্রকৃতি দেবীকে সৃষ্টি করেছেন,—সেই হাতেই এই নরাধমকেও সৃষ্টি করেছেন ! সৃষ্টিকাল থেকে প্রকৃতির শোভা তেমনিই রয়েছে, বিজয়ের অন্তরের শোভা কে অপহরণ করলো ! কোথায় গেল শান্তির শীতল ছায়াতরু ? মরুভূমির উষ্ণতায় কে এনে ফেললো বিজয়কে !'

আত্মবিস্মৃত দিব্যলোকবাসী মানবলোকে এসে প্রতি মানুষে দেবত্ব খুঁজতে গিয়েছিল—নির্ম্মম আঘাত পেয়ে ফিরেছে ; ভাবছে, একি ! কোথায় এসেছে সে ? নিজকে নির্দ্দয়ভাবে বিচার করতে লাগলো বিজয়। মানুষের মধ্যে কি দেবত্ব নাই ? তবে বিজয়ের অন্তর কেন ওদের জন্য হাহাকার করে ! কেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজয় পৃথিবীর মানুষকে দেবতা আর তাদের তৈরী সমাজকে স্বর্গ মনে করেছিল! লোভে, পাপে, ঈর্ষায়, বিদ্বেষে এরা যে এক অদ্ভূত জীব!

বিস্ময়টা অপগত হতেই বিজয় বুঝতে পারলো, এটা পৃথিবী। পার্থিব প্রভুত্ব-প্রিয়তাই এখানে সব-কিছুকে শাসন করছে। ধর্ম্ম এখানে সেই শাসন-দণ্ড, কর্ম্ম এখানে সেই শাসন-সিংহাসন, সাধনা এখানে সেই প্রভুত্ব-সাম্রাজ্য পরিরক্ষণ। প্রকৃতির এই শান্তি-রাজ্যে চিন্তার আগুন জলে উঠলো বিজয়ের বুকে। হাহাকার করে উঠছে হৃদয় ওর। শান্তিময়ের এই বিরাট সাম্রাজ্যে কি তবে শান্তি নেই!

কে বলে দেবে বিজয়কে?

অশান্ত হৃদয় নিয়ে বিজয় এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়, আকুল হয়ে খোঁজে, কোথায় শান্তি, কিসে শান্তি, কোথায় শান্তিময়? বিজয় অস্থির হয়ে উঠলো—অসহ্য যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করার ইচ্ছে হয় ওর! কি ও পেল না? কি ও হারালো?—কেন এই যন্ত্রণা? কিসে এর নিরসন? কে বলে দেবে বিজয়কে! কঠোর বেদান্ত আর শুষ্ক দর্শন চর্ব্বন করতে ওর আর ইচ্ছে নেই—ও চায় কিছু রস, হোক সে ইক্ষু, হোক সে যষ্টিমধু!

শান্তিপুরে হরিমোহন প্রামাণিক থাকেন—পরম বৈষ্ণব। অদ্বৈত প্রভুর চারণ-ভূমি, তাই পায়ে জুতো পরেন না তিনি শান্তিপুরে। এমন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব কদাচিৎ দেখা যায়। তাঁর সঙ্গে দেখা বিজয়ের।

—অসহ্য দুঃখ আমি আর সইতে পারছিনে প্রামাণিক মশাই—বিজয় বলল।

—হোল কি প্রভু? হরিমোহন করযোড়ে প্রশ্ন করলেন।

—আমি ব্রাহ্ম হয়েছি, জানেন তো—আমাকে কি কিছু উপদেশ দেবেন আপনি?

—সেকি প্রভু! আপনাকে আমি কি উপদেশ দেব? তবে যখন আদেশ করলেন, তখন বলতে হয়—প্রভু, আমিও তো ব্রাহ্ম!

—সেকি! বিজয় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল!

—হ্যাঁ প্রভু! শ্রীকৃষ্ণ তো সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, আর শ্রীমতী রাধা মহাভাব; অতএব প্রভু, আমি ব্রহ্মজ্ঞানী নই কেন? আমিও তো ঐ সচ্চিদানন্দের ধ্যানে পড়ে আছি!

নির্ব্বাক বিজয়ের চোখ ছলছল করে উঠলো। বাবাজি বললেন,

—শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করুন প্রভু—সব সমস্যার সমাধান হবে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রামাণিক মশাই চলে যাওয়ার পর বিজয় একখানা চৈতন্য-চরিতামৃত যোগাড় করে পড়তে আরম্ভ করলো। উঃ! কি দূরূহ পুস্তক! কিন্তু বিজয় পরম নিষ্ঠায় পড়তে লাগলো—যতই পড়ে, ততই রসে ভরে উঠে অন্তর; যেন উপচে পড়ছে রস-সমুদ্র! এ কি আস্বাদ! এ কি মধুর—মধুরতম অমৃত! বিজয়ের চোখে জলধারা বইতে থাকে। ভক্তি-বিগলিত কবিরাজ গোস্বামী যেন ভাগীরথী-ধারার মত বয়ে গেছেন ঐ পুস্তকের প্রতি শ্লোকে! এই বৃদ্ধ-বৈষ্ণবের সিদ্ধ রচনার প্রতিটি অক্ষর যেন চৈতন্যময় বলে প্রতিভাত হচ্ছে বিজয়ের কাছে। পড়তে পড়তে বিজয় এসে পৌঁছাল :—

> ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
> মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ী ॥···

কি এ? এ কী! কী এই অহৈতুকী ভক্তি?

অন্তর্মুখী হয়ে গেল বিজয় ঐ একটা শ্লোকে এসেই! শ্রীচৈতন্যের ভক্তি, অনুরাগ, ব্যাকুলতা, ঈশ্বর-সম্ভোগলীলা অবাক করে দিয়েছে ওকে। শ্রীচৈতন্যকে গুরু বলে মনে করছে বিজয়; কিন্তু শ্রীচৈতন্য তখনো ওর কাছে শুধু 'মহাত্মা'; তাঁর জীবে দয়া আর নামে রুচির তত্ত্বটা বোঝে বিজয়। বাইরের ধর্ম্মানুষ্ঠান যে পরকালের সম্বল হতে পারে না, এও সে বুঝেছে। বুঝলো—তাঁকে পেতে হলে ঐ অহৈতুকী ভক্তি দরকার।

কি এই অহৈতুকী ভক্তি! কি ভাবে একে লাভ করা যায়? কার কাছে গেলে এর সন্ধান পাওয়া যাবে? যেমন করে হোক, এই অহৈতুকী ভক্তি লাভ করতে হবে। বিজয় অশ্রু-আকুল হয়ে উঠলো। ভক্তির জন্য ভিখারী হয়ে গেলো অদ্বৈত-ভক্তির উত্তরাধিকারী! রাজার দুলাল পথের কাঙাল হয়ে ফিরছে!

শ্যামসুন্দর আড়ালে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত হাসিটা সামলাচ্ছেন।

চরিতামৃত চিরসঙ্গী হোল বিজয়ের; বত্রিশবার পড়েছে, তবু ওর আশা মেটে না—এই স্বর্গ মন্দাকিনীতে স্নান করে ও উঠতে চায় না—মনে হয়, ঐ শীতল সলিলে গলে গলে নিজকে মিলিয়ে দেবে! কিন্তু কোথায় অহৈতুকী ভক্তি! কী সাধানায় তাকে লাভ করতে হয়! চিন্তিত বিজয় চঞ্চল হয়ে ওঠে!

বন্ধু নীলকমল দেবের সঙ্গে নবদ্বীপ গেল। শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি—যদি সেখানে কোথাও থাকে ভক্তির ছিটেফোঁটা! সিদ্ধ চৈতন্য দাস বাবাজীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

সঙ্গে দেখা; নিষ্কিঞ্চন বৈরাগী; ছেঁড়া কাঁথা, নারকেলের মালা, মাটির করঙ্গ সম্বল তাঁর! ওঁকে দেখে বিজয় প্রশ্ন করলো,

—বাবাজী, ভক্তি কিসে হয়?

'ভক্তি' শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য দাসের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো—মাথার টিকিটি পর্য্যন্ত খাড়া হয়ে গেল—সমাধিস্থ হয়ে গেলেন বাবাজী চৈতন্যদাস! একি ভাব! একি প্রেমোচ্ছাস! বিজয় এরকম কখনো দেখেনি—নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অকস্মাৎ হুঙ্কার দিয়ে বাবাজী বলে উঠলেন,

—কি বল্লে গোঁসাই? তুমি বল্লে ভক্তি কিসে হয়? তোমার মুখে এই কথা! ভক্তি তোমার ঘরের জিনিষ, আমার অদ্বৈতের ভাণ্ডারের ধন—আর তুমি সেই ধনের ধনপতি হয়ে এই রকম কথা শুধোবে?

আবার সমাধিমগ্ন হয়ে গেলেন চৈতন্যদাস! অনেকক্ষণ সব নিস্তব্ধ—বিজয় নির্ব্বোধের মত বসে আছে! বাবাজী ব্যুত্থিত হয়ে বললেন—প্রভু, এখন তুমি যে-ভাবেই চলনা, আমি তোমার গলায় মালা, মাথায় জটা, কপালে তিলক আর হাতে শ্রীমদ্ভাগবৎ দেখতে পাচ্ছি। তুমি যতই যা হও—ঐ তোমার স্বরূপ, ঐ তোমার সত্য রূপ!

একটু থেমে বাবাজী আবার বলতে লাগলেন—শোন প্রভু, দীনহীন অকিঞ্চন না হলে ভক্তি হয় না—অন্তরে একবিন্দু অভিমান থাকলে ভক্তিদেবী কৃপা করেন না। জল যেমন উঁচু দিকে যায় না, ভক্তিও তেমনি অহংকার-পাহাড়ে চড়বে না—আশীর্ব্বাদ করুন প্রভু, যেন নিষ্কিঞ্চন কাঙাল হয়ে ভক্তিধন লাভ করতে পারি।

সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন সিদ্ধ চৈতন্য দাস। বিজয় ভাবতে লাগলো,—এই বিনয়, এই নিরহঙ্কারতা, এই অনুরাগ কোথায় বিজয়ের? বিজয় অভিমানী, বিজয় উদ্ধত,—তাহলে বিজয়ের তো ভক্তি লাভ হবে না!—বিজয় চিন্তায় কালো হয়ে উঠলো! কষ্টিপাথরের মত হয়ে গেল। অহৈতুকী ভক্তির সোনা পেলে কষে দেখতো বিজয়! কোনো হেতু না থাকা স্বত্বেও যে ভক্তির উদয় হয় তাই হয়তো অহৈতুকী। কিন্তু 'হেতু' ছাড়া তো কিছুই হয় না! পড়েছে বিজয় দর্শনশাস্ত্রে;—উপাদান আর নিমিত্ত কারণের সূত্রগুলো ওর মুখস্থ।—তাহলে অহৈতুকী ভক্তি জন্মাবে কি ভাবে!—না, জন্মে না—দয়াময় ঈশ্বর কৃপা করে এই ভক্তি-সম্পদ দান করেন!—বিজয় প্রার্থনা করবে তাঁর কাছে, যিনি এই মহামূল্য বস্তু দান করতে পারেন—যিনি সর্ব্ব কারণের কারণ—যিনি……

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবতে ভাবতে বিজয় লিখলো—"প্রেমভক্তিহীন ধর্ম্ম সাধনহীন ধর্ম্ম—এগুলো বাস্তবিক ধর্ম্ম নয়—অনুষ্ঠান মাত্র।" এই সব অনুষ্ঠানের দ্বারা বিজয় ধর্ম্মরাজ্য প্রতারিত হচ্ছে—এর প্রতিকার করতে হবে।

ভক্তি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জ্ঞান অর্জ্জন করে বিজয় ফিরে এল, কিন্তু ওর অশান্ত মন ঘরে বন্দী হতে চায় না! আবার ছুটলো বিজয় কালনায় ভগবান দাস বাবাজীকে দেখতে! শুনেছে, এই বাবাজী বিনয়ের অবতার—নিজকে দীনাতিদীন মনে করেন; পরের নিন্দা শুনলে কেঁদে ফেলেন তিনি। পরম বৈষ্ণব, পরমহংসবৎ অবস্থা! গোঁসাই গিয়ে দেখলো—এখানে কোনো মূর্ত্তি নাই; নামব্রহ্মের পূজা হয়—কাগজের উপর কলি-পাবন তারক ব্রহ্ম নাম লেখা রয়েছে ঃ—

হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম—।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

এরকম আগে কোথাও দেখেনি বিজয়।

পিপাসা পেয়েছে ওর। হয়তো পরম পিপাসা। জল চাইল বাবাজীকে! বাবাজী কমণ্ডলু মেজে ধুয়ে শীতল জল এনে দিলেন।

—আমি ব্রহ্মজ্ঞানী, যার-তার হাতে খাই—জাত মানি না। আমাকে ভিন্ন পাত্রে জল দিন—আপনার কমণ্ডলু নষ্ট করতে চাই না…

—জাত-বিচার মানলে কি ধর্ম্ম লাভ হয় প্রভু!—ভগবান দাস হাত জোড় করে বললেন—ব্রহ্মজ্ঞান না হলে কি ভক্তির অধিকারী হওয়া যায়! প্রভু—আপনি তো ঠিকই করেছেন! ব্রহ্মজ্ঞানই তো সব ধর্ম্মের মূল! আমায় পরীক্ষা করবেন না প্রভু—আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন—জল পান করুন প্রভু!

বিজয় আর কথা না বাড়িয়ে জল খেয়ে কমণ্ডলুটি রেখে দিল; বাবাজী তৎক্ষণাৎ কমণ্ডলুটি নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বাকী জলটুকু প্রসাদ বলে পান করে ফেললেন। ভক্তির উত্তরাধিকারী বিজয়ের ব্রহ্মজ্ঞানের আলোকদীপ্ত বক্তৃতা-শুষ্ক অন্তর অনুভব করতে পারছে না এই দিব্যভাব—এই দিব্য রস!

ওখানে উপস্থিত ছিলেন একজন ব্যক্তি! তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন,

—এ কি করলেন বাবাজী! উনি যে পৈতে ফেলে ব্রাহ্ম হয়েছেন!

—দেখ বাবা, আমার অদ্বৈত প্রভুরও তো পৈতে ছিল না! আমার গোঁসাই ব্রাহ্মসমাজে গিয়েও আচার্য্য—আচার্য্য হয়ে আচরণ শিক্ষা দেওয়াই যে ওঁর স্বভাব বাবা!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—কেমন আচার্য্য, দেখছেন তো! লোকটি বললেন—কেমন সুন্দর জামা জুতো ধুতি-চাদর……বিদ্রূপ করছেন লোকটি। বাবাজী কেঁদে বললেন,

—প্রভুকে পরিপাটি করে সাজানো তো আমাদেরই কর্তব্য বাবা! এমন দুর্ভাগ্য যে তা পাল্লেম না। প্রভু নিজেই সেজেছেন দেখে যে একটু আনন্দ করবো, তারও সৌভাগ্য হয় না—আহা!

ভগবান দাস চোখ মুছলেন।

এই ভক্তি! এরই নাম অহৈতুকী ভক্তি! আনন্দে অভিসিঞ্চিত হয়ে ওঠে বিজয়ের অন্তর—অমৃত হয়ে যায় সর্ব্ব দেহ-মন—এই ভক্তি-প্রেম কি করে লাভ করবে বিজয়? কোন্ সে সাধনা? কী ভাবে সে সাধনা করতে হয়? কে শেখাবে বিজয়কে?

ভাবতে ভাবতে শান্তিপুরে ফিরে এল বিজয়!

কিন্তু আর থাকা চলে না; কলকাতা যাবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলো ওর মন। এই ভাবধারা ও ব্রাহ্মধর্ম্মে সঞ্চারিত করবে—সঞ্জীবিত করবে ব্রাহ্ম-সমাজকে—এমনি যেন একটা অনুভাব ওর অন্তরে তাগিদ দিচ্ছে!

এল বিজয় কলকাতায় ফিরে। কেশব প্রতিষ্ঠা করেছে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ—বিজয় যোগ দিল সেখানে।

বিদ্যাসাগরের 'বোধদয়'-খানা হাতে এসে পড়ল ওর। পড়ে দেখলো, সুন্দর হয়েছে, কিন্তু ওতে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনো কথা নেই। বালক-বালিকাকে যদি শিশুকালেই ঈশ্বর-সম্বন্ধে জ্ঞান না দেওয়া হয় তো বড় হলে ওরা নাস্তিক হয়ে যাবে যে! ধর্ম্মহীন হয়ে যাবে সারা দেশ—বিজয় চিন্তাকুঞ্চিত মুখে গিয়ে উপস্থিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে।

—কি খবর?—বিদ্যাসাগর প্রশ্ন করলেন।

—আপনার 'বোধোদয়' সুন্দর হয়েছে; সত্যি ওতে বোধের উদয় হবে, কিন্তু যে-বোধ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যে-বোধ লাভ করলে সবই বোধগম্য হয়—সেই ঈশ্বর সম্বন্ধে এতে কিছু নাই কেন?

—হ্যাঁ গোঁসাই—ঠিকই তো বলেছ! এ ভাবে আমার ত্রুটি কেউ তো দেখিয়ে দেননি! তুমি আমার উপকার করলে, দেশেরও উপকার করলে! আগামী সংস্করণে আমি ঈশ্বর-বিষয়ক প্রবন্ধ ওতে নিশ্চয় দেব!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজয়ের মুখে ঈশ্বর-কথা শুনে বিদ্যাসাগর কেঁদে আকুল। বিজয় প্রশ্ন করলো—আপনি তো ভক্ত—তবে লোকে কেন আপনাকে নাস্তিক বলে ?

—কি জানি বিজয়—হয়তো বোধোদয়ে ঈশ্বরের কথা কিছু লিখিনি—তাই বলে।

অগ্রজ ব্রজগোপাল এলেন কলকাতায়। বিজয়, কেশব এবং অন্য কয়জনের কাছে গান ধরলেন তিনি—"কানু পরশমণি—আমার······" কীর্ত্তন গান—ওঁর মধুরতম কণ্ঠ-তরঙ্গিণীতে হৃদয়-গলানো ভাব-লহরীর লীলা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল কেশবের দল ! বিজয় মনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলো,

—সমাজে একদিন কীর্ত্তন করালে হয় না কেশব্ ?

—হ্যাঁ—খুব ভাল কথা—কেশব সমর্থন করলো তৎক্ষণাৎ।

উল্টাডিঙির মনোহর দাস বাবাজীকে ডেকে কীর্ত্তন শোনা হোল ; তিনি গাইলেন—প্রেম পরশমণি শ্রীশচীনন্দন বিলাইছেন······

চমৎকার লাগলো ওদের ; কিন্তু বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন অনেকেই। ব্রাহ্ম সমাজে বৈষ্ণব-কীর্ত্তন কেন ? প্রতাপ মজুমদারের আপত্তি কিছু উগ্র ! কিন্তু কেশব আর বিজয় কীর্ত্তন চালিয়ে দিল সমাজে, খোল-করতালও তার সঙ্গে। কেশব বিজয়কে নতুন গান লিখতে বলল। বিজয় রচনা করলো—

পাপে মলিন মোরা চল চল ভাই,
পিতার চরণে ধরি কাঁদিয়া লুটাই রে······

ব্রাহ্ম-সমাজের ভাবধারা বজায় রেখেই কীর্ত্তনপদ রচনা করলো বিজয়।

প্রচারকপদ গ্রহণ করেছে বিজয় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের—প্রচারকার্য্য চলেছে ; 'ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্'—বলে বেরিয়ে পড়ল বিজয় ধর্ম্মের দিগ্‌বিজয়ে ! শুধু কলকাতার আর বাংলার সমতলে নয়, আসামের উপত্যকা, বিহারের পার্ব্বত্যভূমি, যুক্তপ্রদেশের দুর্ভেদ্য জঙ্গলাকীর্ণ পথ—পাঞ্জাবের বন্ধুর মৃত্তিকা—উল্কাবেগে অভিযান চালালো বিজয়। না—উল্কার উপমাটা ওর সঙ্গে মানায় না—ও যেন বাত্যাচঞ্চল উর্ম্মি, তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে ডুবিয়ে ভাসিয়ে চলেছে অগণ্য জনপদ—অসংখ্য নরনারীকে। কত জ্বালাময় জীবন ও জুড়িয়ে দিল—কত অশান্ত অন্তরকে আনন্দিত করলো—কত উষর হৃদয়-ক্ষেত্রকে উর্ব্বর করলো—সীমা-সংখ্যা নাই ! ওর জলন্ত বিশ্বাস, প্রদীপ্ত উচ্ছ্বাস আর অতিমানবীয় অনুরাগরঞ্জিত বাণী সিদ্ধ-মন্ত্রের মত মানুষকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে এনে ফেলে। দলে দলে আসে তারা ঐ আশ্চর্য্য আচার্য্যের আশ্রয়-ছায়াতলে !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'তত্ত্বকৌমুদী' লিখলো—'বিজয়কৃষ্ণ প্রচারক্ষেত্রে নামিলেন। প্রকৃত স্বর্গ-দূতের ন্যায় নামিলেন—বীরপুরুষের মত নামিলেন—নামিলেন যেন—

যদি আসে তার কাজে দিয়েছে যে প্রাণ।
ছাড়ি যাব অনায়াসে তারে করি দনে॥

পরিজনের সুবিধা, নিজের শরীর-স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টিপাত, নিন্দা প্রশংসায় লক্ষ্য কিছুই রহিল না বিজয়ের—অবিচল-অটল অধ্যবসায়ে বিজয় প্রচার চালাইতেছেন—তাঁর গতি অবারিত, বাণী অপরাঙ্মুখী!'

পরম ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার যোগ-স্থাপনের কথা মানুষ চিন্তাই করে না; দেবতা-উপদেবতা, ব্রত, পার্ব্বণ, বিচিত্র ক্রিয়াকাণ্ড—এই সব নিয়েই মেতে থাকে! বিজয়ের কাছে ওরা পেল—সরল সত্য ধর্ম্ম, জীব-ব্রহ্মের সঙ্গে পরম ব্রহ্মের সংযোগ-সেতুর সন্ধান!

আর্য্যাবর্ত্তের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরলো বিজয় ব্রহ্ম নাম বিলিয়ে। বিস্মিত হয়ে গেল মানুষ,—বারম্বার প্রাণের নতি জানালো ওই ত্রাণকর্ত্তাকে! ধর্ম্মরাজ্যে একটা নবীন ভাবের আলোড়ন এনে দিল বিজয় অতি অল্প দিনেই।

পূর্ব্ববঙ্গে প্রচার ভাল হচ্ছে না। ঢাকায় আসতে হোল বিজয়কে। বন্ধু অঘোর সঙ্গে। ডেপুটি ব্রজসুন্দর মিত্রের আম্বালীটোলার বাসায় এসে উঠলো বিজয়। অঘোর অত বড় পণ্ডিত হয়েও মাত্র কুড়ি টাকা বেতনে ব্রাহ্ম-বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজ নিল।

মাত্র তেইশ বছরের ছেলে গোঁসাই—হলে কি হবে! ওর পবিত্র ভাব-রূপ আর প্রজ্জ্বলিত চরিত্র-মহিমায় মাথা নুয়ে গেল মানুষের।

'আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখায়' ও। কোথাও ছলনা নেই, নেই এতটুকু কপটতা—সহজ-সরল সত্য ও প্রচার করে—বলে,

"বন্ধুগণ—আমি ধন-জন-মানের জন্য এখানে আসিনি—প্রতিষ্ঠায় আমার প্রয়োজন নাই—আমি শুধু তোমাদের জন্যই এসেছি এখানে। আমি করযোড়ে অনুনয় করছি—তোমরা সেই চিরসুন্দরকে ডাক—সেই পরম পরিত্রাতাকে ভজনা কর—সেই করুণাময়ের চরণে শরণ নাও! শুধু ডাকো তাঁকে—শুধু সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্পণ করে দাও নিজেকে তাঁর চরণে! তা'হলেই হবে—এই কথাই বলতে আমি এসেছি। সেই সত্যময়কে লাভ করবার জন্য আমি সব ছেড়েছি। সবই আমার ছিল—এখনো আছে—মাতা, পত্নী, সংসার, সাতশো ঘর শিষ্য—সমাজে সুনাম, প্রভুপাদ বলে খ্যাতি! সব ছেড়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি এসেছি তোমাদের কাছে ব্রহ্মনাম নিয়ে। এসো—এসো সবাই এক-যোগে ডাকি—ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্!…

ওর আর্ত্তি-আকুল কণ্ঠের আহ্বান অশ্রুধারায় অভিসিঞ্চিত হয়—ওর ভাষার মধুর মুরলী ভাবের ব্যঞ্জনায় বিকশিত করে তোলে শ্রোতার প্রাণপদ্মকে। ও যেন ডাকে কালিন্দী-কূলে কৃষ্ণের মত—আকর্ষণ করে অন্তররাধাকে এক অনিবার্য্য লীলা-বৃন্দাবনের বিরহ-শয্যায়!

কে এই যুগনেতা? কে এল এই পরিত্রাতা? কিসের জন্য ও আমাদের এমন করে ডাকছে! ও তো ধন-মান চায় না—চায় না যশ বা কীর্ত্তি! তবে কেন ও এমন করে পথে পথে বিলিয়ে বেড়ায় ব্রহ্ম নাম? কে ঐ পতিতপাবন! মানুষ বিহ্বল হয়ে চিন্তা করে—শিক্ষিত-অশিক্ষিত জনারণ্যে চলে আলোচনা—ধর্ম্মের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করেছে অনেকে, কিন্তু অপরকে ধর্ম্ম দেবার জন্য কে করে এমন করে আত্মবিলোপ! আশ্চর্য্য হয়ে যায় সব। অবাক হয়ে দেখে—পাপীর জন্য কাঁদছে এই প্রচারক! হাহাকার করে কাঁদে; বলে—ওরে অভাগার দল—তুমুল তুফানে তোরা ডুবে মরছিস—সামনেই আশ্রয়-তরণী—আয়, আশ্রয় নে! পাপের নদী পুণ্য ভাগীরথী হয়ে যাবে—পরিত্রাণ পেয়ে যাবি তোরা! সাগর-সঙ্গমে সমাপ্ত হয়ে যাবে তোদের জন্ম-জন্মান্তরের ভ্রমণ-দুর্ভাগ্য!

জ্বালিয়ে চলেছে আলো। অন্তরকে অগ্নিময় করে ভক্তির ধূপ-সুরভি ছড়িয়ে দিল—উড়িয়ে দিল ব্রহ্মের বিজয়-নিশান। কেশব খুসী হয়ে লিখলো,

"জয়! জয়! বিজয়ের জয়! ব্রহ্মের মহিমা এতদিন সত্যপরায়ণ প্রচারকের অভাবে প্রচ্ছন্ন ছিল—সেই মহিমা তুমি প্রকাশ করলে!……জয় হোক বিজয়। ধর্ম্মের রাজ্য বিস্তার কর—আমরা তোমার পানে চেয়ে রয়েছি। কিন্তু একটা কথা বন্ধু, এতো বড় সৌভাগ্য তুমি একাই ভোগ করবে? আমাকে কি একবার ঐ অতুল অমৃত আস্বাদন করবার জন্য ডাক দিতে হয় না! তোমার এই উৎসবে আমাকে কি অংশী হতে দেবে না—"

বিজয়ের বিজয়-রথ চলেছে বরিশাল, নোয়াখালি, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, ময়মনসিং, আসাম, রংপুর, বগুড়া, রাজসাহী, জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং—সারা পূর্ব্ব বাংলায়—আসাম চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত ধর্ম্মের পতাকা উড়িয়ে এল বিজয়। ক্লান্তিহীন ধর্ম্মদূত যেন অমৃতভাণ্ড হাতে নিয়ে পরিবেশন করে চলেছে অগণ্য পিপাসুকে। অর্থ, স্বার্থ, প্রতিষ্ঠা কিছুই ও চায় না—চায় শুধু মানুষকে ভগবৎ-মুখী করতে। কত বিপদ এল—কত দিনের ক্ষুধা পিপাসা ওকে কাতর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করবার জন্য দুর্ভেদ্য দুঃখের জাল বিছোল—অনায়াসে অতিক্রম করে এল বিজয় সে-সব! আরো কত বিপদ! কত বিদ্রোহীর বাক্য, কত বিদ্বেষীর অস্ত্র পর্য্যন্ত উদ্যত হয়েছে ওর মাথার উপর—বিজয় নির্ভয়, বিজয় ব্রহ্মনামের বর্ম্ম পরে' দিগ্‌বিজয় করে চলেছে!

কুমিল্লায় হিন্দুরা যোট পাকিয়ে এল ওর বিরুদ্ধে! বিজয় যুক্তিতে হারিয়ে দিল তাদের। অবনত হয়ে ফিরে গেল তারা।

বরিশালে দেখলো বিজয়—অনেকেই এখানে ব্রাহ্ম হয়েছেন, কিন্তু ধর্ম্মের জন্য নয়, নব্য সভ্যতার আলোকে আসবার জন্য। হায় কপাল!—গোঁসাই কাঁদতে লাগলো ওদের দুঃখে……আত্মহত্যা করতে গেল নদীতে।

পাপীর জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে যায় কটা লোক পৃথিবীতে? বিজয় নদীর জলে নামছে—অকস্মাৎ কে যেন কোথায়—কি যেন বলছে বিজয়কে! বলছে, 'তুমি আত্মহত্যা করলে ওদের আর গতি হবে না। ফিরে এসো বিজয়—ওদের রক্ষা কর—ওদের ধর্ম্ম দান কর—'

বিজয় ফিরে এল দুর্গামোহনবাবুর বাড়ীতে। শীতকাল—গায়ে কাপড় নাই দেখে দুর্গাবাবু একখানা দামী আলোয়ান কিনে দিলেন। গায়ে দিয়ে বক্তৃতা করতে বেরুলো বিজয়! দুঃখের শেষ নাই—দুর্ভাগ্যের শেষ নাই পৃথিবীতে! একটা গরীব লোক শীতে কাঁপছে। বিজয় আলোয়ানখানা তার গায়ে চড়িয়ে দিয়ে খালি গায়ে বক্তৃতা করলো। পরদিন আবার দুর্গাবাবু আর একখান আলোয়ান দিলেন ওকে—বিজয় সেটাও কোন্ দুঃখীকে দান করে এল!

একি শুধু দান? নাকি সর্ব্ব জীবে ওর অধিষ্ঠানের সঙ্কেত? ওর আত্মা সর্ব্বত্র প্রসারিত—সর্ব্বময়। যে-কেউ শীতে কাঁপুক—বিজয়ের কাঁপুনি ধরবে! দান না করে ও পারে না। দুর্গাবাবু কয়েকটা কম দামী আলোয়ান এনে দিলেন; বিজয় বিলিয়ে বাঁচলো—আঃ! ওর আর শীত লাগে না!

বিজয় বক্তৃতা করলো বরিশালে—"পরিত্রাণার্থী হইয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর না হইলে নিশ্চয়ই পতন হয়। মানুষ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়াও সভ্যতার আলোকে উজ্জ্বল হইতে পারে—কিন্তু সে সভ্যতা দ্বারা হৃদয় পবিত্র হয় না। যদ্দ্বারা হৃদয় মন পবিত্র হয়—প্রশস্ত হয়—জনসমাজের পাপ তাপ দূরীভূত হইয়া প্রকৃত উন্নতি সংসাধিত হয়, তাহাই প্রকৃত সভ্যতা। কোনো দেশ-বিশেষের আচরণকে সভ্যতা বলিয়া গণ্য করা যায় না, কারণ মনুষ্য-রুচির ভিন্নতা প্রযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার লক্ষণও ভিন্ন ভিন্ন!"

এ বাণী শুধু সেদিনের বাণী নয়, চিরযুগের বাণী!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওর বাণীরূপ চিরন্তন—শাশ্বত! যুগ হতে যুগান্তরে সে বাণীর ধারামৃত বয়ে চলবে মানবের অন্তর-আবিলতা ক্ষালিত করে—মোহমুক্ত করে চিত্তকে। তাই বাঙ্ময় বিজয়কে ওর বাণীর বিচিত্র তপোবনে আবিষ্কার করতে হবে; অনুসন্ধান করতে হবে ওর অলৌকিক জীবনের অপ্রমেয় সত্যানুভূতি—অসন্দিগ্ধ সত্য প্রকাশ!

প্রচারের কাজেই পরমানন্দ বিজয়ের—পেটের চিন্তা ও করতে চায় না; কিন্তু মানবদেহ ধারণ করলে ক্ষুধার অন্ন যোগাতেই হবে, হোক সে যোগী, হোক সে অবতার। শ্রীরামচন্দ্রকে বনে গিয়ে ফল খেতে হয়। বুদ্ধদেবকেও পায়স খেতে হয় সুজাতার হাতে। যুগাবতার ঠাকুরকে বলতে হয়—"একটা বড়লোক যোগাড় করে দে মা, খেয়ে-দেয়ে তোকে নিশ্চিন্তে ডাকি—"

ঢাকায় এসে বিজয় চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেছে। রোগী বড় কম আসে না—যত পুরোনো রোগী, রাজ্যের ডাক্তার-বদ্যি যাদের জবাব দিয়েছে, তারাই বেশী আসে ওর কাছে—ভালও হয়!

বিখ্যাত বাগ্মী সুরেন বাঁড়ুয্যের বাবা দুর্গাচরণ দেহ রেখেছেন, কিন্তু বিজয়ের প্রচারে বিঘ্ন হচ্ছে দেখে পরলোকেও চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি। স্বপ্নযোগে ওষুধ বলে দেন বিজয়কে—তাড়াতাড়ি চিকিৎসার কাজ সেরে যাতে বিজয় বেরিয়ে পড়তে পারে প্রচারে! দুর্গাচরণের অসাধারণ ওষুধের গুণে হতাশ রোগীও ভাল হতে থাকে। নাম বেড়ে যায় বিজয়ের। কিন্তু নাম-যশ, জমি-জমা, টাকা-কড়ি নিয়ে সাধারণ মানুষের মত হয়ে বাঁচতে বিজয় জন্মায়নি। মাঝে মাঝে ভাবে, ছেড়ে দেবে চিকিৎসা করা! বড় ক্ষতি হচ্ছে প্রচারের কাজে!

ছাড়িয়েই দিতে হবে—নইলে ওর গঠন সম্পূর্ণ হয় কি করে! ঐ বিরাট প্রস্তরখণ্ড কালস্রোতে বাহিত হচ্ছে; উপল-প্রতিহত হতে হতে ওর অঙ্গ কর্কশ থেকে কোমল-মসৃণ হয়ে উঠবে, সুগোল সুচারু শালগ্রামে পরিণত হবে; জলের ধারায়, বালুকার মার্জনায় বিগ্রহ হয়ে যাবে অঙ্গ ওর। পরিব্রজন শেষ হলে ও এসে বসবে মানুষের হৃদয়-সিংহাসনে পূজার ঠাকুর হয়ে! এই জন্যই ওকে ছাড়িয়ে দিতে হবে পার্থিবতার সকল রকম কাজ!—ভাবেন শ্যামসুন্দর, ভাবেন আর হাসেন!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

দুর্গাচরণ ডাক্তার ওষুধ বলে দেন স্বপ্নে! বিস্তর রোগী ভাল হচ্ছে—যশে ভরে গেল বিজয়ের নাম। নিশ্চিন্ত নিদ্রার মধ্যে বিজয় কিন্তু চমকে উঠলো; এ কি করছে সে! এই কি তার কাজ?

ঘুম ভাঙার পর ঠিক করলো,—আর না। এই চিকিৎসায় অনেক রোগীর উপকার হয়—কিন্তু চিকিৎসক অনেক আছেন, অনেক আসবেন; আমার এ কাজ নয়—আমাকে ভব ব্যাধির ওষুধই দিতে হবে!

বেরিয়ে পড়লো বিজয় আবার প্রচারে! পূর্ব্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, আসাম, চট্টগ্রাম—ঘুরছে! কত বিপদ, কত আঘাত-ব্যথা—কত বাধার প্রাচীর উল্লঘন করে ওকে যেতে হয়—হিসাবে ধরা যায় না! বিরোধী হিন্দুসমাজ ওকে নখে ছিঁড়ে ফেলতে চায়—বিধর্ম্মীরা ওকে বিধ্বস্ত করতে চায়—প্রকৃতি ওকে প্রচণ্ড আঘাতে ধরাশায়ী করতে চায়—বীর বিজয়কৃষ্ণ অবিচল অকম্পিত পদে চলেছে আপন কর্ম্মপথে সব বাধা সব বিঘ্ন উপেক্ষা করে।

এই তো ওর জীবন—কৈলাসের খসে-পড়া চুড়া কালের আবর্ত্তের ভীষণ ঘর্ষণে মসৃণ শিবলিঙ্গে পরিণত হচ্ছে—এই তো চাই! বিরাট একটা পাহাড়কে কেটে কুঁদে মূর্ত্তি তৈরী করতে হলে কত জলপ্রপাত, কত গিরি-তরঙ্গিনী, কত ভূকম্পন—কত না ঝটিকাবর্ত্তের প্রয়োজন হয়—তবে তো পাহাড়ের গায়ে ফুটে ওঠে সুকুমার শিল্পমূর্ত্তি! বিজয়ের নিয়ন্তা তাই করছেন; বিজয়কে গড়াতে গড়াতে গড়ছেন কুমরের চাকে ফেলে—কামারের হাতুড়ি পিটিয়ে—স্যাকরার সোনা-গলানো আগুনে।···

বরিশালেই নারী-স্বাধীনতার গোড়াপত্তন। বিজয় বক্তৃতা করলো—"ঈশ্বরের অধীন হওয়া,—ধর্ম্মের অধীন হওয়াই প্রকৃত স্বাধীনতা; রিপুদের অধীন হয়ে পাপের দাস হওয়াই প্রকৃত পরাধীনতা; স্বাধীনতা অন্তরে, স্বাধীনতা বাইরে নেই—মন জ্ঞান-ধর্ম্মে সমুন্নত না হলে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করা যায় না। স্ত্রীজাতিকে সর্ব্বাগ্রে সেই জ্ঞান-ধর্ম্মে উন্নত হতে হবে। তাঁদের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি আর বিবেক-শক্তি প্রস্ফুটিত করতে হবে জ্ঞানালোকে। নইলে নিকৃষ্ট বৃত্তির অধীন হয়ে তাঁরা হবেন স্বেচ্ছাচারিণী। বিলাসিতাকে স্বাধীনতা বলে গণ্য করা যায় না—প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জ্জন করুন!"

সেই চিরন্তনী বাণী—যা আজো সত্য! ঐ সত্যময়ের মুখ থেকে যা বেরুবে, অনন্তকাল তার স্থায়ীত্ব! কিন্তু এ সব বাহ্য ব্যাপার ওর জীবনে—এগুলো ঘরের দেওয়ালের শিল্পকলা—উঠোনের আলপনা। ঘরের কাঠোমো নয়—নয় অঙ্গনের তুলসীমঞ্চও!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলসীমঞ্চ তৈরী হোল সেদিন—বরিশাল থেকে নোয়াখালি হয়ে বিজয় হেঁটে চলেছে চট্টগ্রাম। সীতাকুণ্ডের ধারে পৌঁছেই ক্লান্তিতে সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হয়ে আসছে ওর; দুর্গম পথ-যাত্রী ওখানেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো! দেখলো বিজয় স্বপ্নে—সমস্ত সৌরমণ্ডল ঘুরছে—অবিশ্রাম গতিতে ঘুরছে—আর তার পিছনে রয়েছেন এক মহান পুরুষ। বিজয় সেই বিরাট পুরুষকে প্রশ্ন করলো,

—তুমি কে! এ সবই-বা কি?

—আমিই পুরুষ—আর যা কিছু দেখছো, সবই প্রকৃতি!

—তুমিই চালাও সব?

—হ্যাঁ—

ঘুম ভেঙে গেল বিজয়ের। পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব কেন দেখলো ও এখানে? দেখলো—দেখার দরকার—নইলে ওর আত্মতত্ত্ব অধিগত হচ্ছে না। আপনাকে ভুলতে ভুলতে একেবারে অতি সাধারণ হয়ে যাচ্ছে বিজয়! ওকে মনে করিয়ে দিতে হবে—ও মানব হয়েও অমানব-পুরুষ, মৃন্ময় হয়েও চিন্ময়—শিলা হয়েও শালগ্রাম!

চট্টগ্রাম থেকে ময়মনসিং এল বিজয়; বিজয়ভেরী বাজিয়ে দিল সহরে; পৈতী ফেলে কয়েকজন ব্রাহ্মণও গ্রহণ করলেন ব্রাহ্মধর্ম্ম। বিজয় ময়মনসিং থেকে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরা কিন্তু দুর্গাবাড়ীতে সভা ডাকলো; চালালো অত্যাচার। শুনেই বিজয় আবার দৌড়ালো ময়মনসিংহ; বক্তৃতা দিল 'শান্তি' সম্বন্ধে! উদাত্ত মধুর বাণীমূর্ত্তি ওর বিদ্রোহীদের অন্তর ব্যাকুল করে তুললো—কেঁদে উঠলো ওরা পাপের তীব্রতার গ্লানিতে! অগ্নিহোত্রী উপাধীধারীও পৈতে ফেলে ব্রাহ্ম হোল।

এ সব লেখা আছে পুঁথী-পত্রে—প্রাচীনদের মুখেও প্রবাদের মত রয়েছে। গোঁসাইয়ের মুখে কীর্ত্তন শুনে ভাবাবেগে কত লোক কদলীবৃক্ষের মত ধূলোয় লুটিয়েছে—শোনা যাবে ওঁদের মুখে। আরো কত কথা শোনা যাবে। লীলার লহরী যমুনায় যখন বয়ে চলে, তখন সেগুলো গুণতে যাওয়া আহাম্মুকী ছাড়া কি আর? বিজয়ের বিজয়-মূর্ত্তি রচনায় ওগুলো বিশ্ব-শিল্পীর হাতের ছেনী-হাতুড়ী-বাঁটালী!

ওকে 'ব্রহ্মদূত' বললো সবাই কিন্তু রংপুরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওর নাম হোল্ 'ব্রহ্মদৈত্য'। বেশ—ও তো সর্ব্ব জীবেই! বিজয় ব্রহ্মদৈত্য হয়েই ব্রহ্মতত্ত্বের রসাস্বাদন করিয়ে ছাড়লো ওদের! বুঝিয়ে দিল ভাত-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডালের মতনই ঈশ্বরের উপাসনা দরকার মানুষের, নইলে আত্মা থাকে ক্ষুধিত, ক্ষীণ হতে থাকে মানবত্ববোধ!

একথা এমন করে কেউ কখনো বলে নি ওদের!

শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই—নাই অবসাদ; অনিদ্রা-অনাহারের দিকেও দৃকপাত নাই—ব্রহ্মজ্ঞান-বর্ত্তিকা ও জ্বালিয়েই চলবে মানব-জীবনের অন্ধকার গৃহে গৃহে! কোন দিন কুল, কোনো দিন বা চাউল চিবিয়ে দিন চলে যায়—কোনো দিন পূর্ণ উপবাস! খাল পেরুতে খেয়া নৌকা না পেলে সাঁতরে পার হয়ে যায় বিজয়। ওর অন্তহীন পরিব্রজনের পথে কোন বাধাই বাধা নয়।

আসাম যাচ্ছে, ষ্টিমারে অনাহারেই রয়েছে। হাতে আধালা পয়সা নেই! ষ্টেশনে ষ্টিমার থামতেই বিজয় অসহ্য ক্ষুধার জালায় পলি মাটি আর জল খেয়ে নিল খানিক

—"ক্ষুধাত্বং সর্ব্বভূতানাং—" দেখছিলেন সেই পরম জননী! পরিব্রাতার এই তপস্যা পরিতৃপ্ত করছে তাঁকে।

চন্দ্রনাথ পাহাড়ে অকস্মাৎ দাবানল জলে উঠলো—বিজয় পথ পায় না বেরিয়ে আসবার—আজ বুঝি আর মানবদেহ রক্ষা হয় না। কে বলে রক্ষা হয় না?—ওকে রক্ষা করবার সব ব্যবস্থাই পাকা করা আছে! এক বিরাটকায় পুরুষ এসে ওকে কোলে নিয়ে লাফ দিলেন, পড়লেন নীচের নিরাপদ স্থানে—দৈত্য-দানব নন—বিজয়েরই পূর্ব্ব পুরুষ, যোগীশ্বর লোকনাথ ব্রহ্মচারী।

অপরিচিতকে কেউ আশ্রয় দিতে চায় না, বিজয় গাছতলায় শুয়ে; ক্ষুধা তৃষ্ণায় অচেতনের মত পড়ে আছে—কে একজন এসে কাছের এক গৃহস্থকে ধমক দিয়ে বিজয়কে তার বাড়ীতে আনলো!

রংপুরের প্রান্তরে ঝড়ের মুখে পড়লো বিজয়; ছুটে গিয়ে ঢুকলো বাজারে, কিন্তু কেউ ঘরে ঢুকতে দেয় না! কোথা থেকে এক পাগলী এসে একজন দোকানীকে বললো—ওকে ঘরে ঠাঁই না দিলে তোর রক্ষে নেই, বুঝলি!

ভয়ে ভয়ে দোকানী গোঁসাইকে এনে ঘরে জায়গা দিল।

কে এসেছিল ঐ বেশে? এসেছিলেন ক্ষুধারূপে যিনি সর্ব্বজীবে—দয়ারূপে যিনি সর্ব্বত্র—আশ্রয়রূপা যিনি সর্ব্বময়!

বনের মধ্যে বুনো মহিষ তাড়া করলো—বিজয় নিরুপায়। হঠাৎ কাছের কাশবন বাতাসে ফাঁক হয়ে গেল—বিজয় দেখলো কুমোরদের মাটি নেওয়া গর্ত্ত—ঢুকে পড়লো সেখানে। বুনো মোষ এখানে-সেখানে গুঁতোগুতি করে চলে গেল!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গর্ত্ত থেকে বেরিয়েই দেখে হরিণের পিছনে বাঘ—আর কি জীবন থাকবে! কাছে গাছও নাই—কিন্তু হরিণটাই বিজয়কে দেখে অন্য দিকে গতি ফেরালো; বাঘও চলে গেল তার পিছনে!

কাঁথির পথে বিপাকে পড়লো বিজয়। রাত্রিকাল, ঝড় জল আরম্ভ হয়েছে! একটা কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় নিল! ঘরের গিন্নী প্রদীপ দিয়ে গেল ওর কাছে! খানিক পরে ঘরের কর্ত্তা ফিরে এসে ওকে কাছের গাঁয়ে পৌঁছে দিল!—গাঁয়ের লোকরা ভয়ে শিউরে উঠছে! গোঁসাইকে গাঁয়ে পৌঁছে দিল ওখানকার দেশবিখ্যাত ডাকাত!

গর্ত্তরূপে কে ছিল? হরিণ হয়েই বা এল কে? ডাকাত হয়েও দয়ার অবতার হোল কোন্ দক্ষিণা-মূর্ত্তি? বিজয় ভাবছে—গর্ত্তরূপে গোবিন্দ, হরিণরূপে হরি, চোররূপে চিন্তামণি—চৈতন্যচরিতামৃত-পড়া বিজয় ভাবছে, কী অপার করুণা? কী অপরূপ স্নেহ তাঁর? কী অতুলনীয় প্রেমময় তিনি!

মার্জ্জিত করতে হলে, মসৃণ করতে হলে শিরীষকাগজের কর্কশতা দরকার—ঘষামাজা হয়ে গেলে তখন কাগজটা ফেলে দিতে হয়! এগুলো বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার আগের ব্যাপার—শিল্পশালার রং-তুলি-তেল! অবশ্য-প্রয়োজনীয়, —তাই একে উপেক্ষা করা যায় না—কিন্তু এ দিয়ে বিগ্রহের বিচার হয় না। প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করার পুরোহিত নয় এরা—এ সব উপাদান-উপচার!

লোকোত্তর জীবনে বিস্তর ঘটে এই রকম অলৌকিক কাণ্ড! সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ঘটে ওঁদের জীবনে! বিজয়েরও অসংখ্য ঘটেছে। কিন্তু লোকায়ত্ব যা ঘটছে তাকেই অবলম্বন করে ওর জীবন-যজ্ঞ জ্বলবে—আহুতি দেবে অসংখ্য মানব সেই আহিতাগ্নিতে—তার আয়োজন হচ্ছে এবার।

আক্রমণ আর অত্যাচার চলছে মানুষেরও! ঢাকা জেলার আমদিয়া গ্রামে হিন্দুরা ওকে বক্তৃতা করতে দেবে না, এমন কি কীর্ত্তন পর্য্যন্ত বন্ধ করতে চায়—বাঁশের বেড়া দিয়ে পথ বন্ধ করে দিল! নিরুপায় বিজয় ফিরে নৌকায় এসে দেখে, নৌকা ভর্ত্তি মল আর মূত্র ত্যাগ করে রেখেছে! কাদা ছিটুতে লাগলো এক বৃদ্ধা।

ময়মনসিংহের সন্তোষে একটা খড়ের ঘর তৈরী হোল ব্রহ্মোপাসনার জন্য। সাজানো ঘরখানা রাত্রি বেলা মলমূত্র দিয়ে ভরে দিয়েছে ওখানকার বিরুদ্ধ পক্ষ! দাঁড়িয়েই উপাসনা করলো বিজয় ওখানে!

ত্রিপুরার কালীকচ্ছ গ্রামের তান্ত্রিক সাধক রামদুলাল মুন্সীর পুত্র আনন্দবাবু ব্রাহ্মমন্দির তৈরী করে গোঁসাইকে ডাকলেন। গাঁয়ের লোক,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর আনন্দবাবুর আত্মীয়রা গুণ্ডা লাগলো বিজয়কে মারবার জন্য! সবাই পালালো কিন্তু গোঁসাই চোখ বুজে ধ্যানস্থ! কাণমলে দিল গুণ্ডারা ওর, গোঁসাই তবু চোখ বুজে। গুণ্ডাগুলো অবাক! বলল,

"এই ঘটে দেবত্ব আছে—"

গোঁসাইয়ের সঙ্গে মিলে ওরা কীর্ত্তন করলো—পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইল! পাষণ্ড-দলন? নাকি পাপীর উদ্ধার?

না, না,—এগুলো ওর চলতি পথের দুধারের মাটিকে উর্ব্বর করে যাওয়া। ও যাবে সাগর সঙ্গমে; সহস্র সগর-পুত্রের অভিশপ্ত প্রেতাত্মা কেঁদে ফিরছে ওর আগমনের জন্য—ওর' কি এখানে থামবার যো আছে! ওর সাধন-ভগীরথ শঙ্খ বাজিয়ে চলেছে আগে আগে—ওর জীবন-গঙ্গা শতমুখী, সহস্র মুখী এবার!

এই বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে না গেলে গোঁসাই-জীবনের পূর্ণতা হয় না। অনন্ত বৈচিত্রময় হতে হবে ওর জীবনকে—মহাভারতীয় জীবন-উপনিষদ। কিন্তু বাধাগুলো বিরাট—ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। সবার উপর ওর আর্থিক দৈন্য! সে-যে কত ভয়ঙ্কর, একালের লোক বিশ্বাস করবে না।

ঢাকায় হিন্দু-ধর্ম্ম-রক্ষিণী সভা করে হিন্দুরা ওকে এবং সব ব্রাহ্মকেই জ্বালাতন করতে লাগলো! সর্ব্বত্র হিন্দুদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল—তাড়াবে এই প্রচারককে, নইলে হিন্দুধর্ম্ম রসাতলে যায়! ধোবা-নাপিত বন্ধ করে, মূলমূত্র ত্যাগ করে, ধূলোবালি ছুঁড়েও যখন ওরা থামাতে পারলো না এই দিগ্‌বিজয়ীকে তখন শেষ সম্বল গুণ্ডা লাগালো। কিন্তু গুণ্ডারা ওর স্নেহকোমল মুখচন্দ্রিমা আর মধুভরা কণ্ঠের কীর্ত্তন শুনে সমর্পন করলো নিজেদের।

বিজয় জয়ী হোল—না,—বিজয় চিরদিনই জয়ী; কিন্তু ও কাউকে জয় করে সাম্রাজ্য স্থাপন করতে আসে নি—অন্ধকার সরিয়ে ও শুধু আলো এনে দেবে!

পটুয়াখালির পথে একটা তস্‌বিরের দোকান—একখানা ছবি রয়েছে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর—বিজয় দাঁড়িয়ে গেল পথে! আহা, কি অপরূপ! মানুষের অন্তরে ঈশ্বরের আলো জ্বালবার জন্য এই অদ্বিতীয় পুরুষ কি কঠোর দুঃখ বরণ করে আত্মদান করেছেন! কী দেবলাঞ্ছিত ত্যাগ-মহিমা!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গালবেয়ে জল গড়ালো বিজয়ের। পকেটে পয়সা নাই—তাড়াতাড়ি বাসায় এসে কিছু নিয়ে আবার গেল দোকানে। ও-ছবি ওর চাই-ই! ঐ অপার করুণাসিন্ধুর মৃত্যু-মুহূর্ত্তের মহিমোজ্জ্বল ছবি ওর না হলেই চলবে না! ঐ ক্রুশবিদ্ধ মূর্ত্তি পট নয়—পাবনালোক!

ঐ পটখানিকেই আদর্শ করে নিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন তো আর কেউ নাই যিনি পাপীর দুঃখ মোচনের জন্য এ-ভাবে আত্মদান করেছেন! মানুষকে ধর্ম্মরাজ্যের পথ দেখাবার জন্য আর কে এমন করে জীবনাহুতি দিয়েছে? মানুষকে ত্রাণ করতেই এঁর অবতরণ হয়েছিল—যুগে যুগে এমনই হয়!

আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকেই অর্থকষ্ট চলছে ওর—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার-তহবিল হতে কিঞ্চিৎ অর্থ সে পেতে লাগলো। ঐ কিঞ্চিতকেই কাঞ্চন ভেবে কর্ম্মসমুদ্রের জাহাজে ও চড়েছে।

মনে পড়ে, কলকাতায় একদিন ঘরে কিছু নাই। সকালেই বিজয় বেরিয়ে গেল না-খেয়ে। সারাদিন গোলদীঘির আশেপাশে প্রচার করে যখন খিদে অসহ্য হোল তখন জল খেতে গেল দীঘিতে! শুধু জল পেটে থাকে না—বমি হয়ে যাচ্ছে! কাদা ঘুলিয়ে জল পান করলো বিজয়।

মাতা ধরিত্রী সুজাতা সেজে ওকে কাদার পায়সান্ন খাওয়ালেন—পরমান্ন দিলেন!

বাড়ী ফিরে দেখে—বালিকা বধূ—বৃদ্ধা শাশুড়ী উপবাসী—"ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্—" বলে ওরা অবশ দেহে এলিয়ে পড়েছে! মায়ার মুখখানার দিকে তাকাতে পারলো না বিজয়। নিজকে অপরাধী মনে হচ্ছে নাকি! এই কোমল বল্লরী তো তাকেই আশ্রয় করে বেঁচে আছে! দারিদ্রের ঝড় থেকে মায়াকে বাঁচানো তো বিজয়েরই কর্ত্তব্য! কিন্তু বিজয়ের সহধর্ম্মিনীকে এমনই হতে হবে—এমনি সর্ব্বত্যাগিনী উমা—তপঃক্লিষ্টা তাপসী!

বিজয় শুতে যাবে। দুঃখ নাই—নাই কোন অভিযোগ, সর্ব্বদুঃখহারীর শরণ নিয়ে শুতে যাচ্ছে বিজয়—অকস্মাৎ যদু চক্রবর্ত্তীর আগমন। পকেট হতে বার করে দিলেন মাত্র দেড়টি পয়সা—তুচ্ছ তাম্রখণ্ড!

বিধাতার বিদ্রূপ নাকি? যদু চক্রবর্ত্তীর পকেটে কিছু বেশী পয়সা থাকলে মহাভারত তো অশুদ্ধ হোত না! পৃথিবীর ধনভাণ্ডারও ক্ষয়ে যেতো না। কিন্তু দেড় পয়সাই পাবে বিজয়। পয়সা-টাকায় পকেট ভর্ত্তি করতে তো সে আসেনি পৃথিবীতে! ওর পাওনা ঐ দেড় পয়সাই—ওর খাদ্য. ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একমুঠো মুড়ি—ওর জীবন ব্রহ্ম-রস পানে বেঁচে থাকে—ডাল-ভাত-মুড়িতে নয়, নয় ক্ষীর-সরে !

পত্রের জবাব দিতে পারে না পয়সার অভাবে। ব্রজসুন্দর মিত্রকে লিখলো, '—পয়সার অভাবে পত্র দিই নি—এবার বেয়ারিং পত্র দিলাম।'

অথচ পয়সা ও ইচ্ছে করলেই রোজগার করতে পারে। ওর চিকিৎসায় সুনাম—ডাক্তার দুর্গাচরণের মহান আত্মার সাহায্য—ওর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, ওর তেজগর্ভ বক্তৃতা-শক্তি—ওর অসামান্য যোগ্যতা সর্ব্ব বিষয়ে! ওর পয়সার তো অভাব হবার কথা নয়! হোল কিন্তু। যীশুর ছবিটা হাতে আসতে আসতে ভাবছিল, বিজয়—ক্ষণিকের ভাবনা—তখুনি ছেড়ে দিল ওসব চিন্তা।—

আকাশবৃত্তিই ওর বৃত্তি !

কলকাতায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের নিজস্ব বাড়ী হয় নি—একখানা বাড়ী তৈরী করবার চেষ্টা করছিলেন ওঁরা। উৎসাহী কর্ম্মীর অভাব নেই—বাড়ীও হোল! সেখানে সংকীর্ত্তন চালানোর জন্য কেশব আর বিজয়কে নাস্তানাবুদ হতে হচ্ছে! গোঁড়া ব্রাহ্মদের আপত্তি 'এসব নেড়ানেড়ীর ব্যাপার'। গোঁড়া হিন্দুরা বলে—'নারায়ণ শয়ণে আছেন—কীর্ত্তনের হল্লায় তাঁর ঘুম ভেঙে গেলে পৃথিবী রসাতলে যাবে।' কেশব আর বিজয় অগ্রাহ্য করলো সব আপত্তি। কীর্ত্তন চালালো ওরা বিনা বাদ্যেই, কিন্তু তাতে গান বেতালা হয়ে যায়—খোল-কর্ত্তাল কিনে আনলো। হিন্দুদের কিছুই ব্রাহ্মগণ ভাল চোখে দেখতে পারছেন না! আবার আপত্তি উঠলো। কিন্তু দেখা গেল—কীর্ত্তন ঠিক চলছে। শেষে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও এসে যোগ দিলেন ঐ কীর্ত্তনে !

মাঘোৎসবের দিন—"তোরা আয়রে ভাই,

এতদিনে দুঃখের নিশি হোল অবসান
নগরে উঠিল ব্রহ্ম নাম—"

চললো নগরকীর্ত্তন—ভাবের গঙ্গা-ধারায় ভাসিয়ে দিল ওরা সারা কলকাতা। মূর্খ-পণ্ডিত, ধনী-নির্ধন সবাই যোগ দিল—মহা ভাব এসে গেল। কেউ কারো গায়ে ঢলে পড়ে, কেউ লুটিয়ে পড়ে কারো পায়ে। পৃথিবী 'স্বর্গসম'—হোল সেদিন! শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানীদের সরস করতে নেমে এল কীর্ত্তনের অলকানন্দা—আনলো বিজয়-ভগীরথ !

বিজয়ের এই নব ভাবরূপের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে কে? প্রেমাবতার চৈতন্যই স্বয়ং। কিন্তু শ্যামসুন্দর এখন আর হাসছেন না—ভাবছেন, বিজয়ের

৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন-নদী আবার শান্ত-শীতল হয়ে যাচ্ছে ; না আছে আবর্ত্ত, না-বা উর্ম্মি। এ চলবে না! খোলের সঙ্গে কান্নার কলরোলে ও ভুলেই যাচ্ছে, কেন ওর মানবদেহে অবতরণ। খোল-কীর্ত্তন চলুক, কান্নাও চলুক যত খুসী—কিন্তু বিজয়কে বেরুতে হবে দিগ্‌বিজয়ে! ওর হাতে শুধু খোল-করতাল নয়, ধর্ম্মের করবালও।

ধর্ম্মস্থাপন করতেই ওর সম্ভব হয়েছে।

বেড়াতে গেছে কেশব সপরিবারে—মুঙ্গেরে রয়েছে! ওর শরীর-মনে এমন কতকগুলি লক্ষণ দেখা যায়, যাতে ওকে অবতার পুরুষ বলে মনে হয়। কেশবের ভাবপূতঃ ভক্তিময় জীবনটি দেখলে ওকে সাধারণ মানুষ মনে হবার কথা নয়—এবং সাধারণ নয়ও কেশব। সে লোকোত্তর—সে লোকাতীত পুরুষ! কিন্তু এসব কেশবের জীবন-আলেখ্যের কথা। বিজয়ের বিজয়শ্রী মূর্ত্তিতে ওর ভাব-রঞ্জন কতখানি লেগেছে তাই দেখা দরকার এখানে।

মুঙ্গেরে বহু ব্যক্তি আসে কেশবের কাছে—তাদের মধ্যে অনেকেই ভক্তিতে গলে পড়ে, শিক্ষিত সমাজে যাকে বলে আতিশয্য! কেউ ওর চরণ ধুইয়ে দেয়, কেউ-বা পদধূলি নেয়, কেউ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে। করে যাদের ভক্তি হয়—ভাব জাগে—যারা অবতার বলে বিশ্বাস করে কেশবকে—কিম্বা যারা মনে করে, কেশব সত্যি ভক্তিভাজন!

এই বৈষ্ণবভাব, ভক্তির এই আতিশয্য চঞ্চল করে তুললো অনেক ব্রাহ্মকে, বিশেষ করে বিজয়কে। বিজয় ভাবলো—ব্রাহ্মধর্ম্মে ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়—উপাস্য, প্রণম্য, পূজার্হ! আর কেউ উপাস্য নাই। অবতারবাদ বিশ্বাস করে না বিজয়! মানুষ আবার অবতার হবে কি করে! সেই লিঙ্গ-গুহ্য-নাভি, সেই আহার-নিদ্রা-মৈথুন নিয়েই যাদের নিত্য কারবার, তাদের কেমন করে ঈশ্বরত্ব লাভ সম্ভব! না, এ চলতে দেওয়া হবে না।

বিজয় বিদ্রোহ করলো!

অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু কেশব—কিন্তু সত্য সবার চেয়ে বড়! সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করতেই আচার্য্য অদ্বৈতের বংশতিলক আজ ব্রাহ্ম হয়েছে ; সব ছেড়ে ব্রহ্মনাম নিয়ে বিজয় পথে পথে ঘুরছে। সত্যই তার অবলম্বন, সত্যই সার ; সত্য থেকে বিচলিত হবে না বিজয়! কেশবকে বললো,

—এ-সব কি কেশব? ব্রাহ্ম সমাজে কি নরপূজা চলবে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—আমি কারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চাই না—বললো কেশব।

—অর্থাৎ ওরা ওদের ইচ্ছামত তোমাকে অবতার বলে ঘোষণা করবে, পূজা করবে পূর্ণব্রহ্ম বলে—আর তুমি ওদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না! সত্যের আশ্রয় ব্রাহ্মধর্মে এই চলবে তাহলে?…বেশ, কিন্তু আমি এতে নেই।

বিজয় আর কথা বাড়ালো না—চলে এল কলকাতায়। যদু চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে "ব্রাহ্ম সমাজে নর পূজা" নামে এক প্রবন্ধ লিখলো বিজয়; 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' পত্রিকাতেও প্রতিবাদ ছাপালো—আন্দোলনের আগুন জ্বেলে দিয়ে বিজয় চলে এলো শান্তিপুরে। ব্রাহ্ম-সমাজের সংস্রব ছেড়েই দিয়ে এল প্রায়, যদিও ব্রহ্ম-উপাসনা কোনো দিন ও ছাড়ে নি!

ব্রহ্মের নামে মানুষের পূজা চলবে—ভাবতে পারে না বিজয়; মানুষ অবতার হয়—ভগবান মানবরূপে অবতরণ করেন—এ ওর মাথায় ঢুকছে না! পুরীর দারুব্রহ্ম এখন আর ব্রহ্ম নেই—শুধু দারু!

হাসেন শ্যামসুন্দর—বেশ খুসীর হাসি! বিজয়কে ওর অবতারত্ব বেশ ভুলিয়ে দেওয়া গেছে। এখন ও দারু—যজ্ঞের সমিধ। জ্বালবে অযুত জীবনের আলোকদীপ—বিদূরিত করবে লক্ষ গৃহের অন্ধকার—পরিতৃপ্ত করবে ক্ষুধিত আত্মাকে সেই অগ্নিপক্ক চরু-পায়সান্নে।

অভাব ওকে আহ্বান করছে আজন্ম; অর্থের অভাব—তৃষিত আত্মাকে আনন্দরস পান করাবার অভাব—না—মানুষের অন্তহীন দুঃখকে নিজের বলে অনুভব করবার যোগ্যতার অভাব—এবং প্রতিকারের একান্ত অভাব। শুধুই অভাব—ভাব কোথায়? কোথায় ভাবময়—কৈ সেই ভাবরাজ্যের রাজাধীরাজ? বিজয় অস্থির হয়ে ওঠে—অভাবের তাড়নায় ঘুরপাক খায় ওর চিত্তের মৃত্তিকা—কে যেন কুম্ভ তৈরী করছে—পরম মঙ্গলময়ের পদচিহ্নে চিহ্নিত পূর্ণকুম্ভ!

ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুরে এসে এখন করবে কি? বেকার হয়েই বসে থাকবে নাকি পরম লোকের ঐ পাবন-দূত! না—বিজয় আবার চিকিৎসা আরম্ভ করে দিল। মানুষের মঙ্গলই করতে হবে ওর যে-কোন কাজের মধ্য দিয়ে। একটা ডাক্তারখানা খুললো বিজয়। ভিজিট নেবে না—দরকার হলে রোগীর পথ্যও দেবে নিজের গাঁট থেকে! কিন্তু ওখানকার অন্য ডাক্তারগণ আপত্তি করলেন। বিনামূল্যে ডাক্তার পেলে কোনো রোগী আর তাঁদের কাছে যাবে না। কারো ক্ষতি তো করবে না বিজয়—তাই আট আনা ভিজিট করলো নিজের।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কঠিন কঠিন রোগী সব আসে—যাদের কোনো আশা নেই বাঁচবার, তারাও ভাল হচ্ছে। ঐ ভবরোগ-হরণকারীর হাতে চলছে জর-বিকার, রক্ত আমাশয়ের চিকিৎসা! এত রোগী আসে যে দেখে শেষ করতে পারে না বিজয়। অত যত্নে তো আর কোনো ডাক্তার রোগী দেখে না। ওর প্রাণ যে বিশ্বপ্রাণে মেশা—রোগীর যন্ত্রণা যে ওর নিজেরই যন্ত্রণা—তাদের আধি আর ব্যাধির সঙ্গে আধ্যাত্মিক অভাব-যন্ত্রণাও ও ভোগে নিজের দেহ-মনে!

গঙ্গার ওপারে এক মুমূর্ষু রোগীকে দেখতে যাবে বিজয়,—ঝড়-তুফান চলছে; কোনো মাঝি নৌকা নিয়ে যেতে রাজি হোল না। মুমূর্ষুর মুখে ওষুধ পড়বে না! একি হতে পারে? তাহলে বিজয় ডাক্তার হোল কেন! ওষুধের শিশি মাথায় বেঁধে বিজয় সাঁতরে গঙ্গা পার হয়ে গেল। রোগীর মুখে ওষুধ দিল গিয়ে। আরো মজার ব্যাপার—

—আপনি আমাকে এতদিন ধরে চিকিৎসা করলেন—চিনতে পারছেন না গোঁসাই?—অবাক হয়ে এক তরুণী প্রশ্ন করলো বিজয়কে। বিজয় খানিক ভেবে বলল,

—আমি তো সাধারণতঃ কোনো মেয়ের মুখের পানে তাকাইনে মা!—

ডাক্তার দুর্গাচরণ এখানেও ওকে স্বপ্নে ওষুধ বলে দিচ্ছেন! কত কঠিন রোগী নিরাময় হয়ে গেল। নাম—যশ—অর্থও আসছে!

না!—একে নিয়ে বড়ই মুস্কিলে পড়া গেল—ভাবেন শ্যামসুন্দর। অতঃপর ডাক্তার দুর্গাচরণ একদিন স্বপ্নে বললেন—অর্থাৎ শ্যামসুন্দর বলালেন,

—এগুলো তোমার বাইরের কাজ গোঁসাই—এ ছাড়! মানুষের ভবরোগের ওষুধ দাও; নিরাময় কর তার অন্তর—জ্বালাও সেখানে ব্রহ্মজ্ঞানের আলোক—স্থাপন কর সেখানে ব্রহ্মকে!...

গোঁসাই জেগে উঠেই ব্রজসুন্দর বাবুকে চিঠি লিখলো—

—"আমি ভিখারীর গৃহে জন্মিয়াছি। ব্যবসা আমার কর্ম্ম নহে। পুনরায় ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইলাম! ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করিবেন!... আমার শোণিত ব্রাহ্মধর্ম্মকে পোষণ করুক..." ব্যস্, ছেড়ে দিল চিকিৎসা।

কেশবের কাজের প্রতিবাদ করে এসেছে বিজয়; নানা আন্দোলন-আলোড়ন চলছে ঐ নিয়ে; কিন্তু কেশব নিজেই একদিন মিটিয়ে ফেললো বিবাদ! বন্ধুকে বিজয় তৎক্ষণাৎ বাহুপাশে আবদ্ধ করলো, কিন্তু বলল,

—'এই প্রতিবাদ না হলে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অনিষ্ট হোত—'.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরাণে হরি-হরের যুদ্ধের কথা আছে—মিটমাট করবার জন্য কোনো ঋষি-মুনি বা ভক্ত-অনুরক্তের আবির্ভাব হয়। এখানেও হোল—আবির্ভূত হোল যোগজীবন—বিজয়ের ছেলে—কেশব-বিজয় এবং ব্রাহ্মসমাজে যোগস্থাপন করতে এল সে—তাই নাম যোগ-জীবন।

অন্তঃপুরের আড়ালে অদৃশ্য লতার মত মায়া অনেকখানি বড় হয়ে উঠেছে; বিজয় চিরযুগের বৈরাগী—তাই খবর খুব কমই রাখে। কিন্তু ওর পুত্রবান হওয়া দরকার। শাস্ত্রসঙ্গত সদ্‌গুরুর লক্ষণ পুত্রবান হওয়া। নইলে সংসারী মানুষের গুরু হওয়া চলে না। তাই মায়া যথাকালে ওকে একটি পুত্র প্রদান করলো। বিজয়কে অপত্যবান করবার জন্যই যেন এল যোগজীবন। যোগজীবনের জন্ম এবং অকাল-মৃত্যুর রহস্যাভ্যন্তরে রয়েছে পতিত-পাবন পিতার মধ্যে আত্ম বিলোপ—শিষ্যত্বের সাধনায় সিদ্ধি—আর সংসারে থেকেও বৈরাগ্যকে আশ্রয় করার শিক্ষা। আদর্শ স্থাপন। পরিত্রাতার ঐ পুত্র পবিত্রতার অমূর্ত্ত মূর্ত্তি! কিন্তু সে-কথা তখন কেউ ভাবে নি; আজো ভাবেনা। ভেবেছেন শ্যামসুন্দর। বললেন একদিন বিজয়কে—

—"আমি তোকে ঘর থেকে বার করি—আর তুই ফিরে ফিরে আসিস, একি ব্যাপার বিজয়? তোকে আমি কিছুতেই সংসারে লিপ্ত হতে দেব না। যা—বেরিয়ে যা……"

বিজয় কলকাতায় এল—আসতে বাধ্য হোল! অবশ্য শ্যামসুন্দর বলেছেন বলে' নয়—শ্যামসুন্দরকে ও গ্রাহ্যই করে না। ওর কাজ রয়েছে কলকাতায়। এসেই কেশবের সঙ্গে বিরোধের মীমাংসাটা খবরের কাগজে লিখে ফেললো। লিখলো—ব্যাপারটা অন্য কিছু নয়, ভক্তির আতিশয্য! এ রকম ভক্তি প্রকাশ ব্রাহ্মসমাজে দূষণীয় এবং অনিষ্টকর বলে আমি মনে করি! তবে এটা 'নরপূজা' নয়। কেশব এতে বাধা দেয় নি—এইটুকু মাত্র তার ত্রুটি!

গোঁসাইয়ের পত্র প্রকাশ হোল কাগজে; যোগজীবনের নামকরণ উপলক্ষে সব ব্রাহ্ম-ভ্রাতারা উৎসব করে আহার করলেন। মিটে গেল বিরোধ কিন্তু অনেকেই বিজয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ালো। আবার অনেকে বললেন—"সত্যপ্রিয় বিজয় সত্যের জন্যই যা-কিছু করেন! পূর্ব্বে যা সত্য বলে মনে করেছিলেন সেই মতই কাজ করেছিলেন। এখন অনুসন্ধানে যা সত্য বলে বুঝেছেন, তাই প্রচার করলেন……"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—'বিজয় যেই বুঝিলেন যে যাহাকে তিনি 'নরপূজা' মনে করিয়াছিলেন, তাহা 'নরপূজা' নহে—ভক্তি প্রকাশের আতিশয্য মাত্র—অমনি কেশববাবুর নিকট আসিয়া পুনর্ম্মিলিত হইলেন—'

গোঁসাই মনে করলেই একটা আলাদা দল গড়ে তুলতে পারতো, কিন্তু দল গড়ে মোহান্ত হবার জন্য তো তার জন্ম নয়! পরম সত্যকে আবিষ্কার আর প্রচার করতেই এসেছে সে এবার!

এসব ঘটনাগুলো ঘটলো খুব ত্বরিত গতিতে; যেন আকস্মিক বন্যায় নদীর গতি-পথ বদলাতে আরম্ভ করেছে; ভাঙ্গন সুরু হবার আগের অবস্থা—তবে এখনো ঠিক ভাঙে নি। বাঁধ দেওয়ার কাজ চলছে সমারোহে।

বিজয়কে আবার বের হতে হোল প্রচারে; এবার একটু বেশী দূরে। শ্যামসুন্দর ওকে ঘরছাড়া না করে ছাড়বেন না। বিজয় গেল গয়া-হাজারিবাগ-গাজিপুর-এলাহাবাদ-কানপুর-লক্ষ্ণৌ—অতঃপর আগ্রা-মথুরা-বৃন্দাবন। শেষে অমৃতসর, লাহোর! কত ঘটনা আর অঘটন! বিচিত্র কতনা অভিজ্ঞতা হোল ওর! এই সব ঘটনাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে চমৎকার করে জমিয়ে তোলা যায় ওর জীবন-কাহিনীটি; উপকথা-রূপকথার মত সে-সব শুনতে বেশ লাগে—কিন্তু বিচিত্র পুরুষের বিরাটত্ব ওতে ধরা পড়ে অল্পই। হিমালয়কে সমগ্র ভাবেই দেখতে হবে,—তার থেকে খসে পড়া পাথরকে বলে নুড়ি—না-হয় বড় জোর চ্যাঙড়!

এগুলো ওর বিরাট জীবনের আকাশ থেকে খসে পড়া উল্কা, কোনোটা বড়, কোনোটা ছোট! কত অদৃশ্য উল্কাও আছে, যা পড়তে পড়তেই ছাই হয়ে গেছে—জানাই যায় নি!

কিন্তু ঐ আকাশ থেকেই ঝরেছে স্নিগ্ধ বারিধারা, শীতল চন্দ্রকিরণ;—শিশির-মুক্তার সুষমাময় আবির্ভাবও ঘটেছে ঐ আকাশ থেকেই! উল্কার উষ্ণতা বাদ দিলে তাতেও উজ্জ্বলতা কম নেই!

শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করে সদ্ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্যই ওর অবতরণ। নাস্তিকতার মূলোচ্ছেদ করতেই ও এসেছে। এই সব ঘটনাই তার প্রমাণ।

গয়ায় এক বিলাত ফেরৎ ডাক্তার এসে বললেন—তার বাবার আত্মা স্বপ্নে বলেন—'গয়ায় যখন এসছো বাপু পিণ্ডটা দিয়ে যাও।' কি করবো গোঁসাই?

—আপনার পিণ্ড দেওয়াই উচিত…বিজয় বললো।

—আমি ওসব বিশ্বাস করি না—ডাক্তার সগর্ব্বে জানালেন!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

—আপনার বিশ্বাসে অবিশ্বাসে কি যায় আসে! আপনার বাবার বিশ্বাস মত পিণ্ড দিন—

—না মশাই, ও সব আমার দ্বারা হবে না—বলে ডাক্তার চলে গেলেন। কিন্তু দু'দিন না যেতেই তিনি আবার স্বপ্নে দেখলেন, তাঁর বাবা বলছেন,

—একটা পিণ্ড দিয়ে যাও বাবা—এবার পিতা যোড়হাতে বললেন! বিজয় এই বৃত্তান্ত শুনে ডাক্তারকে বললো বেশ কঠিন স্বরেই,

—আপনি নাস্তিক, কিন্তু আপনার বাবা তো নাস্তিক ছিলেন না! তাঁর বিশ্বাসমত পিণ্ড দিতে হবে। নিজে না দেন তো কাউকে প্রতিনিধি করে পিণ্ড দেওয়ান!

ডাক্তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করে দেখতে গেলেন পিণ্ডার্পণ। কি দেখলেন তিনি! চোখে জল বেরুচ্ছে অবিশ্বাসী ডাক্তারের। তাঁর বাবা অঞ্জলি পেতে পিণ্ড নিলেন। অভাগা ডাক্তার কেঁদে বললেন,

—এমন হবে জানলে নিজের হাতেই দিতাম বাবাকে পিণ্ডটা—!

ইংরাজী কেতাবের আড়াইপাতার বহির্মুখী জ্ঞান-বুদ্ধিতে ভারতের সনাতন সংস্কারের মর্ম্মকথা বুঝতে যাওয়ার মত আহাম্মুকি আর নেই, এ সত্য নিশ্চয় বুঝেছিলেন ডাক্তার। বিজয়ও বুঝলো, শাস্ত্র অভ্রান্ত। সারা জীবন শাস্ত্রের এই ভ্রান্তি-হীনতার কথা ওকে বলতে হয়েছে।

গাজিপুরে গোঁসাই এক সাধুর দর্শন পেল—উনি তের বছর গুহার মধ্যে মাটি-ঢাকা অবস্থায় যোগাভ্যাস করেছেন। বিজয় শুধুলো,

—কিরূপে ভগবানকে লাভ করা যায় সাধুজী!

—এ দাস কি জানে বাবা?—সাধুজী সবিনয়ে উত্তর দিলেন।

—বলুন সাধুজী—বলতেই হবে—বিজয় ধরে পড়লো সাধুকে। বলল,

—ধর্ম্মসাধনের প্রধান বিঘ্ন কি?

—হাম-বড়াই—উত্তর দিলেন সাধু—অহঙ্কারই প্রধান বিঘ্ন বাবা!

—কি করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়?

—শনৈঃ শনৈঃ হয় বাবা, একদিনে কি হয় লাভ? প্রথমে নামে রুচি, তারপর নামে অনুরাগ, অতঃপর নামে আনন্দ! প্রভুর কৃপাতেই এ-সব হয় বাবা—তাঁর কৃপা ছাড়া কিছু তো হবার যো নেই···

বিজয় ভালকরে শুনে নিল কথাগুলো—ওর অন্তরের তাতল সৈকতে যেন বারিধারা ঝরছে। এবার সাধনার হালচাষ দিয়ে হৃদয়ক্ষেত্রকে শস্য-বপনের যোগ্য করতে হবে! কিন্তু আরো বারকতক রোদবৃষ্টির দরকার; জ্ঞান-ভক্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সার পড়েছে—জলধারার সঙ্গে মিলে যাবে মাটিতে, তবে তো তৈরী হবে আবাদ করার যোগ্য জমি!

এলাহাবাদ, কাণপুর, লক্ষ্ণৌএ এসে বিজয় বক্তৃতা দিয়ে বোঝালো গুরুপুরোহিতের মধ্যস্থতা ছাড়াও ভগবানকে প্রাণের ব্যথা জানাবার অধিকার সকলেরই আছে; তার জন্য কোনো আয়োজন করতে হয় না—অন্তর দিয়ে তাঁকে ডাকলেই হয়। চোখের জলই অর্ঘ্য-উপহার-উপচার!

আগ্রায় এসে বিজয় তাজমহল দেখলো। সেই রাত্রে একটি সুন্দর স্বপ্ন দেখলো বিজয়। ওর আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার বিবর্ত্তন যেন ঐ স্বপ্নটি! দেখলো—কতকগুলো পুষ্পময় লতা যেন একবার পুষ্পিতা লতা হচ্ছে আবার সুন্দরী নারীতে পরিণত হচ্ছে। বিজয় শুধোলো—একি! কেন এমন হচ্ছে?

—অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার পরমেশ্বর আমাদের মধ্যে নিত্য বিরাজিত, তাই আমরা এত সুন্দর—ঈশ্বরের অধিষ্ঠান ভিন্ন কিছুই সুন্দর হয় না। জানবে, তিনিই নিত্য সুন্দর!

আবার দেখলো কতকগুলি বৃদ্ধ বৃক্ষ একবার বৃক্ষ হচ্ছেন আবার শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ হচ্ছেন। বিজয়কে বললেন তাঁরা—

—ঈশ্বর শুধু সুন্দর নন—তিনিই প্রাণ! আমাদের মধ্যে তিনি আছেন, তাই আমরা সারবান, সুন্দর আর প্রাণবন্ত!

নিরাকার নির্ব্বিকার ব্রহ্মের সাকারত্ব সম্বন্ধে ওকে বোঝানো হচ্ছে নাকি! বিজয় স্বপ্নটা দেখে বেশ কিছুক্ষণ ভাবলো—স্বপ্নটি দেখবার সময় বড় সুন্দর লেগেছে। এখন মনে হচ্ছে, তাইতো—গাছপালা তিনি সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু এ যে দেখছি, তিনিই সব হয়েছেন! চিন্তাটা বিবর্ত্তিত হচ্ছে যেন—যেন নর থেকে নারায়ণত্বে আসছে ওর চিত্তের সম্বিৎ। যেন আত্মায়-পরমাত্মায় একাকার হয়ে যাচ্ছে সব কিছু।

সকালেই মথুরায় গিয়ে বক্তৃতা করে পরদিন ও যাবে বৃন্দাবন! বক্তৃতা দিল 'চৈতন্য ও পবিত্রতা'—ব্রাহ্ম বিজয়ের মুখে অমন চমৎকার বক্তৃতা শুনে ওখানকার বৈষ্ণবগণও অবাক! কিন্তু এসব আশ্চর্য্য কিছু নয়। ঐ নররূপী নারায়ণের নিদ্রা মাঝে মাঝে পাতলা হয়ে যায়, তখন ও অবাক আশ্চর্য্য সব কথা বলে' বসে! বৃন্দাবনেও বলতে আরম্ভ করলো 'গোষ্ঠ লীলা'—ওর কতকালের খেলাটা মনের চোখে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠলো ঐ যায়গায়—পুরোনো স্মৃতি যেন অকস্মাৎ এলো ফিরে! সবাই প্রশ্ন করলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—এ কি ব্যাপার! গোষ্ঠ লীলা বললেন!

—আমি কল্পনা করে কিছু তো বলিনি—যা দেখছিলাম, তাই বলেছি—হতে পারে এটা স্থান-মাহাত্ম্য……বলে থামিয়ে দিল বিজয় ওদের।

কিন্তু ব্রজলীলার নানা স্মৃতি ওর অন্তরে জাগে। নিত্য-ধামের খেলা তো নিত্যকার—ওখানে গিয়ে তাই ভাবমগ্ন হয়ে থাকে বিজয় বেশী সময়। শ্যামসুন্দর ওকে তাই ওখান থেকে সরালেন। একেবারে অমৃতসরে এল বিজয়। চতুর্থ গুরু রামদাসজীর আমল থেকে ওখানে গ্রন্থসাহেব পূজিত হন—আর দিনরাত্রি চলে ভজন-কীর্ত্তন-অধ্যয়ণ; অবিশ্রাম উপাসনার স্রোত বয়ে চলেছে ওখানে। বিজয় আনন্দে ভরপূর হয়ে গেল সেই স্রোতের জল পান করে। সে যেন বর্ম্ম পরিধান করেছে ধর্ম্মের! আর ভয় কি? নিজকে কৃতার্থ শুধু নয়, কামজয়ী ভেবে বসলো!

হাসলেন শ্যামসুন্দর…বিদ্রূপ করলেন নাকি!

হ্যাঁ—বিদ্রূপই তো! কঠোর নিষ্করুণ বিদ্রূপ। 'নারায়ণ হলেও নররূপে অহঙ্কার চলে না'—গাজিপুরের সাধু এই কথা শুনিয়েছে বিজয়কে। কিন্তু নর-লীলায় ভুল হতে হয়—নইলে নরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা যায় না; নরত্বের আদর্শকে মহান করে ধরা যায় না—প্রমাণ করা যায় না, নরই নারায়ণ। তাই বিজয়ের জীবনে নিদারুণ অঘটন ঘটলো—ঘটলো পাঞ্জাবের রাভী নদীর কূলে—যেখানে আর্য্যধর্ম্মের সামগাথা কোন্ অনাদি যুগে ঝঙ্কৃত হয়েছে—যে পবিত্র ভূমিতে আজো জেগে আছে ঋষিকূলের ঊর্দ্ধরেতত্ব!

যোগমায়ার মহীমময়ী রূপ ওর দেখবার অবসর নাই; আত্মবিস্মৃত অবতার আলোকের লতাকে কালো করে তুললো—ক্লিন্ন করে দিল তপস্বিনী উমার মত! অগ্রাহ্য করে চলেছে ও দেহের আবেদন—প্রকৃতি প্রতিশোধ নেবেনই ; পঞ্চশর ঘুমিয়ে নেই—

লাহোরেও মনের আনন্দে 'ব্রহ্মতত্ত্ব' বলে বিজয়—উৎসাহে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে সৌম্য সুন্দর মুখমণ্ডল—বাণী শুনে মুগ্ধ হয়ে যায় সকলেই। কিন্তু বিজয়ও তো দেখে ওদের! দেখবার ইচ্ছে না থাকলেও চোখে পড়ে!

এক আশ্চর্য্য সুন্দরী তরুণীর মুখ দেখে ফেললো বিজয় অকস্মাৎ সেদিন! চেনা নাই—পরিচয় নাই, তবু কী এক অদম্য চাঞ্চল্য যেন ওকে ঘূর্ণিপাকে ফেলে ঘোরাচ্ছে! বিস্মিত বিজয় নিজের অন্তরের পানে চেয়ে শিউরে উঠলো! একি সেই বিজয়! ধর্ম্মসাধক, ধর্ম্মোপদেশক বিজয় এই! ধিক্কারে পূর্ণ হয়ে উঠলো ওর মন—আপনাকে কঠোর কশাঘাত করবার জন্য বিজয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পালিয়ে গেল নির্জ্জন নদী-তীরে—হায় হায়! এতো কাল করলো কি বিজয়! কিছুই যে হয় নি তার! রাহুর মত নারীর বদন-চন্দ্রমার দিকেই লক্ষ্য—শকুনীর মত লক্ষ্য তার মৃত পশুর দিকে! আত্মগ্লানির অসহ্য জ্বালা জুড়োবার আর কোনো উপায় না দেখে বিজয় নামলো রাভী নদীর জলে। এই বেদধ্বনি নিনাদিত নদীর কুলুকুলু আহ্বান ওকে যেন ডাকছে—মৃত্যুপারে ওকে নিয়ে যাবে যেখানে ঐ আত্মগ্লানির অনল নেই! ডুববে বিজয়—আত্মহত্যাই করবে···অকস্মাৎ কে যেন এসে ধরলো,

—এ বাচ্চা! শরীর ছোড়্‌নেসে পাপ প্রবৃত্তি নষ্ট হোতি নেহি! তু ধীরজ ধর! তেরা ভালা হোগী······আভি বহুৎ দের হ্যায়। ঘাবড়াও মৎ! দুনিয়ামে খোদাকা খেল্ দেখ্।

মরতে দিল না বিজয়কে! মরতে চেয়েছে সে আগেও, কিন্তু ওকে বাঁচিয়ে রাখবার ব্যবস্থা সব ঠিক আছে। নইলে এখানে এই অপরিচিত বিদেশে ফকির এসে ওকে বাঁচাল কেন? আশ্চর্য্য হবার মত অবস্থা নেই বিজয়ের; মরতে না পেয়ে মনমরা হয়ে বাসায় ফিরলো। ওর কবি-হৃদয় নিংড়ে যেন কাব্য-রসধারা বয়ে আসছে—শোকের অনুভূত শ্লোক···লিখলো,

মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকি তোমায়!
লইতে পবিত্র নাম কাঁপে হে মম হৃদয়···

সত্যি কাঁপছে বিজয়। গভীর রাত্রির শীতল শিশির পাতের সঙ্গে ওর নয়ন-শিশিরও বিগলিত হচ্ছে। নররূপী নারায়ণের খেলা নয়, লীলাও নয়, এগুলো সত্যব্রত সদ্‌গুরুর জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য ওকে করতে হচ্ছে; নইলে এই ঘটনাটা নিজের হাতে লিখে রাখবার কি ওর দরকার ছিল? আশাবতীর উপাখ্যানে লিখেছে···

"আমার এই অপবিত্র দুষ্ট চক্ষু একটি স্ত্রীলোকের মুখের শোভা দেখিতে দেখিতে বিকৃত হইয়াছিল। সেই হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যতদিন চক্ষু ভদ্র না হইবে, আমি জননীগণের পাদপদ্মই দর্শন করিব—"

এ সব আদর্শ স্থাপন করতেই ও এসেছে ধরণীতে! ও লিখলো মানুষকে শেখাবার জন্য—"আমি ছার মনুষ্য, স্ত্রীলোক হইতে দেবতাদেরও ভয় আছে। যিনি যুক্ত যোগী অর্থাৎ পরমব্রহ্মে সংযুক্ত থাকেন তিনিই জীবন্মুক্ত; ইন্দ্রিয়গণ তাঁর দাস হয়।"

এইটুকু বলবার জন্যই লাহোরের ঐ ব্যাপার ঘটালো। এরপর আর সময় হবে না। ওর আধ্যাত্মিক চৈতন্যস্বত্বা নিজকে আবিষ্কার করবার জন্য অসহনীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

আবেগে ঘুরছে। দুর্ব্বল-মানবদেহের উত্থান-পতনের রাহুগ্রাসমুক্তির ইতিহাস ওটা! তাই লাহোরের এই দৃষ্টান্তটা দেখিয়ে দিল নিজের জীবনে!

এই পরিত্রাতাকে পৃথিবীতে আনবার জন্য যাঁর আবির্ভাব, তিনি সাধারণ মানবী হতে পারেন না—তাঁরও জন্মেতিহাস অদ্ভুত! কোন্ এক ফকিরের আশীর্ব্বাদে মাতা স্বর্ণময়ী জন্মান। কথাছিল, মেয়েটিকে ফকির সাহেব নিয়ে যাবেন; কিন্তু স্বর্ণময়ীর মাতাপিতা দিতে অস্বীকার করলেন কন্যাকে। ফকির বলে গেলেন—'মাঝে মাঝে এই মেয়ে 'মহামায়া' হয়ে যাবে—স্বর্ণময়ী শ্মশানেশ্বরী হয়ে উঠবে!'

বিজয় পত্র পেল, মা স্বর্ণময়ী কোথায় চলে গেছে—খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! তখুনি বাড়ী রওনা হোল বিজয়। এসে খোঁজ করতে লাগলো মার। খবর পেল—বনগাঁয়ের গভীর অরণ্যে এক উলঙ্গিনী নারী বাঘের পিঠে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে। বিজয় বুঝলো, এই শ্মশানবাসিনী শ্যামাই তার মা স্বর্ণময়ী! সেখানে গিয়ে দেখলো,—মা বলছে—তুই আমার পুরোনো বাহন। আমায় পিঠে চড়া দেখি! আমি এখন দশভূজা নই কিন্তু, দিগম্বরী কালী হয়েছি। তোর ভয় করছে নাকি রে বাঘ?

বিজয় কয়েকজন লোক সঙ্গে গিয়েছিল। সবাই শুনে অবাক, আর এগিয়ে যেতে কেউ সাহস করছে না। বাঘটা শুয়ে আছে, স্বর্ণময়ী পুনরায় বললো, —তুই একটু থাক এখানে, বুঝলি বাঘ, আমি তোর জন্যে কিছু খাবার নিয়ে আসি।

উলঙ্গিনী এগিয়ে এলো অনেকখানা; বিজয় সাষ্টাঙ্গে পড়লো শ্যামার চরণে! কিন্তু কে কাকে চেনে! স্বর্ণময়ী বললো,

—তুই কে রে? তোকে যেন চেনা-চেনা লাগে—কে তুই?

—মা, তুমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চেনো—আমাকে কেন চিনবে না! এসো মা, এদিকে এসো—ঐ নদীতে তোমাকে স্নান করিয়ে ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজো করবো—নতুন কাপড় পরিয়ে সাজাব—কালীরূপ ছেড়ে বিজয়ের মায়ের রূপ ধরবে!

—বেশ, বেশ চল! পূজো করলে আমি খুব খুসী হই—বলে মা এলো নদীতে। স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে বিজয় বললো,

—এবার ইষ্টমন্ত্র জপ কর তো মা!—স্বর্ণময়ী কিছুই বুঝতে পারছে না যেন। বললো,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—মন্ত্র তো জানি না—মনে নাই। তুই বলে দে।

বিজয় মার কাছ থেকে পাওয়া মন্ত্রই মাকে বলে দিল। ফিরিয়ে দিল নাকি মার দেওয়া মন্ত্র! না—দীক্ষার কাজ আরম্ভ করলো বিজয় মানবীরূপা মহাজননীকে দীক্ষা দিয়ে। মার দু'চোখে জলধারা গড়িয়ে আসছে। দেখলো বিজয়—নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক বিজয় সাকার ব্রহ্মময়ীকে দেখলো! শান্তিপুরে আনলো মৃন্ময়ীরূপা চিন্ময়ীকে!

এখানে দিন কয়েক থাকবে বিজয়। ক্লান্তিবোধ হওয়ার জন্য নয়—ক্লান্ত ও হয় না—ওর জীবনের আরো কিছু পরিবর্তন করবার জন্য ওকে কয়েকদিন রেখে দিলেন হয়তো শ্যামসুন্দর।

সময়টা বড়ই অসময় ভারতবর্ষের পক্ষে! শিক্ষিত হিন্দুরা যখন দলে দলে খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে—হিন্দুধর্ম্ম যখন গোঁড়ামী আর অস্পৃশ্যতাকেই ধর্ম্ম বলে চালাচ্ছে, তখনই বিজয়ের আবির্ভাব। সত্য সনাতন ব্রহ্ম-উপাসনা ঠিক বৈদেশিক একেশ্বরবাদ নয়—এই তত্ত্ব ও বুঝিয়ে চলেছে মানুষকে! ব্রাহ্মধর্ম্মের রুচিমার্জ্জিত উপাসনা আর জাতিভেদ-রাহিত্য আকর্ষণ করছে সব শিক্ষিত ব্যক্তিকে! খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ বিপদে পড়লেন। কেউ আর খৃষ্টান হতে চান না—ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় নেন গিয়ে!

মিশনারীরা এই ব্যাপার লক্ষ্য করে এলাহাবাদে এলেন—বিজয়-কেশব তখন ওখানেই প্রচার করছিল। মিশনারীদের ইচ্ছে, তর্কে বিজয়দের পরাস্ত করে খৃষ্ট-ধর্ম্মের ধ্বজা তুলে ধরবেন! বিজয় ধ্যানস্থ ছিল। মিশনারীদের ইচ্ছে ওর সঙ্গেই তর্ক করেন। বিজয় বলল,

—আপনারা যীশুখৃষ্টের মহান উপদেশ দান করেন—আমাকে কয়েকটি উপদেশ দিন—কৃতার্থ হব! প্রথম আমি জানতে চাই, ধর্ম্ম কি? দ্বিতীয়, ধর্ম্মের উৎপত্তি কোথা থেকে! তৃতীয়—আত্মা কি? চতুর্থ—সত্য কি? পঞ্চম—পাপ আর মায়া কি বস্তু?

মিশনারী পাদরীগণ এ ওর পানে তাকাতে লাগলেন। মস্তিষ্ক আলোড়িত করে এর জবাব না পেয়ে অবশেষে বললেন,

—এরকম কথা তো আমাদের জানা নাই! আমরাও চিন্তা করি না।

হাসলো বিজয়—কেশব বিশুদ্ধ ইংরাজীতে বলে দিল, ব্রাহ্মধর্ম্ম কি। বৈদেশিক একেশ্বরবাদের সঙ্গে তার তফাৎ কোথায়, এবং কেন মানুষ এই ধর্ম্ম আশ্রয় করবে। জীবের পরমগতি কোন্ খানে—কী তার চরম আশ্রয়!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খৃষ্টান পাদরীগণ সসম্মানে বিদায় হলেন। ঠিক ঐ সময় রাজা রামমোহন প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্ম না থাকলে আর রামকৃষ্ণ-বিজয়-কেশবের আবির্ভাব না ঘটলে ভারতে হিন্দুত্বের মূলও নষ্ট হয়ে যেত! ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতের যে অবিস্মরনীয় উপকার করেছে, বোধ হয় আর কোনো ধর্ম্মই এতটা করেনি! খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রবল স্রোতকেই শুধু বাধা দেয় নি এ ধর্ম্ম, এ ধর্ম্ম সনাতন ভারতের সৎ আর সত্যধর্ম্মকে সক্রিয় করেছে,—সজাগ করেছে ভারতীয় গণ-মনকে তার নিজ সংস্কৃতির দিকে! উপনিষদকে অধিগত করবার অভিপ্রায় জাগিয়েছে তার মনে। সেই শুনিয়েছে; উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ প্রাপ্য বরান্নিবোধতঃ। সেই বলেছে উচ্চকণ্ঠে—তমসো মা জ্যোতির্গময়— সেই বলে—নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়…

এই অপরূপ ধর্ম্মের আশ্রয় ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিল যারা, তারা ফিরলো; ফিরলো ব্রাহ্মধর্ম্মের বেদীমূলে। কিন্তু সংঘর্ষই জীবন বিজয়ের—সংগ্রাম করতেই জন্ম ওর। ঐ বীর ফাল্গুনীর অক্ষয় তূণীরের পাশুপত অস্ত্র তখনো তেমনি অক্ষয়—হিন্দু সমাজ আক্রমণ করলো!

আচারের অত্যাচারে সারা দেশ পঙ্ক-মলিন। শুদ্ধ সুন্দর ব্রহ্মমতবাদ মাথায় ঢুকছে না ওদের। একটা বিদ্বেষ সৃষ্টি করবার চেষ্টা চলেছে—চললো দ্বন্দ্ব-দ্বেষ। এই সংঘাতকে উপলক্ষ করে লক্ষ্য করতে হবে ওর অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে; দেখতে হবে, কেমন তার দীপ্তি, কোথায় পড়েছে তার আলো—কতখানা প্রসারিত হয়েছে সেই আহিতাগ্নি!

ঘটনার পর ঘটনা গ্রথিত করেই এদেশে জীবনী লেখার নিয়ম—নিখুঁৎভাবে সাল-তারিখ-বার-তিথির হিসাব নিয়েই তাঁরা ব্যস্ত! কিন্তু বিশাল ঐ তপারণ্যের অভ্যন্তরে যে তত্ত্বের হোমকুণ্ড রয়েছে—তাকে দেখে ক'জন? এই সব দৈবী জীবনে ঘটা ব্যাপারগুলো অনেক সময়ই অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়—লিখতে লজ্জা বোধ করেন অনেকে; পড়ে' নাসিকা কুঞ্চিত করবার লোকেরও অভাব নেই! বাড়াবাড়ির কলঙ্ক দিতেও বহু ব্যক্তিকে দেখা যায়। কিন্তু মানুষ ভেবে দেখে না যে অসাধারণ জীবন না হলে নর কখনো নরত্রাতা নারায়ণ হয় না। সাধারণ জীবনের দৃশ্যমানতাতেও তাঁরা সব সময়ই অসাধারণ। পৃথিবীর যে-কোনো ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের জীবন এর প্রমাণ!

কিন্তু যাক সে কথা। গদাধর-বিজয়-কেশবের শুভাভির্ভাব জাগিয়ে দিল ঘুমন্ত হিন্দুধর্ম্মকে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখাৎ কতকগুলি বিশেষ ব্যক্তি 'হরিসভা' 'বাল্যাশ্রম' 'ধর্ম্মরক্ষিণী সভা' ইত্যাদি গঠন করে শাস্ত্রপাঠ, কীর্ত্তন, কথকতা ইত্যাদি আরম্ভ করে দিলেন; তার সঙ্গে বক্তৃতাও! হিন্দুধর্ম্ম যেন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল রোগমুক্ত হয়ে! কিন্তু তখনো খুব দুর্ব্বল, খিটখিটে রোগীর মেজাজ খারাপ অবস্থা—তাই তর্জ্জার লড়াই চালাল ব্রাহ্মদের সঙ্গে। এমন লজ্জাকর সে লড়াই যে লিখতে কলম থেমে যায়।

কিন্তু এই আবর্জনাস্তূপে আগুন লেগেছে—আলো হয়ে উঠলো পথ-ঘাট; পথিকগণ দেখে নিল গন্তব্যস্থান—শাস্ত্র আলোচনা, আর উপনিষদ পাঠের সঙ্গে আন্তরিকতা এসে যোগ দিল—পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হোল ধর্ম্ম তার স্ব-সিংহাসনে! বায়ু পরিবর্ত্তনের পর রোগী যেন স্বাস্থ্য সঞ্চয় করে ঘরে ফিরলো!

ঘরে ফিরলো বিজয়। শান্তিপুরে শ্যামসুন্দর ওকে থাকতে দেবেন না। বলেই দিয়েছেন—তোকে গৃহবাস করতে দেব না—

কিন্তু সেদিন ঐ শ্যামসুন্দরই এসে বললেন বিজয়কে,

—আমাকে একটা বাঁশী এনে দে বিজয়!

—কেন? তোমার বাঁশী কি হোল? বিজয় শুধোলো।

—ওটা ভেঙে বিষাণ গড়েছিলাম—আবার বাঁশী চাই আমার।

—আচ্ছা হবে—বলে ঢাকা থেকে একটা বাঁশী আনিয়ে দিল বিজয় ওঁকে। কিন্তু ওঁর আব্দার থামে না; আবার একদিন এসে বললেন,

—আমার চূড়া নাই, একটা চূড়া গড়িয়ে দে বিজয়! বিজয় নিরুপায় হয়ে একটা রূপোর চূড়া গড়িয়ে দিল। কিন্তু চিরকালের আদুরে আব্দেরে ঠাকুর ঐ শ্যামসুন্দর। বলে বসলেন,

—রূপোর চূড়া আমি নেব না; সোনার চূড়া দে!

—আমি গরীব—সোনার চূড়া কোথায় পাব?—বিজয় জবাব দিল।

—রাঙ্গা-ঠাকরুণের কাছে অনেক টাকা আছে, তার কাছে চেয়ে নে!

বিজয় রাঙ্গা-খুড়ীমাকে বললো শ্যামসুন্দরের কথা। শুনে তো তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। 'রোমাঞ্চিত হয়ে গেল তাঁর সর্ব্বাঙ্গ! চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললেন,

—এতো দয়া শ্যামসুন্দরের! টাকা নিয়ে যা বিজয়—সোনার চূড়া গড়িয়ে দে ঠাকুরকে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজয় টাকা নিয়ে ঐ রূপোর চূড়াটাই সোনার পাতে মুড়ে দিল। শ্যামসুন্দর তাই প'রে বললেন,

—আমি চূড়া-বাঁশী ধ'রে কেমন সেজেছি, একবার দেখে যা বিজয়!

—আমি ব্রাহ্ম, আমার ওসব দেখতে নাই—বিজয় জবাব দিল।

—হলিই বা ব্রাহ্ম! দেখতে দোষ কি! আমিই তো তোকে ব্রাহ্ম করেছি! না হলে যে আমার খেলা জমছিল না! আমার সঙ্গে ভাটা খেলার কথা তোর মনে পড়ে না বিজয়?

—না—মনে পড়ার কি দরকার? ওসব পৌত্তলিক ঠাকুর-দেবতা আমি ছেড়েছি। আমার ঠাকুর নিরাকার পরমব্রহ্ম—এক, অদ্বিতীয়!

—বেশ তো—তা' আমি তো তোর ঠাকুর হতে যাচ্ছিনে—খেলার সাথী—আয় একবার দেখে যা!

নিরাকারকে আকার দিয়ে শুধু নয়, আত্মীয় ভেবে আকাশ-প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি করেছে বিজয়ের পূর্ব্বপুরুষ—দেবতা শুধু এখানে জ্ঞান আর ধ্যানের বস্তু নয়—দেবতা এখানে সম্ভোগের সাথী, আত্মার পরমাত্মীয়।

বিজয় মন্দিরে গিয়ে দেখলো শ্যামসুন্দরের রূপ! হাসছেন শ্যামসুন্দর! বিদ্রূপ করছেন নাকি? এতো কথা উনি বলেন বিজয়ের সঙ্গে! তবু বিজয় তাঁকে মানে না! ইংরাজি না শিখেই বিজয় অত্যাধুনিক ব্রাহ্মসমাজে ঢুকলো—গোঁসাইয়ের ছেলে ব্রাহ্ম হোল—সভ্যতার কেন্দ্রে এসে পড়লো চিরকালের পুতুল-পূজার পূজারী! বিদ্রূপ করবেন না তো কি করবেন!

কিন্তু বিজয় শক্ত শালগাছ! ও ভাঙ্গবে তো নুইবে না। বলল,

—বসে বসে সেবা খাচ্ছ—খাও! চূড়া-বাঁশী-নূপুর পায়ে দিয়ে সিংহাসনে বসে থাকতে তোমার লজ্জা করে না! মানুষের মহৎ দুঃখ হচ্ছে আত্যন্তিক দুঃখ, আত্মার অধোগতির দুঃখ, দেখতে পাও না তুমি? ক্ষীর-সর খাবে, আর মজা দেখবে, মানুষ কেমন পাপের পাঁকে হাবুডুবু খাচ্ছে! কী তুমি ঠাকুর! ঠাকুর না—কচু!

বিজয় কথাটা শেষ না করেই চলে আসছে, শ্যামসুন্দর হো হো করে হেসে বললেন—তার জন্যই তো 'তুই' হয়ে আমি এসেছি, বুঝলি বোকারাম! পুরুষোত্তম আমি পরিত্রাতা হয়ে এসেছি!

বিরক্ত হচ্ছে বিজয়! শ্যামসুন্দরের সঙ্গে এসব খুনশুটি ওর ভাল লাগে না। শ্যামসুন্দর ছেলেমানুষ থাকতে পারে—বিজয় বড় হয়েছে। বিস্তর কাজ তার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওর সঙ্গে ছেলেমী করলে চলবে কেন! আর তাছাড়া—এসব কি সত্যি! ঐ পাথরের ঠাকুর বিজয়ের সঙ্গে কথা বলতে আসে নাকি? না, বিজয়ের মনের ভুল—কল্পনা; চোখের ভুল! এ-সব মায়িক দর্শনের কথা যেন কোন বইয়ে পড়েছে বিজয়। অসুস্থতার লক্ষণ নয় তো! না—বিজয় এ-সব বিশ্বাস করবে না। পুতুল পুতুলই—সে কখনো কি পরম-ব্রহ্ম হতে পারে!

সত্য-সূর্য্য-স্বরূপ বিজয় ত্রিলোকবিথারী আলোক বর্ষণ করে বিদীর্ণ করে দেবে এই মোহান্ধকার—দেখে নেবে, কোথায় সত্য স্বরূপ ব্রহ্ম—কোথায় সেই পরম জ্যোতি!

বিজয় কলকাতা চলে এল আবার। শ্যামসুন্দর হাততালি দিয়ে যেন তাড়িয়ে দিলেন ওকে! বিজয় পিছন দিকে মুখ না ফিরিয়েই ভাবলো, কার্ণিসের চুনবালি খসে পড়ছে। ও কিছু নয়!

নিরাকার ব্রহ্মের সাকার রূপ বিজয় মানতে চায় না—অবতারবাদ একান্ত অবিশ্বাস্য ওর কাছে! 'শ্রীচৈতন্য একজন ধর্ম্মপ্রচারক মহাপুরুষ! আচার্য্য অদ্বৈত ভক্তিপথের সাধক, ভক্তিরসের রসিক'—এই ভাব বিজয়ের।

শক্ত গিনিসোনা, তাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের ছাপ মারা—ওর মূল্য এবং মর্য্যাদা নিশ্চয় বেশী—বিজয় আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। ভাবে, ব্রাহ্মধর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম যা মানুষকে মুক্তি দেবে—ব্রাহ্মসমাজই একমাত্র সমাজ—মানুষ যেখানে দেবত্বে অধিষ্ঠিত!

শ্যামসুন্দর ওর চিন্তাধারা দেখে মৃদু মৃদু হাসেন আর বলেন—'খনির সোনা গিনি হয়ে হয়েছে ভাল!'

সোনা কিন্তু সোনাই আছে। ওতো গিণ্টি হবে না, বরং শক্ত হয়ে ওর কর্ম্মশক্তি অনেক বেড়ে গেল! এবার কলকাতায় এসেই রচনা করলো রীতিমত কর্ম্মক্ষেত্র—কুরুক্ষেত্রের মতই ধর্ম্মক্ষেত্র—বিবেক-চক্রধারী ওর রথের সারথী।

বেহালায় ম্যালেরিয়া চলছে, বিজয় সকালেই যায় বেহালায়। ঘরে ঘরে রোগী দেখে ওষুধ বিলি করে—পথ্যের ব্যবস্থা করে। ফিরে আসে ছুটোয়। যত শীঘ্র পারে স্নান করেই খেয়ে বেরিয়ে যায় মেয়ে-স্কুলে পড়াতে! ফিরে উপাসনা-বক্তৃতা—রাত্রে কাগজের জন্য প্রবন্ধ লেখা। কাজ, কাজ আর কাজ। ছিদ্রহীন, ছেদহীন কর্ম্মচক্র। কিন্তু ওর দেহটা এখানে মানবীয়—ভুলে গেছে; ভুলে গেছে পার্থিব নশ্বরতার কথা ঐ অপার্থিব জগতের অধিবাসী। ওর মনে হয়—মানুষের দুঃখকে এই মুহূর্ত্তেই ঘুচিয়ে দেবে,—মুছিয়ে দেবে তার চোখের জল—দেখিয়ে দেবে ঐহিক আর পারত্রিক পথের পরম সন্ধান!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীঅমাশঙ্কর সরকার

কিন্তু না—কিছু করতে পারছে না। দেহটা হোল ভঙ্গুর; নশ্বরত্ব ওর মানবদেহকে আক্রমণ করলো। কলি ছদ্ম বেশে রয়েছে সর্ব্বত্র। অমৃত-শিশুকে অমর হয়ে এখানে থাকতে দেবে না কলি। ব্যাধিগ্রস্থ করে দিল বিজয়কে।

হঠাৎ একদিন আত্মসম্বিৎ হারিয়ে ফেললো বিজয়—মূর্চ্ছিত হোল! চৈতন্য হোল অনেক পরে—কিন্তু কলি ওর মানবদেহকে অধিকার করেছে। হৃদ্‌রোগে দাঁড়ালো ঐ মূর্চ্ছা! যেখানে-সেখানে, যখন-তখন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে বিজয়। একদিন ওকে মৃত ভেবে বাইরে আনা হোল সৎকার করবার জন্য। কিন্তু পৃথিবীর মানুষের আত্মার সংকার করতে যে এসেছে তাকে সৎকার করবার দরকার হোল না—বিজয় বেঁচেই উঠলো! কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণা, অসহনীয়। তবু কাজ চলছে; যেন চন্দ্রদেব ঘুরছেন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে।

অমাবস্যার পর পূর্ণিমার আলোক আসবে।

কেশব একজন শরীররক্ষী রেখে দিল ওকে দেখবার জন্য।

এই আঘাত ওর দেহের অণুপরমাণুকে পিটিয়ে পরিবর্ত্তিত করছে, বিবর্ত্তিত করছে ওর মানব-চেতনাকে ভাগবতী চেতনায়! শনৈঃ শনৈঃ চলছে এই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন আগুন দিয়ে, আঘাত দিয়ে, আর তার সঙ্গে দিয়ে আনন্দ-সোহাগা-সংমিশ্রণ!

স্বপ্ন দেখলো—'জগন্নাথঘাটে এক সাধু ওকে ওষুধ দিয়েছেন। তাতেই ভাল হয়ে গেছে ওর হৃদ্‌রোগ'। স্বপ্ন সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে ওর; ডাক্তার দুর্গাচরণ স্বপ্নে ওষুধ বলে দেন। ছুটল বিজয় জগন্নাথ ঘাটে! গিয়ে দেখে, স্বপ্নেদেখা সেই সাধু সত্যি বসে আছেন—বললেন,

—তোমার কি হৃদ্‌রোগ আছে? ওষুধ ছিল আমার কাছে। অনেককে দিতে দিতে ফুরিয়ে এসেছে—সামান্য রয়েছে—নাও,—বলে ধুনির ছাই মিশিয়ে ওষুধ দিলেন বিজয়কে। দিয়েই বললেন,

—তোমার মূর্চ্ছা সেরে যাবে—কিন্তু রোগ ঠিক সারবে না—ব্যথা থাকবে।

সাধু ওকে বললেন না যে ঐ ব্যথা রোগের জন্য নয়, পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের অন্তরের ব্যথাই ওর হৃদ্‌পিণ্ডে অহরহ আঘাত করছে। এটা তারই ব্যথা—সারবে কেমন করে! সারলে যে মানুষের দুঃখ-বেদনা সারাবার কাজ ব্যাহত হবে!—এই সত্য কথাটা বলে দিলেন না সাধু!

কলি কিন্তু কুচক্রান্ত করেই চলেছে। রোগ সেরে গেল বিজয়ের, আর ব্যথাটা হোল ব্যথাহরণের পরম বেদনা—করুণার অশ্রুসিন্ধু! কি এখন করা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়! কলি ভাবতে লাগলো—বিজয় বেঁচে থাকলে কলির রাজ্য বিস্তার চলে না—ওকে অন্ততঃ অকর্ম্মণ্য করে দিতে হবে! ঐ পরিত্রাতারূপী পাবনে পাপ ঢুকানো অসম্ভব। লাহোরে সে চেষ্টা করা হয়েছিল—অতএব অন্য পন্থা দেখলো কলি সাধুজী বেদনার সঠিক কারণটা বলে দেন নি বিজয়কে, এই সুযোগ গ্রহণ করলো কলিরাজ!

উত্তর-বঙ্গে প্রচারে বেরুলো বিজয়। ব্রহ্মনামের বন্যায় ভাসিয়ে দিল মানুষকে; ধুয়ে দিল ব্যথিতের অশ্রু, মুছে দিল পাপীর মালিন্য; কিন্তু কুচবিহারে মানুষের অসহনীয় দুর্দ্দশা দেখে ওর হৃদয়-বেদনা অকস্মাৎ সম্ভবাতিরিক্ত প্রবল হয়ে উঠলো—ব্যথাহারীর হৃদ্‌পিণ্ড অসাড় হয়ে গেল আর্ত্তিতে!

ফিরে এল বিজয় শান্তিপুরে। স্মৃতির বেদনা মন্থন করে ওর হৃদয়-সমুদ্রকে। হলাহল উঠছে, লোকে বললো হৃদ্‌রোগ—বিষ পানই এই বিষের ওষুধ!

আশ্চর্য্য! শ্যামসুন্দর সব জেনেও মজা দেখছেন!

কলকাতায় মেডিকেল কলেজে এল বিজয় রোগ সারাতে। সেই চিবার্স সাহেব—অমৃত দিল না ওকে। দিল বিষ, নেশার ওষুধ! চতুর কলি চিবার্স সাহেবকে দিয়ে করিয়ে নিল এই কাজ। নীলকণ্ঠ হয়ে গেল নীলমণি। চক্রধারীর সারথ্য অন্ততঃ কিছুক্ষণ শিবত্বের শ্মশানে পড়ে ঝিমুবে—কলি কার্য্যোদ্ধার করবে ইতিমধ্যে! কত দুর্জ্জন কত কথা বলবে ওর এই মরফিয়া খাওয়ার জন্য—'ওর অবতারত্ব অস্বীকৃত হবে—ওর সদ্‌গুরুত্ব অসতের হাতে লাঞ্ছিত হবে—ওর ধর্ম্মস্থাপনত্ব পরাহত হবে শুধু নয়, পর্য্যুদস্ত হবে—বিভক্ত হবে বিদ্বেষের শাণিত অস্ত্রদ্বারা'—কলি হাসছে—কার্য্যোদ্ধার হয়েছে ওর। বিজয় বিজিত হোল না, কিন্তু বিড়ম্বিত হোল।

অর্জুনের বিষাদযোগ আরম্ভ হোল নাকি? "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ নচ রাজ্যং সুখানি চ"...যাদের জন্য এতো করা, তারাই ওকে তাড়িয়ে দেবে—তারা, ওরই দেশবাসী—! ওরই আত্মীয়-পরমাত্মীয়রা! কিন্তু অর্জুনকে যুদ্ধ করতেই হবে। ধর্ম্মযুদ্ধ। ফলাফল ওর ভাববার দরকার নেই। নরলোকে ও নর এবং নারায়ণ একাধারে। কিন্তু নরত্বই ওকে পরিস্ফুট করে তুলতে হবে নিজ জীবনে—যে নরত্ব নারায়ণত্বের সঙ্গে অভেদ—একাত্ম!

একসঙ্গে উপাসনা, আলোচনা, ভাবের আদান-প্রদানের সুবিধা হবে ভেবে কেশব একটা আশ্রম করেছে বেলঘরিয়ায়—নাম 'ভারত আশ্রম!' বিজয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সস্ত্রীক এসে উঠলো সেখানে! ধ্যান মগ্নই থাকে প্রায়—একদিন ঐ অবস্থাতেই দেখতে পেল, কতকগুলি জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি ওর ঘরে এসেছেন! ঘর সৌরভে পূর্ণ হয়ে উঠলো!*

—আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষ অদ্বৈত আচার্য্য—বললেন বুড়োমত লোকটি, ইনি নিত্যানন্দ প্রভু, আর ইনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তোমাকে দীক্ষা দিবেন। যাও, স্নান করে এসো—

গোঁসাই প্রণাম করে স্নান করে এল ঘরেরই পাতকুয়াতে। দীক্ষা দিলেন মহাপ্রভু। অদ্বৈত প্রভু উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন,

—সময় হলে এই বীজ মহামহীরুহ হবে—তখন বুঝবে এ কি বস্তু!

বিজয় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল—জ্ঞান হলে ভাবলো, কি এ? এসব কি দেখলাম? মরফিয়ার নেশা—নাকি হ্যালোসিনেসন্! নাকি শুধু স্বপ্ন? ডাক্তার বিজয় অসুখের নিদানটাই ঘাঁটতে লাগলো মনে মনে! কিন্তু রাত শেষ হলে অবাক হয়ে দেখে, কুয়োতলায় রাত্রের ভিজে কাপড়খানা পড়ে আছে। তবে কি সেই স্বপ্নরোগ, যাতে ঘুমের ঘোরে মানুষ অনেক কাজ করে, আবার ঘুমিয়ে যায়?—কিন্তু তাতে তো কাজের কথা মনে থাকে না! তাহলে কী এটা! ভূতের খেলা! স্পিরিট্ এসেছিল নাকি?

ওর সংস্কারহীন মনে তখনো মহাপ্রভুর অবতারত্ব অস্বীকৃত—মহাপুরুষ বলেই তাঁকে জানে বিজয়—এর বেশী কিছু নয়। দীক্ষার মন্ত্রটা অগ্রাহ্য করলো—অস্বীকার করলো ঐ দিব্য দর্শন!

শ্যামসুন্দর আবার হাসলেন—বিজয়ের কপালের দুর্ভোগটা বিচলিত করছে হয়তো ওঁকে। হাসিটা এবার করুণ হোল—কান্না মেশানো হাসি! কিন্তু স্বীকার করলেন—"হে বীর হে বিশ্বজয়ী অদম্য পথিক,

অনায়াসে লঙ্ঘি যাও গিরি-মরুপথ
আপনারে তুচ্ছ করি ক্ষুদ্র তৃণাধিক
রুদ্রতালে চলে তব শুভ্র জয়রথ!"

বাধার বিন্ধ্যাচল ও অনায়াসে পার হয়ে যাবে, কিন্তু অশ্রুসাগর পেরবে কি করে! চৈতন্যের দীক্ষা-তরণী ও গ্রহণ করলো না—নামের ভেলা নিল না—নিঃসম্বল ও চলবে কেমন করে!

চলবে! ও নিজেই নাম আর নামদাতা—তরণী আর ত্রাণকর্ত্তা!—

---

* স্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মবন্ধুদের ধার্ম্মিকতা ওকে কিন্তু বড়ই পীড়িত করে। সামান্য খাবারের ভাগ কারো বেশী হলেই ঝগড়া বাধবে—বিজয় উপোস দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলো—ওদের পাপের শাস্তি নিজে নিল। গাড়োয়ানকে বেশী ভাড়া চাওয়ার জন্য মারলো বন্ধুরা—গোঁসাই মনোবেদনায় উপবাস দিয়ে উপাসনা করলো ওদের জন্য! কোন এক ব্রাহ্মণকে গাল দিল ব্রাহ্মবন্ধুরা—বিজয় কেঁদে ক্ষমা চাইল ব্রাহ্মণের কাছে—কিন্তু এ রকম ব্যাপার নিত্য ঘটলে ও টেকে কেমন করে? এ ভাবে দিন চলে না।—বিজয় চলে এল বাগআঁচড়ায়। ও বুঝতে পারে না, কলির প্রভাব এগুলো। কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র হলে কি হবে, শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি স্বত্বেও সেখানে সত্যের আড়ালে মিথ্যা বলা হয়েছে, শিশুকে সপ্তরথী মিলে হত্যা করেছে—রথের চাকা কাদায় ডোবা অবস্থায় হত হয়েছে মহারথী কর্ণ! ধর্ম্মক্ষেত্রে থাকলেই সবাই ধার্ম্মিক হয় না—বিশেষ করে এই কলিযুগে। রাজা পরীক্ষিতের কাছে নিজের থাকবার ঠাঁই চেয়ে নিয়েছিল কলি—সেই ক্ষুদ্র রাজ্য আজ বহুবিস্তৃত করে ফেলেছে সে।

কিন্তু একটা অসাধারণ ব্যাপার ঘটে গেছে এর মধ্যে। কেশবের মনের মাটিতে ফাটল ধরেছে—বিরাট বিস্তৃত গহ্বর—বৈরাগ্য-গৈরিক লাভা স্রোত গড়িয়ে আসছে অবিশ্রান্ত! উত্তপ্ত অগ্নিময় স্রোত—ভূমিকম্প নয়, দক্ষিণেশ্বরের নিরক্ষর ঠাকুরের সংযোগ-মহিমা!

প্রোজ্জ্বল—প্রশান্ত—প্রদীপালোক!

স্বপাকে আহার করে কেশব—একতারা বাজিয়ে ভজন গায়—চোখের জলে ভেসে যায়—না-না—চোখ ওর ভেসে যায় বুকের রক্তে; চোখের কোণ বেয়ে বেরয় সে-রক্ত! কত লোক দেখে—বলে, এ হোল কি? ব্রাহ্ম-সমাজে বৈরাগ্য কেন?

আর কেন! কেশব কি তখন আর কোনো সমাজ-গণ্ডীতে আটকে আছে? দুর্ব্বার 'ব্রহ্ম-পুত্র' ব্রহ্মপদে লীন হতে চলেছে—ওদের কথা কে শোনে তখন!

রিষড়ার কাছে কেশবের 'সাধন কাননে' এই সাধনার আলোক-চিত্র আছে—অঙ্কন-চিত্র নেই! নেই কোনো শক্তিমান শিল্পীর হাতের অঙ্কিত আলেখ্য! ওর জীবনী আছে—জীবন-রসায়ণ রচিত হয় নি।

এই সাধন কাননে অঘোর নিল যোগ-পথ, বিজয় নিল ভক্তির সাধনা; গৌর গোবিন্দ জ্ঞান-পথ আর মুক্তকেশী সেবার সাধনায় সিদ্ধ হবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেশব একদিন বিজয়কে বলল,

—তুমি ভক্তিতে সিদ্ধ হয়েছ।

কৈ? না। কোথায় বিজয়ের 'ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং' লক্ষণ? ভক্তির লক্ষণ তো প্রকাশ হয় নি বিজয়ের মধ্যে! কেশবের কথাটা মানলো না বিজয়।

বাগআঁচড়ায় এসে বিজয় বেশ রইল ক'দিন। পুরোনো সব লোক—পুরোনো সমাজ আর ধর্ম্মবন্ধুরা। বেশ আছে। হঠাৎ একদিন নির্জ্জনে একটা জ্যোতি এসে ঢুকলো ওর মধ্যে। বলল,

—গণ্ডীর মধ্যে ধর্ম্ম হয় না বিজয়—নিজকে আর বদ্ধ করে রাখিস না। তুই দহ নোস—দরিয়া!

কি বললো? কে বললো? কিছুই বুঝতে পারছে না বিজয়—কিন্তু আবার একদিন আর এক ব্যাপার—স্বপ্নের মধ্যে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ:

ভয়ঙ্কর একটা বনের মধ্যে পথ হারিয়েছে বিজয়; চারিদিকে বন্য জন্তর চীৎকার—অন্ধকারের ভয়াল ভীষণতা—সঙ্গে সাথী তো নাই-ই—সাহসও যেন কমে আসছে বিজয়ের। জঙ্গলে কাঁটায় অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল ওর—হতাশ হয়ে পড়েছে,—অকস্মাৎ দেখলো একখানা হাত আঙ্গুল বাড়িয়ে, উজ্জ্বল আলোময় অঙ্গুলি-সংকেত করছে!—বিজয় সেই সংকেত দেখে চললো। হাতখানাও চললো আকাশে; সামনেই যাচ্ছে—বিজয় বন পার হয়ে গেল অবিলম্বে; কিন্তু এক বিরাট নদী সম্মুখে—তার উত্তাল তরঙ্গ যেন গ্রাস করবে বিজয়কে। বিজয় সভয়ে থেমে গেল। হাতটা কিন্তু নদীর উপর আকাশে তেমনি চলেছে। সাহস পেয়ে জলে নামলো বিজয়—সেই বিশাল নদীর প্রবল স্রোতও অনায়াসে পার হয়ে এল! সেই হাত তখনো ওর সম্মুখে।

আশ্চর্য্য এই স্বপ্নটা অভিভূত করে রাখলো বিজয়কে কিছুক্ষণ, কিন্তু ওর অন্তরের অধ্যাত্মদৃষ্টি এবং ওর আত্মার আত্মজ্ঞান ওকে বুঝিয়ে দিল—ঐ হাতের ইঙ্গিতেই ওকে চলতে হবে। চলতে হবে দূর মরুপথ অতিক্রম করে—লঙ্ঘন করে পাহাড়-পর্ব্বত—পার হয়ে বিশাল তরঙ্গ-সঙ্কুল নদীবক্ষ। কতদূরে নিয়ে যাবে ওকে ঐ হাত, কে জানে!

সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্ট পাশ হোল। এই আইন বিধিবদ্ধ করালেন ব্রাহ্ম-সমাজের নেতাগণ। বর-কন্যার নিম্নতম বয়স নির্দ্ধারিত হোল—কেশব সমাজ মন্দিরের বেদী থেকে বললো, "ইহা শুধু রাজবিধি নহে—দয়াল ঈশ্বরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদেশে ইহা বিধিবদ্ধ হইয়াছে ; এ জন্য ইহাকে ঈশ্বরের বিধি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—”

বয়স্কা বর-কন্যার বিবাহ চালু হোল ব্রাহ্ম সমাজে। কিন্তু কিছু দিন পরেই কুচবিহারের রাজার নাবালক পুত্রের সঙ্গে কেশবের অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হোল ; কুচবিহারের রাজার ইচ্ছামত বিয়েটা হবে হিন্দুমতে !—

আবার সংঘাতের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ! আবর্ত্তের ফেনিল উগ্রতা ! —শ্যামসুন্দর হাসতে আরম্ভ করলেন ! বাগআঁচড়ায় দেখা হাতখানা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে বিজয়কে ? একি হোল—একি করলেন বিজয়ের নিয়ন্তা !

সত্যাশ্রয়ী বিজয়ের মনোবেদনা ভাষায় রূপ পাবে না—ওর চোখে যে জল বেরুলো তাকে জল বলা যায় না, বলতে হয় জলদর্চ্চি ! তার তীব্র দাহন ওর দেহ-মনকে দগ্ধ করছে ! ঠিক এই সময় এল এক পত্র মায়ার নামে।

বন্ধুগণ মায়াকে লিখেছেন—‘গোঁসাই যেন কেশবের বিরুদ্ধে না দাঁড়ান। আপনি বুঝিয়ে বলবেন, নইলে বিপদ অনিবার্য্য।’

কাউকে কিছু বলতে হোল না—বিজয়ের জীবন-বিধাতাই সব ব্যবস্থা করছেন। কলকাতায় তুমুল আন্দোলন চললো কেশবের কন্যার বিবাহ নিয়ে ; শেষে কয়েকজন বেরিয়ে এলেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ থেকে। পত্রে-পত্রিকায় লেখা-লেখী ; পার্কে-পথে বক্তৃতা, আড্ডায় আড্ডায় আলোচনা, তর্ক, এমন কি ঝগড়া পর্য্যন্ত গড়াতে লাগলো ; বিশুদ্ধ তালরস উত্তাপে তাড়ি হয়ে উঠছে—বিজয় বাগআঁচড়ায় থেকে শুনছে সব !

কেশব শুধু বন্ধু নয়—সমপ্রাণ সখা ওর। মনে পড়ে, অঘোর আর বিজয় বাগবাজারে ক্ষুধার্ত্ত হয়ে খাবারের দোকানে ঢুকেছে ; মাত্র চারটি পয়সা আছে বিজয়ের— কিন্তু দেখলো সুন্দর রসগোল্লা সাজানো রয়েছে।—নিজেরা দু’ পয়সার মুড়ি খেয়ে বাকী দু’পয়সা দিয়ে একটি রসগোল্লা কিনে আনলো কলুটোলায় কেশবের বাড়ীতে। ধনীর ছেলে কেশবকে বাগবাজার থেকে একটি রসগোল্লা এনে খাওয়ানোর মধ্যে আছে যে স্বর্গের সৌরভ, যে ব্রজের সখ্য,—মানুষের মন দিয়ে তাকে মাপ্ করা চলে না—সে স্নেহাম্বুধি অগাধ অতলস্পর্শ ক্ষীর-সমুদ্র ! কিন্তু সত্যের বাতাহারী বিজয় অসত্যের অমৃতও পান করবে না ! বিজয়ের অন্তরাত্মা ক্রন্দন করে উঠলো—

একি করলে বন্ধু ! একি করলে !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজয় ব্যাকুল হয়ে উঠলো—বিভ্রান্ত হয়ে গেল ওর চিন্তাচৈতন্য! কিন্তু না, সত্যকে সে ছাড়বে না, ছাড়তে পারে না। শ্রীরামচন্দ্র সত্যের জন্য লক্ষণকে বর্জ্জন করেছিলেন, বিজয়ও বর্জ্জন করবে কেশবকে!

দু'চোখের কোণায় জমাট রক্ত বিজয়ের……

ক্ষরিত হোক রক্তধারা—ক্ষালিত হয়ে যাক অসত্যের পঙ্ক-কালিমা, সত্য ধর্ম্মই উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে থাকুক মধ্যাহ্ন তপনের মত স্থির প্রভায়। বিজয় লিখলো—"আপনার ক্ষুদ্রতাকে, দুর্ব্বলতাকে, অসত্য মতকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া প্রচার না করিয়া যাহা প্রকৃত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম তাহারই আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তব্য। যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হিন্দু বা অন্য ধর্ম্মের শাখা বিশেষ নহে—সর্ব্বদেশে, সকল কালে, সকল জাতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিকার! ব্রাহ্মধর্ম্ম উদার, পূর্ণ, পবিত্র এবং মুক্তি লাভের একমাত্র পথ!"

কিন্তু এতোটা বলে ওর মন মানলো না—আরো বললো,

"পূর্ব্বে মনে করিতাম ব্রাহ্ম সমাজ চিরশান্তির স্থান; এখানে কোনো গোলযোগ প্রবেশ করিতে পারিবে না—কিন্তু এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছি। একবার ভাবিলাম, ব্রাহ্মসমাজের যাহা হয় হউক, আর কোন আন্দোলন করিব না, কিন্তু সত্যের প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি, স্বদেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না…… বন্ধুগণ, প্রাণসম ব্রাহ্ম-সমাজের দুর্দ্দশা আর দেখিতে পারি না—প্রাণ ফাটিয়া যায়—"

ওর প্রাণের ঐ ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসছে আলোক—উত্তাপ—না—আহিতাগ্নি! অগ্নিহোত্রী হতে হবে ওকে!

বিজয় বর্জ্জন করলো কেশবকে!

কলকাতায় তুমুল আন্দোলন আলোড়নের ফলে যারা কেশবের সমাজ থেকে বেরিয়ে এলেন, তাঁরা আলাদা সমাজ স্থাপন করতে উদ্যত হলেন। কেশব ধীর-গম্ভীর—বিন্দুমাত্র বিচলন নেই ওর হৃদয়-সমুদ্রে, কিন্তু এই সময় বন্ধু অঘোর অকস্মাৎ দেহ রাখলেন—কেশব বললো,

—"আমার ডান হাত খানা (বিজয়) বিকল হয়ে গেছে—এবার বাঁ হাত খানাও (অঘোর) গেল।—"

এই গভীর বেদনার্ত্ত উক্তির মধ্যে বাসুকীর মণি-হারানোর বেদনা ঘনীভূত হয়ে রয়েছে—স্তব্ধীভূত হয়ে আছে সীতার পাতাল প্রবেশের চির-বিরহ!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দক্ষিণেশ্বরের মানব-মহিমা আম্রকাননে উচ্চারণ করলেন, "কেশব সেনের সঙ্গে দেখা হবার আগে সমাধি অবস্থায় দেখলাম—ওর মাথায় লাল মণি—ওটি রজোগুণের চিহ্ন। তাই মা কেশবের দল থেকে বিজয়কে নিলে!—"

নতুন দলের আন্দোলনের কথা বিলাতে মিস্ কলেট-এর কাছে এসে পৌঁছালো। তিনি বেঙ্গলার আনন্দমোহন বসুকে লিখলেন— "আপনাদের উদ্দেশ্য সৎ ও মহৎ—কিন্তু একটি কথা বলিতে চাই—গোঁসাই এ সময় কোথায়? তাঁহাকে অগ্রণী করিয়া নতুন সমাজ স্থাপন করুন। তাঁহাকে সমাজভূক্ত করিতে না পরিলে উহা টিকিতে পারিবে না—"

এই বিদেশিণী মহিলা চিনেছিলেন বিজয়কে; কিন্তু বিজয় আর আসতে চায় না; আর কোনো দলে ভিড়বার ইচ্ছা নাই ওর—গণ্ডী ছাড়ার যেন সময় হোল। অগাধ সমুদ্রের তিমি মাছ সে—অনন্ত আকাশের উড়ন্ত পাখী—বেড়া দেওয়া যায়গায় ওর আর বন্দী হবার ইচ্ছে নাই। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ ওর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়; সত্যের এমন আশ্রয় আর নাই; তাই বিজয় আবার এল ঐ নতুন সমাজে যার নাম হোল "সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ।"

এক ব্রাহ্ম সমাজ তিনটে ভাগ হয়ে গেল; আদি, নববিধান আর সাধারণ। বিবাদের বিষ, বিদ্বেষের খাঁড়া—উঃ! সে সব ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করা নিতান্তই দুর্ভাগ্য! ঐ তিনটি সমাজের তরঙ্গ এসে আছাড়ে পড়ে বিজয়ের বুকে—কত লোক ওকে কত কি বলে, কত কি লেখে—বলে অবিমৃষ্যকারী, বলে অসূয়াপরায়ণ, বলে অব্যবস্থিত চিত্ত; আবার বলে আত্মম্ভরিতায় পূর্ণ। কেউ কেউ বলে—অসৎ থেকে সতে ওর গতি অবারিত—তমঃ থেকে জ্যোতিতে ও উদ্ভাসিত হচ্ছে—মৃত্যু থেকে অমৃতে ওর যাত্রা……

এতো ঘটনা ঘটে নাকি কারো জীবনে? এতো দুর্ঘটনা? অবাঞ্ছিত সব ঘটনার আঘাত, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় নয়। এই গুলো ওর অক্ষয় মর্ম্মরমূর্ত্তি গড়বার উপাদান! এই সব বহু-বিচিত্র পাষাণ-খণ্ডের নিত্যজ্যোতি দিয়ে ওর চিন্ময় মূর্ত্তি তৈরী হবে।

নিন্দা-প্রসংশায় মুখর হয়ে উঠলো বাংলাদেশ—শ্মশানের শিব অবিচল, অনড়! ওর ধ্যাননেত্রে চিরজ্যোতিষ্মান সত্য-সূর্য্য। আর কিছু ও দেখে না।

বিদ্বেষের বিষ ঝরছে সর্ব্বত্র—গোঁসাই কত লোকের মহাশত্রু হয়ে পড়লো—ওকে নখে ছিড়ে ফেলতে পারলে নিশ্চিন্ত হয় তারা। সব কিছু উপেক্ষা করে ঢাকায় চলে এল গোঁসাই। ঢাকার ব্রাহ্ম সমাজে যেন প্রাণবন্যা এল ওর আবির্ভাবে। অহর্নিশি ধর্ম্মালোচনা, উদাত্ত কণ্ঠের বক্তৃতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর উপদেশ—শাস্ত্র মন্থন করে ব্রহ্মবাণীর উদ্ধার—কত কি করলো বিজয়! কিন্তু এখানেও বিদ্বেষের অনল। ব্যাধিগ্রস্থ মানুষের রোগ যেন বিস্তৃত হয়েই চলেছে। প্রতিকার নাই—প্রতিরোধ করে না কেউ!

দক্ষিণেশ্বরের দখ্‌ণে বাতাসে হাসির হিল্লোল ভেসে এল—"শিবে-রামে বিবাদ হোল, মিটেও গেল—কিন্তু ভূতে আর বানরে ঝগড়া লেগেই রইল—"

ঢাকাতেও গা-ঢাকা দিয়ে কত কি চক্রান্ত চলছে। বিজয় উপেক্ষা করে—অগ্রাহ্য করে। ও জানে, সত্যের মর্য্যাদা ঈশ্বর স্বয়ং রক্ষা করেন। কত কি ভয়ঙ্কর ব্যাপারের সঙ্গে কত হাস্যকর ব্যাপার যে ঘট্‌লো, তার বর্ণনা ওর জীবনীকারগণ কিছু কিছু দিয়েছেন।

এই বই জীবনী নয়, জীবনের ধূপ—ধ্রুবের অর্ঘ্য-আরতি! কাজেই ওসব ঘটনা এখানে অবান্তর। অনর্থক শ্বেত মর্ম্মরমূর্ত্তিতে কালির তুলি বুলানো!

আড়াই বছর রইল বিজয় ঢাকায়। বেশ আছে! প্রচার-পরায়ণতার পূর্ণ তৃপ্তি! কিন্তু ওর প্রচারক-জীবনের অবসান ঘটাতে হবে এবার। আর নয়—প্রচারের শিঙা ওর মুখ থেকে কেড়ে নিতে হবে!

শ্যামসুন্দর গর্জ্জন ছাড়লেন।

খালের জলের মত নিস্তরঙ্গ ওর জীবন এখানে! পদ্মার কিনারে বসে ও কীর্ত্তিনাশা হচ্ছে না—কীর্ত্তি স্থাপন করছে! এই জন্যই ওর সম্ভব হয়েছে নাকি? না—ও কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ—যুদ্ধের অনলপথে ওকে রথচক্র চালাতে হবে! ধ্বংস করতে হবে অহঙ্কার-মাৎসর্য্য—স্থাপন করতে হবে সত্যের জয়—ধর্ম্মের জয়-পতাকা! ওর কি ঢাকায় ঢাকা থাকলে চলে!

শ্যামসুন্দর টান দিলেন ওর টিকি ধরে—বিজয় এল আবার কলকাতায়!

কিন্তু আবার ওকে প্রচারে বেরুতে হোল পশ্চিমাঞ্চলে! অক্লান্ত কর্ম্মী বিজয় প্রচার করছে, কিন্তু মাঝে মাঝে ওর মন যেন দুলতে থাকে। নিজকে কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন করে—"মন, তুমি কি সম্পূর্ণ নিরাপদ ভূমি লাভ করেছ? কৈ না তো! তোমার অন্তরের অবস্থা তো খুব উন্নত হয় নি—"

বিজয় বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। আচার্য্য অদ্বৈতের কুলগৌরব যেন নয় ও—ও যেন আকাশে উড়ে যাওয়া একটা ধূমকেতু—না আছে ওজন, না-বা উত্তাপ! মানুষের মনে ভয় দেখিয়ে সম্মান আদায় করার অপচেষ্টায় ও ঘুরছে আকাশ-পথে। ও নয় চন্দ্র-তারকা, ও নয় গ্রহ-উপগ্রহ—ও শুধু জ্বালাময় একটা দ্যুতি-রেখা—অকারণ আবর্ত্তিত হচ্ছে বিশ্বচক্রে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজয় চমকে উঠলো !

সত্যি ! সৃষ্টির সাধনচক্রে ওর ঠাঁই যেন ঠেলে গুঁজে করে দেওয়া হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় অনর্থ একটা ! অকারণ মানুষের ভীতি সঞ্চার করে অমঙ্গলকে ডেকে আনে ঐ ধূমকেতু—

না-না-না—বিজয় ধূমকেতু হতে যাবে কেন ?—নিজের চিন্তার কশাটা যেন সজোরে চাবুক মারলো ওকে—ও ধূমকেতু নয়, ধূমায়িত আগ্নেয়গিরি ! না-না—ও প্রজ্জ্বলিত বহ্নিশিখা—পাবক—পাবন—পরিত্রাতা !

কিন্তু ঐ অগ্নিতে ইন্ধন যোগানো হচ্ছে না—হচ্ছে না আহুতিদান ! হৃদিমন্থিত বক্তৃতার জ্বালাময়ী জ্বালামুখীতে মাঝে মাঝে স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়—সে অগ্নি যেন মহাকালীর লোলরসনা ; ধিকিধিকি জ্বলে ওঠে, কিন্তু স্থায়িত্ব কোথায় ? যতক্ষণ জ্বলে ততক্ষণই সে আলোকলেখা—

বিজয়ের অন্তরের অভ্যন্তর হাহাকার করে উঠলো ! বাগআঁচড়ার কথা মনে হোল—ওখানে একা থাকার জন্য ওর আত্মদৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হয়ে থাকতো ! ও বুঝেছিল—অন্তরের অবস্থা অতি হীন রয়েছে ! নিজেই বলেছে বিজয়—"সুবিধা পাইলে এবং লোকে না জানিতে পারিলে সকল প্রকার পাপই আমাদ্বারা হইতে পারে ! অর্থাৎ পাপাসক্তির মূল তখনো জীবিত আছে ! অবকাশ পাইলে অনায়াসে আমাকে পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিতে পারে !…এই যদি হয়, তবে ধর্ম্মের ভিত্তি কোথায় ? নিশ্চিন্ত হইবার উপায় কি ? সম্পূর্ণ নিরাপদ অবস্থা কি নাই ?"

কথাগুলো মনে পড়ার সঙ্গে কলকতার ইডেন গার্ডেনের কাছে এক জুতো-শেলাইকরা সাধুর কথা মনে পড়লো ! লোকটি সারাদিন জুতো শেলাই করতো ; যিনি যা দিতেন তাই নিত ! সন্ধ্যাবেলা চলে যেত। গোঁসাই একদিন তার পিছু নিয়ে দেখলো গিয়ে ঐ জুতোশেলাই করা লোকটি স্নান করে পরিপাটি করে শালগ্রামের পূজা করলো, সেদিনের অর্জ্জিত সমস্ত বিত্তটুকু দিয়ে ঠাকুরের ভোগ দিল—তারপর উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রসাদ বিলিয়ে নিজে নিল। গোঁসাই শুধুলো,—এভাবে কেন আপনি দিন কাটান ?

—আমার গুরুর আদেশ—কর্ম্মক্ষয় করতে এই তাঁর আদেশ হয়েছে।

বিজয় দেখেই বুঝেছে, লোকটি খুব উন্নত সাধক। কিন্তু গুরুবাদ ও মানে না ; তাছাড়া যে-গুরু শিষ্যকে এমন দুঃখকর বৃত্তি অবলম্বন করে কর্ম্মক্ষয় করতে আদেশ দিয়েছেন, তার উপর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা হবার কথা নয় বিজয়ের ! হোলও না !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

আজ কিন্তু কথাটা মনে পড়ছে! নিজের জীবনের অনেক ঘটনার কথাই ও রোমন্থন করে। ওর ভেতর ওর অদৃশ্য নিয়ন্তার ইঙ্গিত ধরতে চেষ্টা করে। বাগআঁচড়ায় ধ্যানাবস্থায় দেখা সেই হাতখানাই যেন ওর অদৃশ্য নিয়ন্তা। তা ছাড়া মাঝে মাঝে ওর অন্তরে যে একটা শক্তির আবির্ভাব হয়—তাকেও অবহেলা করা চলে না। ইদানিং যেন সেই শক্তিটার খোঁজ পাচ্ছে না বিজয়। যেন মাঝপথে আলো নিবিয়ে দিল কেউ—অন্ধকার!

বিজয় কাশী এল! উঠলো এসে ত্রৈলোক্য মৈত্রের বাড়ী। ওখানে তখন তৈলঙ্গ স্বামীর প্রভাব চলছে; বিজয় দেখলো এই সচল শিবকে। দেখলো কি শুধু? আকর্ষণে আটকে গেল!

কিন্তু কেন? কি এমন ঐ তৈলঙ্গ স্বামী! সারাদিন যেখানে-সেখানে পড়ে থাকেন! থাকেন আবার ন্যাংটা—সভ্য বিজয়, ব্রাহ্ম বিজয় ওঁর কাছে যায় কেন!

কী এক দুর্ব্বার আকর্ষণ যেন টানে বিজয়কে। আশ্চর্য্য হয় ও নিজেই! খিদে পেলেও ওখানে বসে থাকে বিজয়। তৈলঙ্গ স্বামী শিষ্যদের দিয়ে খাবার আনান—নিজেই খেয়ে ফেলেন প্রায় সব—বিজয় যৎসামান্য সরিয়ে রাখে তখন। স্বামীজী হাসেন।

স্বামীজী আবার মৌনী—কথাও বলেন না যে বিজয় শুনবে; তবু বসে থাকে! কি এ আকর্ষণ?—লোহাতে-চুম্বকে? নাকি আগুনে-বাতাসে? নাকি সাগরে-আকাশে?

ভেবে কূল পায় না বিজয়, তবু যায় তৈলঙ্গ স্বামীর কাছে। সাংঘাতিক স্বামী ইনি—প্রস্রাব ত্যাগ করে কালীমূর্ত্তির গায়ে ছিটুতে লাগলেন।

—একি করছেন?—বিজয় বললো।

—পূজা—গঙ্গোদকং, গঙ্গোদকং—লিখে দিলেন মৌনী তৈলঙ্গ।

—দক্ষিণা কি?—বিজয় হেসে উঠলো।

—যমালয়—লিখলেন স্বামীজী!

এমন লোককে বিজয়ের শ্রদ্ধা-ভক্তি হয় কি করে? শ্রদ্ধা-ভক্তি হয়তো হয় না—ও যেন বস্তুগুণ! স্বামীজীকে দেখতে বিজয় যাবেই। কিন্তু সে-দিন মণিকর্ণিকার ঘাটে বসে আছে বিজয়, হঠাৎ তৈলঙ্গ স্বামী এসে বললেন,

—আস্নান করো! তোকে দীক্ষা দেবো।

—হ্যাঁ—তোমার কাছেই দীক্ষা নিলুম আমি—বিজয় বিদ্রূপ করে উঠলো, শিব পূজো কর আবার মুতে কালীর গায়ে ছিটিয়ে বল গঙ্গোদকং। তোমার কাছে দীক্ষা কে নেবে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—নিবি না ?

—না। আমি ব্রাহ্ম—গুরুবাদ মানি না!

—বাচ্চা সাচ্চা হ্যায়—বলে স্বামীজী ওকে বিড়ালের-ইদুর-ধরার মতন নিয়ে গঙ্গায় স্নান করিয়ে বললেন—তোকে আমি রীতিমত দীক্ষা দিচ্ছি না, তোর শরীর শুদ্ধ করে দেব।. তোর গুরু আমি নই, অন্য একজন। সময়ে তার সঙ্গে দেখা হবে!—পরে বললেন—বসন্তকা দাওয়াই বসন্তমে রমতা; ইয়াদ রাখ্খো, ম্যায় তুমহারা গুরু নেহি, তুমহারা গুরু তোমকা ওয়াস্তে রোয়তা হ্যায়।—বলে তৈলঙ্গ স্বামী তিন রকম মন্ত্র দিলেন বিজয়কে। মার দেওয়া মন্ত্র, সব সময় জপের মন্ত্র, আর বিপদকালে জপের মন্ত্র।

অবাক আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটে গেল বিজয়ের জীবনে! কিন্তু দীক্ষা ওর কাছে পুরোনো ব্যাপার। তবু এই স্বামীজীর দীক্ষাটা অগ্রাহ্য ঠিক করতে পারলো না বিজয়। প্লটিনামের পাতে দাগ পড়ে গেল যেন।

কাশী থেকে ফিরে বিজয় কলকাতায় এল।

উপাসনায় অতৃপ্তি জাগে বিজয়ের—কেমন যেন অভাববোধ জাগে! হাজার লোক শোনে ওর বাণী। ওর বাগ্মীতা দেশ বিখ্যাত—ওর আবেগ অসাধারণ। ওর কথা শুনে মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়; কিন্তু নিজে বিজয় এখনো যেন ঠিক ধরতে পারে না—কোথায় কি অভাব থেকে গেল। যেন অন্তর-ভাণ্ডার পূর্ণ হতে হতে কোন্ ছিদ্রপথে বেরিয়ে গেল আনন্দরস।

ব্রাহ্ম সমাজে আসার পর থেকে ওর সাধন-ভজন কতখানি তীব্র হয়েছে, মনে পড়ে বিজয়ের। ভারত-আশ্রমে থাকবার সময় সারা রাত্রি ও একা ছাদে বসে উপাসনা করতো, তন্ময় হয়ে যেতো, হারিয়ে ফেলতো সম্বিত। প্রতাপ মজুমদার বলতেন—"ধর্ম্মের জন্য এমন পাগল আর দেখি নাই। এমন ব্যাকুলতা মানুষের দেখা যায় না—"

কিন্তু কি হোল! কি পেল বিজয় ?

শিবনাথ শাস্ত্রী বন্ধু ওর! একসঙ্গে সাধন ভজন করতো একসময়—শিবনাথ কত বার বলেছেন, "বিজয়ের আঙুল চুষলেও ধর্ম্ম হয়।"

হয়তো হয়, কিন্তু বিজয়ের কি তাতে! শিবনাথকে একদিন বলেছিল বিজয়—"কেউ যদি বলে এই দোতালার ছাদ থেকে পড়লে ধর্ম্ম হয়, তা'হলে আমি এখুনি পড়তে রাজি আছি—"

শিবনাথের স্ত্রী বলতেন—"গোঁসাইকে চোখে দেখলেও উপাসনার ফল হয়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সব আত্মপ্রশংসা শুনে কি আত্মবঞ্চনা করেছে বিজয়! না—না, বিজয় তো এগুলো শুনেও শোনে না। প্রশংসা শুনতে কি পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে সে? অদ্বৈত বংশের আচার্য্য সে—জন্মগত গুরু সে—জন্মসিদ্ধ বংশের সাধক সে! ওসব কথা শুনে তার তো আত্মগরিমায় অভিভূত হওয়া উচিৎ নয়! রাজার ছেলেকে 'রাজকুমার' বললে বেশী কি বলা হোল? না—বিজয় ও-সবে কখনো অহঙ্কৃত হয় নি—নিজকে বিশ্লেষণ করতে লাগলো বিজয়।

কৈ—কোথাও তো অহঙ্কার হয়েছে বলে মনে পড়েনা! কখনো নিজকে বড় দেখেনি বিজয়; দীন হীন হয়েই রয়েছে; নিষ্কিঞ্চণ হয়েই আছে! প্রাণসমা পত্নীর পানেও চাইবার তার অবসর নাই; কন্যার শোক অনায়াসে সহ্য করে গেল—দুহিতা-বিয়োগও দোহন করতে পারলো না ওকে। ব্রহ্মচিন্তার অপরিমেয় অমিয়ধারায় নিমগ্ন বিজয় অনুক্ষণ! তবে কেন এ অশান্তি? কেন এই অভাববোধ? কেন এই জ্বালা? কেন? কেন!

জিজ্ঞাসা করে জবাব পায় না বিজয়। আপনাকে কতভাবে প্রশ্ন করে—"ব্রাহ্ম পদ্ধতির উপাসনায় নানা প্রকার অবস্থা আমার মধ্যে প্রকাশ পেতে লাগলো, কিন্তু কিছুই স্থায়ী হয় না—প্রকাশ পায় আর চলে যায়! সত্য-বস্তু প্রকাশ পেলে সেটা আবার লোপ পায় কেন? এই সংশয় আমার মধ্যে উপস্থিত হোল—অস্থির করে তুলেছে আমাকে।"

মনের এই অবস্থায় ওর মত ধর্ম্মকাঙ্গাল কতক্ষণ স্থির থাকতে পারে! অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠলো বিজয়। নিয়ত সাধন করলে সাধকের এমন একটা অবস্থা হয় যে সর্ব্বক্ষণ ঈশ্বরকে অনুভব করা শুধু নয়, প্রত্যক্ষ না করলে জীবন রাখা দায় হয়ে উঠে। ওর সেই অবস্থা।

কোথায় যাবে, কি করবে, ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে গেল—রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের পুরুতঠাকুরকে। পুরুতটি তখন আর পুরুত নাই—পূর্ণব্রহ্ম! কেশব ওখানে গিয়ে বৈরাগ্য লাভ করেছে; ব্রাহ্ম সমাজেও এনেছে সেই ঠাকুরকে, কিন্তু বিজয় তখন কলকাতায় ছিল না। বিজয় ওকে দেখতে যাবে, ঠিক করল।

ভাবতে ভাবতেই যাচ্ছে।

সাকারবাদী মূর্ত্তি-উপাসক এই গদাধর। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরেই ওর যা-কিছু সাধন ভজন।

না জানে লেখা-পড়া, না ঘুরলো দেশ-বিদেশ—ওর কাছে কি পাওয়া যেতে পারে! সংশয়াকুল হয়ে উঠলো বিজয়, কিন্তু কেমন যেন একটা অদৃশ্য আকর্ষণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলেছে ওর অন্তরে! না—যেতে হবে! কেশব গিয়েছিল, আরো কত ব্রাহ্মভ্রাতা যাচ্ছেন। বিজয়ও যাবে! পয়সা নাই গাড়ী ভাড়ার, বিজয় ভাগের নৌকায় চলে এল দক্ষিণেশ্বর—দেখলো,

'বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে
নিরঞ্জন আনন্দ-মূরতি…… '

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল বিজয়—আর উনিও ঠিক তেমনি! বিরাট দুটি ঘূর্ণীয়মান সূর্য্য যেন পরস্পরকে দেখে থেমে গেছে মহাকাশে—বিশাল ব্যোম ব্যাপ্ত করে যেন জেগে উঠলো আনন্দ-সঙ্গীত। যেন গৌরাঙ্গের সঙ্গে নিত্যানন্দের মিলন—নাকি, হরির দর্শন হরের সঙ্গে!

এ যেন আকাশে-সাগরে মিলনমহিমার অবিচ্ছেদ্য দৃশ্যপট!

—তোমাকে দেখেই আমার হৃদ্‌পদ্মটি ফুটে উঠলো—বললেন রামকৃষ্ণ!

"কে তুমি!" "কোথায় ছিলে?" "কেন এতদিন আসনি"—এসব কোনো কথাই হোল না ওদের। ওরা যেন অনাদিকাল থেকে চেনা—ওরা যেন বিরাট বিশ্বরথের রথী আর সারথী,—সঙ্গীত আর সঙ্গত,—সাগর আর সাগরোর্ম্মি!

অনেকক্ষণ রইল বিজয় বসে। শুধুই ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ওখানে! কত আসে কত যায় মানুষ—উনি সবার সঙ্গে সমান তালে কথা বলে যান; যে যেমন ভাবের লোক তার সঙ্গে তেমনি কথা—বিজয় ভাবলো, এমন তো দেখিনি!

আসার সময় বললেন ঠাকুর—মাঝে মাঝে এসো বিজয়, তোমাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে!—বিজয় চলে গেলে বললেন সকলকে,

—বাবা অমন না হলে কি ছেলে এমন ভক্ত হয়?

—উনি ব্রাহ্ম!—সংশয়াকুল এক ভক্ত বলে বসলেন।

—তাতে কি! বিজয় ব্রাহ্ম বটে, কিন্তু এটা তার সাধনপথ নয়; শীঘ্রি ও পথ পাবে। বিজয় ভগবানের দোরে ঘা দিচ্ছে; যে-ঘরে প্রবেশ করলে লোকের ঈশ্বর-সাধনা পূর্ণত্ব লাভ করে—তার পাশের ঘরে পৌঁছে বিজয় দরজা খুলে দেবার জন্য করাঘাত করছে।…

বিজয় এসব কথা শোনে নি—কিন্তু এক অনিবার্য্য আকর্ষণ ওকে যেন বন্দী করে ফেললো ঐ আশ্চর্য্যদর্শন পুরুষটির সঙ্গে! বারবার যায় বিজয়—পয়সা না থাকলে বহু কষ্টে হেঁটেও যায়। কখনো বা ঠাকুর নিজেও লোক পাঠান ওকে নিয়ে যাবার জন্য।

এমনি চলছিল, কিন্তু সেদিন ঘটলো আর এক কাণ্ড

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরামকৃষ্ণের হাত ভেঙ্গে গেছে! যন্ত্রণা হচ্ছে খুব, মানব-লীলার মানবীয় যন্ত্রণা। এক ভক্ত বললেন,

—আপনি জীবন্মুক্ত, এই সামান্য যাতনাটুকু ভুলতে পারছেন না!

—ভুলবো কি তোদের সঙ্গে কথা কয়ে? বললেন ঠাকুর—তোদের বিজয়কে আন, যাকে দেখলে আমি আপনাকে ভুলে যাই…

ডাক এল—যেতে হোল 'নাম'কে 'নামী'র কাছে। আপনাকে ভুলেই গেলেন; যেন নাম আর নামীর অভেদ-তত্ত্ব দেখাচ্ছেন। নামী আস্বাদন করলেন নামরস।

কৌস্তভ না হলে কৃষ্ণকে মানায় না—

উপাসনার আস্বাদ অপরূপ—কিন্তু বিজয় এ কি দেখে এল দক্ষিণেশ্বরে! বিস্ময় জাগে ওর মনে! সদানন্দ পুরুষের স্মিতহাস্য পরিষ্কার প্রমাণ করে, উনি আত্মারাম—ওঁর কিছুই অভাব নেই; আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ! এ কি অবস্থা? কেমন করে এই অবস্থা লাভ সম্ভব? ব্যাকুল হয়ে ওঠে বিজয়ের মন! চিত্ত যেন বিকারগ্রস্থ হয়ে উঠেছে! বিশ্বসংসার বিকৃত হয়ে উঠলো! এ রোগের ওষুধ কি? কোথায় গেলে পাওয়া যাবে শান্তি—শান্তিময়কে?

ব্রাহ্মধর্ম্মের সার কথাগুলোই ও বলে বক্তৃতায়, তার সঙ্গে থাকে ওর হৃদয়াবেগ—অনুভূতির অব্যক্ত প্রকাশও! বলে,—ব্রহ্ম, ঈশ্বর সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ—তিনি শান্তিরূপে, অমৃতরূপে প্রকাশিত! তিনি এক—অদ্বিতীয়! তিনি স্বপ্রকাশ; স্বয়ং প্রকাশিত না হলে তাঁকে কেউ প্রকাশ করতে পারে না…তাই তাঁর কৃপাপ্রার্থী হতে হবে!

চমৎকার বলে বিজয়—শুনে মানুষ শুধু মুগ্ধ হয় না, শান্তিও পায়; বিজয় কিন্তু শান্ত হতে পারছে না—ওর অধ্যাত্ম চৈতন্য-পদ্মকোরকে যেন সূর্য্যের আলোকপাত হতে হতেই সন্ধ্যা হয়ে যায়—কুঁড়ি মুদে যায় ওর! ও চায় অবিশ্রান্ত বিকশিত করে রাখতে ওর হৃদপদ্মকে! ওর সাধন-রাজ্যে যেন রাত্রি না আসে—না হয় ব্রহ্ম-তপনের অস্তগমন!

কোথায় সে-পথ খুঁজে পাবে বিজয়! খুজতে হবে—যেমন করে হোক, পথ খুঁজে বের করবে বিজয়।—দিগ্‌বিজয়ী বেরিয়ে পড়লো।

হাসতে হাসতে শ্যামসুন্দর আছাড় খেলেন; অঙ্গ ভেঙ্গে গেল ওঁর!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খবর গেল বিজয়ের কাছে, শ্যামসুন্দর অঙ্গহীন—ও মূর্ত্তিতে আর পূজো চলবে না। বিজয় ভাল একটি মূর্ত্তি গড়িয়ে দিল—যথারীতি প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল তাঁর শান্তিপুরে, কিন্তু রাধারাণীর সেই পুরোনো মূর্ত্তি। লোকে বলতে আরম্ভ করলো,

—বিজয় ব্রাহ্ম কি না—তাই রাধারাণীর বিধবা-বিবাহ দিয়েছে!

বলুক—বলতে দাও। ওর নিজের রাধারাণী ধূলোয় ধূসর হচ্ছে, পরের রাধারাণীর খবর কে করে!

ওসব শুনলে চলে না বিজয়ের।

অনুসন্ধান করতে হবে কোথায় পথ—কোথায় পরম পথ—কোথায় পরম পুরুষ! চললো অভিযান আউল, বাউল, কর্ত্তাভজার দলে,—অঘোর পন্থীর রোমাঞ্চক সাধনায়—কাপালিকের ভয়াবহ বীভৎসতায়; রামাৎ, শাক্ত, বৈষ্ণব, দরবেশ, মুসলমান, ফকির, বৌদ্ধ, যোগী—কিছুই বাদ দেবে না বিজয়!

মনে পড়ে, রংপুর জেলায় এক আসন্ন সন্ধ্যায় উলঙ্গিনী নারী মূর্ত্তি! উঃ! কী বর্ণ, কী দীর্ঘ দেহ! গাছতলায় দেখা বিজয়ের সঙ্গে। প্রকাণ্ড প্রান্তর জনশূন্য। এ-অবস্থায় ওকে দেখে বিস্মিত বিজয় বলেছিল—

—মা তুমি কে? তুমি কি মানবী? নাকি অন্য কিছু!

ধ্বক্ ধ্বক্ জলন্ত নয়ন স্নেহের শিশিরে সিঞ্চিত করে জবাব দিল অপরূপা,

—তুই আমাকে মা বললি! কতদিন যে 'মা' ডাক শুনি নি বাছা! রামপ্রসাদ মা বলে ডাকতো। আমার মাথায় তেল মাখিয়ে দিত। তুই দিবি আমার মাথায় একটু তেল?

বিজয় বাজার থেকে তেল কিনে মালিশ করে দিয়েছে ওর মাথায়!

প্রকৃত নাকি অপ্রাকৃত দর্শন এ সব! স্বপ্নের মত মনে পড়ে বিজয়ের:

'—গণ্ডী ছাড়—গণ্ডীতে ধর্ম্ম হয় না—' কে বলেছিল? কেই বা বলেছিল, 'পরলোক চিন্তাকর'। কত কথা কতবার ওকে বলা হয়েছে! কে এই অদৃশ্য চালক? কে এই সারথী? কোথায় নিয়ে যাচ্ছে বিজয়কে?

বিজয় গড়াতে গড়াতে চললো; গড়িয়ে গোল হয়ে যাচ্ছে, গণেশ হয়ে উঠছে—সিদ্ধিদাতা গণেশ, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা সদ্‌গুরু!

যত মত, তত পথ দিয়ে ওকে গড়িয়ে যেতে হবে। ধূলোয় ধূসর হয়ে যাবে অঙ্গ ওর—রক্তাক্ত হয়ে যাবে বক্ষস্থল, অশ্রুসিক্ত হয়ে যাবে ওর দুইগণ্ড! কোথাও পাবে না ও তৃপ্তি—পাবে না তৃষ্ণার বারি—ক্ষুধার অন্ন!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মযোগীশ্বর

জ্ঞানযোগীশ্বর

ভক্তিযোগীশ্বর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক জীবন ! একি জালাময় আগ্নেয়গিরি ! অনল আর উত্তাপ, তৃষ্ণা আর তপঃ, কম্পন আর ক্রন্দন ! কেঁদে বলে বিজয়,

—নদী বল—চন্দ্র বল, সূর্য্য বল—তরু-লতা বলে দাও, কোথায় তিনি ? কোথায় গেলে তাঁকে পাব ? তোমরা কি তাঁকে দেখ নাই ? বল, বল, তোমাদের পায়ে ধরি !

"মল্লিকা মালতী জাতি সবারে শুধায়—
এ-পথে দেখেছো যেতে রাধার শ্যামরায় ?—"

হতাশ হয়ে হাহাকার করে বিজয়—'হিন্দু সমাজ চাই না, ব্রাহ্ম সমাজ চাই না—চাই না খৃষ্টান-মুসলমান কোনো সমাজ—শুধু চাই আমার প্রাণের দেবতাকে !—তোরা যে গাল দিচ্ছিস্, আমাকে নির্ব্বোধ বলছিস্—তোরা কি করে বুঝবি আমার অন্তরে কি জ্বালা !'

গরিফার জগৎ চন্দ্র সেন কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের নেতা—কৃষ্ণকুমার, উমেশ দত্ত, নগেন চাটুজ্যে, সীতানাথ দত্ত, এই সব বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তাভজার দলে সাধন করেন। বিজয়ও এসে যোগ দিল। প্রাণায়াম সাধনই এদের বড় সাধনা। বিজয় এই সাধনায় সিদ্ধ হয়ে ভাবলো—কৈ ? এ তো ক্ষণিকের সুখ ! কোথায় ভূমা ? 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি'—

চলে এল বিজয় ও-দল ছেড়ে !

বীরভূম জেলার কোটাশূর গ্রামে বিখ্যাত বাউল সম্প্রদায় থাকেন—বিজয় দৌড়ালো সেখানে; দলে ঢুকে গেল। কিন্তু ওরা বিজয়কে 'চারুচন্দ্র' খেতে বললেন। বিজয় প্রশ্ন করলো,

—এ খেলে কি হয় ? এতে কি ভগবানকে পাওয়া যায় ?

—না—তবে শরীর সুস্থ থাকে—দীর্ঘজীবন লাভ হয়—উত্তর হোল।

—শরীর নশ্বর। নিত্য নয়। এর জন্য এতো কষ্ট কেন ! ও আমি খাব না ! চলে আসবে বিজয়—বাউলরা বাধা দিলেন। কিন্তু বিজয় হুঙ্কার দিয়ে বলল,

—আমি অদ্বৈতবংশের গোঁসাই—হুসিয়ার হয়ে কথা বলবে !

সভয়ে ওরা ছেড়ে দিল বিজয়কে; চলে এল বিজয়—এসেই গেল অঘোর-পন্থীদের কাছে; দেখলো, নর মাংস আহার আর কতরকম তাজ্জব কাণ্ড ! না, বিজয় ওসব পারবে না ! ওসব পথ হলেও পিছল পথ—দরকার নাই। কাপালিকদের কাছেও ঐ একই অভিজ্ঞতা লাভ হোল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামাৎ, শাক্ত, বৈষ্ণব সম্প্রদায় ঘুরে এল বিজয়—বিশ্রামহারা এক ঘূর্ণী যেন—যেন তন্দ্রাহারা চন্দ্র-তারা—সতী-হারা শঙ্কর !

হোল না—হোল না ওর ব্রহ্ম লাভ—হোল না ওর ঈশ্বর-সম্ভোগ ! হতাশ বিজয় দৌড়াল দক্ষিণেশ্বর। বদ্‌নামে বিখ্যাত হয়ে গেছে বিজয় এর মধ্যে। কত লোকে কত কি বলে—বলে, সাকারবাদী ! বলে ভণ্ড ! বলে বেহ্মদত্যি ! ঘরে বাইরে টিকতে পারে না বিজয়—মানব-সমাজ ওর সমালোচনায় পঞ্চমুখ।

—এসো বিজয়—ঠাকুর আহ্বান জানালেন। বিজয় বসতেই বললেন,

—তুমি সাকার-বাদীদের সঙ্গে মেশো বলে তোমার নাকি ভারী নিন্দে হচ্ছে ! কিন্তু যে ভগবানের ভক্ত—তার কূটস্থ বুদ্ধি হওয়া চাই। তুমি যদি আন্তরিক ভগবানকে চাও, তাহলে সব সহ্য করবে। দুষ্ট লোকের মধ্যে কি আর ঈশ্বর-চিন্তা হয় না ? দেখ না, ঋষিরা বনের মধ্যে ঈশ্বর চিন্তা করতেন—চারদিকে বাঘ-ভালুক, হিংস্র জন্তু থাকতো। অসৎ লোকের বাঘ-ভালুকের স্বভাব, তেড়ে এসে অনিষ্ট করে।......

আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে উঠলো বিজয়—আশা-সাগর দুলে উঠলো ওর বুকে ; যেন পেল এক অদৃশ্য পথের অমোঘ ইঙ্গিত !

"সব সহ্য করতে হবে"—অঙ্গ অঙ্গার হোক, চিত্ত চিতা হয়ে জ্বলতে থাক—বিজয় সহ্য করে চলবে—চলবে সন্ধান করে সত্যকে,—সত্যময়কে !

উত্তাল আশা-তরঙ্গ ওর বুকে আছাড় খাচ্ছে ; কেঁপে উঠছে জীবন-সৌধের ভিত্তিভূমি—এভাবে ও বাঁচবে কেমন করে ? পত্নী মায়ার প্রতি মমতা নেই, নেই সন্তানের প্রতি স্নেহ—নেই সংসারের প্রতি আসক্তি ; শুধু এক অনিবার্য্য আকর্ষণ—এক অসহনীয় ক্ষুধা—কোথায় পাওয়া যায় সেই প্রাণারামকে !

ঠন্‌ঠনে থেকে মেছুয়াবাজার, মির্জাপুর ষ্ট্রীট পার হয়ে আসছে বিজয়। কলকাতার জনসমুদ্র ওর দৃষ্টিপথে পড়ে না—ওর বাহ্যদৃষ্টি মৃত্তিকায়, অন্তর্দৃষ্টি অন্তরের অন্তরতমকেই খুঁজে বেড়ায় ; কিন্তু অকস্মাৎ দৃষ্টিটা পড়ল এক সাধুর উপর। শান্ত, সৌম্য, সমুন্নতকায় একজন সন্ন্যাসী। জ্যোতির্ম্ময় আলোক-বর্ত্তিকা যেন ! বিজয়কে কি উনি পথ দেখাতে পারেন না ?

বিজয় এসে প্রণাম করলো। সস্নেহে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন তিনি। মাথায় যেন কেউ বরফ চাপিয়ে দিল, এমনি মনে হোল বিজয়ের। ওর উষ্ণ মস্তিষ্ককে শীতল করে দিলেন এক নিমেষে এই অচেনা সাধু !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা কইতে কইতে ইডেন গার্ডেনে এসে বসল দু'জনে। কত কথা সাধু বললেন—বিজয় শুনে গেল। শেষে বিজয় ওঁকে একদিন ব্রাহ্ম সমাজে আসতে নিমন্ত্রণ করলো।

এই ঘটনার পর দু'এক দিন পার হয়ে গেছে; সমাজে উপাসনা শেষ করে বিজয় বাহিরে আসতেই সাধুজী ওর হাত ধরলেন। অবাক বিজয় শুধোলো,

—আমাদের উপাসনা শুনলেন তো! কেমন লাগলো?

—বহুৎ আচ্ছা—সব্‌হি বেদকা বাণী।

—সে তো হোল সাধুজী—বেদের কথা, শাস্ত্রের কথা, মুখেই বলি; প্রাণের অশান্তি যায় না কেন?

—আপন গুরুকে' পুছো—সাধু জবাব দিলেন।

—গুরু! গোঁসাই হেসে বলল—আমরা ব্রাহ্ম, গুরুবাদ মানি না।

—ও!—ইস্ ওয়াস্তে সব বিগড় গিয়া···

বজ্র যেন অকস্মাৎ বিদীর্ণ করে দিল পর্ব্বতচূড়া—ফাটল থেকে বেরিয়ে আসছে উৎসধারা—অপরিমেয় জলোচ্ছ্বাস আকুল করে দিল বিজয়কে। সিক্ত করে দিল ওর শুষ্কতার সিকতা-সৈকত!

—আউর দেখ—সাধু বললেন—আস্‌মান্‌মে ইমারৎ বনানে কোই নেহি সেক্তা! তোমকো গুরু করনে হোগা···

সিদ্ধ মহাত্মার শক্তি-সঞ্চারিত বাণী! গুরুতা-বিদ্বেষী বিজয় বিহ্বল হয়ে গেল—বশীভূত হয়ে গেল বিদ্রোহী বিজয় মন্ত্রশান্ত ভূজঙ্গের মত! ব্যাকুল হয়ে উঠলো গুরু লাভের জন্য ওর সমগ্র চেতনা।

—আপনিই আমার গুরু হোন—প্রার্থনা করলো চির-অযাচক বিজয়কৃষ্ণ।
—নেহি—মেই তুম্‌হারা গুরু নেহি! সো দোসরা হ্যায়; বখৎ হোনেসে মিল যায়েগা—ঘাবড়াও মাৎ······বলে চলে গেলেন সন্ন্যাসী!

আলো জেলে দিয়ে গেলেন না—শুধু প্রদীপ সাজিয়ে দিলেন তেল-সলতে দিয়ে। কিন্তু কোথায় আগুন—কার কাছে জেলে নেবে বিজয় তার অভিসার-পথের দীপশিখা! বিশ্বাসের সূতো ধরে বহু দূর এসেছে বিজয়—বিচারের যষ্ঠী ও কখনো ছাড়ে নি। ওর সত্যসন্ধী দৃষ্টি অবিশ্রাম নেতি-বাচক—তাই আজ এতদূরে ও এসেছে; কিন্তু এর পরের পথ যে আরো অন্ধকার!

কোথায় দীপঙ্কর? কে জেলে দেবে দীপ ওর?

নিরাশ নয়নে আর্ত্ততা ঘনিয়ে আসছে; অসহায়তার আঘাতে ভেঙ্গে যাবে বুঝি আজন্ম বিপ্লবী বিজয়কৃষ্ণ। গুরুহীন জীবন গতিহীন নদীর মত—কি হবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও দিয়ে? না ওঠে তরঙ্গ, না চলে তরণী—না হয় কূলপ্লাবনে শস্যক্ষেত্রের উর্ব্বরতা! এই বিড়ম্বিত জীবন বিজয় ভোগ করবে? নিশ্চয় না! কখনো না!

শ্যামসুন্দর সুদূরে বসে বসে হাসছেন—দুষ্টামীর হাসি!

দার্জ্জিলিংএ এল বিজয়। বৌদ্ধ লামাদের কাছেই থাকে। যদি কিছু পাওয়া যায়, এই আশায়। অন্য আর কিছু না—যদি ওর সাজানো প্রদীপটা কেউ জ্বেলে দেন। এক রাত্রিতে ফিরবার পথে বনের মধ্যে জ্যোতি দেখলো। কী ওটা! কাছে গিয়ে দেখে, একজন বৌদ্ধ যোগীর মাথা থেকে বেরুচ্ছে ঐ জ্যোতি। অপেক্ষা করতে লাগলো বিজয় তাঁর ধ্যান ভাঙ্গার। যোগী ব্যুত্থিত হতেই বিজয় প্রশ্ন করে জানলো, ঐ জ্যোতি জাগ্রত কুণ্ডলিনীর শক্তি। বেশ। বিজয় প্রার্থনা করলো দীক্ষার! যোগী বললেন,

—না, আমি দীক্ষা দিতে পারি না। নর্ম্মদা-তীরে আমার গুরু আছেন; আপনি সেখানে গিয়ে দীক্ষা নিতে পারেন।

বিজয় ফিরেই ছুটল নর্ম্মদা-তীরে। কিন্তু সেই যোগীও বললেন,

—আমি তোমার গুরু নই—তোমার গুরু সময়ের অপেক্ষা করছেন। সময় হলেই এসে দীক্ষা দিবেন।

নিরাশ হয়ে ফিরলো বিজয় আবার। সময় যে কবে হবে, কে জানে? না, এ ভাবে থাকা যাবে না। বিজয় গুরুর অন্বেষণ করবে।

প্রব্রজ্যায় বেরিয়ে গেল বিজয় প্রচারক বেশে। অরণ্য-পর্ব্বত মন্থন করবে গুরুর জন্য। শিষ্যত্বের সাধনা আরম্ভ করলো বিজয়।

শ্যামসুন্দর সঙ্গেই আছেন—সব ভারই নিয়েছেন ওর; কিন্তু ওর আত্মবিশ্বাস এখনো পুরো-দস্তুর। আপন পুরুষকারেই ওর নির্ভর। স্ব-শক্তিকে ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে। খনির কোমল নমনীয় সোনা গিনি হতে হতে 'হোইট গোল্ড' হয়ে গেছে; একেবারে প্লাটিনাম—না গলে, না-বা ভাঙে! কিন্তু শ্যামসুন্দরের ফার্নেস্‌টাও ছোট নয়—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরী হচ্ছে ঐ ফারনেসে অবিরাম।

বাড়ীতে বধূ মায়া আর মা, শিশু সন্তান দুটি—বিজয় নিশ্চিন্তে চলে গেল দূর-দূরান্তরে গুরু অন্বেষণে।

মায়াকে সঙ্গীরা শুধোয়—এ কি ব্যাপার! কোথায় গেলেন উনি?

—প্রচারে। মায়া সংক্ষেপে উত্তর দেয়।

লেখাপড়া খানিকটা শিখেছে; ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে বাইরে বেরুতেও শিখেছে; কথাবার্ত্তা ভালই বলতে পারে শিক্ষিতা, সভ্যা, সহরবাসিনীর মতই; তবুও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ডাণ হোল না মায়া! সেই চিরপুরাতনী বধূ ও। একদিন বললো সঙ্গীদের,

—যদি জীবনে সুখী হতে চাও, তবে প্রাণান্তেও স্বামীর কাছে কিছু চাইবে না। স্ত্রীর হৃদয়ে স্বামী ছাড়া আর কিছুর ঠাঁই হয়—আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

সঙ্গীরা অবাক হয়ে গেল কথা শুনে! স্বামীর কাছে চাইবে না তো চাইবে কার কাছে! কিন্তু ওর কথার প্রতিবাদ করবার মত সাহসও নেই কারো।

অভাব আছন্ন করে রেখেছে মায়াকে—কিন্তু কার সাধ্য বোঝে? না খেয়েও দিব্যি ঘুরে ঘুরে ঘরের কাজ করে বেড়াচ্ছে; ছেলে-মেয়ের সঙ্গে ঝি এবং ঝির ছেলেও সমান ওর কাছে—সবাইকে সমান ভাবে খাবার ভাগ করে দেয়। ওর একমাত্র পুত্র যোগজীবন ওর ঝির ছেলের সঙ্গে বসে খাবে একরকম খাবার—একই তরকারী, দুধটুকু পর্য্যন্ত। ওর চোখে সব ছেলে-মেয়ে সমান—সবই বিশ্বমাতার সন্তান।

ভূষণ তো নাইই, বসনও নিতান্ত স্বল্প—যা না হলে চলে না, তাই। কিন্তু ওর অতুলনীয় রূপৈশ্বর্য্য ভূষণের অপেক্ষা রাখে না। এমনই ওকে অপরূপ দেখায়। কিন্তু দেখে কে! যে দেখবে সে কোথায় কোন বনে-জঙ্গলে তীর্থে-তরুতলে গুরু খুঁজে ফিরছে! শ্যামসুন্দরই তাই দেখছেন ওকে। কিন্তু দেখবেন কি করে? ঐ সতী স্বামীর ছায়া! ওর কায়াটায় আছে মাত্র বিরহ গ্নি।

শ্যামসুন্দরও ওকে ছুঁতে ভয় পান!

কোনো রকমে দিন চলছে। ছেলেমেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে মায়া গভীর রাত্রে ভাবতে থাকে—কোথায় যে গেলেন, কবে যে ফিরবেন 'আর্য্যপুত্র'—কে জানে? রামের সঙ্গে সীতা বনে গিয়েছিল, মায়াও তো যেতে পারতো—নিয়ে গেলেন না। অভিমান ওর আসে না—অশ্রুধারায় ও শুধু বলে,

—তোমার সাধনা সিদ্ধ হোক—তাহলেই আমার সব হবে।

ব্রাহ্ম হবার পর থেকে বিজয় মাড়ায় নি শ্যামসুন্দরের মন্দিরের আঙ্গিনা; ওকে ওসব হাত-পা-ওয়ালা ঠাকুর দেখতে নাই। কিন্তু মায়াও কি যাবে না মন্দিরে? স্বামী যা করেন না, মায়াও তা করবে না। কিন্তু শ্যামসুন্দর যেন দূরে বসে হাসতে থাকেন—বলেন,

—ওকে আসতে হবে—ফিরতে হবে এখানেই—এই চরিতামৃতের চিরমধুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেম-কাননে! ও এখন বীর অর্জ্জুন; কিন্তু বিশ্বরূপদর্শনে ওকে নামিয়ে আনছি; তখন ও বলবে—

নমো নমস্তেহস্তু সহস্র কৃত্বঃ।
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥

ভয় কি? ভয়হারী গোবিন্দ আছেন! মায়া ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে যায়। সকালেই শাশুড়ী বললেন—কাল আমার বড় কষ্ট হয়েছে বৌমা—বিজয়ের আমার কিছু হয়েছে—নিশ্চয় কোথাও চোট লেগেছে বাছার।

মায়া জানে—এই মৃণ্ময়ী জগজ্জননীর কথা মিথ্যা হয় না। পুত্রের সবরকম সংবাদ তিনি বাড়ী বসেই যেন পান। আশ্চর্য্য শক্তি ওঁর! অতিশয় চিন্তিত হয়ে উঠলো মায়া। উপায় কি? বাংলার বধূ সে—কুলবধূ—নইলে বিজয় যেমন গুরুর খোঁজে ঘুরছে, মায়াও তেমনি স্বামীর খোঁজে বেরিয়ে পড়তো।

ওর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা স্বামী-সেবা—সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, এই ওর দুঃখ। অন্নবস্ত্রের অভাবকে ও গ্রাহ্য করে না; অন্নপূর্ণা হয়েও ওকে চিরজীবন অন্নাভাব সহ্য করতে হবে, ওর যেন জানা। স্বামীর তপস্যায় সাহায্য করতেই ও এসেছে পৃথিবীতে। সেই কাজটাতেই বাধা পড়ছে! দুঃখটা যখন অতিরিক্ত হয়ে ওঠে, বুকের ভেতর যন্ত্রণা হয়, তখন মায়া নিশব্দে বসে থাকে শ্যামসুন্দরের পানে তাকিয়ে।

সেদিনও এমনি বসে ছিল। চিন্তার পর চিন্তার তরঙ্গমালা ওর মনের বিরহ-সাগরে—কোথায় গেলেন—কি করছেন—কবে ফিরবেন! ওর ধ্যানে আর কারো চিন্তা আসে না—আর কারো মূর্ত্তি ভাসে না ওর চিন্তা-তরঙ্গে। একমাত্র স্বামীর কথা ছাড়া ও আর কারো কথাই কয় না—শ্যামসুন্দরেরও নয়। সেদিনও তেমনি ভাবছিল মায়া।

অকস্মাৎ ও কে? সিঁড়ির পাশে একটা বৃদ্ধ—পাকা দাড়ী—লাল মুখ—উঃ! কী আয়ত-বিশাল চোখ! কে ও? চীৎকার করে উঠলো মায়া ঐ না-দেখা, অচেনা পুরুষকে দেখে,

—ওমা! কে গো ওখানে?···

বৃদ্ধের প্রদীপ-সুন্দর চোখ দুটি করুণ-কোমল হয়ে উঠলো। মৃদু হেসে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন তিনি। কে এসেছিলেন? কে উনি? মায়া ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলো শাশুড়ীকে—আরো বর্ষীয়সী দু'চার জনকে। চেহারার বর্ণনা শুনে সবাই বললেন,

—উনি শ্রীশ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভু। তোকে দেখতে এসেছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়া গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করলো তাঁর উদ্দেশে! আদি পুরুষের আশীর্ব্বাদ তার স্বামীকে ফিরিয়ে আনুক, আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নাই মায়ার; আর কিছুই সে চাইবে না!

প্রচারে বেরিয়েছে বিজয়—পরিব্রাজকত্ব অনায়াস-সিদ্ধ ওর; একবার ভাবলো না মার কথা—মায়ার কথা—পুত্র-কন্যার কথা! আশ্চর্য্য ঐ অচ্যুতানন্দ! মানুষের রাজ্যে ও অমানব—পুরুষের জগতে ও পৌরুষ, সাধকের জগতে ও সাধনাগ্নি! কিন্তু শিষ্যত্বের উদ্যানে ওকে আরুণি-উপমন্যু হতে হবে। শ্রীগুরুর তপোবনে ওকে হতে হবে তাপস-বালক—যজ্ঞের সমিধ আহরণই যার একমাত্র কাজ।

'সময় হলেই গুরু মিলবে'—সাধুদের এই কথাটা ও মানতে চায় না। সময়কে ও এগিয়ে আনবে! খুঁজে বের করবে ওর গুরুর শ্রীচরণ! অদম্য আকাঙ্ক্ষা ওর অন্তরে—অদমিত তেজ ওর মনে। বেরুলো বিজয়—গহন অরণ্য, গিরিগুহা, হরিদ্বার-হিমালয়—কোথাও বাদ দেবে না। ওর আত্মার আত্মীয়কে লাভ করবার জন্য আত্মদান করতে ওর তিলমাত্র দ্বিধা নেই। আত্মার অন্তহীন ক্ষুধা ওর পথের সঙ্গী, ওর সারথী। চলেছে বিজয়—অকম্পিত পদে অশ্রান্ত গতিতে!

কত ঝড়-ঝঞ্ঝা, কত বজ্র-বিপদ তুচ্ছ করলো—কত গিরি নদী উল্লঙ্ঘন করলো—কত মৃত্যুসঙ্কট এড়িয়ে গেল—হিসাব হয় না। বিন্ধ্যাচলে সাধুদর্শনে গিয়ে গুহায় শুয়ে রাত কাটাচ্ছে। ডাকাত এল ওকে মারতে—সামনেই বাঘ দেখে পালিয়ে গিয়ে বজ্রপাতে পরপারে গেল তাদের অনেকেই। পরদিন বিজয় ব্যাপার শুনে উপদেশ দিল ওদের সৎভাবে জীবন কাটাতে।

হিমালয়ের বরফে হিম হয়ে গেল অঙ্গ ওর। মৃত্যুর শীতলতা নেমেছে সর্ব্বাঙ্গে—এক সন্ন্যাসী ধূনির আগুনে সেঁক দিয়ে ওকে সুস্থ করলেন।

ওখান থেকে উঠেই আবার চললো বিজয় হিমাচলের চড়াই উৎরাই পথ বেয়ে। অপরূপ রূপময় এই নগরাজকে দেখে ওর পিপাসা আরো বেড়ে ওঠে—এই রূপের স্রষ্টাকে পেতেই হবে। চলতে চলতে অগম্য এক তুষারমণ্ডিত পাহাড়ে হাতপা অবশ হয়ে গেল ওর—অজ্ঞান হয়ে গেল বিজয়। জ্ঞান হলে দেখে, এক লামা-যোগীর কোলে ও শুয়ে আছে। যোগী বললেন,

—ঢুড়তে কাহে রে বাচ্চা? বখৎমে তেরী বাসনা পূরণ হোগী!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সবাই ঐ একই কথা বলে—বিজয় উঠে ওঁকে প্রণাম করলো। যোগী নিজের দেহকে স্বচ্ছ করে ওকে ষট্‌চক্র আর তার অধিদেবতাদের দেখিয়ে দিলেন। অবাক বিজয় বললো—আপনি দীক্ষা দিন আমায়!

—তোম্‌হারা গুরু দোসরা হ্যায়—ও পিছু পিছু রয়না—দীক্সাকা প্রতিক্সা কর রহা!

আর পারে না বিজয়। শারীরিক অক্ষমতা, নাকি মানসিক গ্লানি? না—দুটোর কোনোটাই নয়। নিরাশার নির্ঝরিণী যেন ঝরছে বুকে—অশ্রু উদ্বেল হয়ে ওঠে চোখে ওর—পুরুষকার পরাহত হচ্ছে! ফিরে যাবে নাকি?—না-না।

ওখানেই শুনলো—পর্ব্বতের উচ্চতম শৃঙ্গে এক বাঙালী সাধু আছেন। তখুনি রওয়ানা হোল বিজয়! গুরু পাওয়া যেন ভগবান পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকেও ছাড়িয়ে গেছে! দু'দিন অনাহার চললো—চড়াই-উৎরাই আর ভাঙ্গতে পারে না—কথাও বেরুচ্ছে না মুখ থেকে!—বিজয় দেহপাত ঘটাবে নাকি এখানেই?

এক উলঙ্গ পাহাড়ী ওকে তুলে সুস্থ করলো—সরষের মত কতকগুলো বীজ দিয়ে বলল—বাচ্চা, এহি দানা পাও লেও—ভুখ্ পিয়াস কভি নেহি হোগী!

বিজয় দানাগুলি চাদরে বেঁধে আবার চললো পথে। পথ নাই—অগম্য বন্ধুরতার কর্কশ কাঠিন্য; শীতলতম মৃত্তিকার মৃত্যুভয়াল দংষ্ট্রা—তুহিন-ঝটিকার লেলিহান রসনা—সব অগ্রাহ্য করে বিজয় চলেছে গুরুর সন্ধানে। ওর শিষ্যত্বের সাধনা আজো সিদ্ধ হোল না!

কোথায় গুরু! কোথায় তুমি অজ্ঞান তিমির বিদারণকারী জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাধারী—কোথায় তুমি প্রাণারাম,—প্রিয়, প্রিয়তম আমার!

প্রতিধ্বনি বিদ্রূপ করে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে বিজয়ের বুকেও! পুরুষকারকে চাবুক মেরে চাঙ্গা করে তোলে।

চলো, যেতে হবে—ঐ বাঙালী সাধুই গুরু তার! অকম্পিত পদে বিজয় এগিয়ে যায়।

পর্ব্বত-শৃঙ্গে মুক্ত আকাশতলে ঐ মহাত্মা সারা রাত্রি ধ্যানস্থ থাকেন! বরফে ঢেকে যায় অঙ্গ তাঁর! সকালে শিষ্যরা এসে খুঁড়ে ওঁকে বের করে।

বিজয় পৌঁছেই সাষ্টাঙ্গ দিল।

—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী—বললেন যোগীবর।

—দেশ যে দিন দিন ধর্ম্মহীন হয়ে পড়ছে প্রভু! কল্যাণ কিসে হবে? প্রশ্ন করলো বিজয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—সত্যরক্ষা আর বীর্য্যধারণ···এতেই সব হয়, ব্রহ্মপদ লাভ পর্য্যন্ত। যোগী উত্তর দিলেন। খাঁটিকথা—কিন্তু বিজয় নিরাশ হোল—উনিও গুরু নন বিজয়ের। তবে কে তার গুরু? কোথায় গেলে তাঁকে পাওয়া যাবে? তিনি কি এই পৃথিবীর, নাকি তিনি ঊর্দ্ধলোকের অধিবাসী!

অভাগা শিষ্যকে দয়া করলেন না গুরুদেব! হায় হতভাগ্য বিজয়!

বিজয় আর বিজয় নেই! বিজিত হয়েছে ওর পৌরুষ,—বিগত হয়েছে ওর ঔদ্ধত্ব;. দশপুরুষের গুরুবংশজাত গরীয়ান্ অদ্বৈত-সন্তান লঘুতম হয়ে গেছে।

গুরুবাদে অবিশ্বাসী আচার্য্য, প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উপুড় হয়ে পড়লো কঠিন মৃত্তিকায়।

শালবৃক্ষ শৈবাল হয়ে গেল।

শৈবাল হয়ে গেছে; জলের হিল্লোলেই দোলে, জলের স্রোতেই ভেসে যায়; প্রবহমান কালস্রোত ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—কোথায়, ও জানে না—ওর জানা নেই! শক্ত সোনাকে গলিয়ে শিষ্যত্বে আনা হচ্ছে—জলন্ত প্লাটিনামকে জলপ্রপাত রূপে বইয়ে দিতে হবে অগণ্য মানুষের অন্তর-জনপদে—কাজটা তো সহজ নয়! দুঃখ দিয়ে—দারিদ্র দিয়ে—ব্যাধি দিয়ে, বিপদ দিয়েও ঐ আশ্চর্য্য বিপ্লবীকে বশে আনা গেল না! ভক্তির মৃত্তিকায় গড়া তনুশ্রীকে ও কঠিন শিলায় রূপ দিয়েছে,—বিশ্বাসের অক্ষয় মণিকে ও ক্ষয় করে, ক্ষীণ করে বেদান্তের শাঙ্কর-ভাষ্যে ভাসিয়ে দিল—ব্রাহ্মণ সন্তান ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে ঈশ্বরের অবতারত্ব অস্বীকার করলো—আচার্য্য হয়ে, উপদেষ্টা হয়ে ও তুচ্ছ করলো গুরুর গুরুত্ব!

কিন্তু ওর জীবনের উপসংহার তো এ ভাবে হবে না! ওকে আসতে হয়েছে অবতারত্ব বিস্মৃত হয়ে। বিতরণ করতে হবে কলিকলুষ-নাশা নামাগ্নি, সাধনাপুতঃ সিদ্ধ নাম!—ওকে গড়তে তো এতখানা উত্তাপই দরকার!

ভাবেন শ্যামসুন্দর—ভাবেন আর হাসেন···

দু'গাল বেয়ে অশ্রু-উৎস নেমেছে বিজয়ের—ওর কি কখনো গুরু লাভ হবে না? না—বিজয়ের জীবনে শিষ্য হওয়ার সৌভাগ্য নেই! ভাবছে আর পথ হাঁটছে বিজয়। সত্যিই ও শ্বেতস্বর্ণ নাকি? না—না—ওর বর্ণবিভা শ্বেতস্বর্ণের নয়। শ্বেত-স্বর্ণ বহুমূল্য বস্তু! অভাগা বিজয় নিতান্তই পারদ—স্থিরত্ব নাই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থায়িত্ব নাই—নাই ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্যও। ভস্ম হলে হয়তো ওষুধ হয়, কিন্তু ভস্ম করবে কে? কোথায় সেই গুরুরূপী বৈদ্যরাজ!—কৈ ওর ভবরোগের কবিরাজ? কোথায় তিনি?

হাহাকার করে উঠে অন্তর। বলে—আরো—আরো দুঃখ দাও, আরো আঘাত কর—জলন্ত কুণ্ডে আমায় আহুতি দাও, হে কঠিন নিষ্করুণ অগ্নিহোত্রী! শুষ্ক ভস্মের মত উড়িয়ে দাও তোমার করুণার বাতাসে! কৃপা কর—কৃপা কর করুণাময়!

অবিরাম অবিশ্রাম এই প্রার্থনা বাজে কণ্ঠে ওর। সমস্ত পুরুষকার অবনমিত! আত্মশক্তি সম্পূর্ণ পরাহত—একান্ত-নির্ভর অসহায় শিশু ও। রোদন ছাড়া ওর আর বল নেই; গুরুরূপী মাতৃস্তন্য ছাড়া ওর আর খাদ্য নেই; গুরুদত্ত মন্ত্র ছাড়া ওর আর খেলনা নেই। কোথায় সেই মাতা—সেই স্তন্য—সেই সাধন-ক্রীড়নক!

আপনাকে বিশ্লেষণ করতে করতে আত্মধিক্কারে অবনমিত হয়ে যায়; আপনাকে তৃণাদপি তুচ্ছ বোধ হয়! মনে হয়, গুরু না পাওয়ার কারণ সে নিজেই—নিজেরই কর্ম্মফলে তার শিষ্যত্ব লাভ ঘটলো না!

কিন্তু আর কোনো চেষ্টা করবে না বিজয়; স্রোতের শৈবালের মতই ভেসে যাবে—যদি কখনো ঠেকে গুরুপদাম্বুজে, এই আশাটুকু মাত্র জাগিয়ে রাখবে অন্তরে। পুরুষকারকে পরিপূর্ণভাবেই ত্যাগ করলো বিজয়। ফিরে এল শুধু দেশেই নয়—ফিরে এল একান্ত নির্ভরতার আশ্রয়ে—ওর ঊর্দ্ধতন পুরুষের রসপুষ্ট ভক্তি-লতার আবেষ্টনে—ওর বিস্মৃত শরণাগতির আয়তনে!

কিন্তু সাধন-জীবনের অনেক অবস্থা ওর এমনিই অধিগত হয়ে যাচ্ছে। কিছু বোঝে, কিছু-বা বোঝে না—ভাবে, কে জানে কি হোল!

উপাসনা করতে করতে চোখের জলে বুক ভেসে যায়—অকস্মাৎ অকারণেই যেন আবেগ হয়ে উঠে সীমাহীন। সামলাতে পারে না—রুদ্ধ কি এক উৎস যেন গুমরাচ্ছে ওর অন্তর-মৃত্তিকার অভ্যন্তরে। কখনো-বা ধ্যানে মগ্ন হয়ে যায় তো প্রহর খানেক বাহ্য চৈতন্য বিলুপ্ত হয়! বন্ধুরা অবাক হয়ে যান কাণ্ড দেখে।

এ সব কি? আর কোনো ব্রাহ্মের তো এমন হতে দেখেননি ওঁরা।

কেশবের হয় এই রকম, কিন্তু তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি চলছে বিজয়ের এখন। কেশব আছে সিমলায়। বিজয় ফিরে এল কলকাতায়। ছাড়াছাড়িটা কেমন? যেন মণির সঙ্গে কাঞ্চনের, যেন পুষ্পের সঙ্গে সৌরভের,—যেন রক্তের সঙ্গে ধমনীর!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার কাছে যাবে বিজয় এ অবস্থায়! কোথায় গিয়ে কাকে শুধোবে ওর কি সব হচ্ছে? হ্যাঁ—দাক্ষিণেশ্বরে রয়েছেন সাধন-শাস্ত্রের অভিনব অভিধান। বিজয় চলল।

—কাঁচা নিরাকার ভাব—বললেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ—যথার্থ বিশ্বাসের সঙ্গে ঐ ভাবে উপাসনা করলে সাধক ঈশ্বর লাভে সমর্থ হয়। ও একটা পথ—তবে পশ্চিমী প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হবে…

শুনলো বিজয়; রইল কিছুক্ষণ ওখানে। বিস্তর লোক, ব্রাহ্ম বন্ধুগণও অনেক; প্রশ্ন করবার সুবিধে হোল না—চলে এল সেদিন। এতখানা উদ্বেগ সহ্য করা যাচ্ছে না—অস্থির হয়ে উঠেছে বিজয়! কোথাও যেতে পারলে ভাল হয়। প্রচারক শশী বসুর সঙ্গে বিজয় গয়ায় রওনা হয়ে গেল। উঠলো এসে গোবিন্দ রক্ষিতের বাড়ীতে! কাজ হোল সাধু মহন্তদের সঙ্গ করা, না-হয় ধর্ম্মালাপ করা। ধর্ম্মকথা বলতে বলতে আপনাকে হারিয়ে ফেলে বিজয়—নির্ব্বাক হয়ে যায় দু'এক ঘণ্টার মত। একদিন ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে এক সাধু ছুটে এসে ওকে আলিঙ্গন করলেন।

—আনন্দে রহো—বললেন সাধু।

কোথায় আনন্দ? কৈ আনন্দময়? বিজয়ের সমস্ত অন্তর-আকাশ জুড়ে বিষাদের ঘন মেঘ—অশ্রুর বর্ষণ—উষ্ণ শ্বাসের বিদ্যুৎ! কিন্তু সাধু ওকে অনেক ভাল কথাই বললেন ধর্ম্ম বিষয়ে। ফিরে আসছে; সন্ধ্যা হয় হয়, এক জায়গায় শশীকে বললো বিজয়—এইখানে শ্রীচৈতন্যের মহাভাবের উদয় হয়েছিল শশী—তিনি কেঁদেছিলেন—"কৃষ্ণরে প্রভুরে মোর কোন্ দিকে গেলা….. "

চরিতামৃতের কথা—বলতে বলতে গোঁসাই কেঁদে অস্থির—বুক পেতে পড়ল শুয়ে ওখানে। শশী তো অবাক! ব্যথিত দৃষ্টি দিয়ে দেখছে বিজয়কে!

ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্যকে নয়—অতীত আর অনাগত ভাব-ভাগীরথীকে, অহৈতুকী ভক্তির অলকানন্দাকে—চিরযুগের চৈতন্য-সিন্ধুর সীমাহীনতাকে দেখলো শশীবাবু।

আর একদিন অতি ভোরে নির্ঝরে স্নান করে কীর্ত্তন করলো বিজয়। করতাল আর ক্রন্দন—আনন্দ আর অশ্রু একসঙ্গে! উপাসনায় মগ্ন হয়ে গেল; নিমগ্ন হোল ভাব-মহাসিন্ধুতে! প্রকাণ্ড একটা সাপ এসে উঠলো ওর গায়ে; মাথা পর্য্যন্ত উঠলো—গিলেই ফেলবে নাকি? শশী রীতিমত ভয় পেয়ে গেছে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্করের অঙ্গে সর্পরাজ—শশী দেখছে। বেশ কিছুক্ষণ থেকে সাপটি নিঃশব্দে নেমে গেল! বিজয় সমাধি-সায়রে শায়িত যেন—বটপত্র-শায়ী বিষ্ণুই হয়তো—হয়তো যোগনিদ্রাগত জগৎপতি!

পরদিন বলল বিজয়—আমার আর কলকাতা যাবার ইচ্ছে নেই শশী—তুমি ফিরে যাও!

শশী বসু মহা দুশ্চিন্তায় পড়লো। এই গয়ায় এসেই নিমাইপণ্ডিত পরিবর্ত্তিত হয়েছিলেন! এরও কি ওরকম কিছু হবে নাকি! শশী ওকে ভুলোবার জন্য বুদ্ধগয়ায় নিয়ে গেল। তথাগতের সাধনক্ষেত্র। নদী নিরঞ্জনার কূলে বসে ভাবতে ভাবতে বিজয় নির্ব্বিকার নিরঞ্জন হয়ে গেল! কোন্ সহস্রাব্দির অতীত ভাব-গঙ্গায় নিমজ্জিত হোল, কে জানে! সারাদিন আর চৈতন্য নাই। বন্ধুরা খাবার তৈরী করে বসে আছে।

ওদের জন্যই হয়তো পার্থিব দেহতে আবার পুনরাবির্ভূত হোলো পরিত্রাতা!

সেদিন আর এক ব্যাপার। রামগয়ায় বেড়াতে গেছে বিজয়; সঙ্গীও আছেন একজন। ওখানে পৌঁছেই ওর মন কেমন করে উঠলো। কত দিনের প্রবাসী যেন ফিরলো আপন ঘরে। একি কাণ্ড! যেন কোন্ এক কালে পরমপ্রিয় ছিল এই ভূমি—এই বৃক্ষতল! কবে এখানে এসেছে বিজয়? কৈ, মনে পড়ে না তো! কিন্তু অন্তরের উদ্বেলন ও থামাতে পারে না। নির্ব্বাসিত যেন নিজ দেশে ফিরেছে, এমনি অবস্থা ওর! অতীতের কোন্ কালে ও এখানে এসেছে নিশ্চয়। কিন্তু এ দেহে নয়—বিজয় ভাবতে লাগলো; কো ।দেহে ও এখানে এসে আশ্রম করেছিল। কতবার কত দেহে ওকে আসতে হয়েছে; এটা নিশ্চয় সেই পূর্ব্ব স্মৃতি! চিহ্নও কিছু থাকবে হয়তো। খুঁজতে লাগলো বিজয়। হ্যাঁ—ও যেন এখানে রাম-নাম করতো! ঐ বটগাছের তলায় আসন ছিল ওর। ওর ডালে রাম নাম লিখে রেখেছিল—এবার এই জন্মে জায়গাটা ঠিক মনে করবার জন্য। দেখলো, বটগাছের বুড়ো ডালে সে-নাম এখনো লেখা রয়েছে 'ওঁ রামঃ।' এখানে নৃসিংহ দেবের সেই বিগ্রহও রয়েছে; দেখেই বিজয় চীৎকার করে লুটিয়ে পড়লো, —এই যে—এই যে তুমি ··

কোথায় কে? কোন্ জন্মের কথা—নাকি কল্পনা! না, কল্পনা হলে বটগাছে নামটা আজও থাকবে কেন! কিন্তু ও-দিয়ে কি হবে? সে-জন্মের কাজ সেই জন্মেই চুকেছে। সে আবির্ভাব লুপ্ত—বিস্মৃত।

বিজয়ের বিস্মৃতিটা অকস্মাৎ স্মৃতির আলোকের ঝলক লেগেই আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে-কে সেই! হয়তো ও ছিল এখানে; হয়তো এটা পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি। ওর আর এমন কি মূল্য! চলে এল বিজয় রামগয়া থেকে।

রঘুবর দাস বাবাজী থাকেন ওখানে! জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করাই তাঁর পরম ধর্ম্ম! নর মাত্রকেই তিনি নারায়ণ দেখেন। তাঁর কাছে গিয়ে বিজয় বললো,

—কি করে উদ্ধার পাব বাবাজী, বলে দিন! কোথায় গেলে প্রাণবঁধুয়াকে পাব!

অসহনীয় কাতরতা ওর কণ্ঠে—আকুল অশ্রু ওর চোখে—সর্ব্বাঙ্গ ওর দীন-দীর্ণ। রঘুবর দাস অবাক হয়ে চাইলেন এক পলক—কে এ? এ যে অনন্ত বিরহিণী রাধা! চির বিরহিণী সীতা! বললেন—এ্যায়সা ব্যাকুলতা কভি নাহি দেখে। দয়াল রামজী আলবৎ তুমকো কৃপা করেগা। উঠালেন সস্নেহে ওকে। বললেন—হিঁয়া রহো—সাধন করো। সেবা হাম করেগা!

নিজের গুহাটি ছেড়ে দিলেন ওকে সাধন করবার জন্য। ওখানে এক পরমহংস একদিন ওকে আদর করে আশীর্ব্বাদ করে বললেন—আমার বেশটি তুমি নাও, তোমার নামটি আমায় দান কর! 'নাম দাতা' হওয়ার সংকেত হয়তো এটা।

বিজয় রইল ওখানে। পরিধানে গৈরিক—পরিচয়ে নিতান্ত দীনহীন এক ধর্ম্মার্থী! অদ্বৈতবংশের গৌরবমহিমা গয়ার গুহার আঁধারে গুপ্ত হয়ে গেল। না—না, ঐ আঁধার-রজনী অন্তে হবে আলোক-দুলালের আবির্ভাব—তাই চলেছে রাত্রিরূপা জননীর তপস্যা!

'আশাবতীর উপাখ্যান'কার কত আশা বুকে নিয়ে ওখানে কাল কাটায়, কেউ কি জানে? কেউ কি বোঝে কি উত্তাল মন্থন চলে ওর বুকের ক্ষীরোদ সমুদ্রে? গরল তো অনেক উঠেছে; উঠেছে কত পারিজাত, উচ্চৈঃশ্রবা কিন্তু কৈ গুরুরূপী অমৃতভাণ্ড! হাহাকার করে উঠে বিজয়ের সর্ব্বেন্দ্রিয়! অবশ হয়ে যায় সর্ব্বাঙ্গ অসহনীয় বেদনায়। বাবাজীর সুমিষ্ট সান্ত্বনাবাক্য ঝরে,

—দয়াল রামজী তোমকো জরুর কৃপা করেগা বাচ্চা!

পুরুষ বিজয়কৃষ্ণ নারীত্বের কোমলতায় ঢালাই হচ্ছে নাকি? ওর পৌরুষ প্রিয়বিরহিণী গোপিনীর প্রেমে রূপ পেল! গুরুরূপী প্রিয়কে লাভ করবার জন্য ও 'আশাবতী' নাম নিতে চায়। আশাবতী—আশাই যার একমাত্র উপজীব্য! শৈশবের দামাল দজ্জাল বিজয়, যৌবনের চির অনবনতশির উগ্র সত্যপ্রিয় বিজয়, প্রচারকত্বের দুর্গপ্রাকার-স্বরূপ বিজয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্রহ্মাগ্নি বিজয় বর্ষার মেদুর চন্দ্রালোকে পর্য্যবসিত হচ্ছে—শিশিরাশ্রুতে সিক্ত করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলছে তুচ্ছ তৃণভূমি! ওর গৈরিক উত্তরীয় আর গিরিচূড়া নয়—গোময়লিপ্ত কুটীরাঙ্গন। আশাবতী হয়ে ও সেথায় বসে আছে অভিসারিকা বেশে—

"পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিতা"…

বরষার বন্যা শেষ হোল। শরতের শেফালিঝরা মৃত্তিকায় বসে আশাবতী প্রতীক্ষা করে—কবে তুমি আসবে? কত দিন—কত কাল পরে? ওর বাসকসজ্জা বিরহাগ্নিতে উজ্জ্বলতর হয়—উপচীয়মান প্রেম শারদ-তরঙ্গিনীর মত স্বচ্ছ হয়ে আসে—শান্ত হয়ে আসে—সুন্দরতর হয়ে ওঠে! বারবধূর অত্যুগ্র বিলাস-লাস্য-ঝঙ্কার কুলবধূর বেপথুত্বে মৌন হয়ে যায়—আকাশ-প্রদীপের ঔদ্ধত্য আশাদীপে এসে নামে ওর অঙ্গনে!

স্নান পূজা সেরে বসে থাকে আশাবতী—অপেক্ষায় কেটে যায় দিন রজনী। ওর সজ্জা হয় মলিন—শয্যা হয় জীর্ণ—ওর সাধনা হয় উপেক্ষিত—তবু বসে থাকে আশাবতী আশায় বুক বেঁধে।

'শবরীর প্রতীক্ষা' ওকে সান্ত্বনা দেয়—একলব্যের শিষ্যত্ব ওকে সজাগ রাখে। ও ঘুমুবে না—কে জানে, কোন শুভমুহূর্ত্তে আসবে ওর চির-প্রিয়তম অতিথি! চোখের জলে ভিজিয়ে দিতে হবে তার পথের ধূলো,—বুকের রক্তে ধুয়ে দিতে হবে তার চরণকমল…

বিজয় বসে থাকে আশাবতী হয়ে।*

•

স্নান পূজা শেষ হোল—কিন্তু কিসের পূজা হোল? কার পূজা করলো আশাবতী? ওর আয়ত সুন্দর নয়নের অশ্রু উদ্গত হয়েই শুকিয়ে যাচ্ছে অন্তরের উত্তাপে! কোথায় ওর প্রিয়—প্রিয়তম—প্রাণবল্লভ!

বাগআঁচড়ায় স্বপ্নে যে-হাত ওকে বন থেকে বাইরে এনে দুস্তর নদী পার করে দিয়েছিল, সেই শ্রীহস্তই ওকে এই পাহাড় নদী বন আর শিলাতল দেখিয়ে অদৃশ্য হয়েছিল সেদিন। স্বপ্নের দেখা সেই সবই এখানে এসে মিলিয়ে দেখেছে। তাহলে এই স্থানেই তো ওর আশা পূর্ণ হবার কথা! সেই হাতের অমোঘ ইঙ্গিত কি ওর ভাগ্যে বিফল হবে?

প্রসাদ নিতে রাখাল-ছেলেরা আসে মাঝে মাঝে—আজো এল তারা। বলল,—পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় কে এক সাধু এসে বসে আছেন।

---

* 'আশাবতীর উপাখ্যান' নামক বইএ বিজয় নিজেই 'আশাবতী' নাম গ্রহণ করে' গুরু লাভের বিষয় নিজেই লিখেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কে এসেছেন? কে তিনি? তিনিই কি আশাবতীর এতকালের আশার ধন? অনন্ত পিপাসার অমৃত-উৎস!—এতো দিনে করুণা কি জাগলো তাঁর অন্তরে? যাবে আশাবতী—এখনি যাবে! বিলম্ব ওর সহ্য হচ্ছে না! বেপথু বধূর মত কাঁপছে ও—নববিবাহিতা যেন যাচ্ছে প্রথম পুষ্পবাসরে! পাহাড়ের ঐ উঁচু চূড়ায় যিনিই আসুন, তাঁর কাছে ওর প্রিয়তমের সন্ধানও তো মিলতে পারে।

কিন্তু কি নিয়ে যাবে! এতকালের আকাঙ্ক্ষিতকে কি অর্ঘ্য দিয়ে বন্দনা করবে আশাবতী! চোখের জল ছাড়া কি ওর আছে? সেবার বস্তু ওর সর্ব্বেন্দ্রিয়—তনু-মন-ধন—ওর সর্ব্বস্ব; তাই আজ অর্ঘ্য দেবে আশাবতী। আর দেরী নয়, শুভক্ষণ অতীত হয়ে যাচ্ছে। হাতের কাছে যা-কিছু পেল তাই নিয়েই চললো সে তার চির-চেনা চির-অচেনা চরম বান্ধবের চরণ দর্শনে!

পথের দু'পাশের তরুবল্লরী ওকে দেখছে; বীর বিপ্লবী বৈজ্ঞানিক বিজয়কে নয়—ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী—উপবীতত্যাগী উপাচার্য্যকে নয়—নয় বৈদান্তিক—বাগ্মী বিজয়কে! ওরা দেখছে অভিসারিকা আশাবতীকে—গোপিনীরূপা রাধাকে, মূর্ত্ত বিরহিণী বধূ-বিজয়কে

দেখছে আর হাসছে।

উত্তরীয়াঞ্চল অবলুণ্ঠিত হয়। অশান্ত হৃদয় উত্তাল হয়ে ওঠে—কি দেখবে, কাকে দেখবে? যদি তিনি না হন? যদি তিনি হয়েও না গ্রহণ করেন আশাবতীকে! না-না-না—একি হতে পারে! কত আশা, কত উদ্বেগ, কত কল্পনার অমিয়-মাধুরী-দিয়ে গড়া দেবমূর্ত্তি কি পূজা গ্রহণ না করে পারেন?

দুর্গম পাহাড়ের পথ বেয়ে আশাবতী উপরে উঠছে; আশায় আনন্দে আন্দোলিত ওর হৃদয়-মালঞ্চ; দক্ষিণা পবনের দাক্ষিণ্য যেন মুক্ত হয়েছে। কাণে কাণে বলছে, আশাবতীর আশালতায় ফুল ফুটবে এবার……

'কম্প্রপদে নম্র নত মুখে' এসে পৌছাল স্বপ্নদৃষ্ট মনোরম সেই পর্ব্বতচূড়ায়; আশ্চর্য্য থেকেও আশ্চর্য্য—সত্যই কে বসে আছেন। অলোক-সামান্য অসাধারণ বরবপু উদ্ভাসিত করে জ্যোতিতরঙ্গ বিচ্ছুরিত হচ্ছে—মস্তকে জ্যোতির্ম্মণ্ডল চন্দ্রবিম্ববৎ প্রতিভাত। কে ইনি! ইনিই কি আশাবতীর অন্তরের ধন?

বিমূঢ় আশাবতী বুঝতে পারছে না!

একি দর্শন! একি জ্যোতি-তরঙ্গে অবগাহন—একি অমৃত-তীর্থে উত্তরণ! অনন্ত আকাশের পূর্ণতায় একি অসীম ঐশ্বর্য্যের স্ফুরণ-মহিমা!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত দাঁড়িয়ে আশাবতী। সর্ব্বাঙ্গ শীতল হয়ে আসছে! শিথিল হয়ে আসছে হৃদয়গ্রন্থী! অবনমিত হয়ে লুণ্ঠিত হবে ঐ পরম বিস্ময়ের চরণে—ধূপের ধূমের মত বেষ্টন করে ফিরবে ঐ পদ্মলাঞ্ছিত পাদবিগ্রহ!

সেই দিব্য পুরুষ সস্নেহে ওকে কোলে তুলে নিলেন।

পিতার স্নেহ, পতির প্রেম—না-না, উপপতির অনিবার্য্য আকর্ষণ যেন!

মন্ত্র-চৈতন্য কাণের ভিতর দিয়ে মরমে পৌঁছাল—শক্তিপুতঃ শাম্ভবী দীক্ষার শ্যাম-বাঁশরী! অচৈতন্য:হয়ে গেল অদ্বৈত-কুলচন্দ্রমা—অন্তর-চৈতন্যে অবগাহিত হোল হয়তো! হয়তো-বা অনন্তের কোলে আশ্রিত হোল।

দীর্ঘ—দীর্ঘ ক্ষণ কেটেছে। নিবিড় নীল আকাশের তলায় মৃন্ময়ী ধরিত্রীর শিলা-শয্যায় শুয়ে বিজয়। চোখ মেলেই দেখে তার শূন্য শয্যা—প্রিয়তম নাই; আছে তাঁর আসার চিহ্নটুকু। প্রতিধ্বনির মত অন্তর-মন্দিরে বিরামহীন ভাবে ঝঙ্কৃত হচ্ছে তাঁর কণ্ঠ-বাঁশরী, সেই 'নাম'—সেই দীক্ষামন্ত্র!

—কোথায় তুমি—কোথায় আমার প্রাণারাম!

চীৎকারকরে উঠলো বিজয়রূপী আশাবতী। তনুপুরের আশাবতীর আশা আজ পূর্ণ হয়েও অপূর্ণ থেকে যাবে নাকি! না না—ও অনুসন্ধান করবে।

হয়তো কাছেই কোথাও লুকিয়ে আছেন চিত্তচোর!

অমর্ত্ত্যের অমৃতমন্ত্র, অশোকমন্ত্র, অভয়মন্ত্র ওর কাণে, প্রাণে, শ্বাসে-প্রশ্বাসে; ওর তনুলতার প্রতি পরমাণুতে!

কী এ মন্ত্র? কী এই দীক্ষা? একি অপূর্ব্ব বৈভব! একি অনাস্বাদিত আনন্দরস!

বিস্মিত আশাবতী ধীরে ধীরে উঠে বসল। ওর আশা পূর্ণ হয়েছে—ওর দীর্ঘ প্রতীক্ষা সার্থক হয়েছে। শুধু আর একবার শ্রীগুরুর চরণ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জাগে ওর প্রাণে। কিন্তু কোথায় গুরুদেব? কোথায় সেই অলৌকিক-দর্শন অমানব পুরুষ-রতন?

পর্ব্বত সানুদেশের শুষ্কতা আর শূন্যতা যেন হায় হায় করছে। ক্রন্দসী ক্রন্দনাতুর! আশাবতী অসহায়—অসাড় দেহটাকে কোনোমতে টেনে নীচে নামিয়ে আনলো—যেন গড়িয়ে এল গোমুখী থেকে গঙ্গোদক!

বাবাজী আর ব্রহ্মচারী শুধুলেন,—ক্যা হুয়া রে বাচ্চা! বহুৎ আনন্দ্ আউর বহুৎ দুখ্ তেরা বদনমে! সুরজ্ আওর রাতভি একসাথ—এ ক্যা হুয়া!—ক্যায়সে হুয়া?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অস্পষ্ট জড়িতকণ্ঠে বললো আশাবতী তার গুরুলাভের অপূর্ব্ব ইতিহাস, গুরুচরণ পুনর্ব্বার দর্শনের তীব্র লালসা। শুনে ওঁরা বললেন,

—তেরী বাসনা পূরণ হো গেয়ী! আব্ বখ্ৎ মে দর্শন ভি মিল যায়েগা।

আশ্বস্ত হোল না আশাবতী, শুধু আশাটুকু সম্বল করে ঢুকলো গিয়ে গুহার ভিতরে।

গিনি সোনা গলানো হচ্ছে সাধনার তপ্ত কটাহে। খাদহীন খাঁটি হয়ে ও আবার খনির সোনায় পরিণত হবে।

শ্যামসুন্দর বাঁশীটায় জোরে ফুঁ দিলেন,—আলোক-ধেনুদের আহ্বান করছেন!

বিরাট এক আলোক-সভা বসেছে বাংলার বাটে—বিশাল গোচারণ-ভূমি। রাখালিয়া রামকৃষ্ণকে ঘিরে অষ্টাদশ ব্রজবালক—তার সঙ্গে বিজয়-কেশব, যেন শ্রীদাম-সুদাম। গোপ-গোপীর সীমা-সংখ্যা নাই—এই আলোকমণ্ডলের চন্দ্র—সূর্য্য—কৃষ্ণ-বলরাম, গৌর-নিতাই—নাম আর নামী এক অখণ্ড অদ্বিতীয় তত্ত্বের প্রকাশ করবে।

ভাবেন আর বাঁশী বাজান শ্যামসুন্দর।

দীর্ঘ একাদশ দিন গুহার অন্ধকারে গর্ভশায়ী বিজয়কৃষ্ণ—ধাত্রী-স্বরূপ রঘুবরদাস বিল্বপত্রে গো-ক্ষীর পান করিয়ে ওর জীবন-দীপটুকু জলন্ত রেখেছেন। ওর চৈতন্য কোন্ অনন্তলোকে বিচরণ করছে, কে জানে! এগারোটা দিন কেটে গেল—শুষ্ক ওষ্ঠপুটে অমিয় হাসি ফুটলো ওর। বলল,

—আমি তো কিছুই জানি না—ক'দিন এভাবে কেটেছে! আমি ছিলাম জননী জগদ্ধাত্রীর চরণতলে। তিনি স্নেহভরে মুক্তির মন্দির-দ্বার আমায় খুলে দিয়েছেন। মায়া-সাগর উত্তরণের ব্যবস্থা করেছেন তিনি আমার!

অযাচিত অহেতুক করুণা লাভ। জীবনের এক অপূর্ব্ব মহেন্দ্রক্ষণ যেন এসেছে! এমনি পরিপূর্ণ মনে হচ্ছে নিজকে, যেন শারদ তরঙ্গিণী।

মার কাছে কুলপ্রথামত দীক্ষা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট ব্রাহ্ম-দীক্ষা, শ্রীচৈতন্যের কাছে পরম নাম প্রাপ্তি, শিবরূপী তৈলঙ্গ স্বামীর স্বেচ্ছায় কৃপা-বরিষণ,—কিন্তু কৈ, কোথাও তো এমন তৃপ্তি লাভ করে নি বিজয়! এ যেন কুম্ভ পরিপূর্ণ করে অমৃত বিতরণ, ঘর আলোকিত করে আলোক বর্ষণ! এ যেন এক অনন্ত রাজ্যের উন্মুক্ত প্রবেশ-তোরণে দাঁড়িয়ে সম্মুখের প্রসারিত বিস্ময়-সমুদ্রকে উপলব্ধি করার মৌন মাধুর্য্য—অব্যক্ত—অবর্ণনীয়—অপরূপ!

১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু যিনি এই অপার্থিব সম্পদ দান করলেন, বিজয় কি আর তাঁর চরণ দর্শন করতে পারবে না? বিজয়-রূপিণী আশাবতীর অন্তর বিরহিণী বধূর মত কাঁদে! বেদনায় আর্ত্ত হয়ে ওঠে! মনে পড়ে—এই গয়াধামেই শ্রীচৈতন্যের গুরু লাভ; কিন্তু তারপর তিনি আর গুরুর দর্শন পান নি; বিজয়ের অদৃষ্টেও কি তাই ঘটবে? ভাবতে গিয়ে শরীরের অণুপরমাণু কাঁপতে থাকে, কাঁদতে থাকে। এতো দুঃখে পাওয়া ধনকে আর একবার দেখবে না বিজয়? বাসরেই বিধবা হওয়ার বেদনা ওর বেহুলার বিধুরতাকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে!

চির-দুঃখিনী আশাবতীর আশ্রয় কোথায়? অবলম্বন কি?

নৈরাশ্যের নিবিড় অন্ধকারে আশার ক্ষীণ আলো-লেখা—বরাবর পাহাড়ে এক মহাপুরুষের আগমন সংবাদ পেল আশাবতী। হয়তো ওর অবলম্বনের তরুরাজ—হয়তো ওর আশ্রয়-উদ্যান—হয়তো ওর জীবন-নদীর সঙ্গম-সমুদ্র!

শ্যামসুন্দর হাসছেন ওর যাত্রাপথের বাঁকে-বাঁকে। বিদ্রূপের বাঁশীতে বাজান এক অশ্রুতপূর্ব্ব আহ্বান-স্বর! ব্রহ্মজ্ঞানী বিজয়কে বিজ্ঞান অতিক্রম করতে হবে, প্রজ্ঞায় পৌঁছাতে হবে, স্থিতপ্রজ্ঞ হতে হবে! অত সহজে কি হবে তার সাধনার সিদ্ধি? নিত্য-সিদ্ধকে নিয়ম-মত সব আচরণ করে দেখাতে হবে, সাধনা কি! সিদ্ধি কোথায়! সকল শাস্ত্রের পারের পারাবারে, সকল মতের মহিমার শেষ শিখরে পৌঁছে ওকে হতে হবে পরিত্রাতা সদ্‌গুরু, শ্রীভগবানের কৃপাঘন বিগ্রহ। খনির সোনা থাকলেই তো ওর চলবে না!

ওকে হতে হবে হিরণ্ময়বপু—হিরণ্যগর্ভ…

ভয়ঙ্কর ভৈরব—সর্ব্বাঙ্গে কালি, মুখে রক্ত-সিন্দুর—পথরোধ করলেন। স্তব-স্তুতি আর চোখের জলে তাঁর চরণ সিক্ত করে ও পেল মহাপ্রসাদ—নরমাংস। কিন্তু নরমাংস সেবন কি কোন ধর্ম্মের অঙ্গ হতে পারে? সানুনয়ে প্রসাদ প্রত্যাখ্যান করে ভৈরবের সঙ্গে গিয়ে দেখলো—একই ঘরের চার কোণে চার জন মহাসাধক। প্রশ্ন করলো করযোড়ে,

—নরমাংস কি কোন ধর্ম্মাবলম্বীর খাদ্য হতে পারে?

উত্তর হোল—ধর্ম্ম এক—গম্য স্থানও এক—ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয়। বিভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন রুচি অনুযায়ী আচার আচরণ—কিন্তু চরম গতি সেই এক মহাসমুদ্রে। আমরা চার জন চার পন্থায় সাধন করেছি; রামাৎ, নানকপন্থী, কাপালিক আর অঘোরী হয়েও আজ আমরা সত্যের শাশ্বত মন্দিরে এসে একত্র মিলিত হয়েছি। এখানে এক বস্তু, এক উপাসনা, এক আস্বাদ্। মতভেদ, দলাদলি, সম্প্রদায় ততদিন, যতদিন সত্য-স্বরূপকে উপলব্ধি না হয়।…

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান কিছু লাভ হোল, শ্রীগুরুর দর্শন লাভ হোল না। ব্যাকুল বিজয়ের অন্তর-আশাবতী আর সহ্য করতে পারছে না বিরহজ্বালা! যেন মনে হয়—ওর বধূত্বের সাধনা নিষ্ফল হয়েছে, ব্যর্থ হয়ে গেছে ওর বাসক-সজ্জার পুষ্পাভরণ, বঞ্চিত হয়েছে ওর তনুলাবণ্য প্রিয়তমের পরশ থেকে!

সকল অভাব পূরণ করে একি অভাব-বোধের বিরহাগ্নি জেলে দিলে ওর অন্তরে! হে দয়াল-নিঠুর—তোমার বৈশাখী প্রভাতের কোমল আলোকে বিকসিত শতদল শুকিয়ে যাচ্ছে তোমারই রুদ্র মধ্যাহ্নের প্রখর কিরণে।

সন্ধ্যার কালবৈশাখীর রথচক্র-তলে কি তাকে পিষ্ট হতে হবে? চূর্ণ হয়ে যেতে হবে? সেই রেণুকণাও কি তোমার চরণ স্পর্শ করবে না!

রামশিলা পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছাল আশাবতী—বিরহিণী সীতার মত বিশীর্ণা; বনপথে ওকে দেখে ভবভূতীর কবিতা মনে হয়, 'মূর্ত্তিমতী বিরহব্যথেব—'

কিন্তু ও আর সহ্য করতে পারবে না। শৈবাল হয়েও ওর দুঃখের অবসান হোল না; শিলা হয়ে ও এবার সব বেদনার অবসান ঘটাবে—রামশিলা পাহাড়ের শৃঙ্গ থেকে ঝাঁপ দিয়ে ও চূর্ণ করে দেবে ওর দেহকে—শিলীভূত হয়ে থাকবে ওর অস্থিপঞ্জর, ওর রক্তমাংস, ওর মেদমজ্জা ঐ রামশিলা পাহাড়ের শিলায়-শিলায়—যদি কখনো পড়ে ওর গুরু-দেবতার চরণকমল সেই রক্তাপ্লুত শিলাখণ্ডে···এই আশা নিয়ে।

—জয় গুরু······ঝাঁপ দিচ্ছে বিজয়—

—ঘাবড়াও মৎ বাচ্চা!—কে এসে হাত ধরলেন। বিজয় চেয়ে দেখলো, গুরুদেব। সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়লো চরণতলে। সস্নেহে ওকে তুলে গুরুরূপী ব্রহ্ম বললেন,

—ভজন করো—বখৎমে সব্ মিল্ যায়েগা।

বেশ। ভজনই করবে বিজয়। জীবন-পাত্র পরিপূর্ণ করে ধারণ করবে ওর গুরুর আদেশ-অমৃত, গুরুর আদেশ-অগ্নি।

বাবাজীর আশ্রমে ফিরে বিজয় কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলো। দুশ্চর, দুঃসহ তপোসাধনা। কিন্তু কোথায় যেন কি বাধা রয়েছে। কায়া নয়—ছায়া। পার্থিবতার প্রেতচ্ছায়া যেন ওর শুভ্রোজ্জ্বল হোমাগ্নিকে ধূমাবৃত করে; আলোক-সুন্দর অরূপরতনকে ও ধরতে পারে না!

কোথায় গুরুদেব? কোথায় তুমি!

আকুল কণ্ঠে আহ্বান জানালো বিজয়। শিষ্যত্বের সাধনায় ও সিদ্ধ এখন। গুরু এসে আবির্ভূত হয়ে আদেশ করলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—সন্ন্যাস নিতে হবে। পার্থিবতার প্রেতকে পিণ্ড দিয়ে এসো—বিরজা-হোমে নিজের পিণ্ড নিজে দাও…

চললো বিজয় কাশীধাম। হরির সঙ্গে হর যেখানে বাগার্থমিব সম্পৃক্ত, সেই হরিহরানন্দের চরণে এসে প্রার্থনা জানালো সন্ন্যাসের। স্বামীজী বললেন,

—তোমাকে সন্ন্যাস দেওয়া আমার সৌভাগ্য। তুমি নিষ্কলুষ, নিরঞ্জন; কিন্তু শাস্ত্র সদাচার অবলম্বন করে তোমাকে সদ্ধর্ম্ম স্থাপন করতে হবে। উপবীত ত্যাগী তুমি; উপনয়ন না হলে তো সন্ন্যাস হয় না! শিখা আর সূত্র ত্যাগ করতে হবে হোমাগ্নিতে। আমি শাস্ত্রের দাস—তোমাকে আবার উপবীত গ্রহণ করিয়ে সন্ন্যাস দিয়ে কৃতার্থ হব।

বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করলো না বিজয়। দুইবার উপবীত-ত্যাগী বিজয়কৃষ্ণ যথারীতি আদেশ পালন করলো সন্ন্যাস-গুরুর। ওর সন্ন্যাসের নাম হোল অচ্যুতানন্দ!—নাম নামেই রইল, নামীকে স্পর্শও করলো না তার সন্ন্যাসত্বের অভিমান। সন্ন্যাসী অচ্যুতানন্দ গুপ্ত হয়ে গেল সাধক বিজয়কৃষ্ণের অন্তরালে; না—লজ্জায় লুকিয়ে গেল তপশ্চারিণী আশাবতীর অঞ্চল-তলে।

বিন্ধ্যাচলের বিজন গুহায় সাধনারত বিজয়। দণ্ড প্রহর নয়—দিন মাস অতিক্রান্ত হচ্ছে—নামাগ্নির দাবানল জ্বলেছে ওর মহাজীবনের বনস্থলীতে। কী দুঃসহ তাপ—কী দুর্ব্বিসহ জ্বালা! অসহ্য কষ্টে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়!

এরই নাম নাকি পঞ্চতপা। সমস্ত বাসনার আবর্জ্জনা এই নামাগ্নির আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়—তাই এত যন্ত্রণা—এত জ্বালা! কী উপায় করবে বিজয়, ভেবে পায় না। অশ্রুর আগুন বের হয় ওর চোখ থেকে! বুকের রক্তে বজ্রাঘাতের বেদনা বাজে—বিষ হয়ে ওঠে অশন-বসন-শয়ন। কি ও করবে! কোথায় ও যাবে!

আভ্যন্তরীণ উত্তাপে দগ্ধীভূত বিজয়ের আত্মঘাতী হতে ইচ্ছে করে; হয়তো তাই করে বসবে। আত্মবিস্মৃত অবতার বিজয়ের সাধনার স্রোতে ফুটন্ত বারি বাষ্প হতে থাকে; হয়তো শুষ্ক মরুভূমি হয়ে যাবে। সাধক-জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ অবস্থা এটা। কিন্তু এই সুভীষণ সঙ্কট-শিখর পার হতেই হবে ওকে; নইলে অমৃত-সম্ভবের উত্থান হয় না—পরিত্রাতার পূর্ণাভিব্যক্তি ঘটে না!

এই অবস্থা সত্যি সহ্যাতীত। শ্রীপাদ সনাতন এই নামাগ্নির যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে জগন্নাথের রথচক্র-তলে নিজেকে নিষ্পেষিত করতে গিয়েছিলেন। রঘুনাথদাস গোঁস্বামী পর্ব্বত-শিখর থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No...... Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

করতে চেয়েছিলেন। আরো কত সাধকের এই অবস্থার কথা শুনেছে বিজয়। ওরও সহিষ্ণুতার সীমা এবার ছাড়িয়ে যাচ্ছে ; আজই যা-হয় কিছু করবে।

অকস্মাৎ শ্রীগুরুর আবির্ভাব ঘটলো সম্মুখে। পরমহংসজী বললেন,

—জ্বালামুখী মহাতীর্থে গিয়ে সাধন কর—তোমার এই জ্বালার অবসান ঘটবে ; প্রাণে জাগবে অপূর্ব্ব আনন্দ-হিল্লোল।

জ্বালামুখী তীর্থেই চলে গেল বিজয়। জুড়িয়ে গেল সব জ্বালা, অমৃত-রসে পূর্ণ হয়ে উঠলো অন্তর। বিজয় ফিরে এল আবার গয়ার গোপন গুহায়—রঘুবর বাবাজীর আশ্রম-সমীপে।

কিন্তু ওর মন আর বিষয়ে লিপ্ত হতে চায় না—শ্রীবৃন্দাবনের রাধাকুণ্ড-তীরে নামরস পানেই ও বিভোর থাকতে চায়। মধুকর কি আর পুষ্প ছেড়ে পুরীষে বসবে! কিন্তু গুরুদেব বললেন,

—তুমি এসেছো যুগের প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে—বিজনে বসে নাম-রস পানে জীবনপাত করতে তুমি অবতরণ কর নি। নামামৃতের স্রোতোধারা বইয়ে দিতে হবে তোমাকে এই মর্ত্ত্যের মৃত্তিকায়…

—আমি কি এ কাজের উপযুক্ত ? বিজয় করজোড়ে প্রশ্ন করলো।

—হ্যাঁ—তুমিই এর উপযুক্ত। তুমি আচার্য্য সন্তান, স্বয়ং আচার্য্য, গুরু। পূর্ব্বের মত স্ত্রীপুত্রদের মধ্যে থেকেই তুমি সদ্‌গুরুপদে অভিষিক্ত হবে। এখন যেমন আছ, তেমনি থাক। বন্ধন একদিন নির্ম্মোকের মত খসে যাবে।…

গুরুদেবের অন্তর্দ্ধানের পর বিজয় ভাবতে লাগলো তার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে। সুগুরু দায়ীত্ব চাপিয়ে গেলেন গুরুদেব ; বিজয় কি পারবে এ-ভার বইতে! ওর দৈবী চৈতন্য নিতান্তই মানবীয় চিন্তার গহ্বরে ঘুরছে আজ ; নিজেকে দীনাতিদীন মনে হয়—মনে হয় বাতাসে-ভেসে-যাওয়া বালুকণা থেকেও অকিঞ্চিৎকর। ওর শ্বাসে শ্বাসে 'যোগধর্ম্মের' সাধনা চলে—ইষ্টনাম মিষ্টতর হয় দিনে দিনে। অহৈতুকী ভক্তির প্রতিটি লক্ষণ যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে ওর জীবন-মূর্ত্তিকায়।

কি এ! ব্যাধি? নাকি মনোভ্রান্তি! নাকি সত্যই সাধনার বিকাশ! চিন্তিত বিজয় চঞ্চল হয়ে উঠে! অবিশ্বাসী বিজয় অগ্নিদগ্ধ হয়! সংস্কারহীন বিজয় শঙ্কিত হতে থাকে কুসংস্কারের আতঙ্কে!*

কাকে শুধুবে ওর অবস্থার কথা! কে পথ দেখাবে আজ? গুরু ব্রহ্মানন্দজী থাকেন দূর মানস-সরোবরে। তিনি কি জানবেন শিষ্যের এই দুরবস্থার কথা!

* ঘটনাটা ঘটলো দ্বারভাঙ্গায়। সময় নিয়ে মতভেদ রয়েছে ; কিন্তু যোগারম্ভের লক্ষণ প্রথম দিকেই হয় ; বিজয়েরও হয়েছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্নটা মনে জাগার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীগুরুদেব দর্শন দিলেন। হেসে বললেন, —বেটা, 'হঠ্‌যোগ-প্রদীপিকা' আউর 'বিচার সাগর' পাঠ করো—সব মিলায়কে দেখো—ইয়ে যোগারম্ভকি লক্ষণ হ্যায়—ইয়াদ হো যায়েগা—

বই কিনে মিলিয়ে দেখলো বিজয় নিজের অবস্থার লক্ষণ। ওর সন্দেহ-প্রবণ বৈজ্ঞানিক মন শাস্ত্রের অভ্রান্ততায় অভিসিঞ্চিত হচ্ছে—আবর্ত্তিত হচ্ছে কোমল মৃৎপিণ্ড যেন কুম্ভকারের চালিত-চক্রে, ঘটত্বে নয়—প্রেমঘন পরিত্রাণত্বে রূপ নেবার জন্য।

—এ কিতাব আগাড়ি কাহে নেহি পড়নে বোলা গুরুজী?—প্রশ্ন করলো বিজয়।

—আগাড়ি পড়নেসে তোম্‌হারা মালুম হোতা কিয়া ইয়ে সংস্কার হ্যায়—তোম্ পড়ারহা, ইস্‌ওয়াস্তে ঐসা ইয়াদ হোতা।

সত্যকে লাভ করে শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়াই ঋষিপন্থা; বুঝলো বিজয়—শিক্ষাদানের পদ্ধতিটাও শিখে নিল; কিন্তু ওর সভ্য, সহুরে, সন্দিগ্ধ মনে প্রশ্ন জাগছে আরো অনেক। বললো,

—এই যে অষ্ট-সিদ্ধির কথা রয়েছে—অণিমা, লঘিমা ইত্যাদি—এ-সব কি সত্যি হয়?

—আও, দেখলা দেঙ্গে—বলে গুরুদেব ওকে নিয়ে চললেন নির্জ্জন স্থানে। তারপর এক এক করে অষ্ট সিদ্ধির সবগুলি, এমন কি মৃতদেহে প্রবেশ করে জীবিতবৎ আচরণও দেখিয়ে দিলেন। বললেন—আব্ বিশ্‌ওয়াস হুয়া?

বিস্মিত বিজয় বাক্যহারা। মানুষের সাধারণ জ্ঞানের পরিধি কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ, ভেবে ও নির্ব্বাক হয়েই রইল কিছুক্ষণ—তারপর গুরুচরণে লুণ্ঠিত হয়ে নিবেদন করলো—এ শক্তি কি সকলেই লাভ করতে পারে প্রভু?

—সাধন করো—সবকুছ্ মিল যায়েগা!—উত্তর দিলেন শ্রীগুরু, কিন্তু ঐ সঙ্গে বারম্বার সাবধান করে দিলেন—এ-সব সিদ্ধি লাভই সাধনার শেষ কথা নয়। এ-গুলোকে অগ্রাহ্য করে চলতে হবে অমৃতের মন্দির-পানে!

উত্তম কথা। অষ্ট সিদ্ধিকে অগ্রাহ্য করেই সাধনা করে চলবে বিজয়। বিভূতির ওর প্রয়োজন নাই। গুরুদত্ত নামই ওর শ্বাস-প্রশ্বাস হোক—হোক ওর ধমনীর রক্ত—জীবনের স্পন্দন! বিন্ধ্যাচল আর গয়ার গুহাতেই নিজকে নিঃশেষ করে দেবে ও সাধনাগ্নি জ্বেলে। শ্রীগুরু আর একদিন এসে বললেন,

—তান্ত্রিক সাধন-পন্থা সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। সত্যি তন্ত্র-সাধনা কি মহান সাধনা—চল, দেখবে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বরাবর পাহাড়ের বিজন গুহা—চক্রেশ্বর এক অবধূত; সঙ্গী আরো কয়েক জন। মার্গের সাধক ব্যতীত এ-চক্রে অন্যের স্থান হয় না; কিন্তু বিজয় সাগ্রহে গৃহীত হোল। কৃষ্ণবর্ণা এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী পূর্ণাবয়বা যুবতী, মানব-কন্যাই, বিবস্ত্রা, বিচিত্রভূষণা—শ্মশানেশ্বরী শ্যামামূর্ত্তি হয়ে দাঁড়ালেন। চক্রেশ্বর মন্ত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলের অন্তরের চিন্তা-চৈতন্য দুগ্ধপোষ্য শিশুর মত হয়ে গেল। বিজয় নিজেকে কোলের ছেলে ভাবছে। চক্রেশ্বর পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে আহ্বান করেন যে দেবতার, তিনিই আবির্ভূত হন ঐ নারী-দেহে। বিজয় বিস্ময়ে বাগ্‌রুদ্ধ! দশ মহাবিদ্যার পূর্ণ প্রকাশ দেখলো সে ঐ মানব-দেহধারিণী দেবীর তনুলতায়। আপনার মুণ্ড অপনি ছেদন করে দেবী ছিন্নমস্তা রূপ ধরলেন; রুধির পান করাচ্ছেন ছিন্ন মুণ্ডকে!

—মা—মা—!

বিজয় আর্ত্তকণ্ঠে ডাক দিল। বালগোপালে পরিণত হয়ে গেলে ও। হামাগুড়ি দিয়ে ঐ দেবীর স্তন্য পান করতে যাচ্ছে…মা—মা—মা!

চক্র শেষ হলে দেবী আবার মানবী হয়ে বস্ত্র পরিধান করলেন; মানব-কন্যার মতই সলজ্জে প্রস্থান করলেন তিনি। দেবীর কাছে আশীর্ব্বাদ নিয়ে ফিরে এল বিজয়।

তান্ত্রিক-সাধনার এই বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা বিজয় কখনো ভোলে নি।

সব মতই সত্য, সব পথেই তাঁর কাছে যাওয়া যায়, এই পরম সত্য ওকে প্রচার করতে হবে—তাই সকল মতের অগ্নিময় 'মুচিতে' গলিয়ে, গড়িয়ে ওকে ঢালাই করা হচ্ছে—ধোলাই করা হচ্ছে সব সম্প্রদায়ের 'ভাটিতে'!

শ্যামসুন্দর হাসতে হাসতে বলেন—আমাকে সোনায় বাঁধানো রূপোর চূড়া দিয়েছিস, তোকে আমি ভক্তি-সোনায় বাঁধা শিখিপাখা দেব,—জটা হয়ে দ্যুলোক-ভূলোক উদ্ভাসিত করবে যার করুণাঘন চাঁদের কিরণ!

বৈরাগ্যের আহিতাগ্নি জ্বলছে জ্বলদর্চ্চির মত। বন্ধুরা ভয় পেয়ে মায়াকে চিঠি লিখে দিয়েছেন,—

"—শিগ্রী এসে আপনার স্বামীকে ফিরিয়ে নিন্—নইলে তাঁকে আর ফেরানো যাবে না। বৈরাগ্য-গৈরিক হয়ে গেছেন তিনি বাহ্যাভ্যন্তর!"

মায়া অবিলম্বে গয়ায় এসে উপস্থিত হোল। মুণ্ডিত মস্তক দণ্ডকমণ্ডলু-ধারী সন্ন্যাসী স্বামীকে দেখে হাসলো মায়া। হাসিটা বেদনায় সজল—প্রেমে প্রোজ্জ্বল।—যেন চোখের জলে চন্দ্রালোক পড়েছে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজয় দেখে এসেছে প্রতি নারীতে নারায়ণীর আবির্ভাব; বুঝে এসেছে, "স্ত্রীয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু! ও ভালই জানে, এই বিশ্বজননীর মানবী-প্রতীক্ কৃপা না করলে তার ধর্ম্মপথে যাত্রা অসম্ভব। সভয়ে হাতজোড় করে বলল,

—শ্রীগুরুর আদেশে আমি তোমাদের সকলকে নিয়ে সংসারে থেকেই ধর্ম্মপথে চলবো। তুমি আমাকে অনুগ্রহ করো—অনুমতি দাও!...

—তাই হবে!

হাসলো মায়া আবার। হাসি নয়, ওর হৃদয়-শতদলের নিষ্পেষিত অর্ঘ্য-আহুতি! সহধর্ম্মিণীত্বের শ্রেষ্ঠ অবদান—পরা-প্রকৃতির পরমাশীর্ব্বাদ!

শিবকে সংসার দিয়ে বাঁধা চলে না, শ্মশানে গিয়েই সঙ্গী হতে হয় তাঁর—প্রয়োজন হলে নিজেকে একপঞ্চাশৎ খণ্ডে খণ্ডিত করে যোগ-পীঠাসন রচনা করে দিতে হবে। তাই প্রশ্ন করলো,

—কলকাতায় ফিরে যাবে তো?

অনুরোধ নয়, আদেশ নয়—আকর্ষণও নয়। এ যেন গৌরীপীঠের সঙ্গে শিবলিঙ্গের নিত্য-সংযোগ-স্মরণ-বিভূতি।

—হ্যাঁ, চল—সন্ন্যাসী হলেও আমার কাজ গৃহীদের মধ্যে; গৃহস্থই হতে হবে আমায়।

—আদর্শ গৃহস্থ হবে নাকি!—মায়া কি বিদ্রূপ করলো? ব্যঙ্গ করলো মায়া? নাকি সরল প্রশ্নই ওটা!

বিজয় বলল—না—আদর্শ সন্ন্যাসী হতে চাই। কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ—সকল রকম কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে ভগবানে আত্ম-সমর্পণই সন্ন্যাস।

গীতার গূঢ় তত্ত্ব বুঝবার দরকার নেই মায়ার। স্বামী-সাগরেই ওর জীবন-গঙ্গা সঙ্গত হয়েছে—সাঙ্গ হয়েছে। ওর সন্ন্যাস আত্মার অবস্থাতে নয়, আত্ম-বিলুপ্তির সমাপ্তিতে! সাগরে এসে গঙ্গা আর গঙ্গা থাকে না, সাগরময় হয়ে যায়। মায়াও বিজয়ময় হয়ে গেছে।

মায়া ওকে নিয়ে এল কলকাতায়, কিন্তু যোগ-সাধন এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। জ্ঞান মার্গের সাধনায় ব্রহ্মানুভূতি হলেই তো ওর চলবে না—ওকে যোগী হতে হবে; যোগাতীত যোগীশ্বরত্বে পৌঁছুতে হবে; তারপর হতে হবে ভক্ত, প্রেমিক, প্রেমদাতা!...

কলকাতায় সাধনার বহু অসুবিধা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঢাকার গেণ্ডারিয়ায় আনন্দ মাষ্টারের বাগানে এসে আসন করলো। নিঃসীম নিঃসঙ্গতা, নীল-নির্জ্জন আকাশ। বটতলায় বসে বিজয় শ্বাসে শ্বাসে গুরুদত্ত নাম করে—ভূতশুদ্ধির জন্য প্রাণায়ামও করে; ওটা বহিরঙ্গ সাধন।

ইন্দ্রদেবতার অত্যাচার;—বৌদ্ধধর্ম্ম বলেন 'মার'এর অত্যাচার, খৃষ্টানরা বলেন 'শয়তানের'—আরম্ভ হোল ওর উপর। সকল সাধককেই এ-অবস্থা পার হতে হয়। বিজয়ও পড়লো বিপাকে। কিন্তু ওকে বিপাকে ফেলবে কে? ভূত দেখে ভয় পায় না, সাপ দেখে সরে যায় না—সুন্দরী নারীর নয়ন-ভঙ্গিমা দেখে বলে—'মাথাটা আগে মুড়িয়ে এসো!'

সবাই হার মানলো। অষ্টসিদ্ধি দাসী হোতে এল; বিজয় বলল,

—সরে যা—কে চায় তোদের?

চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে ও যোগ-সাধন করে—'যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ' বলছেন ঋষি। বিজয়ের হোল সে-অবস্থা; জীবাত্মা-পরমাত্মার একত্ব উপলব্ধি হোল ওর অল্প দিনেই—দেশ, কাল, পাত্রের ব্যবধান ঘুচে গেল ওর। কিন্তু বিজয় ভাবলো, কিছুই হয় নি! এ একটা বড় অবস্থা নিশ্চয়ই; কিন্তু কৈ, এতে তো হৃদয়গ্রন্থী ছিন্ন হয় না, সংশয় নিরসন হয় না—সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হয় না! তাহলে এ পরাবর নয়—নয় সেই রসো বৈ সঃ।

অতৃপ্ত বিজয় আসন ছাড়লো না; কঠোর কঠিন তপস্যা ওর উগ্রতর হয় দিনে দিনে। কৃশ হয় তনু—কৃশানুর মত তবু জ্বলছে তপাগ্নিতে। অবশেষে—

"এলো সেই শুভ ক্ষণ—
বিকসিত হৃদি
বিগলিত হোল
পেয়ে সে পরমধন!"

অক্ষর দিয়ে আঁকা যায় না সে-ক্ষণকে, সেই ক্ষণ-শাশ্বতকে। তার বর্ণনা নেই! সে অবর্ণনীয়! তার রূপ অপরূপ নয়,—অরূপ—অবাঙ্‌মনসোগোচর!

বিহ্বল হয়ে গেল বিজয়। বাউরা হয়ে গেল নাকি? চাঁদের জ্যোৎস্নাকে ব্রহ্মজ্যোতি ভেবে গায়ে মাখে—ঘাসের শিশিরকণায় দেখে ভগবানের রূপ-নির্ম্মাল্য; খেতে বসে অন্ন-ব্রহ্ম দেখেই বলে—হয়েছে, আহার হোল…

শেষকালে মায়ার মুখে কি-যেন দেখে ওর পায়ে লুটোলো একদিন।

—ও কি গো? করছো কি?—আমাকে প্রণাম করে নাকি?

সজল-নেত্রে জানাল নতজানু বিজয়,

—তোমার মধ্যে যে জগজ্জননী রয়েছেন, তাঁকেই প্রণাম করছি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা ইষ্ট স্ফূর্ত্তি—'

কে কোথায় খেতে পায় নি, বিজয়ের খিদে পেল তার জন্য। কার শীত বোধ হচ্ছে, বিজয়েরও হচ্ছে; কোন গাছের ডাল কাটা হচ্ছে, ওর যেন কেউ আঙুল কাটছে; কোন্ বই উল্টে আছে, বিজয়েরও মাথাটা যেন উল্টে রয়েছে। সব ভূতকে নিজের মধ্যে, আর নিজেকে সব ভূতের মধ্যে দেখার অবস্থা এটা। অপ্রাকৃত, অবাস্তব সব দর্শন হচ্ছে ওর।

এ-সব সাধন-রাজ্যের ব্যাপার; সাধারণ আমাদের ওসবের মধ্যে ঢুকবার যোগ্যতা নেই—দরকারও নেই। বিজয়দের জন্যই ওসব।

আমাদের জন্য বিজয়রা।

গুরুজী একদিন আবির্ভূত হয়ে আদেশ করলেন বিজয়কে,

—সদ্‌গুরু রূপে এই সাধন দান কর; পরিত্রাণ করো জীব আর জগৎকে।

বংশগত গুরুতা-বৃত্তি ছেড়ে এসেছে বিজয় বহুদিন। ও-কাজটা ওর পছন্দই নয়—কিন্তু গুরুর আদেশ! উপায় কি? বিজয় শিষ্যত্বে সিদ্ধিলাভ করেছে; এবার আবার গুরুত্বের সাধনা করতে হবে ওকে। বিজয় ক্ষীণ প্রতিবাদ করলো,

—আপনিই তো করতে পারেন ওসব!

—না—তুমি এই জন্যই এসেছো। তোমাতে আচার্য্য-রক্ত, তোমাতেই অরূপের আবির্ভাব—তোমাকেই করতে হবে এ-কাজ!

আনতশিরে মেনে নিল বিজয় আদেশ। চির-বিদ্রোহী বিজয় বিন্ধ্যাচল হয়ে বসে পড়লো অগস্ত্য-গুরুর পথ করে দিতে! আজোও বসে আছে। অনন্তকাল বসে থাকবে ওর গুরু-আদিষ্ট সদ্‌গুরুর আসনে।

ওর শিষ্যত্বের সাধনায় গুরুত্বের গরীয়ান মুকুট সোনার নয়—শিখি-পুচ্ছের! তাই ও গুরু নয়, ও ভারি নয়, ও হাল্কা,—হাওয়ায়-ভেসে-যাওয়া মৃগমদ-গন্ধ—রুদ্ধ-শ্বাস আত্মার সঞ্জীবনী; চরণাশ্রিতের শরণাগতি।

ঐ সর্ব্বকালের শিষ্যের গুরুত্ব-হিমাচলের কাব্য-কাহিনীটি যদি লেখা হয় তো দেখা যাবে, তার কন্দরে-কন্দরে কত অলকানন্দার বন্দনা, গুহায়-গুহায় কত দেব-দেবীর দিব্যালোক—শিখরে-শিখরে কত গন্ধর্ব্ব-কিন্নরের নৃত্য-সঙ্গীত, কৈলাসে-কৈলাসে কত কৈবল্যধামের বিভূতি-বিলাস! দেখা যাবে, সেই নৈমিষারণ্যে কত হিংস্র সর্প-শার্দ্দূল, কত নররূপী পশু, কত দেবরূপী দানব, কত মারীচ-শূর্পনখা, কত রাবণ-কুম্ভকর্ণ! দেখা যাবে সেই মেধস মুনির আশ্রমকে,—"প্রশান্ত-শ্বাপদাকীর্ণং মুনি-শিষ্যোপশোভিতম্"...শ্বাপদও সেখানে প্রশান্ত!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু সে আর এক কাহিনী ; বিজয়ের এই জন্মেই অন্য জন্মের কথা, জন্মান্তর ঘটার কথা—যে-কথার জটাজাল ওর মাথার ধূর্জ্জটী-জটার মতই জটিল-সুন্দর—যার ভীষণ-মনোভিরাম রূপ অপরূপ !

ওর সে-জীবনও এই জীবনের মতই কুয়াসাচ্ছন্ন। কিন্তু উত্তর পুরুষ ক্লান্তিহীন লেখনী-বলে খুঁজে বের করবে—ওর নশ্বর দেহ-বৃন্দাবনকে কি-ভাবে বিদ্বেষীরা বিষ দিয়ে নষ্ট করেছে—আবিষ্কার করবে, ওর অবিনশ্বরত্ব এখনো কেন অনাবিষ্কৃত, অবহেলিত ; অনুসন্ধান করবে, এই অমৃত-পুরুষের আহৃত আহিতাগ্নি আজও কেন জগৎজোড়া হোমানল জ্বালালো না।

সে দিন কবে আসবে ? কবে ?

কলকাতায় ফিরে এল দণ্ড-কমণ্ডলুধারী মুণ্ডিত-মস্তক গেরুয়াবাস বিজয়কৃষ্ণ ; ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য—বিশ্ব-সমাজের সত্য-বৈজয়ন্তী ! এই সত্যকে প্রকাশ করতে হবে। প্রচার করতে হবে। বামাবোধিণী পত্রিকায় নিজেকে 'আশাবতী' কল্পনা করে বিজয় ধারাবাহিক লিখতে লাগলো—'আশাবতীর উপাখ্যান।'

ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্যের হাত দিয়ে বের হচ্ছে অব্রাহ্মোচিত উপকথা, রূপকথা। হৈ চৈ পড়ে গেল চারিদিকে ! গাঁজাড়ে গল্প ভেবে তুমুল আন্দোলন লাগিয়ে দিলেন অনেকেই।

প্রাণের সত্য ঘটনার উপর লোকের এই অশ্রদ্ধা-অনাদর সহ্য হোল না বিজয়ের। আকস্মিক ভাবেই শেষ করে দিল সে-রচনা।

আশ্চর্য্য ! কেউ বুঝতে চাইল না—ওগুলো উপন্যাস নয়—ওর জীবনের কাব্যদর্শনের উপকরণ ! ওর উপলব্ধ সত্যের উপলখণ্ড—ওর সদ্‌গুরুত্ব লাভের শিলায়িত রূপ ! না, বুঝলো না। কারণ ওগুলো সাগরপার থেকে চোলাই হয়ে আসে নি ; ওর উপর কোনো বৈদেশিক বৈজ্ঞানিকের বীক্ষণযন্ত্র সংস্থাপিত হয় নি—তাই বিজয়রূপী মহাগ্রহ আজও অনাবিষ্কৃত রয়েছে ; অবহেলিত হয়ে আছে অবিশ্বাসীর চোখে।

বিমর্ষ শিষ্যকে সান্ত্বনা দিয়ে বিজয় একদিন বলেছিল—"আমার জীবনের সমস্ত ঘটনাই সময়ে তোমাদের নিকট প্রকাশ পাবে। সেজন্য এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ! এখন থেমে যাও ; সময়ে সবই হবে।"

সবই হয়তো হয়েছে প্রকাশ—কিন্তু শ্রীগুরুচরণে আনতশির ঐ বিশাল বিন্ধ্যাচলের শিষ্যত্বের সমুন্নত মহিমা আজো কেউ কি দেখেছেন ? দূর থেকে দেখা পাহাড়ের গায়ে ঘন কুয়াসার মত ঘটনার কুহেলিকায় ওকে আছন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে রেখেছি আমরা, উত্তরপুরুষ। সূর্য্যপ্রভ এই জ্যোতির্ম্ময় জীবন-বিগ্রহকে আবৃত করেছি সংখ্যাহীন ঘটনার ঘন জালে! এ যেন দেবদর্শনে গিয়ে মন্দিরের কারুকার্য্য দেখে ফিরে আসা। না, ততোধিক! এ যেন সূর্য্যকে দেখতে তিনপলা কাচ ব্যবহার করা—বর্ণ বৈচিত্রই দেখা যায়—বিরাটত্ব চোখে পড়ে না। সপ্তবর্ণের পূর্ণ পরিণাম শ্বেত জ্যোতিকে শিশুর খেলনা মনে হয়! বিশ্বপ্রাণকে মনে হয় বাষ্পীয় গোলক!

ব্রাহ্ম সমাজেই কাজ আরম্ভ করলো বিজয় দীর্ঘ প্রায় দু'বছর পরে। বক্তৃতা শুধু নয় এবার—অন্তরের সত্য-সার দিয়ে উদ্যান রচনা করবে, নাম-বীজ রোপণ করে ফলাবে ফুল-ফল।

শ্যামসুন্দর হাসেন। বিজয় মালা হবে? নাকি মালি হবে?

না,—ওকে হতে হবে মাল্যবান বনমালী।

কী যেন এক অপরূপ আনন্দ ওকে আচ্ছন্ন করে রাখে সর্ব্বক্ষণ। গাছে পাতায়, ফুলে ফলে, পশুতে পাখীতে ও যেন দেখে ব্রহ্মের বিচিত্র প্রকাশ! মনপ্রাণ ডুবিয়ে চেয়ে থাকে অতি অকিঞ্চিৎকর বস্তুর পানে।

ব্রাহ্মধর্ম্মে ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করে ও এখন যোগপন্থায় সিদ্ধ হয়েছে—আত্মতত্ত্ব অধিগত করেছে। এবার প্রেমতত্ত্বের পারহীন পারাবারে সাঁতার দিচ্ছে—পঞ্চম পুরুষার্থের পরিচয় নিচ্ছে। বুঝতে পারছে, মাধুর্য্যই চরম রস!

কিন্তু এসব তত্ত্বকথা ওর জীবনেই রূপায়িত; ওর উপদেশেই নির্ঝরিত; ওর আচরণেই অনুসৃত। ওর সংঘাতশীল জীবনের শিলাখণ্ড গড়াতে গড়াতে কেমন করে শালগ্রাম হোল, তাই দেখতে চাই আমরা। ভাবের আতিশয্যে নয়, ভক্তির বিগলিত চক্ষুতে নয়—অলৌকিকত্বের ঔজ্জ্বল্যে নয়—সরল-সুন্দর সত্যদৃষ্টিতে দেখতে হবে, দারু কেমন করে বিগ্রহ-ব্রহ্ম হয়ে যায়—পাষাণ কেমন করে পরিব্রাতা বিষ্ণুপাদপদ্ম হতে পারে।

কলকাতার ব্রাহ্ম-সমাজে বাণীর স্রোত বইছে; উত্তাল তরঙ্গের আনন্দাঘাতে আত্মহারা নরনারী অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে ঐ আলোক-সুন্দরের পানে। ঐ বন্যায় কোন্ কূল ভাঙলো, দেখতে চায় না—কার ঘর ভাসলো, জানতে চায় না। বিজয়ের অমৃতকণ্ঠে 'মা—মা! ত্বংহি-ত্বংহি'—শুনে ওরা চোখের জলে বুক ভাসায়; বালগোপালকে দুগ্ধ পান করাতে মায়েরা বুকের আঁচল খুলে ফেলে। পুরুষরা পৌরুষ ভুলে ওকে কোলে করতে চায়!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সারল্য-সুন্দর শিশুকণ্ঠে ওর সিদ্ধ মন্ত্র 'মা' নাম! অরুণায়িত আঁখিতে ওর ব্রহ্ম-জ্যোতির বিমলাভা!

এ তো প্রচার নয়, পরিত্রাণের মন্ত্র! আচার্য্যত্বের অহঙ্কার নয়, অকর্ষিত মানব-হৃদয়কে কর্ষণ করবার কৃষকত্ব; শস্য ফলাবার সীমাহীন উৎকণ্ঠা!

প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ এখন পরম-নির্ভরতার ক্রোড়-দুলাল। সত্যের মাতৃময় কোলে ওর আশ্রয়—আনন্দের স্তন্যে ওর পুষ্টি!—বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললো—"অসতো মা সদ্গময়—অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও"—বলেই কেঁদে ফেললো বিজয়—'না-না, এ রকম প্রার্থনা আমি আর করতে পারবো না। করুণাময় ঈশ্বর আমাকে সত্যতে নিয়ে গেছেন।··· আজ আমার নতুন জন্ম হোল। আমি আজ ব্রহ্ম-সন্তান।······এই যে আমার মা—এই যে······এই যে'······বলতে বলতে বিজয় ভাবাবেশে শিশুর মত হাত বাড়াচ্ছে মাথার উপর······মা—মা—মা!

শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যেও মা-মা রব উঠে আর্দ্র করে দিল সেই ঘরের আকাশ-বাতাস।

সভ্য সমাজের সুশিক্ষিত নরনারী ওর অপরূপ শৈশব-ভাবাবেশ দেখে সম্মোহিত হয়ে গেল—নারী-হৃদয়ের স্নেহ-তরঙ্গ উদ্বেল হয়ে উঠলো। ঐ আলোক-বালককে দুধ খাওয়াবার জন্য তাঁরা চাঁদা করে তহবিল গড়লেন।

বানানো গল্প নয়—বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের হস্তাক্ষরে এর সাক্ষ্য রয়েছে। নগেন চাটুজ্যে লিখলেন,—

"বিজয়কৃষ্ণ বেদির উপর বসিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়া সাশ্রুনয়নে মা-মা ধ্বনি করিতেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে শত শত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ হইতে মা-মা ধ্বনি উত্থিত হইয়া মন্দির প্রতিধ্বনিত করিতেছে!

···মর্ত্ত্যে সেই যে কৈবল্যধাম দেখিয়াছি, তাহা কখনো ভুলিব না···"

'তত্ত্বকৌমুদী' তখনকার নাম করা পত্রিকা—লিখলো,—

"···অবশেষে তাঁহার (বিজয়ের) উপদেশের সময় প্রাণ ফাটিয়া ক্রন্দনের রোল উঠিল—পাষাণ গলিয়া গেল—নর-নারীর বক্ষস্থল অশ্রুজলে ভাসিয়া চলিল! সে দৃশ্য, সে স্বর্গীয় দৃশ্য কে বর্ণনা করিবে!···"

এমন বিস্তর উদাহরণ উদ্ধৃত করা যায়—কিন্তু অপ্রয়োজনীয়। এই দেব-বন্দিত মানব-মহিমাকে দীপশলাকা জেলে দেখতে যাওয়া হাস্যকর।

নিজের জীবনকে জালিয়ে যে জীব-পতঙ্গকে পরমার্থের পথে আকর্ষণ করবে, তার আলোক বিকীরণ আরম্ভ হোল—সুরু হোল তার সুর-বাঁশরীর আহ্বান!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবনে যিনি ধর্ম্মকে মূর্ত্ত করে তুলেছেন, সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চরণ দর্শন করতে হবে—বিজয় তাঁর চুঁচুড়ার বাসভবনে উপস্থিত হোল গিয়ে। বিস্মিত মহর্ষি প্রশ্ন করলেন ওকে দেখা মাত্রই,

—এসো বিজয়—তোমাকে যে নতুন মানুষ দেখছি! নিশ্চয় তুমি কোনো অমূল্য বস্তু লাভ করেছ! এ জিনিস কোথায় পেলে?

বিজয় সবিনয়ে তার ব্রাহ্ম-গুরুদেবের চরণে নিবেদন করলো আকাশ-গঙ্গা পাহাড়ে এক নানকপন্থী পরমহংসের কৃপাবর্ষণের বৃত্তান্ত। মহর্ষির আনন্দময় মূর্ত্তি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো প্রাক্তন শিষ্যের পরম ধন প্রাপ্তির সংবাদে। সস্নেহে বললেন,

—এই অমূল্য বস্তু দ্বারা ধন্য হয়ে যাবে তুমি বিজয়। 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা' হবে! এ বস্তু কদাচ ত্যাগ করো না!—একটু ভেবে বললেন, —ব্রাহ্ম সমাজে তোমার হয়তো আর ঠাঁই হবে না—না হোক, দরকার হয়, ব্রাহ্ম সমাজ ছাড়বে—এই অপার্থিব ধন কখনো ছেড়ো না।

দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন ঐ মহাপুরুষ দেখতে পাচ্ছেন যেন বিজয়ের ভবিষ্যৎ জীবন; তাই সাবধান করে দিলেন শিষ্যকে। বিজয় প্রণাম করে ফিরে এল।

কেশবের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে অনেক দিন—কিন্তু কলকাতায় এসেই খবর পেল—কেশব বহুমূত্র রোগে শয্যাশায়ী। অভিন্ন-হৃদয় বান্ধবকে রোগশয্যায় দেখবার জন্য বিজয়ের অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠলো। গেল বিজয় কেশবের বাড়ীতে।

সাধারণ মানুষের অন্তরের পটভূমি সত্যস্বরূপ আকাশের মত নির্ম্মল নিষ্কলুষ হলেও অসতের কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন থাকে—থাকে বিষাক্ত বাতাস, থাকে বিদ্বেষের বীজাণু। বিজয় দরজায় পৌঁছেই বাধা পেল—পূর্ব্বতন বিবাদের সূত্র জট পাকিয়ে আটকালো ওকে। বিজয় হুঙ্কার দিয়ে বলল,

—এই কি বিবাদ-বিদ্বেষের সময়?

দোতালায় শায়িত কেশবের কানে এল সে কণ্ঠস্বর। তৎক্ষণাৎ আহ্বান করে বন্ধুকে সাদরে শয্যাপার্শ্বে গ্রহণ করলো কেশব।

জ্যোতির্ম্ময়কে প্রভাহীন দেখে বিজয়ের চোখে বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে আসছে। কেশব করুণ হেসে বলল,

—এসো গোঁসাই—যা ভেবেছিলাম, তা হোল না। পথের সন্ধান পেলাম বলে যখন অনুভব হোল, তখন এই পীড়া।—আচ্ছা বিজয়, তুমি কি কোনো নতুন পথ অবলম্বন করেছ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—নতুন পুরাতন বুঝি না—ভগবানকে লাভ করবো বলে ব্রাহ্ম সমাজে এসেছি ; বাইরের ব্যাপার নিয়ে গোল করতে আসিনি !—'ঈশ্বরকে পেলেম' এই প্রত্যক্ষ বোধ না হলে ফিরবো না। মৃত্যুকালে আমার বাসনা পূর্ণ, আমি কৃতার্থ—প্রভু, তুমিই সত্য—এই বলে যেন মরি !

কেশব এই সুদৃঢ় নিষ্ঠার অবিকম্পিত হিমাচলকে ভালই জানে—চেনে এই সত্যসন্ধানীর অব্যর্থ শর-সন্ধান-শক্তি। মৃত্যুমলিন মুখে মহিমোজ্জ্বল হাসি ফুটলো কেশবের—বলল,

—এ বিষয়ে আমারো অনেক কথা বলবার আছে গোঁসাই ! যদি বেঁচে উঠি তো তোমায় ডাকবো।

অবসর হোল না ডাকার আর। তুলনাহীন ঐশী সম্পদের অধিকারী এই বিরাট জ্যোতির্গোলক অনন্ত আকাশের ব্যাপ্ত ব্রহ্ম-জ্যোতিতে বিলীন হয়ে গেল। হাহাকার করে উঠলো দক্ষিণেশ্বরের দেবলোক। বিরহ-জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে সংজ্ঞা হারালো চিরবান্ধব বিজয়কৃষ্ণ !

ধর্ম্মরাষ্ট্রের গর্ব্বোন্নত পতাকা অর্দ্ধ-অবনমিত হয়ে গেল।

শ্রীগুরু অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়ে বললেন—আমার সঙ্গে এস !

—তৈরী হয়ে নি—বলে বিজয় সময় চাইল। কিন্তু গুরুদেব বললেন,

—আমার সময় নাই। গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা ইত্যাদি যেখানে হোক, আমার দেখা পাবে।

গুরু চলে গেলেন। বিজয়ও বেরুলো তাঁর দর্শনের আশায়। তীর্থে তীর্থে ওর এই ভ্রমণ যেন তীর্থস্নান—তীর্থনাথকে প্রত্যক্ষ করার প্রস্তুতি ! ওর দেব-দেহ তীর্থময় হবে—চিন্ময় হয়ে যাবে মৃন্ময় বিজয়-তনুশ্রী

সাধু দর্শনের জন্যও সাধনার প্রয়োজন আছে।

গয়ার কপিল ধারায় বাবা গম্ভীরনাথজীকে প্রণাম করে উপদেশ চাইল বিজয়।

—মুখে কি উপদেশ দেব—আমি যা করি, ইচ্ছে করলে দেখতে পার। বললেন গম্ভীরনাথজী।

গোঁসাই দেখলো, বাবার সামনে হোমকুণ্ড, কোশাকুশী ; মাথায় জটা, গলায় রুদ্রাক্ষ—সর্ব্বাঙ্গে ছাই মাখা।

গভীর রাত্রে বাবা সেতার বাজিয়ে সঙ্গীতালাপ করেন—নির্জ্জন পাহাড়ে জাগে নিসর্গ-সৌন্দর্য্য !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাজীপুরে দেখলো গোঁসাই পাওহারী বাবাকে। একপোয়া দুধ খেয়ে থাকেন—তাই নাম 'পোয়াহারী।' বাবাজী গঙ্গাস্নানে গেলে এক চোর এসে জিনিষগুলি বাঁধছে, বাবাজী এসে পড়লেন—চোর পালাল ধরা পড়ার ভয়ে। কিন্তু বাবাজী চোরের বাঁধা গাঁঠরীটি নিয়ে চোরের বাড়ী গিয়ে বললেন, —বাবা, এতো ভারী মোট আমি বুড়ো মানুষ কি আনতে পারি? তুমি নিয়ে এলেই তো ভাল হোত!

গল্পটা শুনে বিজয় বুঝলো—দয়া আর সহানুভূতির কাছে সাধারণ নীতির কোনো মূল্য নাই।

কাশী এসে হাজির হোল বিজয়। তৈলঙ্গ স্বামীকে শুধোলো,

—জগতে উপাস্য দেবতা ক'জন? কে কে?

—এক, অদ্বিতীয়—নাম ভিন্ন হোক—তিনি শিবম্ অর্থাৎ মঙ্গলম্!

—তাঁর রূপ কি?

—তিনি সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ!

—তবে প্রতিমা পূজা কেন?

—পূজা দুরকম—স্বাবলম্বন আর নিরাবলম্বন। বস্তুকে অবলম্বন করে যে পূজা তাই স্বাবলম্বন—ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ না হওয়া পর্য্যন্ত এই পূজা; ব্রহ্ম-দর্শন হলে আর কিছু দরকার হয় না; তখন শুধু 'ত্বংহি ত্বংহি!'

তৈলঙ্গ স্বামীর অজগর বৃত্তিতে দেহপাত শুনে বিজয় পরে বলেছিল,

'—ঐশ্বর্য্যের বিকাশ দেখালে কি আর রক্ষে আছে; লোকে ছিঁড়ে খাবে! প্রতিষ্ঠা আর প্রশংসা ধর্ম্মার্থীর যত অনিষ্ট করে, এত আর কিছুতে নয়।'...

প্রয়াগ ঘুরে গোঁসাই এল বৃন্দাবন। এযাবৎ গুরুদর্শন হয় নি। আবার কি কাঁদাবেন নাকি? ভাবতে ভাবতে বিজয় ব্রজমণ্ডল পরিক্রম করছে। গৌর শিরোমণির সঙ্গে বন্ধুত্ব হোল। শিরোমণি ভক্ত-শিরোমণি—তাই বিজয় পেল তাঁর আলিঙ্গন।

গোবর্দ্ধন কুণ্ডের ধারে চৌকীদারের মুখে 'জয় রাধে' শুনে আহা! আহা! করছে বিজয়। সঙ্গী নবকুমার শুধোলেন,—জর নাকি গোঁসাই?

—মধুরং মধুরং পরিপূর্ণমানন্দং!—বলে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো বিজয়।

রাধারমণ-বিগ্রহ দেখতে গিয়ে ঘণ্টা খানেক সমাধিস্থ রইল। নবকুমার বিশ্বাস ওকে ধরে ঘরে আনলেন।

আচার্য্য বিজয় ব্রজের মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিচ্ছে—'জয় রাধা' নাম শুনে 'আহা! আহা!' করছে—ধুলোকে রজঃ বলে' গায়ে মাখছে! হোল কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপবীত ত্যাগী অন্ধ-সংস্কারে অবিশ্বাসী গুরুবাদ-বিদ্বেষী একমেবাদ্বিতীয়মের উপাসক বিজয়কৃষ্ণ গুরুদত্ত নামেই গোময়-লিপ্ত হয়ে গেল—নাকি গোরচনা হোল—নাকি গড়াতে গড়াতে গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে গিয়ে গোবিন্দ হবার সাধনা করছে? নবকুমার বিশ্বাস মাশাই ভাবেন আর ভাবেন।

অকস্মাৎ একদিন শিরোমণির কুঞ্জে যাবার পথে শ্রীগুরু দর্শন দিলেন; কি যেন বললেন বিজয়কে। নবকুমার বিশ্বাস মহাশয় পিছনে পিছনে এসে শুধোলেন,

—কি হোল গোঁসাই?

—গুরুজীর দর্শন পেলাম।—ব্যস্, আর কিছু বললো না। ফিরে এল বিজয় কলকাতায়। গুরুজীর সঙ্গে আলাপের ব্যাপারটা আবদ্ধ রইল অন্তরে।

ওকে গেণ্ডারিয়ায় চালান করবার চক্রান্ত চলছে তখন শ্যামসুন্দরের মগজে। সংগ্রাম আর সংঘাত থেকে ওকে রেহাই দেবেন না।

রাণী রাসমণীর মন্দিরে রসরাজ রামকৃষ্ণ আসীন। দণ্ডকমণ্ডলুধারী মুণ্ডিত মস্তক বিজয়-সন্ন্যাসী গিয়ে দাঁড়ালো সেদিন। অহঙ্কারীর অঙ্গে মালা-তিলক, গৈরিকবাস দেখলেই বিদ্রূপ করেন গদাধর—বলেন—"মার্কামারা।"

কিন্তু বিজয়কে বহুদিন পরে পেয়ে নব-রসের রসিক-চূড়ামণি ব্যঙ্গ রস নয়—খাঁটি আদি রসের ফোয়ারা ছুটালেন,

—তোমার যে গর্ভলক্ষণ দেখছি গোঁসাই—মাল বোঝাই হোল কোথায়?

ঐ পরম পুরুষের মুখ থেকে অসত্য কিছু বার হয় না। কথাটা শুধু কথা নয়, শাস্ত্র। শিষ্যের কর্ণরূপ যোনিতে গুরুর মন্ত্ররূপ বীর্য্যপাতকে ঋষি 'দীক্ষা' বলেছেন।

হাসলো সভাস্থলী—গোলকমণ্ডলের আলোক যেন উদ্ভাসিত হোল আম্রকাননে। আকাশগঙ্গায় অরূপ-রতন লাভের বিস্ময়কর কথা ব্যক্ত করলো বিজয়। সব শুনে সদানন্দ পুরুষ বললেন,—আর কি! এখন সময় হয়েছে। সব ছেড়ে বল—"তুমি দেখ আর আমি দেখি মন, আর যেন কেউ না দেখে—" গান ধরে দিলেন গীতামৃতের উদ্গাতা—

"আদর করে হৃদে রাখ আদরিণী শ্যামা-মাকে…"

অকস্মাৎ দক্ষিণেশ্বরেশ্বর প্রশ্ন করলেন—এত তো ঘুরে এলি, কোথায় কি রকম দেখলি—বল দেখি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্নটার আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব গভীর গুহায় নিহিত। এই ছোট প্রশ্নটার ছোট্ট উত্তরটুকুতে আছে নাম আর নামীর অভেদ-তত্ত্ব। তাই যেন ইঙ্গিতে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'নাম' তো হয়েছো—নামীর দর্শন লাভ হয়েছে কি ?'

বিজয়ও জবাব দিল সংকেতে—যেখানে যা দেখলাম, এরই চার আনা, কোথাও বা আট আনা, বার চোদ্দ আনাও দেখেছি, কিন্তু ষোল আনা এখানেই।

—এ বলে কি!

বলতেই নামের অলকানন্দার উত্তরণ হোলো নামী ধূর্জ্জটীর জটাজালে! সমাধিস্থ হলেন শিবসুন্দর।

নামগঙ্গা বয়ে যাচ্ছে নশ্বর জগতে অবিনশ্বর স্রোতে!

আত্মবিস্মৃত বিজয় নামামৃত লাভের পর থেকে স্ব স্বরূপে অধিরূঢ় হচ্ছে। সে এখন নাম-ময়, নাম-স্বরূপ, স্বয়ং নাম। নাম দেখলো নামীর পূর্ণ প্রকাশ—নামী দেখলেন নামের প্রকাশ-ঐশ্বর্য্য—তাই এ প্রশ্ন, তাই এমন উত্তর; নাম আর নামীর ভেদরাহিত্য—যেমন জ্যোতির সঙ্গে সম্পর্ক জ্যোতির্ম্ময়ের!

অবোধ্য এই লীলাতত্ত্বের উল্লেখ করে বহু দিন পরে বিজয় বলেছিল পুরীধামে—"পরমহংসদেব এবং আমার মধ্যে সময়ে সময়ে যে-সকল গূঢ় কথোপকথন হোত, তার মধ্যে সাধারণের প্রবেশ করবার অধিকার ছিল না—অন্যে তা বুঝবে কেমন করে ?"

কে বুঝবে অর্গলবদ্ধ ঘরে এই পুরুষোত্তম পুরুষদের আলাপের রহস্য ? শুধু দেখা যায়—নাম বিজয়কৃষ্ণের সিদ্ধিলাভের পর নামী রামকৃষ্ণের অপ্রকটতা; তার পূর্ব্বে দীর্ঘকাল ধরে গোপনে আলাপ। সে আলাপ অথবা উপদেশ-রহস্য আজও রহস্যই হয়ে রইল। আনুমানিক জ্ঞানে এর সত্যতা নির্ণয় করতে না যাওয়াই ভাল। ওঁরা যেটা প্রকাশ:করতে চান নি—আমরাও সেটা জানতে চাইব না।

—সব নামই তাঁর নাম; ব্রহ্ম, ঈশ্বর, আল্লা, গড্—যার যা খুসী বল, তিনি কিন্তু এক, অদ্বিতীয়—বললেন রামকৃষ্ণ—সব পথেই যাওয়া যায় সেখানে। যত মত তত পথ।—আবার বললেন বিজয়কে,—তোমাকে নাম দিতে বললাম; শুধু নাম হয়ে থেকো না—নাম-দাতা হও—নামের উত্তাল তরঙ্গে ভাসিয়ে দাও সব; কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ-মোহ-মাৎসর্য্য সব ভেসে যাবে—ধুয়ে যাবে সকল মলিনতা। কামিনী-কাঞ্চন থেকে তফাৎ থাকবে—স্ত্রী আছে, ব্যবহার করবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—আমার এখনো কাম আছে—বললো বিজয় অসঙ্কোচে।

অকস্মাৎ ওকে উলঙ্গ করে পুরুষাঙ্গটা আকর্ষণ করে ধরলেন মদন-বিজয়ী মহেশ্বর।—বললেন,

—যা—সচ্চিদানন্দের আনন্দ-সাগরে ডুবে যা। যা, নাম দে; নামামৃত পরিবেশন কর।* তোর আয়ত চোখে জীব-বৎসলতার অরুণিমা;—জগতকে আলো দে—পরিত্রাণ কর—পবিত্র কর!...

ফিরে এল বিজয় সেদিন—কিন্তু পিপাসার মত জাগছে ওখানে যাবার আকাঙ্ক্ষা। এবার একা নয়, সপরিবারে গিয়ে হাজির হোল। দেখেই বললেন, —তুমি কি বাসা পাকড়েছ বিজয়? বলেই গল্প জুড়ে দিলেন দুই সাধুর। বুঝিয়ে দিলেন, বাসা পাকড়ানোর মধ্যে আছে নিশ্চিন্ত নির্ভরতার আশ্রয়।

তারপর বললেন—ফোয়ারা চাপার কথা—বিজয় যে অন্তঃসলিলা নাম-গঙ্গা, তাই বললেন। 'বিজয় সঙ্গেই এনেছে নামের অমৃত উৎস; শুধু চাপা ছিল এতদিন।'

মাষ্টারকে (শ্রী-ম) বললেন—বিজয়ের এতদিন ফোয়ারা চাপা ছিল; এইবার খুলে গেছে।

আত্মবিস্মৃত বিজয়ের অভ্যন্তরস্থ নামাগ্নি-উৎস সত্যই খুলেছে এবার; ধারার মত বইছে, তাই আকাশ-সাগরে মিলন-মহিমার দ্যুলোকদ্যুতি বিকীরিত হচ্ছে!

বিজয়ের পরিবারের পরিচয় নিয়ে বললেন ঠাকুর,—তুমি এতগুলি আত্মীয়ের মধ্যে থেকেও এমন উচ্চাবস্থা লাভ করেছ? তুমি জনক ঋষির ধর্ম্ম যাজন করছো—বল!

যোগমায়াকে দেখলেন কিছুক্ষণ চেয়ে চেয়ে—দু'চোখে ওঁর সীমাহীনতার দীপারতি।

—তোর মধ্যে যে আশ্চর্য্য শক্তি দেখছি মা—সাক্ষাৎ মহাশক্তিকে দেখলে আমার যা অবস্থা হয়, তোকে দেখে যে আমার সেই ভাব!

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা—"

গোঁসাই উঠে গেল মন্দিরের মাধুর্য্য দেখতে। ওর শাশুড়ী মুক্তকেশীকে বললেন ঠাকুর—শুকনো বাঁশের মুড়ো আর কতদিন চিবুবে গো? এখন ভক্তির আশ্রয় নাও। তুমি যাকে জামাই ভাবছো, সে ভক্তির ভাণ্ডারী—তার কাছে প্রেম-ভক্তি নিয়ে ধন্য হও!

---

* গোস্বামী প্রভুর মৌনী অবস্থার সহস্ত লিখিত খাতা থেকে...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কী এক অদ্ভুত আকর্ষণ এই নাম আর নামীতে, রসে আর রসায়ণে, লীলায় আর লীলাময়ে! বিজয় ফিরে আসে, আবার যায়; না গেলে ডাক আসে দক্ষিণেশ্বর থেকে।

সেদিন মণি মল্লিকের বাগানে নাচ গান হোল—বাইজী-নাচ নয়, বাউলের বাউরা-নাচ। সেকি নৃত্য! শ্রীবৃন্দাবনের অমূর্ত্ত মাধুরী মূর্ত্ত হয়েছে যেন; অপ্রাকৃত লীলা প্রকট হয়ে উঠলো; ব্রজ-দুলালরা বৈকুণ্ঠকে হার মানালো মণি মল্লিকের বাগানে। বিজয়ের বর-বপুর বিরাটত্ব দেখে কিন্তু রসের ফোয়ারা ছোটালেন ঠাকুর,

—দেখো, ছাদটা ভেঙ্গে যাবে।

কি বললেন? বললেন কি যে নামে আর নাচে ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়ে সংসার ছাড়িয়ে সর্ব্বস্বান্ত করে সবাইকে ভাসিয়ে দাও নাম-গঙ্গায়?

রঙ্গ না হলে লীলা পোষ্টাই হয় না—তাই রসরাজ মাঝে মাঝে গল্প বলেন। সত্য সরল সুন্দর গল্প—আর কি তার ভাষা! কাব্য আর কথকতা একসঙ্গে; একাধারে আহার আর ওষুধ! বিজয় যায় শুনতে, আবার ব্রাহ্ম-সমাজে আচার্য্যের কাজও করে।

শ্যামসুন্দর উচ্চ হাসছেন। এবারের হাসিটা আর বাঁশীর মাধুরী নয়—তাড়াবার তুড়ি, হাততালি!

সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ থেকেই ঢাকায় গিয়েছিল বিজয়; আনন্দ বসুর বাগান-বাড়ীতে পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করে, কলকাতা হয়ে দ্বারভাঙার উৎসবে যোগ দিতে গিয়েছিল। সেখানে দীক্ষা নিলেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন, বিজয়ের জীবন-বাহিনীর একটি বড় তরঙ্গ।

ওখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে বিজয় কোন্নগর এসে বসু নগেন্দ্রনাথের বাসায় থাকলো কয়েকদিন। শৈবলিনীকে দীক্ষা দিয়ে এবং আরো কয়েকজনকে উদ্ধার করে সে এল আবার কলকাতায়।

শুনলো, দক্ষিণেশ্বরের দয়াল ঠাকুরের মানবদেহ অসুস্থ; আছেন কাশীপুর উদ্যানে। তখুনি গাড়ী ডাকিয়ে মেয়েদের নিয়ে রওনা হয়ে গেল বিজয়। গাড়ী দ্রুতই চলছে, কিন্তু বিজয়ের সবুর সইছে না। নামীর আকর্ষণ নামের দিকে। নাম যেন লগ্ন হয়ে যেতে চায় নামীতে!

মনে পড়ছে, এঁড়েদহে 'ভাবশুদ্ধ পট' দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন বিজয়কে অপ্রাকৃত ঘটনা ঘটেছিল সেখানে; রুদ্ধদ্বার খুলেছিল বিজয়ের দর্শন-ব্যাকুলতায়; সেই শুদ্ধ ভাব-রূপের সচল বিগ্রহ অসুস্থ—বিজয়ের অন্তর অস্থির হয়ে উঠলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাড়ী থেকে নেমে দৌড়াতে চায় বিজয়, কিন্তু ওর দেখাদেখি মেয়েরাও নেমে পড়েছে; নিরুপায় বিজয় গাড়ীতে উঠেই পৌছাল কাশীপুরে। কিন্তু আর এক বিঘ্ন। ডাক্তারের আদেশে অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কারো সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হবে না। বিজয় হতবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

চোখে অশ্রু না অগ্নি, কে জানে!

যমুনা কি প্রতিহত হবে প্রয়াগ-সঙ্গমে? এ যে অসম্ভব! কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় বিজয়ের কানে অকস্মাৎ আহ্বান এসে পৌছাল—ঠাকুর ডাকছেন!

স্বয়ংই ডেকেছেন। বিজয় তৎক্ষণাৎ নীত হোল পৃথিবীর পরম বিস্ময়ের সুমুখে। কোথায় রোগ! ঐ চিন্ময় তনু কি চিকিৎসকের অধীন হবে!

অর্গলিত গৃহে কি যে কথা, কি-যে অকথিত বাণীর বিনিময় হোল, কেউ জানলো না—কেউ বুঝলো না, সে ভাষা কি ভাষা!*

নাম-নামীর এ-লীলা আজো অপ্রকাশ! অমরার অব্যক্ত ইঙ্গিত!

গঙ্গা-যমুনার এই প্রয়াগ-সঙ্গমে আর একটি স্রোত-সরস্বতী অন্তঃসলীলা হয়ে রয়েছে; তার কথা পৌত্তলিকতার অপবাদ-শঙ্কায় হয়তো অকথিতই থেকে যাবে। কিম্বা হয়তো যুগান্তরের মানব-পুত্রগণ ঐ যুক্তবেণীর সঙ্গম-স্রোতোধারাকে মুক্তবেণীর ত্রিবেণীতে দেখবে তিনে এক, একে তিন!

ওদের সম্পর্ক নিয়ে আজ চলছে কত বাক্—কত বিতণ্ডা!

আমাদের মনের দৈন্য? নাকি ওদেরই লীলা-বৈচিত্র?

আচার্য্য বিজয় একটা পুরুতের পাল্লায় পড়লো—পৌত্তলিক হয়ে যাচ্ছে! চিন্তায় জ্বরগ্রস্থ হয়ে উঠলো আধুনিক সভ্যতার আলোক-প্রাপ্তগণ। অনুসন্ধানে জানা গেল—বিজয় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে—কালী, দুর্গা নামই শুধু করছে না—পৌরাণিক ছবি পর্য্যন্ত ঘরে রাখে—রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলাকে পরা ধর্ম্ম মনে করে—বস্ত্র-হরণ চিত্রে 'ঘৃণা-লজ্জা-ভয়' ত্যাগের অভিব্যক্তি দেখতে পায়; রাসলীলায় দেখে 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা!' সব থেকে ভয়ানক কথা, আশাবতীর উপাখ্যানে ব্যাস আর ব্রাহ্মণ-সংবাদে গুরুবাদের সমর্থন করেছে। আরো অনেক-অনেক পৌত্তলিকতার প্রচার হচ্ছে। এ তো চলতে দেওয়া হবে না!

আন্দোলন আগুনের মত জ্বলে উঠলো।

প্রশ্নবাণ বর্ষণ হতে লাগলো বিজয়ের উপর—'যোগসাধন' গ্রন্থে সেই প্রশ্ন

---

* শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর ঘর কর্ত্তৃক গবেষিত!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর উত্তর ছাপা হয়েছে। উত্তর দিয়ে তুষ্ট করলো বিজয় সকলকে ; কিন্তু জল ঘোলা হলে থিতিয়ে স্বচ্ছ হতে সময় লাগে।

তুষের আগুনের মত আন্দোলনটা থেমেও থামে না।

এই জীবন-জ্যোতির ধারাবাহিকতা ধরা যায় না। পূর্ব্বাচার্য্যদের আখ্যান এবং উপাখ্যানের প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস সংশয়ে আকীর্ণ। কিন্তু তাতে আসে যায় না। সূর্য্যের উদয়-ক্ষণ না জানলে কি তার আলোক প্রাপ্তিতে ব্যাঘাত ঘটে ?

নিয়ম-নীতির বেড়া লঙ্ঘন করলেই বিরোধ বাধে! প্রতি ধর্ম্মশাস্ত্র-মতেই থাকে কিছু-না-কিছু বিশেষ নীতি এবং তাকে মেনে চলাই সে ধর্ম্মের স্ব-ধর্ম্ম। বিজয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ—সে নীতির বেড়া লঙ্ঘন করেছেঁ। কেউ বললেন—

"...গোস্বামী মহাশয় বর্ত্তমান সময়ে যে-সকল কার্য্য করিতেছেন, তাহা দ্বারা অত্যন্ত অনিষ্ট হইতেছে। ইহার প্রাতকার হওয়া উচিৎ। তাঁহাকে প্রচারক পদ হইতে বিচ্যুত করা হউক......"

কেউ আবার বললেন,—

"...গোস্বামী মহাশয় গোপনে সাধন প্রদান করেন...তাঁহার শিষ্যগণ বিশ্বাস করেন যে তাঁহার চরণে মস্তক রাখিলে তাঁহাদের উপকার হয়। এ কি ভয়ানক কথা! ইহা দ্বারা মানুষ ভগবানের আসনে অভিষিক্ত হইতেছে কি না ?......"

গণ্ডগোল বাড়বার আগেই বিজয় পদত্যাগ করেছিল, কিন্তু অনুরুদ্ধ হয়ে সে-ত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেছে। এখন আবার প্রচারক আর আচার্য্যের পদভার ত্যাগ করাই উচিৎ ভেবে বীর বিজয়কৃষ্ণ ধীরভাবে লিখলো ত্যাগপত্র। সে-পত্র কালো কালির অক্ষরে অক্ষয়-রত্ন—শম-দম-তিতীক্ষার ত্রিবেণী-সঙ্গম। লিখলো,—

"আমার কোনো সম্প্রদায় নাই, অথচ সকল সম্প্রদায়ই আমার। যেখানে যতটুকু সত্য সেইখানে আমার ব্রাহ্মধর্ম্ম। এখন হইতে সার সত্য সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিব..."

"—যে-কোনো মনুষ্য যে-কোনো নামে তাঁহাকে ডাকুক, সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকেই ডাকে...তুমি যে নামে ভগবানকে লাভ কর, সেই নামই তোমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ। অন্যে যে নামে ডাকুক, তাহাতে তোমার আপত্তি কি ?"

"আমি সমস্ত মনুষ্য সমাজের দাসানুদাস—কিন্তু কোনো দল বা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহি।"

সবিনয়ে পদত্যাগ-পত্র দাখিল করে দিল বিজয়—সহস্র প্রণতি নিবেদন করলো তার স্বাক্ষরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃখ প্রকাশের সঙ্গে গৃহীত হয়ে গেল ওর পদত্যাগ-পত্র।

নিরাসক্ত, নির্ম্মল, নিরঞ্জন,—সকল সুখ-দুঃখের অতীত অক্ষর কি কোনো বিশেষ সমাজের বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলে বন্দী হয়ে বর্ণনীয় হবে?

ওর বর্ণ যে অবর্ণনীয়!

ওর পদত্যাগ-ব্যাপারটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। তত্ত্বকৌমুদী লিখলো,—

"...যিনি ব্রাহ্ম প্রচারকদিগের আদর্শ-স্বরূপ ছিলেন, যিনি ব্রাহ্ম-সমাজের সেবার জন্য চিরদিনের মত দেহের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছেন—যিনি সমস্ত দিন অনাহার ও পথশ্রমের পর মৃৎপিণ্ড মাত্র আহার করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন—যিনি বিশ্বাস, নিষ্ঠা, আধ্যাত্মিকতার আদর্শস্থল, তাঁহাকে সহজে ও অক্লেশে কে ছাড়িয়া দিতে পারে?...তাঁহার ন্যায় কুসংস্কার ও অসত্যের প্রতিবাদ কে করিয়াছে?......যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির প্রতি 'সাধক' নাম প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তিনি তন্মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি!......"

বিন্দুমাত্র বিচলন নেই ওই প্রশান্ত মহাসাগরে। প্রচারক-নিবাস থেকে পথে এসে দাঁড়ালো বিজয়—আচার্য্যত্ব থেকে অমানব-পুরুষত্বে—ঋষিত্ব থেকে ঋভুত্বে! মাতা-শ্বশ্রু, পত্নী-পুত্র নিঃশব্দে চেয়ে রইল ঐ সত্য-সুদৃঢ় বনস্পতীর পানে। ঝড়-ঝঞ্ঝা, বজ্র-বিদ্যুৎ উপেক্ষা করে ও অনায়াসে দাঁড়িয়ে থাকবে আকাশের তলায়—অনাবৃত মস্তকে!

আয় নেই, উপায় নেই, আছে শুধু দারিদ্রের নিষ্কপট করুণা। অভাবের সাগ্রহ আলিঙ্গন।

অনন্ত-জীবনের সঙ্গিনী মায়ার মধুর হাসিটা মধুরতর হতে থাকে এই দুঃখ-হিমাচলের হিমবায়ু স্পর্শে। বল্কলবাসিনী উমা যেন বাপের বাড়ী এসেছে।

কেউ এসে কিছু টাকা দিল। হেসে বলল মায়া—টাকা তো এখন রয়েছে, দরকার হলে চেয়ে নেব।

বল্কল-বাসাই রয়ে গেল ঐ গিরিরাজ-কন্যা। বালিকা-বধূ তরুণী ভার্য্যায় রূপ পেল—বিজয়ের দৈন্যের হিমাচল টললো না। টলবে কেন? ওখানেই যে ওর সিদ্ধাসন!

কিন্তু মায়ার বস্ত্রের দরকার কোথায়?

উলঙ্গিনী হয়েও যে সে অন্নপূর্ণা! তাই স্বামীর কাছে কিছু চাইবার নাই। শুধু দেবার—নিঃশেষে নিজকে দান করবার আকুতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমৃতান্বিত বিজয়-জীবন-কাব্যের এই উপেক্ষিতা উর্ম্মিলা-বধূ কবি-কমণ্ডলুর অভিষেকবারি থেকে বঞ্চিত হয়েছে—এ অভিযোগ কি অসঙ্গত ?

ওর বধূ-জীবনের বিচিত্র রূপ বিজয়ের সাধন-গুহায় সুগুপ্ত। ওর চিরজাগ্রত জননী-মূর্ত্তি গোপন অন্তঃপুরচারিণী—ওর সাধন-শীর্ণ নিত্যসিদ্ধ গোপী-প্রতিমা বৃন্দাবন-বিপিনে বিসর্জ্জিতা।

আশ্রম করে অস্থি পূজায় পরকালের পথ প্রশস্ত হতে পারে—পট রেখে পুষ্পাঞ্জলি দিলে পরমার্থও লাভ হতে পারে। কিন্তু দেবীত্বের তুঙ্গ শিখরে অধিষ্ঠিতা, পরাপ্রকৃতির এই পরমোজ্জ্বল চরিত্রটির কি বিজয়-জীবন-কাব্যে কোনো অবদান নেই ! নিরীহ নিষ্ঠার এই নিঃশেষে আত্মদানের ইতিকথায় কৈ—কারো লেখনী ধন্য হয়েছে কি ?

হয়তো অনাগত যুগের কোনো শক্তিমানের তুলিকা পবিত্র হবে এই পরমা সতীর আলেখ্য অঙ্কিত করে।

বিজয়ের পরিত্রাতা রূপের পেছনে কে ? সৎগুরুত্বের সিংহাসন-তলে কার ঐ ক্ষয়হীন হাতের আলিম্পন ? গৈরিক-বাসের অন্তরালে কে ঐ সর্ব্বত্যাগিনী গৌরী ? যোগ-পীঠাসনে কার ঐ চক্র-ছিন্ন সতীদেহ ?

সপ্তর্ষিমণ্ডলের জিজ্ঞাসা-চিহ্নে জেগে রইল প্রশ্নটা।

অর্থার্জ্জনের অসীম শক্তি সঙ্গে এনেও বিজয় অর্থহীন হয়ে থাকলো। গুরুগিরি ছেড়েছে, ছেড়েছে ডাক্তারী, আচার্য্যত্বও ছাড়তে হোল—এবার আকাশ-বৃত্তি। না—এখনো সময় আসেনি ; আর একটা ধাক্কা দিতে হবে। ভাবেন শ্যামসুন্দর !

এই পাষাণ-দেবতা ওর ছোটবেলার ভাটা-খেলার সাথী। খেলায় বিজয়ের কাছে হেরে গিয়ে উনি যেন এখন প্রতিশোধ নিচ্ছেন—ভাটাখেলা ছেড়ে বিজয়কেই খেলার ভাটাতে পরিণত করেছেন—হাওয়া-ভরা ফুটবলের মত ওকে ক্রমাগত স্যুট্, আর হেড্ আর কিক্ করছেন। কখনো হেড্ করে আকাশে তুলে দেন, কখনো বুকে চেপে ধরে গোল রক্ষা করেন—কখনো বা শুয়ে পড়ে ধরেন ওকে বুক দিয়ে ! কিন্তু এবার হয়তো কিক্ করে ওকে আউট্ করে দেবেন মাঠ থেকে !

তারপর আরম্ভ হবে ইন্‌ডোর্ গেম—দাবা, না হয় পাশা। মাঠের এপার থেকে ওপার উনি বিজয়কে ক্যারি করে বেড়ালেন এতকাল। আঘাতের পর আঘাত—মাথা দিয়ে, পা দিয়ে, পিঠ দিয়ে, বুক দিয়ে আঘাত আর আলিঙ্গন ! আকাশের অনাবৃত নিরাবলম্বন, বাতাসের শীৎকৃত সংঘর্ষ বিরামহীন !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কী দুঃসহ এই খেলা? কী নিষ্করুণ এই পাষাণ-ঠাকুর? বিজয়-ভাটার ভিতরটা অনাগত জন-জীবনের জন্য আহৃত সঞ্জীবনী-শ্বাসে কুম্ভক করা না থাকলে কবে হয়ত ফেটে চুপ্‌শে যেতো।

কিসের জন্য এত রাগ ঐ পাথর-ঠাকুরের?

ওর রাগ অর্থে অনুরাগ—প্রতিশোধটা প্রেম—খেলাটা লীলা—না?

হাসেন আর হাততালি দেন, যেন বিজয় একটা জীবন্ত কিছু নয়—জড় খেলনা! ওঁর কাছে অবশ্য চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা সবই খেলনা। কিন্তু মাটির পৃথিবীতে এই বিজয়রূপী গোলকটাকে ক্রীড়নক করে উনি যা আরম্ভ করেছেন, সে-খেলা ঐ লজ্জা-নিবারণের পক্ষেও লজ্জাকর।

ওঁর 'করুণাময়' নামের কলঙ্ক—ওঁর 'পুরুষোত্তম' নামের পরুষ-ব্যঞ্জনা।

হয়তো এমনি করেই উনি খেলেন—হয়তো এমনি করেই চন্দ্র-সূর্য্যকেও হেড্ করে হায়রাণ করছেন। আকাশ-মাঠে, অগণ্য গ্রহ-তারাকে অসংখ্য পথে ছোটাচ্ছেন অনিবার্য্য গতিতে; এ সব ওঁর লীলা। কিন্তু মর্ত্ত্যের দুর্ব্বল মানুষ আমরা মাঠের ফুটবলকে গড়াতে দেখে যতই আনন্দ পাই, মানুষকে এ-ভাবে ঘুরপাক খেতে দেখলে অসহ্য ব্যথায় আত্মসম্বরণ করতে পারিনে। বলতে ইচ্ছে করে—হে পাষাণ-দেবতা, এবার থামাও তোমার নিষ্ঠুর খেলা—নইলে তুমি শ্যাম হতে পারো, সুন্দর নও। সাথী হতে পারো—সখা নও।…নিয়ামক তুমি—নিজ-জন হতে পারলে না!

কিন্তু একথা বলবার আমাদের অধিকার নেই—

বিজয় ওর কেউ নয়, ও নিজেই বিজয়।

লীলা চলে জীবনে আর জীবন-দেবতায়—মৃন্ময়ে আর চিন্ময়ে,—ক্ষরে আর অক্ষরে—…পুরুষে আর পুরুষোত্তমে!…

বিজয় সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে দিল; বিজয়ী বীরের মত বেরিয়ে এল গণ্ডি থেকে; কোথায় কে কি বললো—কে কি ভাবলো, ওর তিলমাত্র গ্রাহ্য নাই। সত্যের উপাসক সে; যেখানে সত্য সেখানেই ব্রহ্ম, সেখানেই ওর ব্রাহ্মধর্ম্ম। এই অগ্নিময় সত্য লিখে দিয়ে এল ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাসে।

এবার একবার শান্তিপুর গেলে মন্দ হয় না—ওখানেও বহু কাজ। ঐটাই ওর আদি গোচারণ-ভূমি; আদিম বৃন্দাবন। মথুরার খেলা শেষ হোল হয়তো, এবার দ্বারকা যাবার পালা নাকি? এবার অনেক জরাসন্ধ-শিশুপালের সঙ্গে হবে যুদ্ধ; প্রণয়ও হবে অনেক পাণ্ডবের সঙ্গে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেরুলো বিজয়,—হিজলী কাঁথিতে বিরাট এক জলাশয়ের ধারে বেড়াচ্ছে। অসংখ্য পদ্ম ফুটে রয়েছে; কী তার শোভা! কী তার সৌরভ! মর্ত্ত্যের স্বর্গ যেন। কিন্তু এর স্রষ্টা নিশ্চয়ই আরো সুন্দর, আরো সৌরভময়···তাঁকে কি দেখা যায় না?

অকস্মাৎ ওকি? চোখে কি ভুল দেখছে বিজয়! না—ভুল হবে কেন! শ্রীমন্ত সওদাগর দেখেছিলেন—আজ বিজয়ও দেখলো—'গণেশ-কোলে জগন্মাতা একটা পদ্মের উপর অধিষ্ঠিতা!'

আপনাকে ভুলে গেল বিজয়; ভুলে গেল সে মর্ত্ত্যের মানুষ; ভাবলো না, ওর দর্শন ভুল হতে পারে—লাফিয়ে পড়লো জলে। ঐ পদ্মাসনার পায়ে সে লুটাবে; ঐ আসন ও অনন্তকাল অক্ষয় করে রাখবে ওর নিজের আসন-ঘরে।

পদ্মালয়ার সঙ্গে পদ্মটিও তুলে আনলো বিজয়।

পদ্মালয়াকে দেখবার মত দৃষ্টি যার খোলে নি, সে তো অন্তত পদ্মটি দেখতে পারবে! তাই ঐ করুণাসিন্ধু পুরীর সমাধি-মন্দিরে তাকে আজও রেখে দিয়েছে।

প্যারী ঘোষ ছিলেন ওর সঙ্গী। ভাবঘোরে টলটলায়মান বিজয় উঠে আসছে পদ্ম হাতে, প্যারীলাল স্পর্শ করলেন ওকে; অমনি অজ্ঞান প্যারী। জ্ঞান হলে দেখেন, বুকে বৈরাগের হোম হচ্ছে; সব ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন প্যারী চিত্রকূট—তারপর নর্ম্মদার কূলে ওঁকারনাথে গিয়ে নাম নিলেন মৌনীবাবা।

বিজয়ের পরশ-ধন্য মৌনীবাবার ইতিহাস বিচিত্র—বিস্ময়কর।

সবটাই ওর বিচিত্র। তাই ওর চিত্র আঁকা এতো দুরূহ। ও শিল্পীর তুলিতে ধরা দেবে না। ওকে আঁকতে হলে ওরই অনুকম্পা চাই, চাই ওর কৃপা। নইলে ঐ গোলাকার শালগ্রামকে আঁকতে এতো গোলমাল হয় কেন!

মসৃণ শিলাতে যেন মসি ঢালা! কিন্তু কালোতে কালি দিলে কলঙ্ক পড়ে না; সৌরকলঙ্ক স্বাভাবিক নয়—জ্যোতির্ম্ময়ত্বই তার স্বভাব। পরস্পর বিরোধী উক্তি আর স্ব-বিরোধী সিদ্ধান্ত দিয়ে ওর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ঘোলাটেই করা হয়; তাতে তথ্য বিস্তর, তত্ত্ব নেই। তর্ক বহুল—তদাত্মত্ব কোথায়?

বিজয় ওর মানস-দুলাল কুলদাকে বলেছে—'আমার জীবনী লেখা এখন থাক।'

কিন্তু থাকবে কেন? আমরা কি কেউ নই? আমরা ওর শ্রীমুখ থেকে মন্ত্র নিই নি বলে কি অন্ত্যজ হয়ে গেছি? অনধিকারী হয়েছি ওর চরিত্র-চিত্রণে?

হয়তো হয়েছি,—নইলে বিচিত্র ঐ জীবন-বিবস্বানের আলো দেখে চোখ বুজি কেন? অত আলো সইতে পারিনে—অলৌকিক ভেবে দরজা বন্ধ করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিই! বিজ্ঞান পড়তে গিয়ে আমরা অজ্ঞান হয়ে অন্ধ হয়ে গেলাম। পাশ্চাত্যের বহির্মুখী কৃত্রিম-চক্ষু আজ আমাদের দৃষ্টিক্ষীণ চোখের চশমা!

তবু আমাদের অধিকার আছে ওদের চিত্রিত করার। আমরা উত্তরাধিকারী। শিষ্য-প্রশিষ্যত্বের অধিকার নয়—সার্ব্বজনীনতার অধিকার—সর্ব্বসাধারণের অধিকার। হাজার কতক গোণাগাঁথা শিষ্য-প্রশিষ্যের জন্যই অতবড় মহান্ সূর্য্যের উদয় হয়েছিল, একথা মনে করা পাপ! ওরা সার্ব্বজনীন, ওরা সর্ব্ব-কালের, ওরা সর্ব্ব-সাধারণের। ওদের আমরা নানাদিক থেকে দেখবো, রকমারী দৃষ্টিকোণ থেকে আঁকবো,—তাতে ওদের ক্ষরহীন রূপজ্যোতি ক্ষয় হবে না— ; আমাদের অন্তর আলো হয়ে যাবে। আমাদের অক্ষম তুলি-লেখনি যতই দুর্ব্বল হোক, ওদের চিত্রিত করতে গিয়ে চিন্ময় হবে—চিন্তা করতে গিয়ে চৈতন্যময় হয়ে যাবে।

ওদের অলৌকিকত্বে বিশ্বাস আমরা যদি-বা না করতে পারি, ওদের ধর্ম্মের জন্য আকুলতায় অবিশ্বাসের তো কারণ নেই। নিরাকার-সাকার-তত্ত্বের জটিলতা আমাদের মাথায় ঢোকে না বলে কি ওদের নিষ্ঠাও অগ্রাহ্য করবো? পরম-পুরুষকে আমরা নাই যদি পাই, ওদের পদচিহ্ন ধরে চলতে আপত্তি কিসের? ওরা পূর্ব্বপুরুষ, ওরা পথ-প্রদর্শক—ওরা দ্রষ্টা—ওরা আমার, তোমার, তাঁর…

কমলে-কামিনীর রূপাপদ্ম নিয়ে কুমারখালি গেল বিজয়। কাঙাল ফকির চাঁদ আছেন ওখানে—'কাঙালের ব্রহ্মাণ্ড বেদের' লেখকের সঙ্গে রাজসাহীতে দেখা বিজয়ের। তারপর কীর্ত্তনের তুফান—কেউ ওঠে তো কেউ পড়ে। মাতালদের মাতলামী হার মানে—এমন অবস্থা। একটা মেয়ে বললো,

—দুধ যে উথ্‌লে পড়ে! থাকে কৈ?

ভাবের দুধ উথ্‌লে পড়ছিল—জমাট হতে লাগলো কথাটা শুনে। নগর-কীর্ত্তনের সঙ্গে নাচ—নদের নিমাই-ই চলেছে যেন রাস্তায়! বাউল কাঙাল গান ধরলেন—'ভব-পারের তরী তোদের লেগেছে তীরে।'

নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত কালিকা বালিকা হয়ে এলো ওকে পথ দেখাতে—কমলে-কামিনী দেখার পর কালীমূর্ত্তি দেখলো জলের মধ্যে মন্দিরে। মূর্ত্তি হেলে পড়েছে। মা দেখিয়ে দিলেন—কলিযুগে কালীকেও হেলে পড়তে হয়। অসুর-দলনী অট্টহাসিনী শ্যামার রণদামামা নীরব। আপনাকে সোজা রাখতেও শক্তিহারা মহাশক্তি মানুষের শ্রদ্ধাহীনতা দেখিয়ে দিলেন!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এদের জন্যই এসেছে বিজয়,—এইসব মানুষরূপী অভক্তদের জন্য; নইলে ওর শ্যামসুন্দর হয়ে চাল-কলা খেলেই চলতো। বাঁশী বাজিয়েই বেশ ছিল।

রামপুর বোয়ালিয়া হয়ে মাণিকদহ এল। একটা মেয়ে গান শোনাল ওকে,

"যা দেখিলাম চিত্রপটে, তাই দেখি যমুনার ঘাটে!
আমার ঘাটে পটে সমান হোল, প্রাণ বাঁচাবার উপায় বল, সই গো!"

কোন্নগরে নগেন চাটুজ্যের বাড়ীতে একটা বুড়ো ন্যাড়া হাড়-জিরজিরে কুকুর ওকে প্রদক্ষিণ করে বসে রইল পায়ের কাছে। কীর্ত্তন শুনলো অনেকক্ষণ, তারপর পঞ্চত্ব পেল। কুকুর-যোনি থেকে কোথায় গেল, কে জানে? হয়তো কৈবল্যধামেই গেল!

নগেনবাবুর পত্নী বালগোপাল ভেবে বিজয়কে কাজল পরান; পাইখানায় গেলে শৌচ করিয়ে দিতে যান; মাথায় চূড়া বেঁধে দেন; ছোট বাটিতে মুড়ি-মুড়কী-গুড় মেখে খেতে দিয়ে গান ধরেন—

'যত নদে'বাসী দেখ দেখ আসি আমার নদীয়া-চাঁদে,
প্রভাতে উঠিয়া বসন ধরিয়া ননী দে বলিয়া কাঁদে—'

—আমায় জ্ঞানাঞ্জন পরিয়ে দাও মা—বিজয় বলে কাজল পরবার সময়

ভাবাবেশে ভোগ রাঁধতে গিয়ে খিচুড়ী ধরে গেল মাতঙ্গিনী দেবীর। বিজয় বললো—ভয় নাই, মা লক্ষ্মী রেঁধে দিয়েছেন।

ঐ ধরা খিচুড়ী ধরণীর সম্পদ। সত্যি, আস্বাদ হোল অমৃত-স্বরূপ!

ছয়-সাত বছরের মেয়ে ওদের, কীর্ত্তনের তালে তালে নাচে। প্রতিবেশিনী কুলবধূরা গঙ্গায় জল আনতে গিয়ে কলসী নামিয়ে গান শোনে। ছাগল-বিড়াল অচেতন হয়ে যায় সঙ্গীতের সম্মোহন শক্তিতে। বিজয় বলল,

—পশু-পাখীও এবার দীক্ষা পাবে—

পতীতা নারীও পেল ঐ পরিত্রাতার আশ্রয় ওখানে। অন্ন-বস্ত্রের আশ্রয় নয়,—আত্মার অবলম্বন—ত্রাণ-তরণী।

কোন্নগরে কত-কি লৌকিক-অলৌকিক ঘটছে; বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী বাছবিচার নাই—সহর শুদ্ধ সবাই দেখলো। দেখলো জীব আর জগৎ এই জীবনকৃষ্ণকে; জীবনকে যিনি কর্ষণ করেই ক্ষান্ত নন, বীজ দিয়ে বনস্পতী রোপণ করে চলেছেন—বৃন্দাবন করে তুলছেন মানব-হৃদয়কে!

নগেন চাটুজ্যে যে-সে লোক নন! কোন্নগর ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য; প্রচারক—বক্তা,—লেখক—এবং উচ্চশিক্ষিত তো অবধারিত। তাঁরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাড়ীতে তাঁরই পত্নী-কন্যার মুখে কত অলৌকিক কথা শোনা যাচ্ছে! ব্যাপার কি? হোল কি কাণ্ডটা?

বুঝবো কি করে! আমরা পরমাত্মীয়কে 'প্রভুপাদের' আসনে বসিয়ে পূজো করি। না হয় পদচ্যুত করে তাড়িয়ে দিই। সখা বলে তো সঙ্গ করি নে!…

শুধু সারথ্যই চাইছি ওর। শিষ্য হতে চাই নে! সখা হতে পারি নে। 'গীতা' শোনার আমাদের অধিকার কোথায়?

মাতঙ্গিনী 'প্রভু' বলে দূরে ঠেলেন নি—'প্রিয়' ভেবে কাছে এলেন; তাই তাঁর হাতের কাজল-কালিতে ওর চোখ ঝলমল করে—তাই ওর মুখে গুড়মাখা খৈ-মুড়ি।

এই প্রিয়ত্ব-বোধই তো ভাগবতের ভাব—সাধনার সার কথা, শেষ কথা!

ঐ শেষ কথাই শেখাতে এসেছে; তাই ও পরিত্রাতা শুধু নয়, ও নয় শুধু সদ্‌গুরু, ও সাথী, সখা, সমব্যথী! গুরু হয়ে ও ভারি হোল না, গোময় হয়ে লিপ্ত হোল অন্তরের অঙ্গনে। শুচি করে দিল বাহ্যাভ্যন্তর! পূজার ধন হোল প্রয়োজনের ইন্ধন—তবু ওকে আমরা চিনলাম না। সংস্কৃত শ্লোক ভরে ওর জীবনের বড় বড় চরিতামৃত লিখে চলেছি—আমাদের অসংস্কৃত আত্মার আবিলতাকে মুক্ত করবার জন্য ওর আকুল-ব্যাকুলতা চিন্তা করি নে। শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ-রূপ সোনার টবে তুলসীগাছ রোপণ করে সৌখীনতা করি,—সার-মাটি-জল দিয়ে তার সেবা করি নে।

সেবা করেছেন শ্রীমতী মাতঙ্গিনী।

তাই নিরাকার-বাদিনী নব্য শিক্ষিতা মাতঙ্গিনী শোনেন রান্নার চাউলে 'হরেকৃষ্ণ' নাম। দেখেন শত-সহস্র দেবতাত্মা। গৌরবরণ হাত ধরতে গিয়ে হতজ্ঞান হোলেন না, চৈতন্য-রাজ্যটা চাক্ষুষ করে এলেন; আস্বাদ পেয়ে এলেন অনাস্বাদিতের!

নগেন চাটুজ্যে এই মহাসতীর স্বামীত্বের অধিকার পেয়ে ধন্য; তাই গোঁসাই ওকে দীক্ষার সময় থাকতে দেয়। ব্রাহ্ম নগেন দেখলেন গুরু ব্রহ্মানন্দের অশরীরি প্রকাশ—দেখলেন জড় জগতের অজড়ত্ব, অমরত্ব, অমৃতত্ব!

অঘটন? নাকি অতিরঞ্জন বলা হবে? আমাদের চোখে যে জড়ত্বের অঞ্জন—জীবত্বের অঞ্জন। শিবত্বের তৃতীয় নয়ন কোথায় আমাদের!

বিজয় সেই তৃতীয় নয়ন দান করছে, উপ-নয়ন দিচ্ছে—যে নয়ন সবার উপর,—যে নয়নের দৃষ্টি নারদের দৃষ্টি নারায়ণের উপর—যে দৃষ্টি ভগবানের উপর ভক্তের!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলকাতার ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে বিজয় কয়েকদিন এখানে সেখানে ঘুরছে; এই ঘোরার ঠিক কি উদ্দেশ্য, ও যেন বোঝে না—অথচ উদ্দেশ্য আছে। আগে আগে এই সব দেশে প্রচার করতে গিয়ে সে দেখে এসেছে মানুষের ধর্ম্মহীনতা। তারই বেদনা ওকে ঘোরাচ্ছে!

ধর্ম্মের অর্থ স্বভাব, তার হীনতা অর্থাৎ মলিনতা—নাস্তি নয়। মাজা-ঘষা করলেই আবার ঝকমকে হয়ে যাবে—তাই ধর্ম্ম-মলিন মানুষগুলোকে মাজতেই বিজয় ঘুরে চললো গান গাইতে গাইতে—

"মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকি তোমায়?"

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা গুণী ব্যক্তি; সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মনোরমাও ওর যোগ্যা পত্নী। মনোরঞ্জন কবি, বক্তা এবং স্বাধীনচেতা ব্রাহ্ম। ওর চিন্তার স্বাধীনতায় কেউ চিড় খাওয়াতে পারে নি।

বিজয়ের জীবন-লীলায় মনোরঞ্জন ঝড়ের মত এসে উপস্থিত। ওর স্ত্রী কিন্তু স্নিগ্ধ মলয়ানিল—সে অব্যক্ত মাধুর্য্যময়ীকে ব্যক্ত করার অবকাশ নেই এখানে। সে এক স্বতন্ত্র সজীব প্রতিমা—মাটির মূর্ত্তিতে মা-জননী!

ঝঞ্ঝার মত এল মনোরঞ্জন। ব্রাহ্ম, বক্তা এবং বিশেষ প্রতিপত্তি শালী ব্যক্তি, যদিও আর্থিক অবস্থায় দীন মাত্র। কিন্তু অর্থ-সঙ্গতির কোনো মূল্য নাই বিজয়ের কাছে। পরমার্থ-পিপাসাই ওর সমুদ্র-সঙ্গমে যাবার একমাত্র পথ। মনোরঞ্জন তাই নিয়ে এল। শুধু নিজেই এলনা—আনলো অনেক পিপাসিতকে, অনেক পথভ্রষ্টকে। ওদের মিলন-মহিমোজ্জলতা মাটির তলার খাঁটি সোনা, তাই খুঁড়ে বের করতে হয়—পাথর হয়ে পাহাড় হয়ে নেই ওরা; প্রচার নেই তাই। নাই ঢাক-ঢোল।

বাগেরহাট হয়ে বরিশালে যাবে বিজয়; দু'তিন দিনের মধ্যেই এসে পড়বে, খবর পেল মনোরঞ্জন। কিন্তু দু'তিন দিনে তো প্রলয়ও হয়ে যেতে পারে! দুই মুহূর্ত্তও সবুর সইল না—মনোরঞ্জন রওনা হয়ে গেল বাগের হাটে। বিজয়ের পায়ে এসে পড়ল; বলল,

—দীক্ষা চাই!

—কাল বরিশালে হবে—বিজয় তাকে আশ্বাস দিল।

পরদিন ষ্টিমারে বরিশাল আসছে বিজয়—এক কোণে চোখ বুজে বসে আছে। এক সাহেব দেখে বললেন বিদ্রূপ করে,

—এ সাধু কেৎনা দারু পিয়া?

—তুম্হারা যীশু ভি এহি দারু পিয়া থা।—জবাব দিল বিজয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাসির মধ্যেই ও হাতছানি দিয়ে ডাকে; বিদ্রূপের জবাবে ও শোনায় বিচিত্র তত্ব। ওর স্বভাব—ওর অবতরণত্বের অমৃতত্ব! ওর হেতুহীন কৃপাকুম্ভের স্খলন-মহিমা!

বরিশালে জমিদার রাখাল রায়ের দোতলা বাড়ীতে এসে উঠলো বিজয়। লোকারণ্য ওকে দেখবার জন্য; রাত্রে মনোরঞ্জন দীক্ষা পেল; তারপর পেলেন দীক্ষা রাখাল, অশ্বিনী, গোরাচাঁদ—বরিশালের বহু গণ্যমান্য মহাশয়গণ।

এই বরিশালেই ধর্ম্মহীনতা দেখে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল বিজয় কিছুদিন পূর্ব্বে। এ যেন সেই ইচ্ছার আলোক-সঞ্চরণ, ওষধী-সঞ্জীবন! বরিশাল বিশাল হয়ে উঠলো নামগানে। কীর্ত্তনের কীর্ত্তিতে হোল অনশ্বর। বিজয়ের বিজয়-পতাকাটা ঐখানে প্রথম ধরেছিল মনোরঞ্জন। তাই মনোরঞ্জন এখানে মার্কামারা।

নিজের অপরিসীম ঔদ্ধত্যকে বিজয়ের চরণপ্রান্ত-সীমায় নামিয়ে আনলো মনোরঞ্জন; সমর্পণ করে দিল সব মতামত, চিন্তার স্বাধীনতা, চিত্তের স্বাধীনতাও; নিরাকার ব্রহ্মবাদী মনোরঞ্জন হোল সাকার গুরুবাদী গুহঠাকুরতা।

ওখান থেকে মাদারিপুরের মহকুমা হাকিম দ্বারকানাথ রায়ের রাজোচিত সম্বর্দ্ধনায় সম্বর্দ্ধিত হয়ে বিজয় এল মাণিকদহে। জমিদার বিপিনবাবু দীক্ষা নিলেন। এই বিপিনবাবুই ব্রাহ্ম হয়ে সব গৃহদেবতাদের পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছিলেন। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো!

রংপুরে কাকিনার রাজা মহিমারঞ্জন ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন। উৎসব হবে বিরাট। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আসছেন। গোঁসাইকে আনবার সখ হোল রাজার। ওঁর লোক বহু ঘুরে মাণিকদহে ধরলো বিজয়কে; বিজয় এল মনোরঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে কাকিনায়।

চললো পাঠ, কীর্ত্তন, ভজন, বক্তৃতা—যেন ধর্ম্মের বিরাট মেলা। শুধু আনন্দই বেচা-কেনা হয় এ মেলায়। বিজয় উদ্দণ্ড নৃত্যে কাঁপিয়ে দিল আকাশ-বাতাস—মদির করে দিল হরিনাম-মদিরায় ওদের। মাতাল করে দিল নৃত্যরসে; বিভোর করে দিল ভাব-তরঙ্গে! ওর পদধূলি নিতে মানুষের প্রসারিত হাত হয় পুলকধন্য! অন্তর হয় আনন্দ-মন্দির-বিধৌত চরণামৃত!

রাজা মহিমারঞ্জনের সঙ্গে আরো কতশত জন দীক্ষা পেয়ে ধন্য হোল; রাজপণ্ডিত শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার পর্য্যন্ত বাদ গেলেন না। তেলমাখা অবস্থায় তিনি পড়লেন গিয়ে বিজয়ের চরণে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এসব কথা বিজয়ের বহু চরিতাখ্যানে বিশদ রয়েছে; বিদগ্ধ জন সে-দিব্যলীলায় তৃপ্তি পেতে পারবেন। অতৃপ্ত আমরা অভূত-বিস্ময়ে ভাবছি, এসব কি? কার এ শক্তি! কি এই শক্তি? যার স্ফুলিঙ্গ স্ফুরণে ম্যাসমেরিজম্ জানা মনোরঞ্জন থেকে রাজা মহিমারঞ্জন পর্য্যন্ত, না—আবালবৃদ্ধবণিতা, আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণ, অকাট মূর্খ, অগাধ পণ্ডিত আত্মবিস্মৃত হয়ে নাচতে থাকে ওর তুড়ির তাড়নে! ওর মুখের হরিনাম-মন্ত্রে বিষয়ী মানুষ বৈরাগ্য-গৈরিক হয়ে পথে এসে দাঁড়ায় ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে! একি অপরূপ অনির্ব্বচনীয় প্রকাশ-মাধুরী! অবতারত্বের একি অবাঙমনসোগোচর অহৈতুকী আস্বাদ্!

দু'পাশের কাতারে কাতারে মানুষের অন্তর করুণার তরঙ্গাভিঘাতে পরিপ্লাবিত করে চলেছে বিজয় আপনার বেগে—আপন মহিমায়! সূর্য্যের মত চন্দন-বিষ্ঠায় ওর আলোক সমান ঔদার্য্যে বিতরিত হচ্ছে।

চলে বিজয়—চলে বিজয়-সুন্দর, চলে বিজয়-দুন্দুভি; চলেছে বিজয়-ধর্ম্মচক্র দিগ্‌বিজয়ে—ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়—পরিত্রাণায় চ সাধুনাম্!

কামাখ্যা-মন্দিরে মহামুদ্রারূপিণী মহাজননী ওকে দর্শন দিলেন। সর্ব্বাঙ্গ ওর শক্তিপূতঃ হয়ে গেল ধরিত্রী-জননীর শোণিত-স্রাবে! অপরাজেয় দিগ্‌বিজয়ী অমৃতময় হয়ে ফিরে এল কলকাতায়।

রাজার সম্মান, ভিখারীর লাঞ্ছনা ওর ধর্ম্মের বর্ম্ম স্পর্শ করবারও স্পর্দ্ধা পায় না! ও সর্ব্বহারা হতেও লঘুতম, ও সম্রাট হতেও গরীয়ান্; ও সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম দান-মহিমা, ত্রাণ-তরী!

"চিরদিন জ্বলিবে কি হৃদয়-অনল প্রভু……"

নিজের রচনা করা গানটাই গাইছিল বিজয়। জঠরানলের কথা নয়—হৃদয়-অনলের কথাই ভাবে ও। জঠরানলের জ্বালা কিন্তু বড়ই ভয়ানক! এ সত্য ওকে বোঝানো গেল না! শ্যামসুন্দর হার মানলেন! কাদার পায়স খেয়ে ও কদাকার হোল না—পুণ্ডরীক হয়ে উঠলো। উপবাস দিয়ে ও সত্যি বাস করলো সত্যতে—উপবেশন করলো ব্রহ্মের শ্রীমন্দিরে!

অশনহারা হয়ে ওর আসন হোল ব্রহ্ম-মণ্ডলে—ব্রজ-মণ্ডলে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর প্রকাশনী

কিন্তু শ্যামসুন্দরের দুর্ণাম রটে যাবে ; ঐ অনন্য-শরণের অন্ন-পানীয়ের ব্যবস্থা অবিলম্বে না করলে নাম-নামীর অভেদত্ব হবে অকিঞ্চিৎকর—অবিশ্বাস এসে যাবে মানুষের ঈশ্বরের অস্তিত্বে। বিজয়ের আহৃত সাধন-ধন হবে অবহেলিত মানুষের কাছে। হোলই বা বিজয় বিপ্লবী! হোলই বা বিজয় ভাঙাড়ে কালাপাহাড়! ওকে ভাঙতে ভাঙতে সর্ব্বস্বান্ত করে নতুন ভাবে গড়া হয়েছে। এখন একটা কোথাও বসিয়ে দেওয়া যাক কিছু দিন।

ভেবে ভেবে শ্যামসুন্দর বের করলেন একটা জায়গা—ঢাকার ব্রাহ্ম-সমাজ।

পূর্ব্ব-বাঙলা ব্রাহ্ম-সমাজ কলকাতার ব্রাহ্ম-সমাজ থেকে স্বতন্ত্র। তাঁরা পত্র লিখলেন বিজয়কে,—'ওখানে আচার্য্য আর প্রচারকের পদ বিজয় গ্রহণ করলে তাঁরা খুব খুসী হবেন।'

বেশ কথা। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম বিজয়ের শিরার রক্ত! ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম বিজয়ের সন্তান অপেক্ষা প্রিয়তর! ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম বিজয়ের কি নয়! সাধনা আর সিদ্ধি একসঙ্গে। বিজয় রাজি হয়ে মায়া-সহ বাস করতে লাগলো ঢাকা প্রচারক-নিবাসে।

হাসছেন শ্যামসুন্দর—হাসছেন। বিজয়ের জীবন বীরের জীবন,—বিশ্বের কুরুক্ষেত্রে ব্যাপ্ত সে-জীবন নর হয়েও নারায়ণ ; গণ্ডীতে থেকেও গাণ্ডীব-ধারী ; ইন্দ্র-সভাতেও উর্ব্বশীকে উপেক্ষা করবার মত সংযম-সুন্দর।

এ জীবন তো গিরিগুহা-শায়ী সন্ন্যাসীর নয়! এ নয় লোকলোচনের অন্তরালে মোক্ষলাভার্থী আত্মসুখ-সর্ব্বস্ব সাধকের স্বার্থপরতা। এ-জীবন দিগন্তব্যাপী শস্যক্ষেত্রের স্বর্ণবর্ণ ধান্য-মঞ্জরী, দেহ-প্রাণ পরিপোষণকারী পরমান্ন! বরষার বজ্র-ঝড়-ঝঞ্ঝা—শরতের স্নিগ্ধ শিশিরাশ্রু—শীতের শুষ্ক জড়ত্ব সহ্য করেও জীবনের উপাদান যোগায় যে তণ্ডুল-লক্ষ্মী, এ-জীবন সেই পরম মঙ্গলময়ীর পরমাশিস্! তাই ঢাকায় তুষ-ঢাকা রেখে ওকে পাকিয়ে নিতে হবে, পরিপূর্ণ করে নিতে হবে।

তারপর তুষ ছাড়াতে ঢেঁকি লাগবে নাকি! কথাটা ভেবেই হেসে ফেললেন শ্যামসুন্দর।

খেলার সাথীকে খেলনা করে কী কাণ্ডই না করছেন!

কিন্তু এই জন্যই তো আসা হয়েছে! গাণ্ডীবী বিজয়কে গেণ্ডারিয়ায় রাখতে হবে কিছুদিন—ওর নির্ব্বাসন ওটা। উলূপী-চিত্রাঙ্গদা না আসুক—কয়েকটা মানসপুত্র ওর দরকার—কয়েকটা বিশেষ সহচর-অনুচরের সেবা, কয়েকজন বিশিষ্ট সাধকের সাহচর্য্য। ধান পাকলে কিছুদিন রস শুকিয়ে নিয়ে তুষ ছাড়ালে চাউল ভাল হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবতার-জীবনকে সমসাময়িক মানুষ চিনতে পারেন না, এ সত্য অনাদিকাল থেকে স্বীকৃত হয়ে আসছে। পরবর্ত্তী যুগের মননশীলতায় তাঁদের অবতারত্ব প্রতিভাত হতে হতে প্রতিষ্ঠিত হয় পরিপূর্ণ মহিমায়।

বিজয়ের জীবনেও তাই ঘটেছে!

সে-দিনের জন-জীবনে বিজয় শুধু আচার্য্য আর প্রচারকরূপে প্রকাশিত, পরবর্ত্তী কালে সদ্‌গুরুরূপে অধিষ্ঠিত। আজ অর্দ্ধশতাব্দিরও অধিককাল পরে এই সংঘাত-সঙ্কুল সগ্রামময় ধর্ম্মবীরের জীবনটিকে পরিপূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করলে দেখা যাবে, সত্য-ন্যায়-নিষ্ঠা-সমন্বিত এক অদ্বিতীয় অপরূপ চরিত্র, যার অমিয়-মাধুর্য্য অবতারত্বেই অবসিত হয় নি—পরিত্রাণত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।

সাধন-সিদ্ধ বিজয় কত কি বলে বক্তৃতার ছলে—এগুলো যে মন্ত্র, তা বুঝবে মানুষ অনেক পরে—এইজন্য ও প্রচলিত ভাবে বক্তৃতাই করছে এখনো। কিন্তু ঐ প্রচলিত পুরোনো ব্যাপারটাও নিত্য নতুন লাগে শ্রোতাদের। তবু ওরা বোঝে না—কোন কুম্ভের অমৃত ওদের মুখে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে ঢাকাতে। পান করে পরিতৃপ্তও হয়—তবু জানতে চায় না, কে ঐ কমণ্ডলুধারী যোগীশ্বর!

সত্যগুলো যেন সমুদ্র-মন্থন করে' বের করে আনে। গরলহীন ওর মন্থন-রজ্জু; উঠে পারিজাত, ঐরাবৎ, উঠে চন্দ্রমা, কমলালয়া, উঠে আসে অমৃতকুম্ভ। সে-অমৃত শুধু দেবভোগ্য নয়, অসুরের ভাগ্যেরও ভোগ। সে-কুম্ভে দেবাসুরের সমান অধিকার—সেখানে মানবে-দানবে সমপর্য্যায় ভুক্ত। ও বলে,—

"—সত্যের সাক্ষাত হলে কামাদি রিপুরা বন্ধুর কাজ করে; ধর্ম্ম-পথের সহায় হয়। তখন প্রতি পদার্থই পরমানন্দময় পরমার্থ হয়ে যায়—"

"—ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ বস্তু—তাঁকে দেখা যায়, ধরা যায়, আস্বাদন করা যায়—"

"—তিনি হৃদয়ে প্রকাশিত হলে হৃদয় হয়ে যায় বৃন্দাবন—বিশ্ব হয়ে যায় নিজ-জন, নিজ নিকেতন!"

—"আমার রক্তে, আমার অস্থি-মজ্জায় তাঁর নাম উজ্জ্বল হয়ে ফুটে রয়েছে—"

—"এই যে এখানে তিনি······ত্বংহি—ত্বংহি—ত্বংহি······তুমি! তুমি! উত্তপ্ত-হেমরুচিরা, রবি-চন্দ্র-বহ্নিনেত্রা,—ধৃতেন্দুলেখা শিব-শক্তিরূপিণী!—তুমিই কেবল—কেবলই তুমি!···"

বলতে বলতে সমাধিস্থ হয়ে যায় বিজয়কৃষ্ণ!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুষ্ক জন-জীবন সাবলীল হয়ে ওঠে ভক্তিস্রোতে। কিন্তু মকর-কুম্ভীরও তো থাকে গঙ্গায়! শুধুই কি শঙ্খ-শুক্তি থাকবে? শুধুই থাকবে রজত-ধবল রোহিত? কদর্য্য-দর্শন কর্কটও থাকে কূলের কাছে বাসা বেঁধে। তারা উঁকি দিয়ে দেখে; কামড়াবার মুখ নাই—চিম্‌টি কাটে! প্রবল জলস্রোত ওদের সহ্য হবে কেন? ওরা প্রবালদ্বীপ হতে পারছে না, এখনো কামনা-জল-সিক্ত কীট!

তাই করুণাময়ের এই ঘনরস পরিবেশন।

রোহিতরা অগাধ জল-সঞ্চারী হোল—চুনোপুঁটিরাও পাচ্ছে আস্বাদ; আস্ফালন করছে তারই গর্ব্বে। ঐটুকু সম্বল করেই কেউ কেউ বিজয়কে অতিক্রম করেই অতিমানব হতে চাইছে। এঁটো পাতার আকাশে চড়ার মতন আর কি! সে ভুলে যায়, যে, বায়ুর আবর্ত্ত তার উর্দ্ধগমনের হেতু।

কিন্তু এ-সব পরের কথা—পরবর্ত্তী কথা। অন্তর্বর্ত্তী কথা হোল কয়েকজন অন্তরঙ্গ লাভ—শ্রীধর, সতীশ, সরলনাথ, কুলদা, কিরণচাঁদ—মাসনপুত্ররা এল ওর আশে পাশে; এল ওর লীলাসঙ্গী হয়ে,—ওর চরণের চন্দন আর তুলসী হয়ে।

যোগমায়া যাঞ্চা করে নিল ওর কাছে দীক্ষা। দীক্ষাকে উপলক্ষ করে মায়ারূপিণী কাত্যায়নী বিজয়কে দিলেন বর্ত্তমান 'যুগ-ব্রজে' লীলা করবার অধিকার!

কুলদাকে ওর মানস-দুলালকুলের কুলশ্রেষ্ঠ বলে অন্যদের খাট করা হচ্ছে না। কুলদা হোল ওর বজ্র-কঠোর তপশ্চর্য্যার দণ্ড-কমণ্ডলু; শ্রীধর, সতীশ, সরলনাথ ওর শিষ্যত্বের শ্রীরূপ; জগদ্বন্ধু ওর জীবনাগ্নির হোমকুণ্ড; কিরণচাঁদ ওর করুণাঘন স্রোতোধারা!

আরো আছে—আছে সংখ্যাহীন সাধকধারা-বাহিনী এই পরম পাবনী পদ্মায় সহস্র মণিমুক্তা, যার দ্যুতি-মেখলা প্রতি তরঙ্গে বিদ্যুদ্দীপ্তি বিচ্ছুরিত করে।

ও যেন নিজকে ব্যাপ্ত করে দিচ্ছে, বিস্তৃত করে দিচ্ছে এদের মধ্যে; বিশ্বব্যাপী করে দিচ্ছে আপন আত্মাকে মানসাত্মজদের আত্মায়।

কিন্তু ঢাকার এই আচার্য্যত্ব ওকে যেন আবেষ্টিত করছে, আবদ্ধ করছে আবার গণ্ডীতে।

শ্যামসুন্দর রূঢ়-ক্রূর হাসি হাসলেন আর একবার!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্য নতুন ভাবাবেশ দেখে নাস্তিকরাও আস্তিক্য বুদ্ধিতে প্রবুদ্ধ হচ্ছে, প্রভাবিত হচ্ছে; কিন্তু বিরুদ্ধবাদীও কম নেই। ওর 'যোগ-সাধন দীক্ষা' যোগীজন-বাঞ্ছিত হলেও জনকয়েক ব্যক্তির কাছে পৌত্তলিকতা রূপে প্রতিভাত হোল—প্রচারিত হোল ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরুদ্ধ বলে। অত বড় অ-সাম্প্রদায়িক ক্ষীরোদ-সাগরকে তাদের ক্ষীণ দৃষ্টি দেখলো ক্ষুদ্র জলাশয় রূপে। সে ইতিবৃত্ত অপ্রকাশ থাকলেই ভাল হোত; কিন্তু সত্যের ঐ শাশ্বত জ্যোতি তাতে হয়তো কিঞ্চিৎ মলিন দেখাবে—ওর সংঘাতময় জীবনের ফেনিল আবর্ত্ত হয়তো অনাবিষ্কৃত থেকে যাবে—ওর অপরাজেয় বীর্য্য-মহিমা হয়তো অবহেলিত হবে—তাই অতি অল্প কথায় ইঙ্গিত মাত্র করা হোল। অনাগত যুগ-লেখনীর জলন্ত দৃষ্টি হয়তো ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতায় তার রূপ দেবে—সে রূপ হবে ওর উত্তর জীবনের অতল করুণা-সাগর পরিক্রমণের পূর্ব্বে দুরন্ত সাহারার দুস্তর মরু অতিক্রম। সে-কাহিনী জীবন-বাহিনী জননীর প্রতিকৃ—মমতাময়ী মা'র মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি। গুরুর গর্ব্বিত চরণচিহ্ন নয়—প্রিয়তমের প্রাণভরা আলিঙ্গন!

আঘাত এল মৃদু, প্রতিঘাত করলো না বিজয়—কয়েক দিনের জন্য দূরে চলে গেল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেল বিজয়। মহর্ষি সহর্ষে বললেন,

—লোকে বলে, তুমি পৌত্তলিক হয়ে গেছ! মিথ্যে বলে তারা। আমি তো তোমায় ধূপ-সুরভীর মত সুন্দর দেখছি। দেখছি উজ্জ্বল প্রদীপ-শিখার মত। প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে বললেন মহর্ষি—"এখন হতে গোঁসাই যা বলে, তা আমারও কথা……"

বিজয় প্রণাম নিবেদন করে চলে এল বর্দ্ধমান। পলাশ গাছের পুষ্পস্তবকে পরম-জননীর প্রকাশ দেখে ওর চিত্ত ভূমার স্পর্শ পায়—গোলাপ-বাগের ফুলে ফুলে ব্রহ্মজ্যোতি ওকে আত্মহারা করে। কৃষ্ণ-সায়রের কালো জলে গোপিকা-রমণ বিভাসিত হয়। মাতালের মত টলতে টলতে চলতে থাকে পথে। ধূলায় ধূসর হয় অঙ্গ—কাদায় করুণ হয়ে ওঠে ওর মূর্ত্তি—নয়নে ঝরে নিরবচ্ছিন্ন অশ্রুধারা!

ওর হৃদয়-শতদলের দলে দলে জ্বলে নামব্রহ্ম; ওর করুণাঘন তনুশ্রীতে দিব্য জ্যোতি বিলসিত হয়। ওর বীণাকণ্ঠে বৃন্দাবনের বাঁশর বাজে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

যোগজীবনের সঙ্গে আরো বহু ব্যক্তি এলো এখানে ওর দীক্ষার আশ্রয়ে।

মানুষের অন্তর-জনপদকে ভক্তি-বন্যায় পরিপ্লাবিত করতে করতে চলেছে বিজয়-সুন্দর। সুন্দর করে তুলছে মানুষের মনোবন-ভূমি ; তপোবন রচনা করে জ্বালিয়ে যাচ্ছে নামাগ্নির হোমকুণ্ড।

মজঃফরপুর, জামালপুর, মুঙ্গের, ভাগলপুর, মতিহারীর শোক-তাপ হরণ করতে করতে ও এল দ্বারভাঙায়—ওর মানব-দেহদ্বার ভাঙতে ; ওর ত্রিদেহ শোধনের ব্যবস্থা করতে ; ওর স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ দেহকে কারণাতীত করতে।

সাধারণ অসুখ অসাধারণ ডবল নিউমোনিয়ায় দাঁড়ালো। ডাক্তার বৈদ্য জবাব দিচ্ছে। 'আর ঘণ্টা দু'-তিন'—ঘোষণা করলেন তাঁরা। জীবন-দীপ নিবে যাবে বিজয়ের।

দিনমণিকে দীপ ভাবলেন ডাক্তারগণ!

বারদীর ব্রহ্মচারী সূক্ষ্ম দেহে এসেছেন। মানস-সরোবর-বাসী গুরু পরমহংসজীও এলেন। এলো মায়া, যোগজীবন। বিজয়ের মৃত্যু-মুহূর্ত্তকে মধুর করতে সঙ্গীতালাপ আরম্ভ করলেন এক চরণাশ্রিত।

মাথা নাড়ছে বিজয় তালে তালে ; অকস্মাৎ উঠে দাঁড়ালো, উদ্দণ্ড নৃত্য সুরু করে দিল। নটরাজের জটার বাঁধন খসে গেল যেন!

কি এ? বিকার?

কিন্তু বিজয় নৃত্য শেষে বসলো হাসি মুখে।

উঁকি দিয়ে দেখছে সাতটা ডাক্তার। দেখছে সুস্থ সুন্দর বিজয়কে। হতবাক্ জড়বিজ্ঞানী অবলুণ্ঠিত হয়ে গেল ঐ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের অধিদেবতার চরণপ্রান্তে!

অব্যয় কি অত সহজে ব্যয় হয়ে যাবে?

শরীর সারবার আগেই বিজয় খবর পেল, মা স্বর্ণময়ী অসুস্থ। তখুনি রওনা হয়ে গেল বাড়ী পানে। পথে অসময়ে লিচু দান করে গেলেন পরমহংসজী। দেওঘরে রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে মিলন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসু মহাশয় লিখেছেন—

"—বিজয়ের সহবাসে একদিন থাকিয়া দেখিলাম,—তাঁহার যেরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে, ওরূপ ব্রাহ্ম-সমাজে বিরল। ছাড়াছাড়ির সময় মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইল!"

ওকে বুঝবে কে? ও সাধারণ তো নয়ই; ও অসাধারণও নয়; ও মানুষের অনাস্বাদিত রসধারা—অপার্থিব সম্পদ্!

শিকারপুরে মা'কে সুস্থ করে ঘরে ঘরে ঘুরলো বিজয় তত্ত্ব নিয়ে। গুরু বিজয় গুহক-মিলন ঘটিয়ে দিল। আচার্য্য বিজয় বাল্য-সঙ্গীদের পেয়ে ভুলে গেল সে ব্রাহ্ম সমাজের শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত সম্মানিত উপদেষ্টা।

ওর ব্যক্তিত্ব বাতাসের মত অবাধ, অনায়াস। তাকে ব্যক্ত করতে ব্যবধান রাখা অপ্রয়োজনীয়।

ঢাকায় ফিরলো বিজয়। ওর রোগশীর্ণ দেহ দেখে ভক্তদের অন্তর বিচলিত হয়ে উঠছে। বজরা ভাড়া করে তাই পদ্মায় ওর স্বাস্থ্য-সম্পদ আহরণের ব্যবস্থা করলেন তাঁরা। নবজাত শিশু জননী পদ্মার স্তন্যে পুষ্ট হোক।

সঙ্গে আছে চিরসঙ্গিনী মায়া, কন্যা শান্তিসুধা আর প্রেমসখী। সন্ধ্যার সময় বজরায় বসে গল্প শোনাচ্ছে বিজয় কন্যাদের, 'কোথায় কোন্ এক ঝির দেওয়া খাবার মা-গঙ্গা হাত পেতে নিয়েছিলেন'—তারই গল্প। ঝি নাকি কখনো মিথ্যা কথা বলতো না।

—আমরাও তো মিথ্যে বলি নে বাবা! আমাদের হাতের খাবার মা পদ্মা নিন তো?

—হ্যাঁ—নেবেন—কাল নৈবেদ্য সাজিয়ে নিবেদন করিস।

পরদিন ওদের নিবেদিত নৈবেদ্য বলয়-কঙ্কন ভূষিত পদ্মার পরম হস্ত গ্রহণ করলেন। আনন্দে নির্ব্বাক হয়ে রইল দুই বোন।

অলৌকিক?

হ্যাঁ, নিশ্চয় অলৌকিক। লোকোত্তর পুরুষের লীলায় সবই লৌকিক হবে কেন? হলে ওদের আবির্ভাবের অর্থ কি?—কিই-বা প্রয়োজন ওদের এই সব অপ্রাকৃত ব্যাপার দেখানোর?

ওরা আসে আমাদের স্থূল দৃষ্টিকে সূক্ষ্ম করতে; ওরা আসে আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়গুলোকে ইন্দ্রিয়াতীত চেতনায় পৌঁছে দিতে। তাই ওদের আসার প্রয়োজন। আমাদের জন্যই আসে; আমাদের জন্যই ওদের এই অপ্রাকৃত লীলা-বিলাস—আমাদেরই আস্তিক্য বুদ্ধিকে বুদ্ধ করতে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমনি আর একটা কাণ্ড ; চাঁচরতলার কালী-বাড়ীতে বিজয় গেছে বেড়াতে। কোন এক তান্ত্রিকের সাধনভূমি ওটা। বিজয় বসেই সমাধিস্থ হয়ে গেল। জগদ্ধাত্রী ওর ধাত্রী হয়ে ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখলেন কিছুক্ষণ।

কাছের গাঁয়ের একদল লোক অকস্মাৎ গিয়ে পড়ল কীর্ত্তন করতে। কোনো দিন যায় না—আজ হঠাৎ গিয়ে দেখলো মুদিত-নয়ান বিজয়কে। কীর্ত্তন আরম্ভ হতেই বিজয় নৃত্য আরম্ভ করেছে ওদের দলের সঙ্গে। অকস্মাৎ আকাশ থেকে শুভ্র-সুন্দর কি যেন বর্ষিত হচ্ছে। বৃষ্টি নয়, এক রকম নাম-না-জানা ফুল—সুবাসে আর সৌন্দর্য্যে ভরে গেল পীঠভূমি !

আমাদের দৃষ্টিচক্রের আর জ্ঞানপরিধির বাইরে বলেই কি আমরা ওকে স্বপ্ন বলবো ? মিথ্যে বলবো ? আমাদের অক্ষমতাকে কি ঢেকে রাখবো আমরা অজ্ঞান-অহমিকার ছাই-ভস্ম দিয়ে ? ওদের লীলা-সঙ্গী হবার ভাগ্য আমাদের হয় নি বলেই কি ওদের উত্তরাধিকার আমরা অস্বীকার করবো অলৌকিকত্বের অপবাদ দিয়ে ?

হ্যাঁ—ওদের চরণধূলি মেখে আমাদের কালিমাখা অঙ্গ ধূসর হোতে পারতো। কিন্তু আমরা জন্মাবার আগেই ওদের চিন্ময় দেহ মৃণ্ময় ধরিত্রীতে মিশিয়েছেন ওঁরা। তাই ওঁদের উপর এত রাগ, এত অভিমান—ঐ গদাই-বিজয়-কেশবদের উপর।

কিন্তু স্মৃতির শুভ্র রেণু তো ওঁরা রেখে গেছেন ! রেখেছেন বাণীর বিশালায়ত নিকুঞ্জ-কানন ; রেখেছেন উপলব্ধ সাধন-সম্পদ্। ওদের সেই শাশ্বত লীলারসকে আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি বলে কেন অধিকার করবো না ?

আমরা আধ্যাত্মিক রাজ্যের স্বেচ্ছা-নির্ব্বাসিত যুবরাজ ; দেশে ফিরলেই তো রাজা হতে পারি

শ্রীমৎ লোকনাথ ব্রহ্মচারী বারদিগ্রামে গা ঢাকা দিয়ে কর্ম্মক্ষয় করছেন। খবর পেয়ে পূর্ব্বেই দেখা করেছে বিজয়। ঐ লোকনাথ পূর্ব্বপুরুষ বিজয়ের ; মহাযোগী তিনি ; বয়স কত, ঠিক বলা যায় না। বিজয় সপরিবারে একদিন তাঁর চরণ বন্দনা করতে গেল।

—গোপনে আছি, প্রকাশ করিস কেন ? ব্রহ্মচারী সাবধান করে দিলেন।

উনি অপ্রকাশই থাকতে চান, কিন্তু বিজয় প্রকাশ করে দিয়েছে। দলে দলে লোক আসে ওঁর কাছে—কেউ চায় ব্যাধিমুক্তি, কেউ চায় ধনদৌলত। পরম ধন কেউ চাইতে আসে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই দুঃখ করে বলেন,

—দেহ-রোগের ওষুধই চায় সবাই, ভব-রোগের ওষুধ তো চায় না কেউ!

মায়া নৌকা থেকে নেমে ধীরে ধীরে হেঁটে আসছে। ব্রহ্মচারী বললেন,

—ওগো গজেন্দ্রগামিনী, একটু জোরে পা চালিয়েই এসো না! নাম কি?

—যোগমায়া—জবাব দিলেন মুক্তকেশী।

—বাঃ, ঠিকই তো হয়েছে নাম! ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র যে অপ্রাকৃত মায়ার আশ্রয়ে বৃন্দাবন-লীলা করেছেন, সেই মায়াই যোগমায়া কাত্যায়নী।

তুমি আমাকে নিজের হাতে তুলে খাইয়ে দেবে, বুঝলে?

মায়াকে আদেশ করলেন। বললেন—কয়েক গ্রাস খাওয়া হলেই বলো—'আর খেও না, অসুখ করবে!'…

বিজয়কে দেখিয়ে বললেন ওখানকার আখড়ার মোহন্ত মশাইকে,

—তোমার গৌরাঙ্গ অচল, আমার গৌরাঙ্গ সচল!

—আমার গৌরাঙ্গ কিন্তু ভক্তের সঙ্গে কথা বলেন—মোহন্ত জবাব দিলেন।

—আমার গৌরাঙ্গ শুধু ভক্ত নয়, সকলের সঙ্গেই কথা বলেন!

ব্রহ্মচারী জব্দ করে দিলেন মোহন্তকে।

বিজয়কে উনি 'জীবনকৃষ্ণ' বলে ডাকেন। গভীর রাত্রে গান ধরেন—

"প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ, জীবনকৃষ্ণ, জীবনকৃষ্ণ—"

আকুল হয়ে ওঠেন ব্রহ্মচারী গানটা গাইতে গাইতে। অধস্তন পুরুষে বিশ্বত্রাতার অবতরণ ওঁকে আনন্দ-রসসিক্ত করে তোলে।—কিন্তু বিজয়কে উনি ধমক দিয়ে বলেছেন কতবার,

—মুনি-ঋষিদের কলিজার ধন তুই শেয়াল-কুকুরে বিলুচ্ছিস!

বিজয় হাসে, জবাব দেয় না। আচণ্ডালকে শুধু নয়, পশুপক্ষীকে, কুকুর-শেয়ালকেও ঐ পরম ধন বিলাতেই সে এসেছে—এ সত্য অস্বীকার করে লাভ তো নেই! ঐ পরম সত্যই ওর জীবনের পরম জ্যোতি।

উদ্ধত বিদ্রোহ বহ্নিমান হয়ে উঠলো এক প্রিয়দর্শন তরুণের অন্তরে। চন্দন হয়ে যে চরণে লিপ্ত হবে, সে হোল আঘাতের প্রথমাস্ত্র; মানস-দুলাল হয়ে যে মহিমা-ধারার বাহক হবে, সেই হোল বিপ্লবী!

যে-লেখনীর বন্দনা-গান বিজয়-জীবনের অবিনশ্বর গীতামৃত, সেই লেখন লিখলো,—

"গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় সত্যনিষ্ঠ আদর্শ সাধুপুরুষ স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়-ঘটিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গীত শুনিয়া অশ্রুধারায় ভাসিয়া যান—কাঁদিতে কাঁদিতে বিহ্বল হইয়া সময়ে সময়ে মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়েন—ইহা দেখিয়া আমি একেবারে অবাক হইয়া যাইতেছি।······হায় হায়! নীতির আদর্শস্থল ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য গোস্বামী মহাশয়ের এইরূপ ভাব! দেখিয়া শুনিয়া অন্তরে বড়ই ক্লেশ অনুভব করিতেছি।"

ক্লেশ অনুভব করেই ক্ষান্ত হোল না সে—পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্ম-সমাজের নেত্রী-স্থানীয়দের কাছে গিয়ে নালিশ করলো—

"গোস্বামী মহাশয়ের আসন-ঘরে চতুর্দ্দিকে দেওয়ালে রাধা-কৃষ্ণ, গৌর-নিতাই, হর-পার্ব্বতী, নন্দ-যশোদা প্রভৃতির ছবি কেন রহিয়াছে, এবং তিনি বাউল-বৈষ্ণবাদি কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্মের নামে শারীরিক বিকৃত ভাবের উদ্দীপক প্রেমসঙ্গীতাদি করিতে কেন প্রশ্রয় ও উৎসাহ দেন?"

নামটি ওর মিষ্ট-মধুর—কুলদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাস্থ্য-সুন্দর সুগৌর তনুখানি ওর লাবণ্য ঢল-ঢল। বংশ গরিমার সঙ্গে বর্ণবিভায় আর্য্যের বৈশিষ্ট্য ওর প্রতি অঙ্গে, ওর প্রতি আচরণে। ব্রাহ্মণ-সন্তান ব্রাহ্মধর্ম্মে যথারীতি দীক্ষিত না হয়েও মনে-প্রাণে ব্রাহ্ম। সূচীসূক্ষ্ম মননশীলতা, আর বজ্রকঠিন নৈতিক নিষ্ঠার সঙ্গে মিলেছে ওর সত্যাচরণের নদী-সরস্বতী। এই ত্রিবেণী-সঙ্গমের অলকানন্দা কেমন করে বিজয়-বিষ্ণুপাদপদ্মে বিগলিত হয়ে 'সদ্-গুরুসঙ্গ'রূপী ব্রহ্মকমণ্ডলুতে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, সে ইতিবৃত্ত বিস্ময়কর। কিন্তু সে অন্য কাহিনী। মাতৃজঠরে অপূর্ণ ভ্রূণের পরিপোষণ আর পরিবর্দ্ধনের ক্রমাভিব্যক্তি।

এই কুলদাকান্তের কান্ত-মূর্ত্তিই বিজয়ের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত হয়ে উঠলো সর্ব্বাগ্রে। কিন্তু বিজয়ের অমিত তেজ, আর অনমনীয় দৃঢ়তা, বিজয়ের সার্ব্বজনীন মতবাদে সর্ব্বসাধারণের আকর্ষণ, বিজয়ের আশ্চর্য্য ত্যাগ আর অতিমানবীয় সত্যাচরণের আলোকদীপ্তি আন্দোলনের আগুনটা মলিন করে রাখলো কিছু দিন!

নেতাগণ বললেন কুলদাকে—"নিজের বাসগৃহে কে কি ছবি রাখে, আমাদের দেখবার দরকার নাই। নিজের বাড়ীতে কে শালিনতা-হীন গান শোনে, তারই-বা খোঁজ রাখার কি প্রয়োজন আমাদের? আর বেশী বাড়াবাড়ি করলে তখন দেখা যাবে।···"

সত্যি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছে বিজয়; বক্তৃতা আজকাল যা করে, সবই পৌত্তলিক। পুরাণের ব্যাখ্যা করে' বোঝায় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব। অমার্জ্জিত, অসভ্য সব পৌরাণিক চরিত্রকে পরম রমণীয় লীলা-মাধুর্য্যে পরিণত করে।

অসহ্য—অসহ্য এসব সভ্য সমাজে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যক্ষ যেন দর্শন করে বিজয় জগজ্জননীকে; ওর সিদ্ধ নয়নের স্নিগ্ধ দৃষ্টি শিশুর সরলতায় সজল হয়ে ওঠে। সমাজের বেদীতে বসে বলতে থাকে,—

—এই যে আমার মা এসেছেন; মা আমার আজ তাঁর কাঙাল ছেলেদের খাওয়াতে প্রসাদের থালা হাতে নিয়ে এসেছেন!

ঐ যে কাঞ্চীরত্ন-দুকুল-হারললিতা, নীল-ত্রিনেত্রোজ্জ্বলা মা আমার, ঐ যে—পুস্তকঞ্চাক্ষমালা-শোভিতা বরাভয়করা মা আমার!

—ঐ দেখ, ঐ দেখ—তোমরা সকলে দেখে নাও, ঐ দেখ পাগ্‌লা এসেছে! ঐ যে দাঁড়িয়ে রয়েছে······ধর-ধর—ধর—···বাব্বা, কতবড় গরু,······বাঃ! ওর কপালে একটা চোখ, তার জ্যোতি কত! সূর্য্যের মত!······আহা! ঐ দেখ নন্দী-ভৃঙ্গী····· জয় মা, জয় মা! ধন্য মা—শ্রীচৈতন্য, বাল্মীকি, নারদ, বশিষ্ঠাদি···আরো কত রয়েছেন···

ঐ যে সিদ্ধগণ-সেবিতা মা আমার!···

শুনে, বিদ্রোহী তরুণ কুলদাকান্ত লিখলো তার সত্যদৃঢ় দিনলিপিতে,—

"—গোঁসাই এসব কি করিতেছেন? নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানীদের প্রধান আচার্য্য হইয়া অনায়াসে ব্রাহ্মমন্দিরে দাঁড়াইয়া পৌত্তলিকতা প্রচার করিতেছেন! শিক্ষিত ভদ্রলোকদের নিকট, বিশেষতঃ ব্রাহ্ম-সমাজে বসিয়া তাঁহাদেরই সমক্ষে এসব আবোল-তাবোল বলা কি স্বাভাবিক মস্তিষ্কের কার্য্য! এরূপ ব্যাপারে ব্রাহ্মরাও কিছু বলিতেছেন না কেন?···"

লিখে চলেছে দিনলিপি। কিন্তু ঐ নবীন যুবক তখনো জানে না—কে সে বিজয়কৃষ্ণের। এতোখানা বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হয়েও কেন তার অন্তরের এতবড় আকর্ষণ ঐ রাতুল চরণের পানেই!

রূঢ় সত্যবাদী যুবক নিয়মিত লিখে যায়। চিন্তা করে না—এই যমুনোত্তরীর অত্যুষ্ণ ধারা একদিন প্রয়াগের যুক্তবেণীর শান্ত-শীলতায় হারিয়ে যাবে—আত্ম বিলুপ্তি ঘটিয়ে দেবে শ্রীগুরুমহিমার সমুন্নত চরণাচল-প্রান্তে!

ও জানে না, আজন্ম ব্রহ্মচর্য্যের অত্যাশ্চর্য্য তপশ্চর্য্যার হোমাগ্নিতে ঐ কিশোর কান্ত যুবকই সম্ভব হবে বিজয়ের আনন্দময় মানসপুত্র ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ-রূপে!

দ্বারভাঙ্গায় অসুখের পর বিজয় পদ্মাবাস ছেড়ে আবার যোগ দিল ব্রাহ্ম-সমাজে। হিন্দু জটাধারী সন্ন্যাসী, সর্ব্বত্যাগী ফকির, সাধু মোহন্তগণ ওর সঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখা করতে আসেন প্রচারক নিবাসে। একদিন কুলদা শুনলো, এক উদাসী সাধুকে নাকি গোঁসাই গাঁজা খাওয়াচ্ছে। জ্বলে উঠল ওর নৈতিক ধর্ম্মনিষ্ঠা।

সাধুকে শাস্তি দিতে গিয়ে আছাড় খেল ধরাশায়ী হয়ে শয্যাশায়ী হোল দাম্ভিক কুলদাকান্ত। বেশ বুঝলো, বিজয় যাকে গাঁজার ভোগ দেয়—সে গাঁজিয়াল হলেও গঙ্গাধর, নেশাখোর হলেও নিত্যানন্দ!

অবশেষে কুলদাকান্ত বিজয়ের চরণছায়ায় এসে দাঁড়ালো।—অন্তরের অসীম ব্যাকুলতার বন্ধনে সে রইল চন্দন হয়ে। ওর শিষ্যত্বের সাধনা ওর গুরুর মতই ব্যাকুল-বিধুর। বিজয়-জীবন-সাগরের এই মহিমোজ্জ্বল স্রোত-তীর্থ স্বগৌরবে স্বপ্রকাশ!

কুলদা ওর নিত্য সঙ্গী। ভূমি থেকে ভূমার সম্পর্ক ওর সঙ্গে—ওর সঙ্গে সম্পর্ক নিত্য থেকে লীলার। ওর বিদ্রোহী-রূপ শুধু বিজয়ের জ্যোতির্ম্ময়তাকে উজ্জ্বলতর করবার জন্যই। কুলদা বিজয়-জীবনের ক্ষরহীনতার সাক্ষর!

কুলদা কূল-মজানো গোপীকা, কালাচাঁদের বাঁশী শুনেছে! ওকে দিয়ে বিজয়কে আঘাত করা আর সম্ভব নয়…

আচার্য্য অদ্বৈত্যপ্রভু হুঙ্কার ছাড়লেন আর একবার। শ্যামসুন্দর রূঢ় হয়ে উঠলেন। বিজয়কে আরো কঠিন আঘাত করতে হবে—আত্মীয়ের হাতে আঘাত—আত্মজের হাতে আপমান…

সমাধি অবস্থায় একদিন বলেছিলো বিজয়,—

"সাধনের ভিতরের একটি কৃতবিদ্য সুশিক্ষিত যুবক ব্রাহ্ম-সমাজে উপাচার্য্যের আসন গ্রহণ করবেন। ব্রাহ্মদের সঙ্গে মিলেমিশে আমাকে নানা রকমে অপদস্ত করতে চেষ্টা করবেন…"

কে এই কৃতবিদ্য যুবক?

বিষের মত ছড়িয়ে পড়েছে বিদ্বেষ বিজয়ের বিরুদ্ধে। কত-কি আলোচনা হচ্ছে। শ্রীধরের মুখে কে একজন—"ঐ দেখ কালী—জয় কালী, জয় কালী—" বলতে শুনে তাকে অকথ্য ভাষায় গাল দিয়েছেন; তাই নিয়ে বাদ-বিতণ্ডা।

বলছেন ওঁরা—

"গোঁসাই হরিনাম চালাইয়াছেন, তাঁহার শিষ্যরা এখন কালী-দুর্গা প্রভৃতি নামও চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন। এ অতি ভয়ানক প্রতিবাদ হওয়া উচিৎ—"

প্রতিবাদ আরম্ভ হোল। বিজয়ের মধুর সঙ্গ লাভ মানসে ঢাকায় এসেছিল এক যুবক। শিষ্য সে বিজয়ের—আর বিজয়ই তাকে স্নেহভরে অধিকার দিয়েছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বক্তৃতা করে মানুষকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার। এই পরম স্নেহভাজনই হোল বিজয়ের বিরুদ্ধাচারী।

কুলদা লিখেছে,—"গোস্বামী মহাশয়ের ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগের পরেও ব্রাহ্মদের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া মন্মথবাবু স্বীয় অদ্ভুত শক্তি ও তেজস্বিতা, গোঁসাইয়ের অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদ, অভ্রান্ত গুরুবাদ প্রভৃতি মতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ভাবে বক্তৃতা করিয়া অতি তীব্রভাবে প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।…"

এর ইতিবৃত্ত অলভ্য মনে হয়—হয়তো অবলুপ্ত হয়ে গেছে। কিম্বা অপেক্ষা করে আছে কোনো অজ্ঞাত দিনের জন্য। উত্তর পুরুষ বিজয়ের জীবনচিত্র চিত্রনে তো উপেক্ষা করবে না এই অতি প্রয়োজনীয় উপাদানকে! বিজয়ের দিব্যমূর্ত্তি আজো অ-ক্ষোদিত রয়েছে বলে কি চিরদিনই থাকবে?

না—যে-হোমাগ্নি রেখে গেছে কুলদানন্দ, যে-ইতিহাস লিখেছে মনোরমা, শৈবলিনী, মনোরঞ্জন—যে দিনলিপি লিখেছে, শ্রীধর, সতীশ, বরদাকান্ত—তার থেকেই সুদক্ষ শিল্পী আবিষ্কার করবে বিজয়ের রূপসুষমা—ক্ষোদিত করবে ওর অমূর্ত্ত মূর্ত্তি।

কুলদা লিখেছে—এবার দেখিতেছি, সভা-সমিতি করিয়া গোস্বামী মহাশয়ের কার্য্য-কলাপ, সাধন-ভজন সম্বন্ধে ব্রাহ্ম-সমাজে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। …"গোস্বামী মহাশয় যে ভাবে চলিতেছেন তাহাতে তাঁহার দ্বারা আর প্রচারকের কার্য্য চলে না। নির্জ্জনতাপ্রিয় গোস্বামী মহাশয়ের ধ্যান, ধারণা, সমাধি ব্রাহ্ম-সমাজের কোন উপকারেই আসিতেছে না। উহা দ্বারা সমাজের আর উন্নতির আশা নাই। ব্যক্তিগতভাবে তিনি যাহাই করুন না কেন, প্রকাশ্য ভাবেও যখন তিনি গুরুবাদ স্বীকার করিতেছেন, উনবিংশ শতাব্দীর উচ্চশিক্ষিত সমাজের নেতা হইয়াও যখন তিনি নিতান্ত অজ্ঞানের ন্যায় 'শাস্ত্র অভ্রান্ত' এই কুসংস্কারাপন্ন মতও প্রচার করিতেছেন, তখন তাঁহার দ্বারা এই সমাজের শ্রীবৃদ্ধির আশা কোথায়? অসাম্প্রদায়িক ভাবে ধর্ম্ম-প্রচার করিলে আর 'ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক' নাম কেন? হিন্দু দেব-দেবী, হিন্দুদের আচার-পদ্ধতি এবং হিন্দুদের প্রাচীন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কিছু না বলিয়া, এখন বরং তিনি সময়ে সময়ে ঐ সকলের প্রশ্রয়ই দিতেছেন। এইরূপ অবস্থায় গোস্বামী মহাশয়ের দ্বারা ব্রাহ্ম-সমাজের ভয়ানক অনিষ্টই হইতেছে।"

এই প্রতিবাদ জীবনের লক্ষণ; ব্রাহ্ম সমাজের সতেজ সজীবতার প্রমাণ। বিজয় তদানিন্তন ঢাকা ব্রাহ্ম-সমাজের প্রাণ স্বরূপ হলেও, ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরুদ্ধ আচার-আচরণ যে সহ্য করতে চান নি ওখানকার অনেকেই—এই সত্যকে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানাতে হবে। এতে বিদ্রূপের কটাক্ষপাত করলে মানুষের আধ্যাত্মিক নিষ্ঠাকে অস্বীকার করা হয়—অপমান করা হয়, আঘাত করা হয়!

তাই বিজয় বলেছে,—"যদি তাঁহারা আমার মতের প্রতিবাদ না করিতেন, তবে মনে করিতাম, ব্রাহ্ম-সমাজ মরিয়া গিয়াছে।"

এই স্বীকৃতি চির-সত্যসন্ধ বিজয়ের স্বীকৃতি!

এই ঔদার্য্য সর্ব্বমত-সহিষ্ণু বিজয়ের সহনশীলতা!

এই প্রেম বিশ্বপ্লাবী বিজয়ের প্রেম!

বিজয়ের জীবন নিয়ে যে-খেলা চলছে, সে-খেলা যতই নিষ্ঠুর হোক—বিজয় তাতে বিজীত হবে না।

অচ্যুতের চ্যুতি ঘটবে না ক্ষমাসুন্দর প্রেম থেকে,—ক্ষয়হীন মহিমা থেকে!

নিত্য নতুন ভাব বিজয়ের—ভাবময় হয়ে উঠলো। নিয়মিত চলে সংকীর্ত্তন, নিয়ম মতই হয় উপাসনা—নিয়মবদ্ধ জীবন।

নিয়ামক কিন্তু নিষ্ঠুর হয়ে উঠছেন ক্ষণে ক্ষণে!

কুলদা শিষ্য হয়ে সমর্পণ করলো নিজকে; পণ্ডিত শ্যামাকান্ত হোলেন বিজয়ের বিশেষ ভক্ত। নগেন চাটুজ্যে ওর তিন-কালের বন্ধু—তেঁতুল-গোলা দিয়ে ভাত খাওয়ার সমপ্রাণ সখা। দোপাটি ফুল ভাজা দিয়ে আনন্দে অন্ন উদরস্থ করেন ওর সঙ্গে।

যে আসে বিদ্রোহী হয়ে, সেই ওর সামীপ্যে হয়ে ওঠে শ্যামল দূর্ব্বাদল;—বিরুদ্ধাচরণ করতে এসে চন্দন-তুলসী হয়ে যায়; নিজেকে অঞ্জলি দেয় ওর চরণে।

ঐ অপরাজেয়কে জয় করবে কে?

জয় করার তো আবশ্যক নাই! বিজয় অ-বিজীতই থাকবে। শুধু ওকে ছাড়িয়ে আন্‌তে হবে গণ্ডী থেকে; আনতে হবে মুক্ত আকাশের অনন্ত বিস্তারে—অবাধ স্বাধীনতার উদার মাহাত্ম্যে!

ও চিরযুগের ব্রাহ্ম—চিরযুগের জ্ঞানী—চিরযুগের যোগী, চিরযুগের ভক্ত!

ও জ্ঞান-যোগ-ভক্তির সমাহার!

ও ভাগবত-ভক্ত-ভগবান!

বিজয় বিশেষ প্রয়োজনে কলকাতায় এসেছে; মায়া আছে ঢাকা-প্রচারক নিবাসে।

আন্দোলনটা রুদ্ররূপ গ্রহণ করলো ঠিক এই সময়। বিজয়ের জীবন-নাট্যে মায়ার মঙ্গল-স্পর্শ ঘটলো,—সে বিজয়কে লিখে জানালো সব কথা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজয় পূর্ব্ববাংলা ব্রাহ্ম-সমাজকে সহস্র প্রণতি নিবেদন করে পদত্যাগ-পত্র দাখিল করে দিল।

আর মায়াকে লিখলো প্রচারক নিবাস ছেড়ে অন্যত্র উঠে যেতে।

সত্য হোল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণী।

কিন্তু একি জীবন! এ কী জ্বালাময় জীবন-যজ্ঞ! অবতার-জীবনের এ কী অনাস্বাদিত গরলামৃত! একি ক্ষয়হীন, ক্ষান্তিহীন ক্ষেমঙ্করত্ব!

অর্থহীন, স্বাস্থ্যহীন, সর্ব্বত্যাগী বিজয় অচল-মহিমায় আবার এসে দাঁড়ালো পথে—পাৎলাখাঁর গলি থেকে একরামপুরের কদমতলায়।...

বসলো এসে অনশনে,—অর্দ্ধাশনে,—
আকাশ-বৃত্তির অজিনাসনে :
পরিব্রাজার পর্ণাসনে,—পুণ্যাসনে—পূর্ণাসনে
রূপাতীত সে-রূপ,—
চৈতন্য-চিত্ত-বিগলিত শ্রীশ্রীনাম-বিগ্রহ!

Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই গ্রন্থ লিখতে যে-সব পুস্তক-পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তার নাম স্বীকার করছি—

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু-সঙ্গ— শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী— শ্রীযুক্ত জগবন্ধু মৈত্র

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী— শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী কর

আশাবতীর উপাখ্যান— শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী লিখিত

বালক বিজয়কৃষ্ণ— প্রভুপাদ শ্রীসীতানাথ গোস্বামী

শ্রীশ্রীবিজকৃষ্ণ গোস্বামী— শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেন

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ লীলামৃত— শ্রীঅমিয়কুমার সান্যাল

শ্রীঅদ্বৈত অভিশাপ— অজ্ঞাত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত— শ্রীম।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-প্রসঙ্গ— শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ

শ্রীশ্রীবিজয় ভাগবত— শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র চন্দ্র দে সরকার (উকিল)

মৌনী অবস্থার উপদেশ— শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু।

মন্দির—মাসিক পত্রিকা, সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী

মন্দির পত্রিকায় প্রকাশিত—শ্রীমৎ স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ লিখিত প্রবন্ধাবলী ও পত্রাবলী।

মন্দির পত্রিকায় প্রকাশিত—শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর ঘর—শাস্ত্রী, এম-এ লিখিত "গোস্বামী চরিতের উপাদান সংগ্রহ।"

"সোম প্রকাশ", "তত্ত্ববোধিনী", "সুলভ সমাচার", "তত্ত্ব কৌমুদী" ইত্যাদি সামান্যই পাওয়া গেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.............
Shri Shri ... mayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 9/333
...hram
BANARAS

Mahesh
Mahesh Library
College ...
Shyama Charan Dey Street.

Mahesh Mahesh

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi